Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[illegible]

প্রথম

[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

2/9/58

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

2/213

~~9/273~~

2/213

~~2/290~~

LIBRARY
No.........
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম * জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

চরিত-মাধুরী

শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজের

পূত জীবন চরিত।

শ্রীহট্ট 2/213

প্রথম খণ্ড

(বাল্য-কৈশোর গৃহত্যাগ)

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্রি-সঙ্কলিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬৯

বঙ্গাব্দ ১৩৬১

ভিক্ষা—৩৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—

শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ট্রাস্ট, ষ্টেট

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

বরাহনগর, কলিকাতা—৩৫।

ট্রাষ্টি বোর্ড

শ্রী অদ্বৈত দাস বাবাজী

শ্রী রাধা চরণ দাস বাবাজী

শ্রী কানাই দাস বাবাজী

শ্রী জীবন কৃষ্ণ দাস

শ্রী মধুসূদন দাস বাবাজী

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম বরাহনগর, কলিকাতা—৩৫

ফোন, বড়বাজার ২৭৪৬।

শ্রীপুলিনচন্দ্র দে
২১, ডাক্তার লেন,
কলিকাতা।

শ্রীগোবর্দ্ধনদাস বাবাজী
সমাজবাটী,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়
১১-এ, অপার উড্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১৬।

শ্রীজজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ মঠ
বাঙ্গালীসাহি, কটক—১

The copy right of this book and all rights in relation to and connected with this book including right of translations and or dramatisation belong to and are owned by the Trustees appointed under and in terms of the Trust Deed (Sree Sree Netai Gouranga Trust, Baranagor Patbari) executed by Sree Sree Ramdas Babaji Maharaj; all such rights are reserved and any infringment there of will be suitably dealt with accroding to law.

Printed by Ratikanta Ghose at **Sree Gopal Printing Works**
25/1-A Kalidas Singha Lane, Calcutta—9.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৪৭৩ ৭/৬২৭ শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

মাধুরী সঙ্কেত

পত্রাঙ্ক

শ্রীগুরুবন্দনা ... ১
ফরিদপুর ... ১
গ্রামপরিবেশ ও কুলপরিচয় ... ৫
অনাথালয়ের বাসিন্দা ... ১৩
সত্যভামা দেবী ও দুর্গাচরণ গুপ্ত ... ১৬
অদ্ভুত শিশু ... ২০
তীর্থ যাত্রা ... ২৫
বৃন্দাবনে ব্রজকিশোর ... ৩১
অষ্টমের আবির্ভাব ... ৩৭
বালকের নামকরণ ... ৪৩
কুমারপুরের কুমার ... ৪৭
বিহঙ্গের মুক্তি সাধনায় রাধিকার বন্ধন ... ৫০
রাধিকার প্রথম পাঠ অভ্যাস ... ৫২
জীবদয়াল রাধিকা ... ৫৮
শ্রুতিধর ... ৬৩
শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা ও দশভূজার জাগরণ ... ৬৯
অসম সাহসী রাধিকারঞ্জন ... ৭৮
পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর সহিত মিলন ৮২
সম্মোহিত ও বিপন্ন বালক রাধিকা ... ৯২
রাধিকার কণ্ঠে যাত্রা শোনার ফটো ... ১০৪
রাধিকার কোষ্ঠী গণনা ... ১১৩
পিতার উপদেশ ... ১১৯
নিলোখী গ্রামে ... ১২৬
জ্যোতিষীর গণিত ফলের পূর্ব্বাভাস ... ১৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

		পত্রাঙ্ক
আকৃষ্ট বন্ধুর আসা যাওয়া	...	১৪৬
রাধিকার প্রতি বন্ধুর সঙ্কেত	...	১৫১
সুপ্ত বীজের উন্মেষ	...	১৫৮
রাধিকা নবীর দোস্ত	...	১৬৩
পরীক্ষার্থীর নূতন উল্লাস	...	১৬৯
শ্রীরাধিকার ভারত মাতা অভিনয় ও বন্ধুর নব আস্বাদ		১৭৫
বন্ধুর শারিকা	...	১৮২
সংকীর্ত্তনে কিশোর-নর্ত্তক ও পতিত উন্নেতা		১৯২
আবার পড়ুয়া	...	২০২
সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্র	...	২০৮
সেবক রাধিকা	...	২১৭
পূনর্মিলন	...	২২৭
নূতন আকর্ষণ	...	২৩৬
দীনবন্ধু বাবাজীর আশ্রম ও নূতন উন্মেষ		২৪২
সাতাত্তুরে নিত্যানন্দ	...	২৫১
পথে পথে কীর্ত্তন ও দুর্ব্বৃত্তের প্রহার	...	২৫৪
তড়াসে নব ভাবের উদয়	...	২৫৯
রায় বনমালী ও গোস্বামী রঘুনন্দনের সমীপে		২৬৩
গৃহ-গঞ্জনা	...	২৬৭
স্বতন্ত্র স্বভাবের সমালোচনা	...	২৭২
কাবেরীর জলে	...	২৭৫
দয়ালুর অনুগ্রহে চোরের বিপত্তি	...	২৮০
দরিদ্র-পতিতের বন্ধু	...	২৮৬
পাটুরিয়ার মেলা	...	২৮৯
মায়ের বৈষ্ণব অপরাধ মোচন	...	২৯৫
ভারতীর ভ্রাতৃপ্রেম	...	৩০২
বদান্য রাধিকা	...	৩১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED ৩১২৭৩

পত্রাঙ্ক

আলোকদিয়ার গোয়াল ঘরে ...	৩২২
রাধিকার নবদ্বীপ যাত্রার পূর্ব্বাভাস ...	৩৩০
শ্রীধাম নবদ্বীপে ...	৩৩৩
হরিসভা ও বড় আখড়া ...	৩৩৯
কীর্ত্তনশ্রোতা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৩৪২
পোড়া মায়ের মন্দিরে দেব-দর্শন ও শ্রীধরের জন্মভূমির স্পর্শ	৩৪৭
নবদ্বীপ হইতে বিদায় বিরহ ...	৩৫৪
বৈরাগ্য-বাতুল ...	৩৫৭
রাধিকার নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার পরে ...	৩৬৬
পিতৃভূমি হইতে বিদায় প্রার্থনা ...	৩৭২
শ্রীরামদাস ...	৩৭৯
গৃহকারামুক্তির সঙ্কেত ও পরিত্যাগ ...	৩৮৭
তন পথের যাত্রী শ্রীরামদাস ...	৩৯৮

—০—.

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

অবতরণিকা

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বিচারপরম্পরা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে 'পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যই ভক্তি'। স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এবং তাঁহার আবির্ভাববিশেষ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সমগ্রশাস্ত্রসিদ্ধান্তে পরতত্ত্বসীমা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত। শ্রুতির 'আনন্দ ব্রহ্ম', মধু ব্রহ্ম,' 'রস ব্রহ্ম' এবং 'ভূমা ব্রহ্ম' প্রভৃতিও এই পরতত্ত্বেরই দ্যোতক।

আনন্দের সন্দেশ, মধুর মাদকতা রসের নৈবেদ্য এবং ভূমাবস্তুর আস্বাদনীয়তা যিনি অকাতরে দান করেন—যিনি আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই বার্ত্তার প্রচার করেন—তিনিই প্রকৃত সাধু বা মহাপুরুষ-পদবাচ্য। এই মর জগতে সাধুগণই শ্রীভগবানের কারুণ্যঘনমূর্ত্তি—শ্রীমদ্‌ভাগবতে সৎসঙ্গই 'নিধি' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ সৎসঙ্গলাভ ও ভগবৎ-করুণাপ্রাপ্তি একই কথা।

জীব অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বৈমুখ্যদোষে সংসারাবর্ত্তে ত্রিতাপ-জ্বালায় নিরন্তর দন্দহ্যমান হইতেছে, ইহার দুরবস্থা দেখিয়া যদি কোনও ভাগবতের প্রাণ কাঁদে, যদি তাঁহার কৃপা হয়, তবেই পরতত্ত্বোন্মুখতা বা সংসার-ক্ষয়ের সোপান রচিত হয়।

ভক্তিসন্দর্ভে এইজন্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে 'ভক্তি সৎসঙ্গ-বাহনা বা সৎকৃপাবাহনা'। এই ভাবসিদ্ধ মহাজনগণই জনগণ-মনঃপ্রাণ-নায়ক হন—চিরতৃষিত মানবের মহাশুষ্ক কণ্ঠে অমৃতধারা দান করেন—ইঁহারাই সমাজের মেরুদণ্ড ও জাতীয় জীবনের আলোকস্তম্ভ। ভাবরাজ্যের সম্রাট্ হইয়া ইঁহারাই চিন্তা-তরঙ্গে আকর্ষণ করত গোলোকের গুপ্ত নিধিকেও ধরার বুকে আপামর সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করেন—এক কথায়, ইঁহারাই 'কৃষ্ণ দিতে কৃষ্ণ নিতে ধরেন মহাশক্তি'। এই লোকোত্তর মহামহিমময় মহাজন-গণকে বুকে ধরিয়াই ধরার আনন্দ ও গরিমা। এই উত্তম ভাগবতগণই পরবর্ত্তী-কালের জীবনিচয়ের প্রীতিভক্তির আলম্বন হইয়া তাহাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে পরমাভক্তির বীজ বপন করেন। ইঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, সান্নিধ্য, সম্ভাষণ ইত্যাদি লাভ করত শতশত মহাপতিত দুর্জনাদিও যে পাবন হইয়াছেন—তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায়। ইঁহারা স্বয়ং ভক্তির যাজন ত করেনই, আবার লোকহিতার্থে তাহার প্রচারও করেন—তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারার মধ্য দিয়া সুর-তরঙ্গিণীর ন্যায় একটি জীবন্ত ভক্তি-প্রবাহ ছুটিয়া তাপ-ক্লিষ্ট মানবের হৃদয়ে পবিত্রতা, শান্তি, ভক্তি ও বৈরাগ্যাদি গুণ-সম্পৎ পরিবেষণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মাদৃশ কলি-কল্মষহত জীবের পক্ষে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণই একমাত্র কর্ত্তব্য ও জীবাতু।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কলি-সন্তরণের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলানুধ্যানই একমাত্র প্লবরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' এই ভাগবতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবদ্‌ক্তি এবং 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'—এই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতীয় বচনের প্রামাণ্যে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভক্তলীলানুচিন্তনই অধিকতর উপাদেয় ও আশুফলপ্রদ : কেননা ভক্তজীবনে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই লীলাবৈচিত্র্য গুম্ফিত থাকে। পতন ও উত্থানের ভিতর দিয়া—নৈরাশ্য ও আশার মধ্য দিয়া—কি ভাবে সাধন-ভক্তির ক্রমবিকাশে চরমকৃতার্থতালাভ করিয়া ধন্যধন্য হইতে পারা যায়, তাহারই ইঙ্গিত ও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—ভক্তজীবনে ; সুতরাং ধর্ম-জীবন গঠন করিতে হইলে ভক্ত-জীবনীর আলোচনার যে আত্যন্তিক উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে—তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

শ্রীমাদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্রের উপাখ্যানে ভক্তস্তর বর্ণিত হইয়াছে। সর্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইলেও উত্তম ভাগবতগণ দীনপাবনী করুণার ধারায় অভিষিক্ত-হৃদয় হইয়া মধ্যম ভাগবতের ন্যায় ঈশ্বরে, ভক্তজনে, মূর্খে ও বিদ্বেষ্টায় ক্রমশঃ প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করিতে পারেন—তাহাও তত্রত্য টীকাকারগণের কৃপায় শ্রীশুকনারদাদির দৃষ্টান্তে অবগত হওয়া যায়। সর্বসাধারণের আকর্ষণ ও প্রচুরতর আনন্দদানের তারতম্যে যেরূপ ভগবত্তার ন্যূনাধিক্য হয়, তদ্রূপ ভাবাবিষ্ট সিদ্ধভক্তেও আপামর সর্বজীবের মনঃপ্রাণের আকর্ষণ এবং আনন্দপ্রাচুর্য্যপ্রদান দেখিয়া তাঁহাতে কৃষ্ণশক্তির যথাযথ বিকাশাদি অনুমিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রচুরতর কৃষ্ণশক্তিসম্পন্ন পরম ভাগবত শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজি মহারাজের পরমপূত লীলা কাহিনীই বিবৃত হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনগণ-কৃত শত শত বাধা বিঘ্ন, প্রহার-তিরস্কারাদি উপেক্ষা করিয়া শৈশবেই ইনি কিভাবে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সাহচার্য্য লাভ করিয়া ত্যাগবৈরাগ্যময় ভাবিজীবন-গঠনে উদ্‌যুক্ত হইয়াছিলেন—অবিপ্লুতব্রহ্মচারী হইয়া ইষ্টপ্রাপ্তি-বিষয়ে সর্বদার জন্য নিরত ছিলেন—আবাল্য হরিজন-সঙ্গে হরি-প্রসঙ্গে কিভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—আহারে বিহারে সংযত হইয়া কিভাবে দৈহিক ও পারমার্থিক কল্যাণে ব্যাপৃত ছিলেন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত চিত্র ইহাতে পাওয়া যাইবে।

উত্তরকালে আবার শ্রীশ্রীরাধারমণের সহিত মিলন, তাঁহারই আদর্শে ও আনুগত্যে জীবন-যাপন, ত্রুটিবিচ্যুতিতে তীব্র কৃপাদণ্ড ভোগ করিয়া কিভাবে সদাসর্বদা শ্রীশ্রীনাম-প্রসঙ্গে ভজনানন্দে থাকিতেন—তাহাও ইহাতে বর্ণিত হইবে। অমানী মানদ হইয়া শ্রীশ্রীনামযাজন করিতে—প্রেমাবেশে শ্রীনিতাই-গৌর বলিয়া বলাইতে, কাঁদিয়া কাঁদাইতে, ভজিয়া ভজাইতে—এই প্রেমোন্মত্ত পরম ভাগবত বাবাজী মহাশয় যাহা যাহা করিয়াছেন তাহারও অবিকল চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইবে।

তাৎকালীন সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনগণের শ্রীচরণরজে কিভাবে ইনি মস্তক অভিষিক্ত করিয়াছেন—প্রেমভক্তি-বিনম্র চিত্তে যাবতীয় লীলাস্থলীর রজো-গ্রহণ, তীর্থবারি-স্পর্শন এবং দৃষ্ট-শ্রুত-বৈষ্ণবগণের কৃপাদানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

অকুণ্ঠ স্মরণকেই সাধন-ভজন করিয়া কিভাবে ইনি অব্যর্থকাল হইয়া সিদ্ধ হইয়াছেন—শ্রীশ্রীনামাশ্রয়ে সেবা-প্রবণতা, দেব-দ্বিজ-ধামবাসিগণের যথাযোগ্য সম্মাননা, অকাতরে তিরস্কারাদি সহন, অথচ স্বয়ং অনিন্দুক হইয়া সমভাবে সকলের সমাদরদানাদি মহাবৈশিষ্ট্যে কিভাবে ইনি লক্ষ লক্ষ নরনারীর মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়াছেন—তাহা তাহারও বিশ্লেষণাদি ইহাতে নিবিষ্ট হইবে।

প্রাচীন বিগ্রহের সেবা অচল হইলে তাহার সুব্যবস্থাদি, পুরাতন মন্দিরাদি ধ্বংসোন্মুখ হইলে তাহার সংস্কার, বৃদ্ধ বা আতুর বৈষ্ণবগণের সেবাকৃচ্ছ্রতা হইলে ইঁহার মুক্তহস্তে দানাদি—স্নেহপূত দৃষ্টিতে, সুমধুর বাক্যবিন্যাসে এবং ব্যবহার-কৌশলে আপামর সর্বসাধারণের মনঃপ্রাণ-নায়কতাদি এবং সর্বোপরি কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ভাব-ভূষণে ভূষিত হইয়া তৎকালে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত 'আখর' সম্বলিত কীর্ত্তন গানাদিদ্বারা ইনি যে ভাবে লোকাতিগ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন—তাহারও যথাসম্ভব আভাস ইহাতে থাকিবে। বাল্যাবধি সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর যাবৎ একইভাবে শ্রীশ্রীনামপ্রেম-প্রচারে ইনি আত্মবিনিয়োগ করিয়া বিষয়ী, মুক্ত, মুমুক্ষু, ভক্তীচ্ছু প্রভৃতি সর্বসাধারণের মনেপ্রাণে যে অননুভূতপূর্ব আনন্দোন্মাদনা-সহকৃত রসপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারও আভাসচিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হইবে। শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দগৌরাঙ্গের স্ফূর্ত্তি ও দর্শনাদি-জনিত তাঁহার যে সব ভাবোল্লাস—তাহারও যৎকিঞ্চিৎ পরিবেষণ ইহাতে থাকিবে।

পাশ্চত্য দেশে এরূপ মহামনীষা-সম্পন্ন মানবের অভ্যুত্থান হইলে তাঁহাকে 'জাতীয় মহাবীর' [National Hero] বলিয়া সম্মানিত করা হয়—তাঁহার সম্বন্ধে শত শত জীবনী লিখিত হয়; তাঁহার আদেশ উপদেশ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি এবং ভাবভাষাদি-সম্বন্ধেও কত কত পুস্তক পুস্তিকা প্রণীত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতিশয় দুঃখের বিষয়—আমাদের এই দেশে আমরা মহামানবের পূজা করিতে জানি না, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দিতে অভ্যস্ত নহি। ফলে মহাপুরুষগণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পূত জীবনের ঘটনাবলিও ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতে হয়; ইহাতে জাতীয় জীবনের প্রগতিতে বাধাপাতই হয়।

সুখের বিষয়—বরাহনগর শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীর ট্রাষ্টবোর্ড পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনী-সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছেন। এজাতীয় বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে অন্যূন একবৎসরকাল ব্যাপিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, যাহাতে সেই মহামানবের সহিত যে কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও অনুভূত ঘটনাবলি সংগ্রহ করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিচালক-মণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করিতে পারেন; পরিচালকগণও আবার সুদক্ষতার সহিত ঘটণাসমূহের যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং মূলজীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংযোজনাদি করত স্তবকে স্তবকে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিবেন। এইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরচিত ইতিহাসই আমাদের মোহান্ধকার দূর করিয়া প্রজ্ঞানেত্রের উন্মীলন করিবে—আমাদের পূর্বপুরুষ কি ছিলেন আর আমরা কি হইয়াছি তাহা বুঝিতে পারিব এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নয়নেও চেষ্টা করিতে পারিব।

উপযুক্ত আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিলে অনেক গৌরব-জনক অজ্ঞাতপূর্ব তত্ত্ব ও তথ্য ইহাতে প্রকাশ পাইবে এবং তাহাতেই আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের প্রচুরতর সম্ভার পাওয়া যাইবে।

এই জন্য সকাতরে নিবেদন—যাঁহারা শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া অপার্থিব রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন—বিমল আনন্দ ভোগ করিয়াছেন—অলৌকিক ঘটনাবলি দেখিয়াছেন—তাঁহারা যদি সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট, অনুভূত অথবা শ্রুত ঘটণাগুলি সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভে অথবা শ্রীপাটবাড়ীর অধ্যক্ষসমীপে প্রেরণ করেন, তবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থপ্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য হয় এবং তাহাতেই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে—সন্দেহ নাই।

এক্ষণে শ্রীশ্রীচরিতমাধুরীর প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, অতি শীঘ্র গ্রন্থপ্রকাশন করিতে গিয়া ইহাতে স্থলে স্থলে হয়ত ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পারে। ইহাতে ভাষার যথেষ্ট পারিপাট্য না থাকিলেও সহজ কথ্য ভাষায় ঘটনাবলির পরিবেষণের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র—স্নেহময় পিতামাতা যেরূপ স্বীয় বালকের অর্দ্ধোচ্চারিত (তোতলা) বাক্যেও প্রসন্ন হন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় ও তাঁহার প্রতি অনুরাগী গুণগ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাতে আনন্দ পাইবেন বলিয়াই আশা করি। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনী সম্যক্ লিখিতে চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র, বামন হইয়া চন্দ্রে হস্তপ্রসারণবৎ এই চেষ্টা—তথাপি তাঁহার বিশাল জীবনীর দিগ্‌দর্শনমাত্রও ইহাতে যথাকথঞ্চিৎ লিখিত হইয়া আমাদের আত্মশোধন করুক—এই বাসনা।

পরমস্নেহভাজন শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী ভায়া বাল্যকাল হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়াছেন—শ্রীমুখে শ্রুত দৈনন্দিন ঘটনাগুলি তাঁহার রোজনামচাতে লিখিয়া ছিলেন। তাহাই অবলম্বন করত তিনি এক্ষণে সজ্জন-সমাজে এই জীবনী প্রকাশে সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। শ্রীপ্রভুর নিকট প্রার্থনা—তিনি সুস্থশরীরে থাকিয়া অভীপ্সিত কার্য্যটি সুসম্পন্ন করুন। জয় শ্রীরাধারমণ, জয় শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাস,
দীন হরিদাস দাস
শ্রীহরিবোলকুঠীর,
শ্রীধামনবদ্বীপ,
বাং ১৩৬১, ২রা ফাল্গুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।৭৭৩

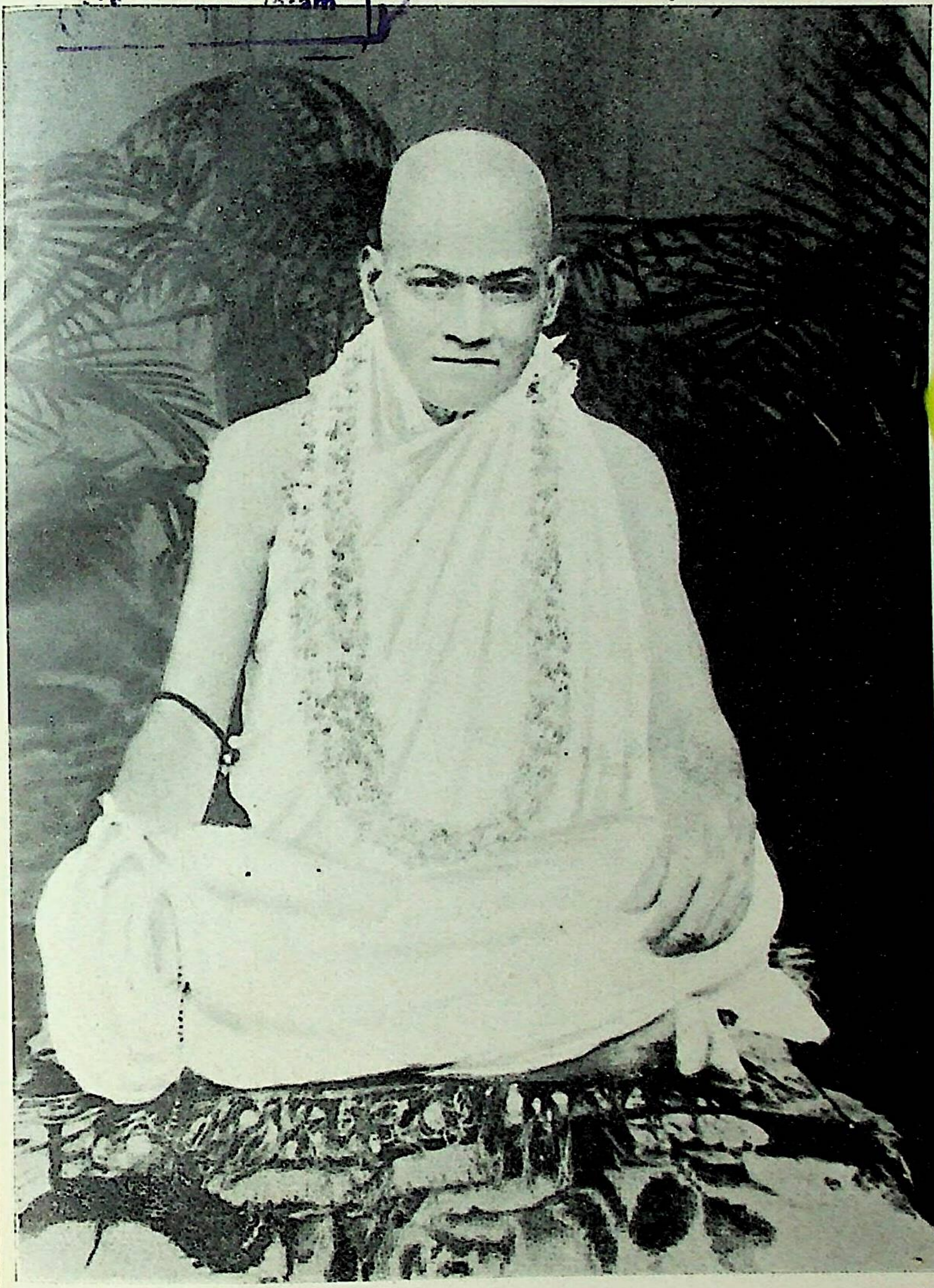

শ্রীশ্রীমৎ রামদাস বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. ২১২৭৬ Shri Shri ... BANARAS

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

জয় শ্রীগুরু।

চরিত-মাধুরী

সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ-নবধারা-প্রবর্ত্তকম্।
নিত্যানন্দ-রসস্নাতং রামদাসং প্রভুং ভজে॥
আরামঃ কল্পবৃক্ষাণাং বিরামঃ সকলাপদাম্।
অভিরামস্ত্রিলোকানাং শ্রীরামঃ শরণং মম॥
শ্রীমদ্দুর্গাচরণতনয়ং সত্যভামাকুমারং
বন্ধুস্নেহাৎ সরসমনসং ভৈরবানন্দিতং তম্।
শ্রীমদ্রাধারমণচরণ-প্রেমভক্তি-প্রদীপ্তং
বিশ্বে খ্যাতং সদয়হৃদয়ং রামদাসং ভজামঃ॥
গৌরাঙ্গবল্লভং বন্দে রাধাচরণচারণম্।
গোপীচারুমনশ্চন্দ্রং ভজে রামগতের্গতিম্॥
রামদাসপ্রভোর্বাসো যেষাং চিত্তে সদা মুদা।
তে পূজ্যাঃ শরণং সন্তু কৃপয়া করুণাময়াঃ॥

—০—

ফরিদপুর

ফরিদপুরং লোকনুতং হি বন্দে।

রত্নপ্রসবিনী ধরণীর নিভৃত দেশে আবির্ভূত হইয়া যে সকল অতিমর্ত্ত্য পুরুষ অপ্রাকৃত রস-সাগর হইতে নিগূঢ় রত্নসমূহ সঞ্চয় করিয়া বিশ্বের মধ্যে অমূল্যদানের ভাণ্ডার খুলিয়া দেন, অলৌকিক রসকল্পতরুতে বিকশিত সুগন্ধি কুসুমের মাল্য রচনা করিয়া বিশ্ব-মানবের কণ্ঠে পরম প্রীতিভরে পরাইয়া দেন, তাঁহাদের পদরজোধন্য আবির্ভাবের ভূমিকে আমরা অবনতশিরে বন্দনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভূমি মহাকালের গোচরে থাকিয়াও লোকপূজ্য হয়। তাহার বারি মৃত্তিকা পবিত্র তীর্থরাজির মধ্যে অন্যতম পূতস্থান বলিয়া প্রণম্য হয়।

সে ভূমির প্রতিধূলিকণার স্পর্শ জনগণের মনে অদৃশ্য কল্যাণী শক্তির সঞ্চার আনে। জীবকুলের মানস-সম্পুটে পারমার্থিক চেতনার বিকাশ হয়।

ধরার বক্ষঃপূত সে ক্ষেত্রটি সেই সব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ঋদ্ধি-সিদ্ধিদ হয়—জনমনের গতিপথে যোগক্ষেম বহন করিয়া আনে।

সে ভূমির দশদিকের অরামণ্ডল এক অচিন্ত্য শক্তির আধার হইয়া বিরাজ করে। সেখানকার ক্ষিতিরেণু, বারিকণা, তেজোলেশ, পবন সঞ্চার, আকাশমণ্ডল সবই অপ্রাকৃত প্রেমের বিলাস-বৈভব বহন করে।

সেই মহনীয় শক্তির নিকেতনে আসিয়া পরবর্ত্তী সাধকগণ সেখানকার লীলায়িত শক্তির স্পন্দন অনুভব করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়া যান।

সে তীর্থের দর্শন স্পর্শন সকলের ভাগ্যে হয় না; যাঁহাদের জন্মান্তরীয় সুকৃতিরাশি বিপুল সৌভাগ্যদানে উন্মুখ, তাঁহাদের ভাগ্যেই লাভ হয়। সে ভূমিকে আমরা বলদায়িনী বীর্য্যদায়িনী ভক্তিদায়িনী বলিয়া পূজা করি।

কত যুগ চলিয়া যায়, কত মহাকালের ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ বহিয়া যায়, তথাপি আমরা সেই ভূমির সন্ধান শাস্ত্রে, লোকপ্রবাদে, লোকোত্তর ব্যবহারে লাভ করি।

এমনি আর এক পুণ্যভূমির প্রকাশ এই বাংলার বক্ষে হইয়াছে, সেটি ফরিদপুর সহর কুমারপুর গ্রাম। এই ভূমিকে ধন্য করিয়া ১২৮৩ সালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন জনহৃদয়মথিত-অমিয়গঠিত পুরুষপ্রবর শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ।

পরবর্ত্তীকালে জনসমাজ যাঁহাকে প্রখ্যাত লোকগুরু, সিদ্ধ-প্রেমিক, সঙ্কীর্ত্তন-রসধারার নব ভগীরথ, নামমন্ত্রের নব উদ্গাতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরিনাম-যজ্ঞের নব প্রস্তোতা, প্রেমসিন্ধু ভূরিদাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, সেই অতিমর্ত্ত্য পুরুষ শ্রীবাবাজী মহাশয় এই ভূমিকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তশ্চেতনার মধ্যেই হয়ত সেই পুরুষের আগমনবার্ত্তা ধ্বনিত হইত, কিন্তু জীবকুলের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচরেই ছিল না যে, এই সাম্যমন্ত্রের মধুস্যন্দী ঋষি মহাপুরুষের চরণরজে পবিত্র হইয়া বাংলার এই নিভৃত দেশটি একদিন শুধু ইতিহাসখ্যাতই নয়—লোকপূজ্যও হইবে।

প্রকৃতির সেই অন্তশ্চেতনা মুগ্ধ হইয়াছে, বসুন্ধরা কৃতার্থ হইয়াছে, সে ভূমির অধিবাসিগণ ধন্যাতিধন্য ও বন্দনীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের ললনাগণ সন্তান-সন্ততির সহিত মহান্ সৌভাগ্যে ও বরণীয়আকর্ষণে মণ্ডিত হইয়াছেন।

অষ্টসপ্ততি বর্ষের পূর্ব্বে ফরিদপুর নগরীর যে পবিত্র ভূমিকে স্পর্শ করিয়া এবং মহনীয় বৈদ্যকুলকে ধন্য করিয়া দৈবাগত রাধিকাররঞ্জন গুপ্ত নামে যে শিশুটি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে ভূমি আজও সেই শিশুর ধূলিমণ্ডিত পদকমলের গন্ধে পুলকিত হইয়া আছে।

সেখানকার গগনমণ্ডল আজও সেই শিশুর অস্ফুট বাগ্ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া আছে। সেখানের সমীরণ আজও সেই শিশুর নিঃশ্বাসে মিলিত হইয়া আনন্দে প্রবাহিত হইতেছে।

সেখানকার দীপ্তি আজও সেই অকৈতবচিত্ত শিশুর অঙ্গ-প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেখানকার সলিলরাশি আজও সেই মুগ্ধ শিশুর অঙ্গসুধায় ভরিয়া আছে।

তখন কাহার মনে জাগিয়াছিল যে এই শিশুই একদিন মরজগতের মধ্যে থাকিয়াও অমরপ্রভায় উদ্দীপিত হইবে? সংসার-সংগ্রামী মানবকুলের জীবন-পথে শান্তির সম্মোহিনী বাণীর সঞ্চার করিবে? অনুভূত সত্যের দানে জনমানসকে ভরিয়া দিবে? সাধনার নিভৃত রাজ্যে থাকিয়াও এই সুখদুঃখভরা ধরণীর মানবকুলকে আনন্দঘন-মূর্ত্তির চরণতলে সমর্পণ করিয়া দিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই শিশুটির আগমনের কিছুকাল পূর্ব্বে সে ভূমিতে তখন অন্যান্য পুরুষসিংহের পদসঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রেমিক প্রেমানন্দ ভারতী, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, কাঙ্গাল হরিনাথ প্রভৃতি পুরুষপ্রবরের শিক্ষা-দীক্ষার আশ্রয়স্থলীও হইয়াছে।

ফরিদপুরের ভূমির অভ্যন্তরে ইহা যেমন অনন্যসাধারণ শক্তির সঞ্চার, তেমনি বাহ্য প্রকৃতির লোভনীয় সম্পদেরও বিকাশ। আবার মানসক্ষেত্রের স্পর্শানুভূতির জন্য অলক্ষ্য শক্তির কোমল পরিবেশের সৃজন ও আশ্চর্য্যশিল্পীর হস্তলেপের নিদর্শন।

সেখানকার ধরার বক্ষ চিরহরিৎ শ্যামলবর্ণে রঞ্জিত। সে সুষমায় নর-নারীর হৃদয়-নয়ন-মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়াই আছে। নবীন সভ্যতার আকাশচুম্বী গর্ব্ব তখনও সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই, সহজ সরল জীবনধারায় কোন আঘাত সৃষ্টি করে নাই।

সেখানকার জনকল্যাণী চেষ্টার মধ্যে ভাগবতীয় কথা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, দুর্গোৎসব, পার্ব্বণের ঘটা, গুপ্তবাড়ীর গৃহদেবতা শ্রীঅনন্তদেবের বিপুল বৈভবের কাহিনী, সব যেন স্রষ্টার কৌতুকময়ী সৃজনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ বিরাজমান।

যে পুরুষকে প্রকাশ করিয়া ফরিদপুর সহর ও গ্রাম জনপূজ্য হইয়াছে, তিনি পরিচিত হইবেন মনুষ্যচেষ্টার ক্রমবিকাশের জড় লেখনীমুখে—ইহা অসম্ভব।

লেখনী শুধু রেখাপাত করিয়া অক্ষর অঙ্কন করে, প্রাকৃত বিদ্যার অনুশীলনে চঞ্চলা হয়, আর তিনি বস্তুবিদ্যার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

ত্রিগুণের কাহিনী রচনা করিয়া লেখনী যেখানে মনস্বিতার বাহন হয়, তিনি সেখানে ত্রিগুণাতীত।

রিপুবিকারের কম্পনে লেখনী যেখানে কম্পিত হয়, তিনি সেখানে দ্বন্দ্বাতীত-তথাপি প্রয়াস।

সে প্রয়াস তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য নয়, তাঁহার মহিমগুণ-রাজি লোকবাহ্য হইয়াও যে গুণপরিধির মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/২৭৩

লোকাতীত হইয়াও লোকপাবনের যে মাধুরী প্রকাশ করিয়াছিল আজ সেই চরিত্রকথা স্মরণ করিয়া অন্তর-মালিন্য ধৌত করিব, সংসারমরু-সন্তপ্ত নিঃসম্বল জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিব।

কিন্তু সেই জীব দুঃখে দুঃখী পতিত উদ্ধারণ পরম পাবন প্রেমমূর্ত্তি শ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয় আজ ভক্তহৃদয়ের গুহাশয্যায় শায়িত।

সেই ভুরিদের কৃপাদত্ত মহাধনে ধনী ভক্তবৃন্দ, তাঁহার লীলাপরিকর মহাত্মগণ, সেই আদর্শ চরিত্রের অনুধ্যাতৃবৃন্দ, তাঁহার করুণাসম্বল দয়ালুগণ, গুণমহিমাস্মরণে পূতহৃদয় অনুচরগণ, তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত নামাবলী গাহিয়া যাঁহারা অনুক্ষণ মহাশক্তির আধার হইয়া আছেন তাঁহাদের চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া প্রার্থনা করি—

"কুর্ব্বন্তু করুণাং সর্ব্বে গুরুপাদাব্জসেবকাঃ।
তচ্চরিত্র-মহাম্ভোধেঃ স্পৃশামি কণমাত্রতঃ" ॥

—০—

গ্রামপরিবেশ ও কুলপরিচয়।

ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বে দশ বারো ক্রোশ দূরে কুমারপুর গ্রাম। মাদারিপুর মহকুমা, থানা পালং।

গ্রামের দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা নদী। সেই নদী সর্ব্বদাই জলময়ী হইয়াও কীর্ত্তিহারিণী কীর্ত্তিবাহিনী। আপন কীর্ত্তি বহন করিয়াই চলিয়াছে, সে কীর্ত্তি ধনী জমিদার, রাজপরিবার, দরিদ্রকুলের বহু কীর্ত্তি হরণ করিয়া। এমন কি ইতিহাসখ্যাত রাজা রাজবল্লভেরও কীর্ত্তিকে গ্রাস করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাহারই আশ্রয়ে আর একটি খালের জন্ম হইয়াছিল, তাহাকেও উদরসাৎ করিয়াছে ; ফলে একটি জলপথের সৃষ্টি হইয়াছে, সেটি এখন মাদারিপুর ও তারপাশার মধ্য দিয়া—ষ্টীমার লঞ্চের পথ। গ্রামের পশ্চিমে হাসেরকাঁদি খাল। আর ডোমসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই শিশুটির আগমনের কিছুকাল পূর্ব্বে সে ভূমিতে তখন অন্যান্য পুরুষসিংহের পদসঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রেমিক প্রেমানন্দ ভারতী, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, কাঙ্গাল হরিনাথ প্রভৃতি পুরুষপ্রবরের শিক্ষা-দীক্ষার আশ্রয়স্থলীও হইয়াছে।

ফরিদপুরের ভূমির অভ্যন্তরে ইহা যেমন অনন্যসাধারণ শক্তির সঞ্চার, তেমনি বাহ্য প্রকৃতির লোভনীয় সম্পদেরও বিকাশ। আবার মানসক্ষেত্রের স্পর্শানুভূতির জন্য অলক্ষ্য শক্তির কোমল পরিবেশের সৃজন ও আশ্চর্য্যশিল্পীর হস্তলেপের নিদর্শন।

সেখানকার ধরার বক্ষ চিরহরিৎ শ্যামলবর্ণে রঞ্জিত। সে সুষমায় নর-নারীর হৃদয়-নয়ন-মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়াই আছে। নবীন সভ্যতার আকাশচুম্বী গর্ব্ব তখনও সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই, সহজ সরল জীবনধারায় কোন আঘাত সৃষ্টি করে নাই।

সেখানকার জনকল্যাণী চেষ্টার মধ্যে ভাগবতীয় কথা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, দুর্গোৎসব, পার্ব্বণের ঘটা, গুপ্তবাড়ীর গৃহদেবতা শ্রীঅনন্তদেবের বিপুল বৈভবের কাহিনী, সব যেন স্রষ্টার কৌতুকময়ী সৃজনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ বিরাজমান।

যে পুরুষকে প্রকাশ করিয়া ফরিদপুর সহর ও গ্রাম জনপূজ্য হইয়াছে, তিনি পরিচিত হইবেন মনুষ্যচেষ্টার ক্রমবিকাশের জড় লেখনীমুখে—ইহা অসম্ভব।

লেখনী শুধু রেখাপাত করিয়া অক্ষর অঙ্কন করে, প্রাকৃত বিদ্যার অনুশীলনে চঞ্চলা হয়, আর তিনি বস্তুবিদ্যার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

ত্রিগুণের কাহিনী রচনা করিয়া লেখনী যেখানে মনস্বিতার বাহন হয়, তিনি সেখানে ত্রিগুণাতীত।

রিপুবিকারের কম্পনে লেখনী যেখানে কম্পিত হয়, তিনি সেখানে দ্বন্দ্বাতীত-তথাপি প্রয়াস।

সে প্রয়াস তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য নয়, তাঁহার মহিমগুণ-রাজি লোকবাহ্য হইয়াও যে গুণপরিধির মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/২৭৭

লোকাতীত হইয়াও লোকপাবনের যে মাধুরী প্রকাশ করিয়াছিল আজ সেই চরিত্রকথা স্মরণ করিয়া অন্তর-মালিন্য ধৌত করিব, সংসারমরু-সন্তপ্ত নিঃসম্বল জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিব।

কিন্তু সেই জীব দুঃখে দুঃখী পতিত উদ্ধারণ পরম পাবন প্রেমমূর্ত্তি শ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয় আজ ভক্তহৃদয়ের গুহাশয্যায় শায়িত।

সেই ভুরিদের কৃপাদত্ত মহাধনে ধনী ভক্তবৃন্দ, তাঁহার লীলাপরিকর মহাত্মগণ, সেই আদর্শ চরিত্রের অনুধ্যাতৃবৃন্দ, তাঁহার করুণাসম্বল দয়ালুগণ, গুণমহিমাস্মরণে পূতহৃদয় অনুচরগণ, তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত নামাবলী গাহিয়া যাঁহারা অনুক্ষণ মহাশক্তির আধার হইয়া আছেন তাঁহাদের চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া প্রার্থনা করি—

> "কুর্ব্বন্তু করুণাং সর্ব্বে গুরুপাদাব্জসেবকাঃ।
> তচ্চরিত্র-মহাম্ভোধেঃ স্পৃশামি কণমাত্রতঃ" ॥

—০—

গ্রামপরিবেশ ও কুলপরিচয়।

ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বে দশ বারো ক্রোশ দূরে কুমারপুর গ্রাম। মাদারিপুর মহকুমা, থানা পালং।

গ্রামের দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা নদী। সেই নদী সর্ব্বদাই জলময়ী হইয়াও কীর্ত্তিহারিণী কীর্ত্তিবাহিনী। আপন কীর্ত্তি বহন করিয়াই চলিয়াছে, সে কীর্ত্তি ধনী জমিদার, রাজপরিবার, দরিদ্রকুলের বহু কীর্ত্তি হরণ করিয়া। এমন কি ইতিহাসখ্যাত রাজা রাজবল্লভেরও কীর্ত্তিকে গ্রাস করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাহারই আশ্রয়ে আর একটি খালের জন্ম হইয়াছিল, তাহাকেও উদরসাৎ করিয়াছে; ফলে একটি জলপথের সৃষ্টি হইয়াছে, সেটি এখন মাদারিপুর ও তারপাশার মধ্য দিয়া—ষ্টীমার লঞ্চের পথ। গ্রামের পশ্চিমে হাসেরকাঁদি খাল। আর ডোমসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে খ্যাতিশীল বৰ্দ্ধিষ্ণু পরিবারের একটি গ্রাম। ডোমসার পাশের খালটিই কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কুমারপুরকে কেহ বলিতেন কোঙরপুর। গ্রামের নামটী নিশ্চয়ই কুমার জাতির প্রাধান্যকে লইয়াই সৃষ্টি হইয়াছে, হইলেও তখনকার দিনে উহা পাঁচটী পাড়ার সমন্বয়েই গঠিত ছিল। রায়পাড়া, দাসপাড়া, সরকারপাড়া, মুন্সিপাড়া ও গুপ্তপাড়া।

এই গুপ্তপাড়াতেই বাসস্থান করিয়াছিলেন মহাত্মা রামচরণ গুপ্ত মহাশয়। এই গ্রামে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি ঢাকার তেওতার জমিদার রায়গোষ্ঠীর পারিবারিক কবিরাজ ছিলেন। বৃত্তির অনুরোধেই পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যসমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক হইয়াছিল। দুই বঙ্গের মধ্যে সহজে যাতায়াতের সুগম পথও ছিল না।

কাশ্যপ গোত্রীয় গুপ্ত মহাশয় নিজের ব্রাহ্মণ্য আচার রক্ষার জন্য নিষ্ঠার সহিত সেখানে বাস করিতেন। মুসলমান সমাজের প্রাধান্যই তখন বেশী।

জমিদার পরিবারের আত্মীয়গোষ্ঠীর সহিত বাস করিবার সুযোগ লাভ হইয়াছিল কিছুদিন পরে। কুমারপুর গ্রাম তখন রায় পরিবারের জমিদারী ছিল। তাঁহাদেরই একান্ত অনুরোধে রামচরণ গুপ্ত মহাশয় এই গ্রামে নিজের বাস্তুভিটা স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রামের অন্যান্য পাড়া অপেক্ষা রায়পাড়ারই প্রভাব সর্ব্বাধিক ছিল। সেটী জমিদারদের বসতিভূমি। তাঁহারাও কুলীন বৈদ্যশ্রেণীর। রায় পরিবারের মধ্যে দুর্গামোহন রায়ই তখন প্রবীণ। তিনি আগরতলা মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহারই উদ্যম-উৎসাহে কুমারপুর ছিল আদর্শ স্থানীয় গ্রাম। হাট-বাজার, পোষ্টাফিস্ ছোট ছোট কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠানে গ্রামখানি একটি স্বাবলম্বিতা ও শিক্ষার অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিল। রায় পরিবারেরই প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দিরের খ্যাতিও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন অনুকূল রায় মহাশয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দ-বাসরের অবসর বড় কম ছিল না। প্রতিমাসেই এক একটি পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটার, গান, কথকতার আয়োজন হইত। তাহা ছাড়া প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজায় বহু প্রতিমারই আবাহন হইত। এ পূজার সমারোহে যেন সারা শরৎকালটী ভরিয়া থাকিত।

ক্ষুদ্র গ্রামটি সর্ব্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল গ্রামবাসীর সদাচারপূত জীবনধারায়। প্রায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর বাড়ীতেই নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রামবাসী অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে এই শিলার অর্চ্চনা যেন কল্যাণ বহন করিয়া আনিত। ছোট ছোট মানসিক কামনাতেও তাঁহারা নারায়ণ চরণামৃত গ্রহণ করিয়া নিজেদের অশুভ দূর করিতেন।

মহাত্মা রামচরণ গুপ্ত মহাশয় একেই নিষ্ঠাবান্ পুরুষ ছিলেন, তাহার উপর তাঁহার গৃহে নিত্য শ্রীঅনন্তদেব নামে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা হইত। পরমভক্তি সহকারে তিনি তাঁহার পূজা আরাধনা ভোগ অনুষ্ঠানাদি করিতেন। গুপ্তমহাশয় অন্তরে জানিতেন, বসুধাতলে সুরধুনী, নারায়ণ, হরিনাম আর দরিদ্রসেবাই জীবের প্রত্যক্ষ মঙ্গলপ্রদ। শিলার্চ্চনাতেই তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল, কারণ তিনি জানিতেন—

"শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
ন বাধন্তে গ্রহাঃ সর্ব্বে ভূতবেতালকাদয়ঃ॥
যদ্‌গেহে নাস্তি তুলসী-শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
শ্মশানসদৃশং বিদ্যাৎ তদ্‌গৃহং শুভবর্জ্জিতম্॥

শ্রীভগবানেরও কি অপরূপ করুণা তাঁহার উপর। গুপ্ত মহাশয় সংসারের সমস্ত কার্য্যই শ্রীনারায়ণের তৃপ্তিকামনায় উৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করিতেন। নিজে চিকিৎসক ছিলেন, তথাপি তিনি মনে প্রাণে জানিতেন—একমাত্র নারায়ণই চিকিৎসক। তিনিই কখনও রোগী, কখনও রোগ, কখনও ভেষজ, আবার কখনও ভিষক্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ধারাতেই তাঁহার জীবন এমন গঠিত হইয়াছিল যে উত্তম চিকিৎসক হইয়াও তাঁহার মনে অভিমানের লেশও ছিল না। সবই তিনি নারায়ণের ইচ্ছা জানিয়া জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যাপন করিতেন।

জনসাধারণের কাছে তিনি "সাধু কবিরাজ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ খ্যাতি তাঁহার সাধু জীবনেরই প্রকাশ। সাধুতার আর একটি দিক ছিল অসাধারণ দাতৃত্ব শক্তির জন্য। কেবল তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই নয়, গ্রামপ্রান্তে কেহ অভুক্ত থাকিত না—বাসহীন হইয়া পথে পড়িয়া থাকিত না। গুপ্তবাড়ী যেন গ্রামের সকলের জন্য।

গ্রামবাসীর তিনি গৌরব ছিলেন। পথের কাঙ্গাল হইলেও সন্ধান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইত, আশ্রয় ও ভোজনের জন্য। তাছাড়া দরিদ্র রোগীর পক্ষে তিনি যেন একান্ত আপনজন ছিলেন। ঔষধ ছাড়াও তাহার সহিত পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সুস্থ করা—ইহা যেন তাঁহার একটা বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল।

যে বংশের আদিপুরুষ এই সব গুণের অধিকারী না হইবেন, এইরূপ শ্রীসম্পন্ন না হইবেন, সে বংশে ভগবৎকরুণার মূর্ত্তিমন্ত প্রকাশ আবির্ভূত হইবে কিরূপে? ইহা তো করুণাময়েরই পীঠ রচনা।

কিছুদিন সেই গ্রামে অবস্থানের পর মহাত্মা রামচরণ গুপ্তের ১২০৩ সালের শুভ বৈশাখে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্তমহাশয় পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন রামকানাই। সেই গুপ্ততনয় বহুগুণে ভূষিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতার শিক্ষা সদাচার, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার যেন তাঁহাতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। গ্রামবাসীর মধ্যে সেই প্রতিভাসম্পন্ন রামকানাই আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার গঠনসৌষ্ঠব ও মধুর ব্যবহারে সকলের মন আকৃষ্ট হইত। গ্রাম্য শিক্ষার পরই, তিনি পিতার নিকট কিছু সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একজন উচ্চশিক্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাপককে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট অভিনিবেশপূর্ব্বক ইংরাজী পুস্তকও অধ্যয়ন করিলেন।

পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া রামচরণ গুপ্তমহাশয় পুত্রের যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। রামকানাইকে জামাতারূপে পাইবার জন্য অনেকের আগ্রহও ছিল।

রামচরণ গুপ্তমহাশয় পুত্রের বিবাহ দিবেন শুনিয়া অবধি তাঁহার বাড়ীতে বহু সদাশয় সমাজমান্য ব্যক্তির আগমন হইত। কিন্তু বিবাহযোগ যেন লাগিয়াও লাগিত না। একদিন অনেকের মনে বিস্ময় লাগিল—রামচরণ গুপ্তমহাশয় ঢাকা জেলার সোণারং গ্রামে পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন শুনিয়া। বিবাহের যোগসূত্র ছিল তাঁহার চিকিৎসাকার্য্য উপলক্ষে তথায় গমন প্রসঙ্গ লইয়া।

গুপ্ত মহাশয় পুত্রবধূ 'লক্ষ্মীমণি' দেবীকে যেদিন গৃহে আনিলেন, সেদিন কুলদেবতা অনন্ত দেবের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন—"প্রভু! লক্ষ্মীমণি মা আমার যেন তোমার কৃপায় কমলার শক্তি নিয়েই বিরাজ করে।"

সাধুহৃদয় গুপ্তমহাশয়ের সেই প্রার্থনা বোধ হয় অলক্ষ্যে থাকিয়া শ্রীঅনন্তদেব শুনিয়াছিলেন। তাঁহার করুণায় সে কামনা যে পূর্ণ হইল, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল।

ইংরাজ সরকারের বাংলা বিভাগের নোয়াখালি জেলায় যে লবণ কারখানা ছিল তাহার ম্যানেজারের পদটি রামকানাইবাবু লাভ করিলেন।

মাতাপিতার শুভ আশীর্ব্বাদ যে সন্তানের জীবনে অমোঘ ফলদ হয়, ইহা তিনি ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন। কারণ, সে সময় একজন সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ সরকারী চাকুরীর যোগ্যপদ লাভ করা সহজ ছিল না। অনেক সুপারিশ, বিশেষ যোগ্যতা, পিতৃমাতৃকুলের সরকারী কাজের সূত্র না থাকিলে এ চাকুরী পাওয়া সম্ভবই হইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকানাইবাবুর পক্ষে এগুলির কোনটিই ছিল না। তাঁহার বিনয়, কোমল ব্যবহার, দৈহিক সৌন্দর্য্য, শিক্ষায় মার্জ্জিত রুচি, গম্ভীর হৃদয় থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বোপরি ছিল ভগবদ্ভক্ত মাতাপিতার আশীর্ব্বাদ।

চাকুরী প্রাপ্তির পর হইতেই তাঁহার যোগ্যতা যেন আরও বাড়িতে লাগিল। আর্থিক উন্নতিও দিন দিন হইতে লাগিল।

সহধর্ম্মিণী দেবী লক্ষ্মীমণিও অনন্যসাধারণ গুণে মণ্ডিত হইয়া পল্লীবাসিনী রমণীবৃন্দের নিকট অসাধারণ শক্তিমতী বলিয়া সমাদৃতা হইলেন।

যৌবনের প্রথম ক্ষণেই তাঁহার বিনয় ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সদ্ব্যবহার অপরের মন জয় করিতে লাগিল। এই বয়সেই তিনি যেন মহিয়সী গৃহিণী হইয়া উঠিলেন।

কল্যাণময়ীর অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপ তাঁহার প্রতিটি কার্য্যেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার শাশুড়ীমাতা ও শ্বশুরমহাশয় তখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, পুত্রবধূর সেবা-নৈপুণ্যে তাঁহারা বিমল আনন্দ পাইতেন।

রামচরণ গুপ্তমহাশয় কেবল জমিদারের প্রয়োজন ছাড়া আর বড় একটা বাহিরে যাইতে পারিতেন না গৃহে থাকিয়াই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। বাকি সময় শ্রীঅনন্তদেবের সেবা অর্চ্চনাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া পারমার্থিক সম্পদ সঞ্চয় করিতেন।

তখন তাঁহাদের বয়সও সমধিক হইয়াছে। পুত্র-পুত্রবধূর সংসারটি সুখের নীড়ে পরিণত হইয়াছে। ইহাই যেন দেখিবার জন্য গুপ্তমহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অবশেষে সে সুখের মধ্যে আরও দুইটি রত্ন আবির্ভূত হইল। সে দুইটি রামকানাইয়ের পুত্র।

গুপ্তমহাশয় পরিণত বয়সে যেন সেই মাধুরী ভোগ করিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তাহাও পূর্ণ হইল। ইহার কিছুদিন পরই মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে স্বামি-স্ত্রী উভয়েই সংসার-সুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিলয়ভূমিতে শ্রীঅনন্তদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা নিত্যধামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এতদিন রামকানাইবাবু দুইটী মহীরুহের আশ্রয়ে থাকিয়া সুখনীড় রচনা করিতেছিলেন। সে রচনায় স্তব্ধতা আসিল। কিন্তু মাতৃপিতৃ-বিয়োগের ব্যথা তাঁহাকে দীর্ঘদিন কাতর করিতে পারিল না। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে আবার নব বল সঞ্চয় করিয়া তাঁহাদেরই প্রদর্শিত আদর্শ পথ অনুসরণ করিলেন।

এই গ্রামের মাটীকেই তাঁহারা ভাল বাসিতেন। এই ভিটাতেই শ্রীঅনন্তদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "তিনি আমাদের জাগ্রত দেবতা। তাঁহার কৃপায় আমার ভাবী পথ আরও উজ্জ্বল হইবে।" এই দৃঢ় ধারণা লইয়া তিনি সেই বাস্তুভিটার জমিতেই স্বর্গীয় তৃপ্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর শারদীয়া মহামায়ার পূজার জন্য একটি নাট্যমন্দিরও নির্ম্মাণ করিলেন।

পর বৎসরই তিনি সেখানে দেবীর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। এই পূজায় স্থানীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রেরণায় ছাগবলিরও ব্যবস্থা করিলেন। এ বংশে ইহাই প্রথম।

দেবী দশভুজার আরাধনায় রামকানাইবাবু নূতন শক্তি লাভ করিলেন। আর্থিক, মানসিক, পারিবারিক জীবনে তিনি দিন দিন অশেষ কল্যাণই ভোগ করিতে লাগিলেন। দেবীর কৃপায় সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা ও যশোলাভের মধ্যে আর একটি বিশেষ সৌভাগ্যের উদয় হইল, সেটি কুলদেবতা শ্রীঅনন্তদেবের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি।

কিছুদিনের মধ্যে পৈতৃক বাসভূমিতে প্রকাণ্ড দুই মহল বাড়ী, পুষ্করিণী ইত্যাদিও প্রস্তুত করিলেন। সেইসব দেখিয়া জনসাধারণ বিস্মিত হইলেন—ইহার এমন কি বা সংসার যাহার জন্য এই বিশাল বাড়ীঘর ?

কিন্তু রামকানাইবাবু যেন অন্তরে কাহার প্রেরণায় এই কার্য্য করিলেন। সরকারী চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসর গ্রহণ করিয়া গুপ্তমহাশয় আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রভূত উন্নত হইলেন।

১২৩২ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র তারিণীচরণ গুপ্ত এবং ১২৩৫ সালে দ্বিতীয় পুত্র দুর্গাচরণ গুপ্তের জন্ম হয়। সেই গ্রামের বিদ্যালয়েই তাঁহাদের শিক্ষা দিবার পর তিনি মনে করিলেন—আরও উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদিগকে সহরে রাখার প্রয়োজন, কিন্তু সহরে রাখিতে হইলে সেখানেও বাড়ী চাই এবং তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক চাই।

সহসা সেরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া বাড়ীতেই অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের একান্ত আগ্রহে স্থানীয় বিদ্যালয়টি যাহাতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তাহার জন্য সরকারী সাহায্য ও সমবেত চেষ্টার অগ্রণী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি সেই চেষ্টাতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সে চেষ্টা সফল হইল। ডোমসা গ্রামের মধ্য-শিক্ষার বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। ফলে তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পুত্র দুইটিকে গ্রামে রাখিয়া সেই খানেই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সেই দুই মহল বাড়ীটির আরও সংস্কার করিয়া, বাহিরে পাঁচখানি, ভিতরে ছয়খানি ঘর এবং বাহির মহলে বিশাল বৈঠকখানা ও ভিতর বাড়ীতে শ্রীঅনন্তদেবের একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কেন তিনি এই বিপুলায়তন বাড়ীঘর প্রস্তুত করিলেন, কি উদ্দেশ্য তাহার অন্তরে ছিল, তাহা তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। রামকানাই বাবুকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—মা আমার দশভুজা, দশহাতে কল্যাণ বিলিয়ে দেন, সে কল্যাণের যারা অধিকারী তাঁরাই হয়তো ভোগ করিবে।

ইহার বেশী তিনিও আর কিছু জানিতেন না। অন্নপূর্ণার সংসারে তিনিও যে একজন অতিথি এই ধারণাই তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিত। পথের কাঙ্গালও এই বাড়ীতে আসিয়া ঠাঁই পাইবে, তাহারাও এ সংসারে থাকিয়া মায়ের করুণা ভোগ করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বাসনা।

এ কামনা তাঁহার অপূর্ণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল—তাহার বাড়ীটি একটি অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসী এবং দূরগ্রামের লোকও জানিত যে, কুমারপুর গ্রামের চতুঃসীমানায় কেহ অনাথ থাকে না—অভুক্ত থাকে না, রামকানাই গুপ্তের অতিথিশালা আছে।

দেবী লক্ষ্মীমণি স্বামীর এইরূপ কার্য্যে অন্তরে সুখী হইতেন। তিনি প্রতিটি অতিথিকে নিজের সন্তানের মত দেখিতেন—তাহাদের সেবা করিয়া নিজে ধন্য হইতেন।

—০—

অনাথালয়ের বাসিন্দা।

অতীতের দিনে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় যতগুলি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১২৩৬ সালের দুর্ভিক্ষ প্রসিদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক অভাব অভিযোগ ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে যখন এই মহাদুর্দ্দৈব নামিয়া আসে, তখন সাধারণ জন অপেক্ষা সহৃদয়গণের কাছে তাহা বেশী ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি করে। সেই সময়টীতে যাঁহারা আত্মরক্ষা মাত্রই করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ব্যথিতের সমভাগী হইয়াছিলেন তাঁহারাই সহৃদয়।

সেই দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে দরিদ্রের দল অতিশয় পিষ্ট হইয়াছিল, সমগ্র দেশে হাহাকার উঠিয়াছিল। পথে ঘাটে প্রান্তরে কেবলই দাও দাও রব। কে কাহাকে রক্ষা করে।

কত শিশু নরনারী যুবক যুবতী বৃদ্ধ অকালে প্রাণত্যাগ করিল, কেহ বা দেশান্তরে যাইয়া দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়িয়া আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, কেহ বা লাঞ্ছিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে বাংলার প্রতিটি গৃহস্থ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এইদিনে পূর্ব্ব বাংলার ক্ষুদ্র কুমারপুর গ্রামটির অবস্থা আরও চরমে উঠিল। দরিদ্র গ্রামবাসী ছাড়াও বিদেশের লোকও এখানে আশ্রয় পাইবার আসায় ছুটিয়া আসিল। রামকানাইবাবুর বাড়ী তখন সেই অতিথিশালার পূর্ণরূপ ধারণ করিয়াছে। তখন উহা সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসমূহের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল।

গ্রামবাসিগণও সাধ্যমত সাহায্য করিতেছেন। বৃদ্ধ রামকানাই-বাবু কেবলই অনন্তদেবের করুণার উপর ভরসা করিয়া আগন্তুকের দলকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছেন। প্রায় দুইমাস কাটিয়া যাইবার পর দেশের অবস্থা অনেকটা ভরসাজনক হইল।

একদিন গুপ্ত মহাশয় বাজারের পথে দেখিলেন—তেমনি একটি আশ্রয়হীন কাঙ্গাল পরিবার পথের ধারে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছে। মাত্র তিনটি প্রাণী। একটি বৃদ্ধ, তাহার পত্নী ও একটি কিশোরী কন্যা। তাহাদের করুণ অবস্থা দেখিয়া রামকানাইবাবুর চোখে জল আসিল। তিনি আর বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আদরে তাহাদিগকে বাড়ীতে আনিলেন। তাহারাও এই দৈব করুণার স্পর্শ পাইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

তাহাদিগকে দেখিয়াই লক্ষ্মীমণি দেবী যেন কতদিনের আপনজন মনে করিয়া সমাদর করিলেন। স্বামীর দয়ার্দ্রস্বভাব ও আত্মভোলা অবস্থার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বাড়ীতে এইরূপ অতিথিদের আগমন নূতন কিছু নয়, তথাপি যেন তাঁহার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। তাঁহাকে যেন কেহ বুঝাইয়া দিল— "এই আত্মভোলার সংসারে হিসাবী লোকের প্রবেশ হয় না, ইহার বংশে হয়তো এমনি পুরুষেরই আবির্ভাব হইবে।"

সেই পথের সংসারটিকে নিজের সংসারে স্থান দিয়া কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, ইহারা অতিথি নয়, বহুদিনের আপন জন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথের ভিখারী সেই পরিবারটীও বুঝিয়াছিল যে, এ বাড়ীর আশ্রয় আজিকার নয়, জন্মজন্মান্তরের নিকেতন।

বৃদ্ধটি জাতিতে কুম্ভকার, সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী, ছুর্ভিক্ষের জ্বালায় দেশান্তরে আসিয়াছে, পথে তাহার একমাত্র পুত্রকে হারাইয়াছে, সে নিজেও অন্তিম নিঃশ্বাস ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, বৃদ্ধের ব্যথা শুধু নিরাশ্রয়া এই প্রাণী ছুটির জন্য।

বৃদ্ধ অন্তরের সঞ্চিত বেদনাটুকুর শেষ নিবেদন জানাইবার জন্যই যেন কিছুদিন গুপ্তবাড়ীতেই অন্নপূর্ণার সংসারে থাকিয়া কন্যা শ্যামা ও পত্নীকে রাখিয়া সব জ্বালা জুড়াইল। এই অনাথালয়ে আসিবার জন্যই এতদিন তাহার দেহে প্রাণ ছিল—কিশোরী কন্যা শ্যামা ও তাহার মাতা চিরদিনের জন্য এই পরিবারে রহিয়া গেল। লক্ষ্মীমণি দেবী শ্যামাকে কন্যার মত এবং তাহার মাতাকে ভগিনীর মত মনে করিয়া তাহাদিগকে নিজ সংসারে আশ্রয় দিলেন। পুত্র তারিণীচরণ ও ছুর্গাচরণ বুঝিলেন ইহারা আমাদের ভগিনী ও মাসীমাতার স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্যামার কৈশোর কাটিয়া যৌবন দেখা দিল। রামকানাইবাবুও গ্রামের একটি কুম্ভকার যুবকের সহিত শ্যামার বিবাহ দিলেন।

জন্ম, সুখছুঃখ, বিবাহ ও মৃত্যু যেখানে মানুষের জীবনে স্বতই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে, সমস্ত পরীক্ষা, সংকল্প, অনুশোচনা-অনুসন্ধানকে হার মানাইয়া দেয়, সেখানে কি বলা চলে যে, এই উপেক্ষিতা কিশোরীটির জীবনে তাহার ব্যতিক্রম হইবে? শ্যামার জীবনেও পূর্ব্বাহ্ন যেমন ছুঃখময় ছিল, বিবাহিত জীবনেও তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন হইল না—কিছুদিন পরই তাহার বৈধব্য উপস্থিত হইল। তাহার জীবনধারার অদৃশ্য নিয়ন্তা দেবতাটির সাধ পূর্ণ হইল। শ্যামা কিছু বুঝিল না যে কি ছিল, কি চলিয়া গেল। তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, বিরহের অবসরও হইল না। যাহা ছিল, তাহা বড়মার স্নেহধারার অপরিসীম উল্লাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারিণীচরণ ও দুর্গাচরণ তাহার ছোট ভাই—এই অভিমানবোধে তাহাদিগকে লইয়াই শ্যামার তৃপ্তি। লক্ষ্মীমণি দেবীও এই শ্যামাকে সংসারের একটি অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং পুত্রদুটীকে শ্যামা ও তাহার মাতার ক্রোড়েই সমর্পণ করিলেন।

—০—

সত্যভামা দেবী ও দুর্গাচরণ গুপ্ত ।

রামকানাইবাবুর সংসারটি আর ছোট নাই, দুই পুত্রের বয়স হইয়াছে, তাহারা গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, আরও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সহরে যাইতে চান, কিন্তু রামকানাইবাবুর ইচ্ছা—তাঁহার বার্দ্ধক্য আসিতেছে, সরকারী চাকুরী হইতে বহুদিন অবসর লইয়াছেন, এখনই যদি পুত্রদিগকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করিতে পারেন, তবে তাহার সুযোগ সহজেই হইবে। তারপর হয়তো এ সুযোগ নাও আসিতে পারে।

পিতার ইচ্ছা বুঝিয়া তারিণীচরণ ও দুর্গাচরণ অন্যত্র যাইয়া শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। রামকানাইবাবুও তাহাদের অনুকূল অভিমত বুঝিতে পারিয়া দুই পুত্রের জন্য দুইটি সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করিলেন। ফরিদপুরের কালেক্টারী আফিসে সেরেস্তাদারের পদে তারিণীচরণকে ও কনিষ্ঠ দুর্গাচরণকে আবগারী দারোগার পদে চাকুরী করিয়া দিলেন।

নিজের বার্দ্ধক্য দশায় আর বেশীদিন সংসারের দায়িত্ব লইয়া থাকিলে ভগবৎস্মরণ-পূজনে ক্রমশঃ ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া রামকানাই বাবু দুই পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিলেন। ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামের···র কন্যা···র সহিত তারিণী চরণের এবং ফরিদপুরের নিলোখী গ্রামের শ্রীরামরাম সেনের কন্যা সত্যভামা দেবীর সহিত দুর্গাচরণের বিবাহ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারটি আরও বড় হইল। পুত্রদ্বয়ের কর্ম্মস্থল সহরে এবং বাসস্থান গ্রামে। ইহাতে যে তাহাদের অসুবিধা হয়—ইহা বুঝিয়াও সহরে বাস করিবার জন্য পুত্রদের ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি স্পষ্টই নিষেধ করিলেন। উভয় ভ্রাতাও যখন বুঝিলেন—পিতৃদেবের একেবারেই ইচ্ছা নয়—আমরা সহরে থাকি, তখন তাঁহারা সেইভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

রামকানাইবাবুও তাঁহাদের যাতায়াতের কষ্ট বুঝিয়া একদিন বলিলেন—"আমরা যে কয়দিন বেঁচে থাকি, সে কয়দিন যেন এই গ্রামে তোমাদের মুখ দেখতে পাই। আমি জানি তোমাদের কষ্ট হয়, কিন্তু এই গ্রামই আমার স্বর্গধাম, এইখানেই আমার মা বাবা অনন্তদেবের চরণ চিন্তা ক'রে মহাপ্রস্থান ক'রেছেন। এই গ্রামের লোকই আমার সেই ধামের পরিকর। আমাদের অবর্ত্তমানে যাতে তোমাদের সুখসুবিধা হয় করতে পার।"

পিতৃদেবের সেই কথাকে আদেশ মনে করিয়া উভয় ভ্রাতা গ্রাম-বাসের ও যাতায়াতের সমস্ত কষ্ট সহ্য করিলেন। রামকানাইবাবুও বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এ দেহ আর বেশীদিন থাকিবে না, সেই জন্যই তিনি এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের কথা যে, মাত্র এক মাসের পরই একদিন সুস্থদেহে লক্ষ্মীমণি দেবী অনন্তদেবের সন্ধ্যা-আরতি দর্শন করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন—"আমার যাবার সময় হয়েছে, তোমরা প্রস্তুত হও।"

সন্ধ্যার কিছুপরে মাতৃদেবী চলিয়া গেলেন। মাতৃশোকানল নিবিবারও সময় হইল না, সেই ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের আটদিন পরেই রামকানাইবাবুও গ্রামের ভিটাতেই ভগবান্ অনন্তদেবের চরণ চিন্তা করিতে করিতে বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করিলেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরাও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভালভাবে বুঝিলেন ইহারা সাধারণ মানবরূপে আসিলেও সাধারণ নন। বিশেষ কোন প্রয়োজনবশে—ইঁহাদের যাওয়া আসা।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়োচিত বয়সে মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ ঘটিলেও তারিণীচরণ ও দুর্গাচরণ নিজেদিগকে একান্ত অসহায় মনে করিলেন। শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহার পর গ্রামে বাস কি করিয়া সম্ভবপর হইবে! বাড়ীতে উপযুক্ত কেহ নাই, যাহাদের ভরসায় স্ত্রী-পুত্রকে রাখিয়া সহরে বাস করা চলে।

উভয়ে বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

ইহার মধ্যে দুই ভ্রাতার সংসারটিও আর ক্ষুদ্র ছিল না। তারিণীবাবুর রেবতীমোহন ও ললিতমোহন নামে দুই পুত্র, ষোড়শী নামে একটি কন্যা। দুর্গাচরণবাবুরও পরপর কয়েকটি পুত্র হইয়াছে। ১২৬২ সালে দুর্গাচরণের প্রথম পুত্র গিরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তারপর সুরেন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন, বীরেশ্বর, দেবেন্দ্র ও অনুকূলের জন্ম হইয়াছে। অতএব এই বিরাট সংসারের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া, কাহাকে লইয়া সহরে যাওয়া যায়! সেখানেও একটি স্থায়ী বাসভূমির একান্ত প্রয়োজন।

বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া আরও একটি বৎসর তাঁহারা সেই গ্রামের বাড়ীতেই বাধ্য হইয়া থাকিলেন এবং সেইখানেই পুত্র কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

সহরে যাওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া ফরিদপুর সহরে নীলটুনী নামে একটি বিশিষ্ট পল্লীতে তাঁহারা কিছুটা ভূমি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

এই গ্রামের ভিটাতে থাকা তাঁহাদের কাম্য হইলেও সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষালাভ এবং নিজেদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন হওয়ায় একবৎসর পরেই নীলটুনীতেও গ্রামের বাড়ীর অনুরূপ একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন।

চাকুরীক্ষেত্রে তাঁহাদের যোগ্যতার জন্য ইংরাজ সরকারের নিকট যথেষ্ট সুনাম হইয়াছিল। তাঁহারা গ্রামের বহু পরিবারের সন্তানদিগকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের গৌরব যেন আরও বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামবাসিগণ শ্রদ্ধানতচিত্তে তাঁহাদের সৌহার্দ্দ কামনা করিতেন। সকলের নিকট তাঁহারা বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।

তারিণীচরণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য গ্রামের জনসাধারণ যেমন অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন, তেমনি কনিষ্ঠ দুর্গাচরণের ব্যবহারে ও দয়ালুস্বভাবে সহজেই তাঁহার বশীভূত হইতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপরাপর গুণগুলিকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ দুর্গাচরণ যেন আরও কিছু বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন।

কাহারও পারিবারিক জীবনে কোন কলহের উপক্রম হইলে তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার সমাধান করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। আরও একটি বিশেষ গুণ ছিল দুর্গাচরণের। সামান্য কিছু উপলক্ষ্য করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট জানাইতেন—দেবতার আরাধনা কর, সকলের কল্যাণ হইবে। ইহার ফলে গ্রামের মধ্যে প্রায় প্রতিমাসেই কোন না কোন উৎসব লাগিয়াই থাকিত।

গ্রামবাসিগণও এই সব দৈব কার্য্যে তাঁহার সাহায্য পাইয়া এবং তাঁহার অকপট আচরণ লাভ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। ইহার ভিতর দিয়া পল্লীবাসিদের মনে কোনরূপ বিদ্বেষ-কলহের অবসরই থাকিত না। সবসময়েই সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইত।

সাংসারিক শুভ কামনার বৃত্তি লইয়া যাঁহাদের দেহমন চালিত হয়, তাঁহারা হয়তো অনেক সময় সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিমূঢ় হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহাদের জীবন অজ্ঞাত কারণে পরার্থে উৎসর্গীকৃত হইয়াই আছে, তাঁহাদের জীবনের ধারাই পৃথক্। জাগতিক হর্ষবিষাদ কিছুই তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। ইহারই আদর্শ চরিত্র লইয়া বোধহয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দুর্গাচরণ।

নিজে আবগারী দারোগা হইয়াও গ্রাম্য-সমাজের অবহেলিত ব্যক্তিদিগকে তিনি কখনও কঠোর শাসন করিতেন না। তাহারা মদ তাড়ির নেশায় আসক্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি দিবার ব্যবস্থাও করিতেন না, কিন্তু বিশেষ প্রশ্রয়ও দিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি নানাছলে গ্রামের মধ্যে এক একটি শুভকাজের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতেন।

সেই সব অবজ্ঞাত শ্রেণীর লোকদিগকে ডাকিয়া নির্দোষ কাজ-বিশেষের অংশ গ্রহণ করিতে বলিতেন। ইহার ফলে তাহাদের মনে একটি বেশ সৎপ্রবৃত্তির উদয় হইত এবং মনের কুপ্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে সরিয়া যাইত। এই ভাবেই তাঁহার গ্রামখানিকে একটি কল্যাণময় সাম্যের আদর্শে পরিণত করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ যেন প্রকৃতিসিদ্ধ প্রতিভা লইয়াই জন্মিয়াছিলেন।

সর্ব্বগুণান্বিতা সত্যভামা দেবীও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সত্যভামা দেবী এ বাড়ীতে আসিয়া শাশুড়ী মাতার গাম্ভীর্য্য ও কোমল ব্যবহার দেখিয়া সেই ভাবধারায় নিজেকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। বহু সন্তান সন্ততি লইয়া কিভাবে সংসার পরিচালনা করিতে হয়, তিনি তাহা ভাল ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

তিনি পিত্রালয়ে বাল্য কৈশোর কাটাইয়া যেদিন হইতে এই গুপ্ত-পরিবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দেবী লক্ষ্মীমণি এই ছোট বধূমাতাটির মধ্যে নিজের অলোকসামান্য সদ্‌গুণরাশি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি যাইবার দিনে অন্তিমের আদেশ স্বরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন— "আমার দুর্গাচরণ বড় উদাসী, তার ছায়া হ'য়ে থেকো, সংসারে সকলেই তোমার সন্তান, তাদের মুখ চেয়ে চলিও।" সত্যভামা দেবীর জীবনে শাশুড়ী মাতার সেই উপদেশগুলি প্রতিক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়াছিল।

—০—

অদ্ভুত শিশু।

মাতৃপিতৃ-বিয়োগের পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। দুর্গাচরণ-বাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সহরের বাড়ীতে কিভাবে থাকা যায়, তাহা স্থির করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয় ভ্রাতারই সংসারকে বৎসরের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে সহরের বাড়ীতে রাখা হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ১২৭৬ সালের শুভ বৈশাখেই তাঁহারা সহরের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

কিছুদিন সে বাড়ীতে থাকিয়া কন্যা ও পত্নীকে লইয়া তারিণীবাবু কুমারপুরে ফিরিয়া আসিলেন। শ্যামা ও তাহার মাতা আরও কিছুদিন সহরের বাড়ীতে থাকিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রগণের সহিত দুর্গাচরণবাবুর পুত্রগণও সহরের স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কুল-দেবতা শ্রীঅনন্তদেবও বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস সহরের বাড়ীতে সেবিত হইবেন এইরূপ স্থির হইল। ছেলেদের জন্য এই ব্যবস্থা হইল যে, গ্রীষ্ম ও দুর্গাপূজার ছুটিতে তাহারা গ্রামের বাড়ীতে থাকিবে।

সংসারের পরিবেশ আনন্দ-কোলাহলের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতে লাগিল। এমনি ভাবেই তাঁহাদের কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল। তারিণীবাবু একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যতে এই বিরাট সংসার যদি একান্নবর্ত্তী না থাকে, তবে এই সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে একটা কলহ উপস্থিত হইতে পারে।

প্রতিবেশীদের নিকট বংশের কলঙ্ক রটিবে, দুই জায়গায় বাড়ী লইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইবে। সেইটুকু প্রতিরোধ করার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত থাকা ভাল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শে দুর্গাচরণবাবুর কোনই আপত্তি ছিল না—তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন।

সেইজন্য তাঁহারা দুইস্থানের জমি-জায়গা ও বাড়ীঘরগুলির জন্য একটি আপোষ বণ্টননামা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সেই বণ্টনের কোন কথাই বাড়ীর কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

গ্রামে ও সহরের বাড়ীতে কোন উৎসব-পর্ব্বের সময় আসিলেই উভয়ে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া সেগুলির সুচারু ব্যবস্থা করিতেন এবং গৃহ-দেবতার নিত্যপূজায় কোনরূপ ত্রুটি না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামায়ার বাৎসরিক পূজার সময় উভয়েই একত্র উপস্থিত হইয়া পিতৃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন।

এই ভাবেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়া তাঁহাদের আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। দুর্গাচরণবাবুকেই বেশী সময় সহরের বাড়ীতে থাকিতে হইত। তাঁহার তৃতীয় পুত্র যতীন্দ্রমোহন তখন স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহরের বাড়ীতেই থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ গিরীন্দ্রমোহনের আর পড়াশুনায় ইচ্ছা নাই বুঝিয়া তাহার জন্য তিনি চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১২৮০ সালে সত্যভামা দেবী আর একটি সন্তানের জননী হইলেন। পুত্রটি জন্মগ্রহণের পর হইতেই তাঁহাদের সংসারে যেন একটা কিছু অনুভবযোগ্য ব্যাপার ঘটিবে এইরূপ আভাস প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেটি সেই সপ্তম পুত্রকেই কেন্দ্র করিয়া।

জন্মাবধি তাহাতে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা তাহার গঠন, বর্ণ ও কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে তাহা পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু ছয়মাস বয়সের পর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। ক্ষুধা পাইলেও সে কাঁদে না, আদর আপ্যায়ন করিলেও আকৃষ্ট হয় না। কেহ তাহার কাছে না থাকিলে হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে, কিন্তু কেহ কাছে আসিলেই স্তব্ধ হইয়া থাকে।

রঙিন্ ফুল দেখাইয়া বা অন্য কিছু বাজাইয়া তাহাকে সংকেত করিলেও ফিরিয়া দেখে না, কিংবা কিছু শুনিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। শিশুটিকে মূক এবং বধির মনে করা স্বাভাবিক হইল।

উপর নীচে দুটি দাঁত উঠিল, বসিতেও শিখিল, কিন্তু সে স্বভাবটির আর পরিবর্ত্তন হইল না। হাত বাড়াইয়া আদর করিলেও যেন দেখিতেই পায় না।

শিশুটির এই অদ্ভূতত্ব বাড়ীর সকলেরই মনে কেমন বিস্ময়ের কারণ হইল। সত্যভামা দেবী পুত্রের জন্য লজ্জিত হইতেন। বাৎসল্যে বিহ্বল হইয়া পুত্রটির জন্য ব্যথা অনুভব করিতেন; আবার আড়ালে থাকিয়া তাহার স্বাভাবিক চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপনে থাকিয়া অনেক সময় তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখিলে কাহাকেও ডাকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলে শিশুটি আবার তেমনি স্তব্ধ হইয়া যাইত। দুর্গাচরণবাবুও ইহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

অবশেষে স্থির হইল—গ্রামের কোন ওঝাকে ডাকিয়া ইহাকে দেখাইলে ভাল হয়। তাহাই হইল, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ইহার যে কি ব্যাধি হইয়াছে তাহার আর নির্ণয় হইল না।

নিলোখী হইতে সত্যভামা দেবীর জ্যেঠা মহাশয়কে আনা হইল। তিনি প্রাচীন কবিরাজ; কয়েকদিন থাকিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এটি সাধারণ মানবশিশু নয়, কোন শাপ-ভ্রষ্ট পুরুষ কর্ম্মফলে এসে পড়েছেন, কর্ম্মফলটুকু শেষ হ'লেই চ'লে যাবেন. এর কোন ব্যাধিই নাই।"

তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার মত ছিল না, তথাপি সহরের ডাক্তার দেখাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। তাঁহার মতে শিশুটির মস্তিষ্কের বল কম, সেইজন্যই উহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। তাঁহার ব্যবস্থামত আবার চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

যেদিন হইতে ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল, সেইদিন হইতে শিশুটির রোগ আরও বাড়িতে লাগিল—জ্বর ও মূর্চ্ছা দেখা দিল। বাড়ীর সকলে আরও ভয় পাইলেন। সুতরাং সে চিকিৎসাও পরিত্যাগ করিলেন। তারপর গ্রামের কোন তন্ত্রসাধকের পরামর্শমত হোমাদির ব্যবস্থা করা হইল। তাহার ফলে কিছুটা উপশম হইলেও শিশুটি যেন ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন বর্ণ হইয়া গেল।

অবশেষে সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ করিয়া শ্রীঅনন্তদেবের শ্রীচরণ ভরসা করিয়া তাঁহারই চরণামৃত দিয়া রাখা হইল। শ্রীঅনন্তদেবের চরণে তাহার কল্যাণ-কামনায় তুলসী অর্পণ ও জপের ব্যবস্থা করা হইল। ইহার ফলে অন্যান্য উপসর্গের শান্তি হইলেও প্রবল জ্বর দেখা দিল।

সত্যভামা দেবী একরূপ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শিশুটির জন্যই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন। শিশুটিও যেন মাতৃ-অঞ্চল ছাড়া থাকিলেই কষ্ট পায়। এইবারের জ্বরে শিশুটি মাঝে মাঝে অজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে লাগিল। তাহার সেই অবস্থায় সত্যভামা দেবী রাত্রে কিছুক্ষণ ঘুমাইলে এক একটা স্বপ্ন দেখিতেন।

কোনদিন সাধুর রূপ কোনদিন হাতীর রূপ, কোনদিন শূন্য শ্মশানের চিত্র। সত্যভামা দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। পুত্রকে বুকে ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্বপ্নে শুনিতেন কেহ যেন বলিতেছে—"মা আমি যাই।" সেই অবস্থাতেই শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বাড়ীর সকলে ও দুর্গাচরণবাবু আরও কিছু ভাবিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল, ইহা কোন উপদেবতার ব্যাপার। সকলে ভীত ও চিন্তিত হইলেন।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতর তাঁহাদের সকল ভীতি ও চিন্তা দূর হইল। সেই চৌদ্দমাসের শিশুটি হঠাৎ সুস্থ হইয়া গেল। এই অসম্ভাবিত অবস্থায় সকলের মনে কেমন এক অদ্ভূত ধারণা হইল। কিন্তু সে অবস্থাটি মাত্র দুইদিন থাকিয়া তৃতীয় দিনের শেষে শিশুটি বেশ স্পষ্টস্বরে হাসিমুখে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

শিশুটি আর জীবিত নাই দেখিয়া, তাহার নিকট হইতে সত্যভামা দেবীকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তিনি তখন মূর্চ্ছিতা। তাঁহার এই মূর্চ্ছা কয়েকদিন পর পর দেখা দিতে লাগিল। তখন শিশুর বিয়োগ-ব্যথা অপেক্ষা সত্যভামাকে লইয়াই সকলে বিশেষ চঞ্চল হইলেন।

তাঁহার অবস্থাটি তখন একরূপ উন্মাদের মত। এতদিন কোন সন্তানেরই শোক তাহাকে স্পর্শ করে নাই। ইহার জন্য দুর্গাচরণ-বাবুর বিশেষ চিন্তা হইল। দুইচার দিন সহরের বাড়ীতে রাখিয়া, তাঁহাকে কুমারপুরে লইয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া পুত্রের সেই সব স্মৃতি তীব্রতর বেদনার কারণ হইল। সত্যভামা দেবীর অবস্থা আরও চিন্তার বিষয় হইল।

তারিণীবাবুর পরামর্শ-অনুযায়ী স্থির হইল—সত্যভামা দেবীকে লইয়া কিছুদিন তীর্থভ্রমণ করিয়া আসা ভাল। দুর্গাচরণবাবু তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতই গ্রহণ করিলেন। আফিসে ছুটির বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরে যাওয়াই স্থির হইল। এখানকার আবহাওয়া হইতে কিছুদিন তাঁহাকে দূরে রাখা প্রয়োজন। তাঁহার সঙ্গে নান্‌কুও যাইবে।

—০—

তীর্থযাত্রা ঃ

কোন্ সূত্র ধরিয়া কোন্ ঘটনার সমাবেশ হয় ইহা অনেক সময় অজ্ঞাত। ইহার অতীত ও ভবিষ্যৎ রূপগুলি যদি প্রকাশ পাইত, তবে হয়তো সাংসারিক জীবনে অনেক কিছু জটিলতার সহজ মীমাংসা হইয়া যাইত ; কিন্তু সেইটিই অজ্ঞাত থাকে বলিয়া সমগ্র জীবনটি এক নাটকীয় পরিবেশে আবর্ত্তিত হয়।

গুপ্তমহাশয়ের পক্ষে তখনই হয়তো তীর্থযাত্রার কোন প্রসঙ্গই আসিত না—যদি এই অদ্ভুত শিশুর কার্য্যকলাপ তাঁহাকে চঞ্চল না করিত। সত্যভামা দেবীও কি বুঝিতেন যে এত শীঘ্র তাঁহার তীর্থ-যাত্রার কিছু কারণ ঘটিতে পারে ?

তারপর তীর্থযাত্রার মধ্যদিয়া আর কি কারণ ঘটিতে পারে তাহাই বা তিনি বুঝিবেন কেমন করিয়া ? ঐহিক জীবনে সকলকে পরবশ হইয়াই চলিতে হয়, মনের চাপল্য ও সংকল্পের ভিতর দিয়া যখন স্থিরতার আলো আসে, তখন সেইটিই প্রেরণার রূপ গ্রহণ করে। সেই প্রেরণাতেই গুপ্তদম্পতী তীর্থযাত্রার জন্য গ্রাম ছাড়িয়া সহরের বাড়ীতে আসিলেন।

নান্‌কু সঙ্গে যাইবে স্থির হইয়াছে। এ সংবাদে সে বড় খুসী। অপরের কাছে সে ভৃত্য হইলেও নিজেকে মনে করে সে গুপ্তবাড়ীরই ছেলে। কত শৈশবে সে এ বাড়ীতে আসিয়াছে তাহার মনে নাই। সে শুনিয়াছে, তাহার পিতাও একদিন জন্মভূমি বিহার প্রদেশ ছাড়িয়া এই বাড়ীতে বহুদিন কাটাইয়া তাহাকে ইঁহাদের আশ্রয়ে রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা কিছুই মনে নাই। গুপ্ত পরিবারই তাহার নিজের সংসার এবং গুপ্ত দম্পতীই তাহার মাতা পিতা। হিন্দী ভাষায় কথাও বলিতে পারে না। অপরে তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিলে সে হাসে। এখন তাহার বয়স ষোল সতের হইয়াছে। গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্রকে দাদা বলে; অন্যান্যদিগকে নাম ধরিয়া ডাকে। নান্‌কু জানিত যে বাবা মায়ের কখনও কোন দুঃখ হইবে না। কারণ তাঁহারা দয়ালু। কিন্তু এই আকস্মিক বিপদে যে তাঁহারা বিচলিত হইয়াছেন, ইহা দৈবের ব্যাপার।

সেই দৈব ঘটনায় তাঁহারা তীর্থযাত্রায় বাহির হইতেছেন, হয়তো কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করিবেন, কত তীর্থ দর্শন করিবেন। এই শুভযাত্রায় তাহাকে যে সঙ্গে লইতেছেন, ইহা কম আনন্দের কথা নয়।

যেদিন সে শুনিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইবে সেইদিন হইতে তাহার মনে নানা উল্লাসের ছবি দেখা দিতেছে। সে যে কত বড় কর্ম্মী, এইবার বিদেশযাত্রাতেই তাহার পরীক্ষা দিবে। সঙ্গে কি কি লইতে হইবে তাহার একটা তালিকা করিয়া নিজেই গুছাইতে লাগিল।

দুর্গাচরণবাবু নান্‌কুর গোছান দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন এবং শুভ দিন দেখিয়া রওনা হইলেন। তাঁহাদের স্থির ছিল—প্রথমে কাশী যাইবেন। সেখানে তাঁহাদের আত্মীয়ের বাড়ীতেই উঠিবেন। কিছুদিন থাকিয়া পরে অন্যত্র যাইতে হইলে তাহা সেইখানেই নিশ্চয় করা হইবে।

সেই ব্যবস্থা মতই তাঁহারা প্রথমে কাশী আসিলেন। প্রথমে কয়েকদিন মাত্র গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শন করিয়াই বাসায় ফিরিতেন, পরে আরও একটু দূরে দূরে বেড়াইতে বাহির হইতেন।

কাশীধামের নৈসর্গিক শোভায় তাঁহাদের মনে একটি শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইল। দেবী অন্নপূর্ণার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি, নির্জন-কুঞ্জের ভিতর ভগবান বেণীমাধবের অপূর্ব্ব বিগ্রহের দর্শন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানকার পূততোয়া, ভাগীরথীর ধীর-মন্থর প্রবাহ সব, কিছুই মনোরম মনে হইল।

বৈকালের আগেই তাঁহারা সহরের এক একটি দিকে ভ্রমণ করিয়া গঙ্গার ধারে আসেন। সেখানে মেলা উৎসব লাগিয়াই আছে। কোথাও রামায়ণ ভগবত পাঠ, কোথাও বা কথকতা, কীর্ত্তন। তাছাড়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন ঘাটে ঘাটে তীর্থযাত্রীও ভ্রমণবিলাসীর দল সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হন, তখন কাশীধামের রূপই যেন বদলাইয়া যায়।

পারিবারিক বেদনাময় কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্র কাশীধামে শোকসন্তপ্তা সত্যভামা দেবীর মন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। দুর্গাচরণবাবুও তাহাতে সুখী হইয়াছেন। এই ভ্রমণের ভিতর দিয়া তাঁহাদের মনে যেন আর একটি কিছু লোভনীয় আকর্ষণও জাগিতেছে।

মাঝে মাঝে অন্নসত্রে দরিদ্রভোজন, সাধুদের ভাণ্ডারাও দেখিতে বাহির হন। কিন্তু কেন যেন মনে হয় আরও কিছু পাইতে পারি। সেটি যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না। একদিন সত্যভামা দেবী প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—"শুনেছি এখানে অনেক সাধু মহাপুরুষ আছেন, তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় কোথায় ?"

পত্নীর কথায় দুর্গাচরণবাবুর মনে হইল, ইহারই আকর্ষণ বোধ হয় মনে জাগিতেছে। তিনি পত্নীকে বলিলেন, সাধুদর্শন অল্প ভাগ্যে হয় কি ? যাদের যেমন কর্ম্মফল, তাদের তেমনি সঙ্গলাভ। আমরা এমন কি সুকৃতি ক'রেছি যে সাধুদর্শন হবে ?

স্বামীর কথা সত্যভামা দেবীর অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হৃদয়ের দৈন্য মুখে ফুটিয়া উঠিল। দুর্গাচরণবাবুও যেন বিমর্ষ মনে সেই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

সেদিন বৈকালের পর তাঁহারা আর অন্য দিকে না গিয়া অসিঘাটের দিকে বাহির হইলেন। ঘাটের নিকটেই ভগবান শ্রীনৃসিংহ দেবের বিরাট শিলাময় শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণপ্রান্তে ভক্ত প্রহ্লাদের মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানটিও তপস্যার উপযুক্ত নির্জন। কয়েকমূর্ত্তি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ও দুইচার মূর্ত্তি বৈষ্ণব সেখানে থাকেন।

গুপ্তদম্পতী সেই শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া, ভক্ত-বশ্যতার নিদর্শন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ভক্তের আবাহনে ভগবানের হৃদয় কিরূপ বিগলিত হয়, ভক্তকে নির্য্যাতন করিলে ভগবান্ সেই নির্য্যাতনকারীর প্রতি কিরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহারই পূর্ণরূপ শ্রীনৃসিংহদেব।

বহুক্ষণ সেখানে বসিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, গঙ্গার ঘাট ধরিয়া দুইজনে ফিরিয়া আসিতেছেন; তুলসীঘাটে আসিয়াই দেখিলেন—সেখানকার প্রসন্ন গম্ভীর গঙ্গার দৃশ্য বড় সুন্দর। ঘাটের উপরেই শ্রীতুলসী দাসের সাধনার স্থান। সেই পীঠের পাশে এক বৃদ্ধ বাবাজী বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। ইঁহারা কি মনে করিয়া সেই বাবাজীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বাবাজী ইঁহাদিগকে দেখিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার তখনও মালাজপের বিরতি হয় নাই! তাঁহারা সেই বৃদ্ধ বাবাজীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তিনি যেন প্রচুর আনন্দ পাইয়াই একবার গঙ্গার ঘাটের দিকে চাহিতেছেন, আবার কি মনে করিয়া প্রণাম করিতেছেন।

দুর্গাচরণবাবুর মনে প্রেরণা আসিল,—এই খানেই বসিয়া ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার অতুলনীয় রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই কথা মনে হওয়ায় তিনিও যেন আবিষ্টের মত বার বার গঙ্গার দিকে ও বৃদ্ধ বাবাজীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। সেই পবিত্রধামে রামায়ণ-প্রণেতা সেই মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে নানা ভাবের উদয় হইল—নির্জন বনপ্রদেশ অপেক্ষা মহাপুরুষের পদরজপূত ভূমি যেন আরও গভীর অনুভূতি জাগাইয়া দেয়।

বাবাজীটি ইঁহাদের শান্ত অবস্থা দেখিয়া মনে বোধহয় কিছু অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মালাজপের কিছু বিরতি আসিলে পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সেই অনুভূতির সূত্র ধরিয়া এই স্থানটির স্মৃতিকথার প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে ইঁহারা ভাল ভাবেই বুঝিলেন যে ইনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব। তাঁহার কথাগুলি উভয়ের অন্তরকে স্পর্শ করিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথাই হইল—ইঁহাদের কোথায় বাড়ী, কি উদ্দেশ্যে এখানে আসা ইত্যাদি।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে,—বাসাও অনেক দূরে। শ্রীবিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতে হইবে মনে করিয়া বাবাজীকে প্রণামপূর্ব্বক উঠিয়া আসিবেন এমন সময় বাবাজী বলিলেন "বাবা! সবদিন কি সব যোগাযোগ হয়! আবার কবে দেখা হবে? তোমরা মনে শোকতাপ পেয়ে এসেছ; ওসব হলো মোহজনিত মনের বিক্ষোভ। সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গই শোকসন্তপ্ত চিত্তে শান্তি লাভের পরম উপায়।

বল্‌ছিলাম, যখন ভগবদিচ্ছায় এতদূর আসা হ'য়েছে তখন আরও কিছুদিন তীর্থবাস ক'রলে হয় না? সংসারের সব সুখের মুখ তো দেখেছো; কিন্তু যাঁর সংসার সেই পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দের ধাম দর্শন ক'রতে গেলে হয় না?"

বাবাজীর কথাগুলি অলক্ষ্যে থাকিয়া যেন কেহ তাঁহাকে শুনাইতেছে। গুপ্তমহাশয় এতক্ষণ গম্ভীরভাবে বাবাজীর কথা শুনিতেছিলেন, কি মনে হইল—বলিয়া ফেলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেই সৌভাগ্য অচিরেই লাভ হয়।"

বাবাজী গুপ্তমহাশয়ের বিনয়পূর্ণ কথায় তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাঁহার কথা যে যোগ্যজনের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা মনে করিয়া তিনি ভগবদুদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তেমনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে আবার বলিলেন—"দেখ বাবা! আমাদের শাস্ত্রে বলে—

অনিত্যা বান্ধবাঃ সর্ব্বে সম্পদত্যন্তচঞ্চলা।
শরীরাণাং ধ্রুবো মৃত্যুস্তস্মাদ যজত কেশবম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্লভা তুলসীসেবা দুর্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্।
দুর্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতিনাম্॥"

কোনটার কি কিছু স্থির আছে? আজ আছে কাল নাই, জন্ম মৃত্যু—ও লেগেই থাকবে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সবই জুট্‌বে, আবার মরণের পরও সংস্কারবশে জন্মান্তরে এলে ওসব সুলভ হবে। দুর্লভ কেবল শ্রীহরিভক্তি। সে জিনিষ তো ভক্তের কৃপা ছাড়া হয় না। ভক্তেরা হলেন ভগবানের ভক্তিধনের ভাণ্ডারী। শ্রীগোবিন্দ কাউকে কিছু দেবো মনে ক'রলেও ঐ ভাণ্ডারীর দুয়ারে আসতে হবে। ভক্তেরা তাই শ্রীগোবিন্দের কাছে কাছে থাকেন, প্রভু কখন কি চেয়ে বসেন। তাকে ছেড়ে স্বতন্ত্র থাকলে তা হয় না তাঁদের, তাই তাঁরা তাঁর ধামেই থাকেন। তাই ব'লছিলাম এতদূর যখন আসা হলো তখন একবার ব্রজভূমির দর্শন ক'রে যাও।

দুর্গাচরণবাবুর মনে হইল এখনই শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাই। বৃদ্ধ বাবাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আরও গাঢ় হইল। এতদিন সংসার আর তাহার কর্ম্মবেগেই যেন ঘুরিয়াছেন। কোন্ শুভক্ষণে কে আসিয়া অন্তর্দ্ধান করিল, তাহারই ভিতরে কি শুভকার্য্যের ইঙ্গিত করিয়া গেল, এইসব কথাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

ব্রজভূমির দর্শন, সেখানের স্পর্শলাভ, ভক্তের কৃপা ব্যতিরেকে হয় না, ইহাই বার বার মনে হইতেছিল। ভক্তদ্বারেই ভগবানের বাণীর প্রকাশ, আজ সেই বাণী—সেই আদেশই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইল।

সত্যভামা দেবীও যেন স্বামীর অন্তরের প্রেরণায় একাত্ম হইলেন। তাঁহারও মনে হইল আজই শ্রীবৃন্দাবনে যাই।

তাঁহারা আর বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না করিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিয়া শ্রীবিশ্বনাথের সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিবার জন্য ঘাটের পথে নামিলেন। উভয়ের মনে সেই বাবাজীর কথাই জাগিতে লাগিল, কবে বৃন্দাবনে যাব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।২৭

সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া যখন বাসায় ফিরিলেন তখন কিছু রাত্রি হইয়াছে। ব্রজে যাওয়া তাঁহাদের নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য পথে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ কিনিয়া বাসায় ফিরিয়া নানকুকে বলিলেন—"কালই আমরা বৃন্দাবনে যাব।"

—০—

বৃন্দাবনে ব্রজকিশোর।

অজ্ঞাত ভূমি-বনপর্ব্বতের আকর্ষণে মন যখন চঞ্চল হয় এবং তাহার সমীপে যতক্ষণ না আসা হয়, ততক্ষণ তাহার রূপ, তাহার পরিবেশ সবই দৃষ্টবস্তুর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনও নিশ্চয় পূর্ব্ববাংলার অনুকৃতিতে সৃষ্ট। তবে সেখানে ভক্ত বৈষ্ণব বাস করেন, বহু দেবালয় আছে, আমাদেরই দেশের মত একটি নদী, যাহার নাম যমুনা।

একদিন এইখানে শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, আজ সেখানের ভূমি সেই স্মৃতিতে বিজড়িত। ইহার বেশী আর কি ধারণা হইতে পারে?

দুর্গাচরণ গুপ্তমহাশয়ের মনে সেই ধারণাই বলবতী ছিল। কিন্তু যেদিন তিনি সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃন্দাবন ষ্টেশনে নামিয়া কোন পাণ্ডার সহিত আলাপ করিয়া "ছিপিগলির" একটি বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন, সেদিনও ততটা বুঝিতে পারেন নাই। তার পরদিন হইতেই বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য সূক্ষ্মরূপ তাঁহার কাছে ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে লাগিল। আহার ও বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত দিনই তাঁহারা শ্রীধামের মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া বৃন্দাবনের পথে গলিতে মন্দিরে ও কুঞ্জবনাদিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এখানকার সব কিছুই তাঁহাদের চোখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই শ্রীধামের ভূমি বারি আকাশ বাতাস সবই এক অলক্ষ্য স্রষ্টার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোরম বিলাস। জলের শৈত্য এখানেও আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাহার পূতস্নিগ্ধতায়, ভাবনার অপেক্ষা রাখে না, স্পর্শ করিলেই পূতস্নেহে মনপ্রাণ ভরিয়া দেয়। বনানীকুঞ্জের হরিৎবর্ণ সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু এখানে যেন তাহার উপর আরও কিছু আছে, যাহাতে পারমার্থিক মানসিক সম্পদের সঞ্চয়ন আপনা আপনি হয়।

এখানকার পবনসঞ্চার যেন কাহারও স্পর্শ মাখিয়া আসিতেছে। কি অদ্ভুত এই বৃন্দাবিপিন। গুপ্তদম্পতীর মনে এক নূতন জগতের স্ফূর্ত্তি জাগাইতেছে। তাঁহারা যেদিকে চাহিতেছেন সেই দিকেই ধামের অলৌকিক মাধুর্য্য ও লীলাবৈভব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন।

দশদিকই রাধা নামে মুখরিত হওয়ায় যেন এক নামময় নূতন সৃষ্টি তাঁহাদের নয়নগোচর হইতেছে। রাধানামের অক্ষরমালায় এখানকার ভূমি আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। মানবশাসনের লেশমাত্র চিহ্নও যেন এখানে নাই। এখানে শপথ আছে, শাসন আছে, ভিক্ষা আছে, সম্ভাষণ আছে, কৌতুক প্রণয়, প্রমোদ, খরিদ বিক্রয় সবই আছে কিন্তু সঙ্গে থাকে রাধানাম।

প্রহরী হইতে গ্রাম ও নগরের মানুষ, ভিক্ষুক হইতে ধনী ও জমিদার, পুজারী পাণ্ডা হইতে সেবক ও সেবাইৎ, রাধানামের ধ্বনিতে সকলের মুখ বুক ভরিয়া আছে। সকলের চলাফেরা রাধানামের জয়ধ্বনি দিয়া।

এই রাধা নামের রাজ্যে আসিয়া, গুপ্তদম্পতীর পশ্চাতে ফেলিয়া আসার সব স্মৃতিরই যেন অবসান হইয়াছে। ইহাই গোবিন্দের সংসার। এই সংসারেই সেই বাবাজী আসিতে বলিয়াছিলেন। সে আসা তাঁহাদের বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছে।

ব্রজভূমিতে তাঁহাদের পনর ষোলদিন অতীত হইয়া গেলেও বুঝিতে পারিলেন না কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে এতগুলি দিন চলিয়া গিয়াছে। ব্রজের ধূলিতে নিত্য নূতন মোহ আসিতেছে—কুঞ্জবনের পথ, যমুনার তীর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবিহারীর মন্দিরপথে ব্রজবালাগণের ব্রজবুলিতে গাঁথা গান সবই তাঁহাদিগকে আত্মহারা করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা যেন সেখানকারই মানুষ হইয়া গিয়াছেন। পিছনের কথা যেন আর কিছুই মনে নাই।

কাশীধামে আসার পর হইতেই তাহাদের আহারাদি মুনি-দম্পতির মত হইয়াছে। নিশান্তের বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া থাকেন— কখন সেই ব্রজকিশোরীর দল শ্রীগোবিন্দের মঙ্গল আরতি দর্শন করিতে যাইবে, তাঁহাদের সেই গাথা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকেন।

তাহারা দল বাঁধিয়া—

"শ্যামা গোরী নিত্যকিশোরী পীতম প্যারী শ্রীরাধে।
রসিকরসিলা ছৈল ছবিলা গুণ গরবিলা শ্রীরাধে॥
কীরতি বারি ভানুদুলারী মোহন প্যারী শ্রীরাধে।
অঁগ অঁগ টোনা সরসসলোনা সুভগ সুঠোনা শ্রীরাধে॥"

গাহিতে গাহিতে যাইবে, তাহাদের অনুগমন করিয়া তাঁহারাও আরতি দেখিতে যাইবেন।

আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন পথে বাহির হইয়া কোন শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতি দর্শন করিতে যাইবেন, তখন সেই ছোট ছোট শিশুর দল তাঁহাদের কাছে আধলা পয়সা চাহিয়া ব্রজভাষায় গান গাহিবে। এইভাবে প্রতিদিন শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এই বিমোহনেই তাঁহারা একমাস কাটাইয়াছেন। দুইবেলা এইরূপ আকর্ষণে তাঁহারা পথে বাহির হইয়া আসেন। ইহার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের মনে একটি নূতন বাসনার উদয় হইয়াছে। সেটি ব্রজের এক কিশোর বালকের কথা।

সেদিন তাঁহারা তেমনি ভাবে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিধুবনের পাশে শ্রীরাধারমণের সন্ধ্যারতি দেখিতে যাইতেছেন—কতকগুলি ব্রজবালক তাঁহাদের কাছে তেমনি ভাবে পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে—সকলকে কিছু কিছু পয়সা দিলেন। একটি কিশোর কিছু লইল না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সঙ্গেই চলিল। দুর্গাচরণবাবুর সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্যা চাহতে হো ?

কিশোরটি গম্ভীর ভাবে বলিল—"কুছ নেহি"।

কিশোরের সহিত স্বামীর কথায় সত্যভামা দেবী বলিলেন—"সঙ্গে আসছে আসুক না, ও তো তোমার কোন ক্ষতি করছে না।"

দুর্গাচরণবাবু নিরুত্তর হইয়াই পত্নীর সহিত তাহাকে লইয়া শ্রীরাধারমণের মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

কিছু পরেই সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। সেই অঙ্গনে দাঁড়াইয়া সকলে আরতি দেখিতেছেন। প্রায় আধঘণ্টার পর আরতির বিরতি হইল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন—সেই কিশোরটি মন্দিরের বারান্দায় গিয়া পূজারীর নিকট হইতে প্রসাদী তুলসী লইয়া আসিতেছে—মনে তাহার বিপুল আগ্রহ। তেমনি ব্যস্ত হইয়াই সে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছে।

দুর্গাচরণবাবু বিস্মিত হইলেও সুখী হইলেন। কিশোরটি সত্যভামা দেবীর হাতে প্রসাদী তুলসী দিতে দিতে বলিল 'লিজিয়ে'।

তাহার সহজ সরল ভাবের কথায় তিনি হাত পাতিলেন। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই যেন স্নেহে চঞ্চলও হইলেন। কথা বলিতে পারিলেন না। ফিরিয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন। দুর্গাচরণবাবু ছেলেটির অসঙ্কোচ ব্যবহারে আরও বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন—এই সুযোগে ইহাকে বলি—তুমি কিছু নাও। পূর্ব্বে তাহাকে বলায় সে বলিয়াছে "কুছ নেহি", এইবার হয়তো লইবে। তিনি কিশোরটিকে বলিলেন—'তুম ভি কুছ হাম্‌সে লেও !'

কিশোরটির মুখে হাসি দেখা দিল। তেমনি সহজ ভাবেই জানাইল—"যদি দেনা হোয় তো মন্দির সে কুছ পরসাদ মাঙ্গাকে দিজিয়ে—"

গুপ্ত মহাশয়ের মনে তৃপ্তি আসিল। পত্নীর দিকে চাহিলেন। মাতৃহৃদয়ে স্নেহধারা উথলিয়া উঠিয়াছে, চোখে তাঁহার সজল দৃষ্টি। ব্রজের কিশোর আমাদের কাছে খাইতে চায় !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইটির অর্থ বুঝিয়া গুপ্ত মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আচ্ছা, বেটা তুম্‌হারী যো কুছ্ ইচ্ছা হোয়, মন্দিরসে মাঙ্গা লেও, মে রূপেয়া দেগা।"

কিশোরের মুখে তখনও হাসি, সে মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া পূজারীর নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া আসিল। গুপ্ত মহাশয় তাহাকে বলিলেন "বেটা! তুম্ হিঁয়াই পরসাদ পাও, হাম্‌লোক বৈঠ্‌কে দেখেঙ্গে।"

অঙ্গনের একটি পাশে বসিয়া শাক, রায়তা, দুগ্ধান্ন, ক্ষীর, পেঁড়া, লাড্ডু, কচুরী, পুরী প্রভৃতির পাত্র হইতে কিছু কিছু লইয়া, বাকী সত্যভামা দেবীর হাতে দিয়া সে খাইতে বসিল। কিছু পরে আরও দিতে চাহিলে বলিল "পিতাজী ইত্‌না মেরা লাগেগা নেহি,— আপ্‌লোক লিজিয়ে।"

বিশেষ অনুরোধ করায় মাত্র দুইটি পেঁড়া লইল। আহার শেষে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন, কিশোরটি হাসিয়া বলিল—"আপলোক মাতা পিতা বন্‌গয়ে হ্যাঁয়, ঔর দক্‌ছিনা নেহি লিয়া যায়েগা।"

উভয়ে বিস্মিত হইলেন, মাতা পিতা বন্‌গিয়া! দক্ষিণা লওয়া চলিবে না।

সকলে বাহিরে আসিতেছেন, দুর্গাচরণবাবু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিল 'মেরে নাম লল্‌তা জীবন। মে আপলোগোঁকে সাথহি যাউঙ্গা—।"

গুপ্ত মহাশয় হাসিলেন। সঙ্গে যেতে চায়। তেমনিভাবেই স্নেহের স্বরেই বলিলেন—"চলো"।

কিশোরটি আবার বলিল—"আভি নেহি, আপ লোগোঁকা পত্তা মুঝে দে দিজিয়ে, ম্যায় জরুর পৌঁছেঙ্গে।"

কিশোরটি সেই কুঞ্জ পথেই দাঁড়াইল, গুপ্ত মহাশয় বৃন্দাবনের ও দেশের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। ছেলেটির দৃষ্টি সত্যভামা দেবীর মুখে পড়িল। মাতৃহৃদয়ের অন্তস্তলে সে দৃষ্টির স্পর্শ লাগিল। তিনি তেমনি ভাবেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। গুপ্ত মহাশয়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পথের আলোকে ছেলেটির মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। উহা উজ্জ্বল শ্যাম লাবণ্যে ভরিয়া আছে। বয়স কতই বা হইবে, তের বৎসর হয়তো ছাড়াইয়া যায় নাই।

কিশোরটি যেন ব্যস্ত হইল। দুই হাত জোড় করিয়া, সেই পথের মাতা-পিতাকে উদ্দেশ করিয়াই প্রণতি জানাইল। দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইল, পিছন ফিরিয়া একবার তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, আরও যেন কিছু বলিতে চায়। পাশের গলি দিয়া চলিয়া গেল।

তাঁহারা তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া, পুত্রকে যেন কোথাও পাঠাইতেছেন, কবে হয়তো ফিরিয়া আসিবে! তাহার যাওয়ার সেই পথপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। আপনা আপনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়া গেল।

কিশোরের ছাপ তখন তাঁহাদের মনে বসিয়া গিয়াছে। তাহার কথাগুলি যেন কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতেছে, "ম্যায় জরুর জাউঙ্গা।"

বাসায় ফিরিলেন, সেই কিশোরের নাম, তাহার কথা বার বার তাঁহাদের মনে জাগিতেছে। বৃন্দাবন, রাধানাম, ব্রজকিশোর সব কিছু মিশিয়া এক অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সে আলোড়নের সহিত আর এক নূতন বাসনারও উদ্ভব হইয়াছে।

অনেকগুলি পুত্রের মুখ দেখিয়াও আবার পুত্রের মুখ দেখিবার সাধ জাগিয়াছে। পুত্র বা কন্যা যাহাই হউক তাহার রাধিকা নাম রাখিবেন, এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন।

স্বামি-স্ত্রীর মনে এক সঙ্গে একথা জাগা বড় বিচিত্র ধরণের হইল। তাঁহাদের মন এইবার দেশে ফিরিতে চায়। যেন এই কামনাটির জন্যই এখানে তাঁহাদের আসা। চিন্তামণিময় ভূমির প্রভাবে তাঁহাদের মনের সঙ্কল্প নিশ্চয় একদিন সত্য হইয়া দেখা দিবে। দেশে যাইবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত আরও কয়েকটি স্থানে দর্শন করিতে গিয়াছেন, সে কিশোরের দেখা পাইবার ইচ্ছাও জাগিয়াছে, তাহার কথাগুলিও মনে জাগিয়াছে, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পান নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন ছাড়িয়া হাতরাসে আসিয়া ট্রেন ধরিয়াছেন। সেই কিশোরটিকে ভুলিতে পারেন নাই। তবে সে বলিয়াছে, "ম্যায় জরুর জাউঙ্গা।"

ব্রজবাসীর কথা কি মিথ্যা হইবে? সে নিশ্চয় আসিবে; কিন্তু কেমন করিয়া সে এই সুদূর বঙ্গভূমিতে আসিবে সেটি অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

পথে আসিতে আসিতে ট্রেনে মনে পড়িল—তাহার ঠিকানা তো লইয়া আসা হয় নাই, যদিই বা তাহার ভুল হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে চিঠি দিতে পারিতেন। কি আশ্চর্য্য! তাহার উপর স্নেহ পড়িয়া আমাদের সব ভুল করিয়া দিয়াছে। মনে হইল—বাড়ী গিয়া পাণ্ডাকে চিঠি দিব, তিনি তাহার ঠিকানা জানাইতে পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলাবলি করিলেন—তাহার সহিত তো পথের দেখা—পাণ্ডা জানিবেন কেমন করিয়া? আর তাঁহাকে জানাইলে তিনিই বা কি মনে করিবেন। তবে সঙ্কেত দেওয়া চলিবে যে শ্রীরাধারমণের মন্দিরের দুয়ারে তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে নাম শ্রীললতাজীবন।

উভয়ে একথা বলাবলি করিয়াও কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না! মনে কেবল বিশ্বাস রহিয়া গেল—ব্রজবাসীর কথা, মিথ্যা হইবে না, সে নিশ্চয় আসিবে।

—০—

অষ্টমের আবির্ভাব।

চোখের অঞ্জন মুছিয়া যায়, মনের অঞ্জন কালের পরিণামে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কৃপার অঞ্জনে নূতন দৃষ্টি আনে। তাহাতে আবরণ পড়িলেও আবার সরিয়া যায়। গ্রামের বাড়ীতে ফিরিয়াও গুপ্তদম্পতির মনে সেই ব্রজভূমির করুণা-অঞ্জনের দৃষ্টি তেমনিই আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গাচরণবাবু সরকারী কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সত্যভামা দেবীও কয়েকদিন গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া আবার সহরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রজবাসের স্মৃতি, ব্রজের সদাচার ও পবিত্র জীবনের রীতির এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবসর পাইলেই সেই ব্রজের কথা।

পল্লী প্রতিবেশীর কাছে সেই ব্রজকিশোরটির কথাও বলিয়াছেন—সে আমাদের হাতে খাইয়া গিয়াছে, সে আসিবে বলিয়াছে।

সত্যভামা দেবী স্বামীকে দিয়া বৃন্দাবনের পাণ্ডার নিকট চিঠিও দিয়াছেন। কিন্তু পাণ্ডা জানাইয়াছেন তাহাকে পাওয়া যায় নাই।

পূর্ণ এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি যেন তাঁহাদের মনে হইতেছে, এই তো সেদিন ব্রজে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে দুর্গাচরণ-বাবুর সহিত সেই ললিতজীবনের কথা উঠিয়াছে তিনি বলিয়াছেন, "হ্যাঁ ঠিকানা তো নিলে আসবে ব'লে, কৈ এলো না তো, ছেলে মানুষ, মনে হয়তো কৌতুক হ'য়েছিল, তাই ব'লেছিল, এত দূরের পথ সে কি ক'রে আসবে ?"

তাঁহাদের মনে এখনও সেই ব্রজের বাসনা জাগরূক রহিয়াছে ; "এবার পুত্র কন্যা যাই হোক রাধিকা নাম রাখবো।" কিন্তু তাঁহাদের নিভৃত মানসক্ষেত্রে সেই ব্রজভূমির সঙ্কল্প যে অজ্ঞাত শক্তিতে কাজ করিতেছে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার যে অব্যক্ত রূপ মনের বৃত্তিগুলিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া তাহার উপর নিজের অমিতশক্তি বিস্তার করে, এবং ইহা ছাড়া আরও যে একটি দিক আছে তাহা বস্তুবিচারজ্ঞ মানসশক্তির আয়ত্তের বাহিরে। উহা শ্রীভগবানের করুণাশক্তি।

তাঁহারা যে কেন ব্রজে গিয়াছিলেন, ব্রজে কাহার করুণার সঞ্চার হইয়াছে, সেখানকার প্রভাব আজও কেন মনে জাগিতেছে, সে অনুসন্ধান তাঁহাদের নাই।

আকস্মিক বিপদ ও ভগবদ্ভক্তের আদেশেই হয়তো ব্রজে গিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদ অনেকেরই আসে, ভগবদ্ভক্তের সান্ত্বনাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে পান। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে কোন এক অলক্ষিত ভগবৎকৃপা শক্তির আবির্ভাব না থাকিলে সকলেই কি সেই ব্রজভূমির স্পর্শ লাভ করেন ?

গুপ্ত পরিবারে সেই তৃতীয় বস্তুটির আবির্ভাব হইয়াছিল, সেটি কাহারও করুণা। সে করুণা কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল ? দুর্গাচরণ বাবু ও সত্যভামা দেবীর মনে তাহা জাগিবার কথা নয়। তাঁহারা ব্রজভূমির দর্শন ও স্পর্শ পাইয়াছেন। সেখানকার সব কিছু তাঁহাদের মনে অঙ্কিত রহিয়াছে, সেখানকার স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই। ব্রজকিশোরের আসার সম্ভাবনা আছে। ইহার বেশী আর মনে করিবার কি আছে ? তাই তাঁহারা সেই সব কথা লইয়াই ফরিদপুরে থাকিয়াও ব্রজে বাস করিতেছেন।

নূতন বৎসরের প্রথমদিকেই সেই ব্রজের প্রসঙ্গে একদিন দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "দেখ, কাল আবার সেই ললিতাজীবনকে স্বপ্নে দেখেছি, সে সেই রাধারমণের মন্দিরের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে যেন বল্‌ছে "মে জরুর জাউঙ্গা"।

স্বামীর কথায় সত্যভামা দেবী মৃদু হাস্য করিলেন। সে হাস্য যেন কিছু অভিপ্রায়-ব্যঞ্জক। পত্নীর হাসিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যভামা দেবী আর উত্তর দিলেন না, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণবাবু গম্ভীর হইলেন। সে গাম্ভীর্য্য যেন কিছু তৃপ্তির, কিছু শঙ্কার। তাঁহার মনে জাগিল এবার অষ্টম।

সন্ধ্যায় অফিস হইতে ফিরিয়া পত্নীকে জানাইলেন—কুমারপুরে শ্রীঅনন্তদেবের পূজার জন্য কিছু বিশেষ আয়োজন করিতে হইবে। সত্যভামাদেবী বলিলেন "পনর ষোলদিন আগেই পূজা পাঠিয়েছি"।

দুর্গাচরণবাবু যে ধারণা করিয়া পত্নীকে সেই উপদেশ করিয়াছেন, কয়েকদিনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার ধারণা সত্য। সেই চৌদ্দ মাসের খোকাটির পর এইটি অষ্টমের।

অষ্টমগর্ভ অনেকের ভাগ্যে অনেক কিছু দেয়। সত্যভামা দেবীও সেই শঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া আছেন। এই ভাবে তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন চারি মাসের উপর কাটাইয়া, গ্রামের বাড়ী হইতে শ্যামা ও তাহার মাতাকে সহরের বাড়ীতে আনাইলেন। দুর্গাচরণবাবু শ্যামা ও তাহার মাতাকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন যেন সত্যভামা দেবীকে কোথাও যাতায়াত বা কিছু দেখাশুনার ব্যাপারে সাবধানে রাখে।

ইহার জন্য তাহারা একটু বিস্মিতই হইয়াছিল। তাহারা প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, এ সাবধানতার রহস্য কি? সন্তানের জননী হওয়া নূতন কিছু নয়, কয়েকটিই তো হইয়াছে, তথাপি এরূপে এই সতর্ক করাইবার হেতু কি? বৃন্দাবনে যাওয়ার সহিত হয়তো কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কিংবা কোন সাধু মহাত্মার উপদেশ অথবা জ্যোতিষীদের এইরূপ ব্যবস্থা থাকাটাও সম্ভব।

এ প্রসঙ্গ লইয়া তাহারা মাতা-পুত্রীতে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু সত্যভামা দেবীর ব্যবহারে তাহারা বুঝিয়াছে—তিনি যেন এবারের জন্য ভাবিতেছেন।

আরও কয়েক মাস সেই সতর্কতার মধ্যে কাটিয়া গেল, দুর্গাচরণবাবুও পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে যাহা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। তবে তাঁহার নিজের কোষ্ঠীর ফল অনুযায়ী অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল না। সত্যভামা দেবীকে তাহা জানাইলেন। কিন্তু তিনি একরূপ কোষ্ঠীর ফলাফলের বিপক্ষেই গিয়াছেন, কারণ সপ্তম পুত্রটির সম্বন্ধেও কোষ্ঠীর ফলাফল বিরুদ্ধ কিছু ছিল না। কিন্তু সবই বিপরীত হইয়াছে। পত্নীর কথায় প্রতিবাদ করিবার কিছু ছিল না।

মাসগণনার হিসাবে শেষের পক্ষটিতে তাঁহারা বিশেষ সতর্ক হইয়াই রহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হিসাবে হয়তো ভুলই হইয়াছে মনে করিয়া সন্তানের জন্মদিনটিকেই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

সে অপেক্ষা তাঁহাদের মনে একটু অস্বাভাবিক মনে হইল, কারণ সেটি একাদশ মাস। সেই মাসেরও দ্বিতীয় সপ্তাহ পার হইয়া গেল। দেবী সত্যভামা শ্যামাকে দিয়া স্বামীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আজ অফিসের পরই বাড়ী আসিলে ভাল হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কথায় তিনি সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিলেন। সকলের আহারাদি শেষ হইল। সত্যভামা দেবী রান্নাঘরের পাশের ঘরখানি পরিষ্কার করিতে বলিয়া শ্যামা ও তাহার মাকে জাগিয়া থাকিতে বলিলেন এবং শ্যামার মাকে নিজের ঘরে শুইতেও বলিলেন।

তুর্গাচরণবাবু চিন্তিত হইয়াই রহিলেন। সে চিন্তা তুশ্চিন্তা। মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত সেইভাবে কাটিতেছে। শ্যামা মাঝেমাঝে আসিয়া জানাইতেছে, মা শুইয়া আছেন। তুর্গাচরণবাবু ঘর ছাড়িয়া পূজার ঘরে যাইয়া বসিলেন এবং অশুভ নিবারণের জন্য ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"কি জানি কোন্ ক্ষণে এই অষ্টম গর্ভের সন্তান হইবে। শুনেছি সাধু অসাধু অনেকেরই অষ্টম গর্ভে জন্ম হয়। আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না; হে অনন্তদেব! তুমি অনন্ত শক্তিতেই জীবের কল্যাণ বিধান ক'রে থাক; তোমার বিভূতি বোঝা জীবের অসাধ্য। তোমারই কৃপায় কাহারও এই ভূমিতে আগমন হইতেছে। তুমি তোমার মঙ্গলময় করুণাশক্তির স্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলবিধান কর।"

প্রার্থনার গভীরতায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। বিপদের সম্ভবনাময় আবেষ্টনী হইতে যেন মুক্ত হইয়া আর একটি মাঙ্গলিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে।

তৎকালে তাঁহার সেই প্রার্থনাময় মন বাহিরের শঙ্খধ্বনিতে চমকিয়া উঠিল। শ্যামা ছুটিয়া আসিয়া সানন্দ-আবেগে বলিল—"দাদা! আমাদের আবার একটি ভাইপো হয়েছে।" তুর্গাচরণবাবু ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া সময়টা লিখিয়া রাখিলেন—১২৮৩ সাল, ২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার স্কন্দ ষষ্ঠী, রাত্রি ১২।৪১ মিঃ ২৯ সেকেণ্ড অষ্টম পুত্র জাত।

তাঁহার লেখা শেষ হয় নাই, শ্যামা আবার আসিয়াছে। মুখে চোখে তাহার ভয় দেখা দিয়াছে, সেইভাবেই জড়িত স্বরে বলিল, "দাদা! খোকা পাতু হ'য়েছে। বৌঠাক্‌রোণ ভাল আছেন। মা ব'ল্‌ছেন, হরিনাম করালে ভাল হয়।" শ্যামার কথায় তুর্গাচরণবাবু অন্য কিছু শঙ্কা করিলেন, মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা জাগিল। জন্মকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনাম ? পা ছু'টি মাটীতে আগে পড়িয়াছে। জন্মের পর কাঁদে নাই।

তাঁহার আর প্রসূতির ঘরে যাইবার সাহস হইল না, নান্‌কুকে ডাকিলেন। এত রাত্রে হরিনামের ব্যবস্থা করা চিন্তার কথা—বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে। তথাপি অবশ হইয়াই যেন চিঠি লিখিয়া নান্‌কুর হাতে দিলেন। তাঁহার সেই দুর্ভাবনা অশুভের আশঙ্কায় ভরিয়া গেল। বার বার নানা কিছু মনে জাগিতে লাগিল। তিনি সেই ঘরের বারান্দায় বসিয়া কুলদেবতা শ্রীঅনন্তদেবের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

অনন্তদেব ! হে জনার্দ্দন ! তুমিই রক্ষা কর প্রভু ! জানি না আজ কি ঘটনা ঘটিয়াছে—

"জয় রাম সদারাম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।
অবিদ্যাপঙ্ক-গলিত-নির্ম্মলাকার তে নমঃ॥
জয়াখিলজগদ্ভারধারণ-শ্রম-বর্জ্জিত।
তাপত্রয়বিনাশায় হলং কলয়তে নমঃ॥
ত্বমেবেশ পরাশেষ কলুষক্ষালন প্রভো !
প্রপন্ন-করুণাসিন্ধো ভক্তপ্রিয় নমোঽস্তু তে।
চরাচরা ফণাগ্রেণ ধৃতা যেন বসুন্ধরা।
মামুদ্ধরাস্মাদ্ দুষ্পারাদ্ ভবাম্ভোধেরপারতঃ॥
হলায়ুধ নমস্তেঽস্তু নমস্তে মুষলায়ুধ !
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল !
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ ! নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ !"

প্রার্থনার শেষ হইতে না-হইতে নান্‌কু ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—দুইজন বৈষ্ণব সংকীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, "এই ঘরের বারন্দায় বসিয়া কীর্ত্তন হইবে।"

কীর্ত্তনের ধ্বনিতে পল্লীবাসীদের ঘুম ভাঙ্গিল। তাঁহারা কেহ কেহ এ বাড়ীতে আসিলেন—সকলের মনেই অশুভ আশঙ্কা। সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তিত হইয়াই ছিলেন। সন্ধ্যার পরও এ বাড়ীতে কেহ কোন অসুস্থতার সংবাদ পান নাই,—অকস্মাৎ হরিনাম! খুবই শঙ্কিত হইবার কথা।

শ্যামার মুখে শুনিয়া তাঁহারা তখন স্বীকারই করিলেন অষ্টম গর্ভের পাতু সন্তান হইলে হরিনাম করা যুক্তিসঙ্গত।

তখনকার দিনে অন্তকালেই হরিনামের ব্যবস্থা হওয়া কঠিন হইত, কিন্তু ইহা যে কেমন করিয়া তখন ঘটিল তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। বড়ই বিস্ময়ের কথা।

কিন্তু বিস্ময় শুধু তাঁহাদেরই হয়, যাঁহাদের তর্কিত মনের সীমারেখার গণ্ডীতে চলাফেরা। আর যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই নবজাতকের আসার সঙ্গে সঙ্গেই নব পদ্ধতির আয়োজন দেখিয়া যাহা মন্তব্য করিয়া গেলেন, সেগুলির কিছু কিছু গুপ্ত মহাশয়ের কানে গেল। 'অষ্টম গর্ভের পাতু সন্তান, ইহা প্রসূতির পক্ষেও শুভ নয়।' সে কথা সত্যভামা দেবী শুনিতে পাইলেন না। তুর্গাচরণবাবু বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

প্রভাত হইল। প্রতিবেশীরা আসিয়া গুপ্তনন্দনকে দেখিয়া গেলেন। শ্যামার মুখে সবই শুনিলেন। পুত্রটির ভাবী জীবন সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল। তুর্গাচরণবাবু পুত্রের জন্য পুরোহিতের ব্যবস্থামত মাঙ্গলিক কার্য্যের আয়োজন করিলেন।

—০—

বালকের নামকরণ।

যে সব শিশু প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, পারিবারিক তুর্ঘটনা, ভৌতিক উপসর্গ প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া এ ধরায় আগমন করে, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ মানুষের গবেষণার অন্ত থাকে না। সেই সব উপলক্ষণগুলিকে জাগরূক রাখিবার জন্য অন্ততঃ ডাকনাম রাখিয়াও সেগুলিকে সযত্নে উল্লেখ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সব যাহাদের থাকে না, তাহাদের বিশেষ কিছু প্রকাশ পাইলে সেগুলিকে আকস্মিক বলিয়া লক্ষণা করে। সত্যভামা দেবীর অষ্টম গর্ভের পুত্রটির সে সব কিছু না থাকিলেও, ব্রজধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পাত্র হইয়াছে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হরিনামের দল আসিয়া বাড়ীতে কীর্ত্তন করিয়াছে, অতএব একেবারেই যে মনে করিবার কিছু ছিল না তা নয়, কিছু কিছু ভাবিবার কারণও নিশ্চয় রহিয়াছে।

সেই নিশ্চয়তায় প্রতিবেশীদের অনেকেই তাহাদের শ্রুত দৃষ্ট অনেক কাহিনীর অবতারণা করিয়া পুত্রটির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন অর্থাৎ একটা কিছু অমঙ্গল, উপদেবতার উপদ্রব, স্বপ্নে কিছু দেখা, মাতাপিতার বা আত্মীয়ের পীড়া—একটা কিছু নিশ্চয় হইবে।

সেই কৌতূহলী জনতার ভিতর অনেক অপরিচিত ব্যক্তিও আসিতেন, যাঁহাদিগকে এ সহরে কখনও দেখা যায় নাই—। এই না দেখার ভিতর দিয়া যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের আসার পশ্চাতে হয় তো কিছু রহস্য থাকিতে পারে।

এই নবজাতক সম্বন্ধে আগন্তুকদের প্রশ্নের উত্তরে সত্যভামা দেবী, শ্যামা ও তাহার মাতা বা দুর্গাচরণবাবু যখন বলিতেন, কোন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নাই, তখন তাঁহারা আরও সুদূর ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন—নিশ্চয় দেখা যাইবে, অষ্টম গর্ভের সন্তান।

তাঁহাদের কথিত বৈশিষ্ট্য যদি অনন্যসাধারণই হয়, তবে সত্যই এই শিশুতে তেমন কোন কিছুর বিকাশ তখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে একটি জিনিষ সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন, সঙ্গীতের আকর্ষণী মধুর কণ্ঠস্বর। ক্বচিৎ কাঁদিলে তাহার প্রকাশ হয়। তাহাও যদি কেহ তাহাকে কাঁদায়।

তাছাড়া উজ্জ্বল শ্যাম গৌর কান্তির সহিত নিটোল গঠনে ভাসা ভাসা দুটি উদাসী চোখের চাহনি। নীলাভ দুটি নয়নের মণি; কমনীয় ওষ্ঠাধর। মাথায় কুঞ্চিত কোমল কেশকলাপ। কাহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোখে চোখ পড়িলেই হাত পা ছুড়িয়া ইঙ্গিতে ডাকা "আমায় কোলে নাও—বাহিরে চল।" সে ডাকায় সকলে কোল পাতিয়া দেন, কিন্তু বাহিরে লইয়া যাইবার সাহস হয় না।

সত্যাভমা দেবী নজর লাগার ভয়ে চোখে কাজল, কপালে টিপ্ দিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কোলে না লইলেই ভাল হয় বুঝিয়া নিজে কিংবা শ্যামার কোলেই শিশুকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কাহারও অচেনা মুখ দেখিলে শিশু হাসে, যে হাসি অন্যের পক্ষে অবোধ্য নয়, সন্তানের জননীর প্রতি বাহিরে লইয়া যাইবার ইঙ্গিতে ভরা।

তেমনি সহজ মধুর আবেষ্টনীর ভিতর দিয়াই পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। শিশু বসিতে, হামা দিয়া চলিতে শিখিল। গুপ্তমহাশয়ের আহ্বানে সুপণ্ডিত আনন্দ মোহন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আসিয়া গণনা করিয়া জানাইলেন—আগামী ১২৮৪ সালের ২৬শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার পঞ্চমী তিথিই অন্নপ্রাশনের প্রশস্ত দিন।

তাঁহার আদেশমত অন্নপ্রাশনের আয়োজন হইল। সহরের বাড়ীর সকলে শিশুকে লইয়া কুমারপুরে আসিলেন। জন্মের পর গ্রামে আসা তাহার এই প্রথম।

দেখিবার মত এমন কিই বা ছিল? তথাপি দেখিতে আসার জন্য গ্রামবাসীদের কি আগ্রহ! অষ্টম গর্ভের পাহু ছেলের বহু কাহিনী তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, অনেকে তেমন শিশু দেখেন নাই—। অন্নপ্রাশনের দিন পণ্ডিত মহাশয়ও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন।

অন্নপ্রাশনের দিনে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য বলিতে গৌরী আদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজা প্রভৃতি সবই হইল, কেবল চরু পাকের ব্যবস্থা ছিল না; কারণ এ কুলের পূর্ব্বাচরণ এইরূপ ছিল, কুলদেবতা শ্রীঅনন্তদেবের জন্য এবাড়ীতে যে নিত্য অন্নভোগ হয়, তাঁহার প্রসাদকণা মুখে দিয়া অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে জাতকর্ম্মাদির বহু কৃত্যই এই অন্নপ্রাশনের দিন পূর্ণ হয় বলিয়া ঐদিনেই ডাকনাম ও রাশিনাম উভয়বিধ নামকরণের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। সেই হিসাবে কুমারটির মুখে শ্রীঅনন্তদেবের শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদকণা দিবার পর নামকরণের আয়োজন হইল।

সত্যভামা দেবী গুপ্তমহাশয়ের বামদিকে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে স্বর্ণ, ধান্য, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদির ডালা সাজাইয়া কুমারকে দেখাইলেন। কুমার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই গ্রহণ করিলেন। তখন পতিপত্নীর মনে কিন্তু সেই ব্রজকিশোর ললিতাজীবনের মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছিল। ব্রজের সব-স্মৃতিই মনে জাগিতে লাগিল। তাঁহাদের সেই বাসনা "রাধিকা নাম রাখিব" একথাও মনে জাগিতে লাগিল। কিন্তু কোন প্রস্তাবই করিতে পারিতেছেন না, বার বার উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিতেছেন, তাঁহাদের চোখ যেন সজল হইয়া আসিতেছে। উপাস্থত নিমন্ত্রিতগণ সুসজ্জিত কুমারটির দিকে চাহিতেছেন।

গুপ্তদম্পতির হৃদয়ের সঞ্চিত বাসনা তীব্র হইয়া দেখা দিল। উভয়ে তাঁহারা সেই স্মৃতি সেই কামনায় আবিষ্ট হইয়াই ছিলেন। নিমন্ত্রিতগণও যেন তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। অকস্মাৎ জড়িত ভাষায় উভয়ে বলিয়া উঠিলেন, বালকের রাশি অনুসারে যে নাম হয় হউক, আমরা তো নাম রাখিলাম "রাধিকারঞ্জন"। আবিষ্ট মাতাপিতার মুখে এই কথা শুনিয়া ইহা "দৈবদত্ত নাম" মনে করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

পুরোহিত মহাশয়ও গণনা অনুসারে রাশিনাম নির্ণয় করিয়া বলিলেন এই বালকের ডাক নাম রাধিকারঞ্জনই হউক। তখন শঙ্খের ধ্বনি হইল। রমণীগণের উলুধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত হইল।

শুভদিনের শুভক্ষণে গুপ্তদম্পতির চোখে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। সেই ব্রজকিশোরের স্মৃতি যেন পূর্ণ হইল। তারিণীবাবুও অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইঁহাদের চোখে জল দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্মিত হইলেন। সত্যভামা দেবী ও গুপ্তমহাশয় তাঁহাদের হৃদয়াবেগ সংবরণ করিলেন—প্রকাশ করিতেই পারিলেন না এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, কি চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। অনন্তদেবের সম্মুখে গুপ্তদম্পতি প্রণাম করিলেন। আবার সেই বৃন্দাবনেশ্বরীর নাম, তাঁহার ভূমি, সেই কিশোরের মুখ মনে পড়িয়া গেল। সেইস্থানের ধূলি লইয়া পুত্রের মাথায় দিলেন—যেন ব্রজেরই ধূলি সেখানে আবির্ভূত হইয়াছে।

পূজনীয় আত্মীয়গণ স্বজাতি ও ব্রাহ্মণবৃন্দের চরণধূলি লইয়া কুমারের মাথায় অর্পণ করিতে করিতে সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পুরোহিত মহাশয়ও দেব-নিবেদিত নির্ম্মাল্য লইয়া শ্রীরাধিকারঞ্জনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিয়ন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণ ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া শিশুর হস্তে উপঢৌকন দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাধিকারঞ্জন তেমনি উদাসী চোখেই চাহিয়া যেন তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ আশীষ ও উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া আদর চন্দনের সৌরভ উপভোগ করিল।

—০—

কুমারপুরের কুমার।

রাধিকারঞ্জনের কুমারপুরে আসার পর হইতেই গ্রামবাসী সকলেই তাহার শৈশবোচিত কোমল মাধুরী আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। অন্নপ্রাশনের পরদিন মাত্র থাকিয়া দুর্গাচরণবাবু সহর ও গ্রামের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতেছেন। রাধিকাকে মাঝে মাঝে ফরিদপুরে লইয়া যাওয়া হয়, তবে গ্রামের বাড়ীতেই সে বেশীদিন থাকে।

শ্যামার কোলই তাহার নিকেতন হইয়াছে আর কাহারও কোলে রাখিয়া সত্যভামা দেবীর তৃপ্তি হয় না। শ্রীঅনন্তদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণে পূর্ব্বের মত তুলসীদান তখনও চলিতেছে। অষ্টম গর্ভের সন্তান রাধিকা যেন ভগবৎ-চরণে নিবেদিত-আত্মা হইয়াই আসিয়াছে। উৎপাত উপসর্গ তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

শিশু রাধিকার মৌন হাসি মৌন চেষ্টা ভঙ্গ করিয়া মুখে যখন আধ আধ বোল ফুটিল, সে স্বরের, যে ভাষার স্বাদ কেবল গুপ্ত পরিবারেই আবদ্ধ হইয়া রহিল না। পল্লীর অনেকেই আসিয়া তাহা ভোগ করিতেন। রাধিকার মন এইভাবে আহ্লাদে ভরিয়া থাকিত। যে কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুক—'তোমার নাম কি?' সে মৃদু হাসিয়া বলিত, 'আমার নাম লাদিকা'। ফরিদপুরের উচ্চারণ-ভঙ্গীতে শুনাইত 'হ্লাদিকা', বলিয়াই আবার হাসিত।

এই হ্লাদিকা ধ্বনি দিনরাত্রে অনেকবারই তাহাকে করিতে হইত। সত্যভামা দেবী হাসিতেন। তারিণীবাবু এই নূতন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে কোলে লইয়া চুমো খাইয়া সেই হ্লাদিকা নামের স্বাদ লইতেন।

যাঁহারা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া এই শিশুর ভাবী কালের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ইহার কণ্ঠস্বরই সেই ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে।

স্বভাব-প্রেরণায় চালিত অনেক শিশুরই মৌন চেষ্টায় তাহার ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করা যায়। রাধিকারও সেই চেষ্টায় তেমনি ভবিষ্যতের দিগ্দর্শন করিতেছিল। সকালে সন্ধ্যায় শ্রীঅনন্তদেবের মন্দিরে তুলসী পরিক্রমায়, শ্যামা কিংবা সত্যভামা দেবীর বিলম্ব হইলে রাধিকা তাঁহাদের তর্জ্জনী ধরিয়া লইয়া যাইত। আরতির সময় তালি দিয়া দুলিয়া দুলিয়া নাচা, ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম, সেই প্রণামের সঙ্গে বালক-সুলভ চাঞ্চল্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টি—ইহা রাধিকার এক কৌতুককর চেষ্টা।

ইহার সহিত আর একটি পরিবেশ পূর্ব্ব হইতেই এ বাড়ীতে সৃষ্টি হইয়াছিল। সেটি তাহার দাদাদের গান কীর্ত্তন। তাহার প্রত্যেক দাদাই সুগায়ক। বাহিরে খেলা ধূলা অপেক্ষা বাড়ীতে বসিয়া গানকীর্ত্তন তাহাদের অবশ্যকৃত্য ছিল। দাদাদের সহিত সে আসরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসা, অর্দ্ধনগ্ন দেহ রাধিকার একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। বিশেষতঃ চতুর্থ ভ্রাতা বীরেশ্বরের কাছে। তাঁহার সুমধুর গানের সর্ব্বাধিক সমজদার ছিল যেন এই অস্ফুটভাষী রাধিকারঞ্জন।

বীরেশ্বর তখনও উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে পড়িতেছেন। তৃতীয়ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন ডোমসার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন। দ্বিতীয় সুরেন্দ্র-মোহন ও জ্যেষ্ঠ গিরীন্দ্রমোহন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে পড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ষষ্ঠ অনুকূল গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেছেন।

রাধিকা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহাদের ছুটির পর রাধিকাকে লইয়া বেড়াইতে যান। তাহার কণ্ঠস্বর ও আধ আধ ভাষা তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখে।

প্রতিবেশীদের অনেকেই শুধু ঐ ছলেই আসিতেন অর্থাৎ রাধিকার সুমধুর কণ্ঠস্বরের গান শোনা একটি বড় কাজ। রাধিকাও যেন সেই ভাবেরই সুরসাধক, কাহারও কিছু আবেদন বা প্রলোভন পাইলেই গানের সুরে তাহাদিগকে প্রতিদান দেয়।

এইভাবেই রাধিকার পাঁচ বৎসর বয়স পার হইয়া গেল। সেই গ্রামের ভূমিতেই শিশু প্রহ্লাদের মত দিব্য জীবনের উন্মেষ হইতে লাগিল। সেই অনন্তদেবের পাদপীঠে থাকিয়াই তাহার সঙ্গীতময় অধ্যাত্ম-জীবনের ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল।

প্রধান গায়কের আসিবার পূর্ব্বেই যেমন আসর প্রস্তুত হইয়া থাকে, রাধিকারও তেমনি পরিমণ্ডল পূর্ব্ব হইতেই যেন সাজান ছিল। তাহার ভ্রাতৃবৃন্দের সুর ও গানের সাধনার ক্ষেত্র যেন ইহার জন্যই এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাধিকার শিশুমনের ভিতর দিয়াই সেই প্রতীক্ষা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

সত্যভমা দেবীর পক্ষে রাধিকার কণ্ঠস্বর আর একটি কারণে বিশেষ তৃপ্তির হইত। তাহার দাদাদের কেহ বাড়ী না থাকিলে রাধিকার কণ্ঠস্বরই জানাইয়া দিত যে সে কোথায়। নীরবে থাকিবার স্বভাব রাধিকার নাই। তখন সে হরিনাম গানের স্পষ্ট সাধক হইয়াছে। বাড়ীর পাশের বাগান, সদরের দেউড়ি, ভিতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীর পুকুরের ঘাট রাধিকার কণ্ঠস্বর সাধিবার ঘাঁটি হইয়াছে। রাধিকার সে সাধনায় ব্যাঘাত হইলে শ্যামাই তাহার সমাধান করিয়া দিত।

—০—

বিহঙ্গের মুক্তি-সাধনায় রাধিকার বন্ধন ঃ

রাধিকার শিশুমন যখন ছয় বৎসরের সীমা ছাড়াইয়াছে, তখন তাহার বালকসুলভ চাপল্যের মধ্যে এক বিশেষ ইঙ্গিত আসিয়া দেখা দিল।

তাহার বড় দাদার তখন কিছুদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, পত্নী কাদম্বিনী দেবী শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া পিতৃভূমি অপেক্ষা এই নূতন সংসারে বেশী তৃপ্তি পান। রাধিকা তাঁহার প্রথম সঙ্গী হইয়াছে, দ্বিতীয় সঙ্গী স্বামীর সখের পাখীটি।

রাধিকা আর পাখী লইয়া কাদম্বিনী দেবীর দিন কাটে। রাধিকাও পাখীকে গান শিখাইবার প্রধান অধ্যাপক হইয়াছে। তাহার অধ্যাপনার মধ্যে নিজেরও সাধনা চলে। পাখী কতটা শিখে তাহা বোঝা যায় না, তবে বাড়ীর আর সকলের রাধিকার কণ্ঠগীতি শুনিবার জন্য আগ্রহ হইলে পাখীটিকে তাহার সামনে আনিয়া দেন।

রাধিকা তাহাকে গান শিখাইতে বসিয়া হয় তো পাখীটির ভাষা শুনিয়া থাকিবে। সে যে রাধিকার সহিত সমানভাবে গায় না, সে যে রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া খাঁচায় বসিয়া পাখা নাড়ে—ইহার ভিতর হয় তো রাধিকা কিছু বুঝিয়াছে।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও কাদম্বিনী দেবী পাখীটিকে স্নান করাইয়া ছোলা-জল দিয়া রাধিকার কাছেই রাখিয়া গেলেন। রাধিকা তখন খেলিতেছিল। বড়দাদা স্নানাহার সারিয়া কালেক্টারী আফিসে চলিয়া গেলেন। যতীন্দ্রমোহন ও বীরেশ্বর বাহিরের বাড়ীতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাঁচার পাখীটি রাধিকার গান শুনিয়াছে, রাধিকাও তাহার অধ্যাপনা করিয়া নূতন এক পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার গবেষণার ফল একটু বিলম্বে প্রকাশ হইল।

দুপুরের কিছু পূর্ব্বে কাদম্বিনী দেবী আসিয়া খাঁচাটিকে উপরে ঝুলাইয়া রাখিতে গিয়া দেখিলেন পাখীটি নাই। এদিক ওদিক খুঁজিলেন—পাইলেন না। তাঁহার মনে রাধিকার প্রতি সন্দেহ হইল; নূতন খোল করতাল ইত্যাদির প্রলোভনের সহিত প্রস্তাব করিলেন—"রাধিকা! পাখী কোথায় রাখিয়াছ?" কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—রাধিকার কাছে তাহার কোন সন্ধানসূত্রই পাইলেন না।

শ্যামা তাহাকে নির্জনে লইয়া গেল। কিন্তু তাহারও কাছে রাধিকা জানাইতে পারিল না—পাখীর কোন সন্ধান সে রাখে। বৈকাল গিয়া সন্ধ্যাও হইল পাখীটি পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রতিবেশীদের বাড়ীতে খবর লইয়া জানা গেল—তাঁহারা পাখীটিকে দেখেন নাই। শেষ নিশ্চয় হইল—পাখীটির খাঁচার দুয়ারটি বোধ হয় খোলাই ছিল, কিংবা রাধিকা খুলিয়া দেওয়ায় সেটি উড়িয়া গিয়াছে, অতএব আর পাওয়া যাইবে না। রাধিকা বোধ হয় ভয়ে কিছু বলিতে পারে নাই।

রাধিকার প্রতি তাঁহাদের সেই সন্দেহ ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল। কারণ এইরূপে অনেকেরই পাখী পলাইতে লাগিল। বিশেষ অনুসন্ধানে সকলেই বুঝিলেন যে গুপ্তবাড়ীর রাধিকারঞ্জনই এই কার্য্য করে।

তখন সকলের অভিযোগ আসিতে লাগিল যে রাধিকা বড় দৌরাত্ম্য করে, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দেয়। সত্যভামা দেবী লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার অন্যান্য ছেলেরা শিষ্ট, এই জাতীয় দৌরাত্ম্য তাহারা কখনও করে নাই। রাধিকার দৌরাত্ম্য নূতন ধরণের। বাধ্য হইয়াই বাড়ীতে তাহাকে আটকাইয়া রাখিলেন।

রাধিকা অতটা বুঝিতে পারে নাই যে, বাড়ীর ও পরের খাঁচার পাখীকে ছাড়িয়া দিলে নিজেকে বাঁধা পড়িতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সত্যই সে অতটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করে নাই, স্বভাবের বশেই ইহা করিয়াছে। হয় তো পাখীগুলির আবদ্ধ অবস্থা দেখিয়া তাহার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে, তাই তাহাদের ব্যথায় কাতর হইয়া সে এই কাজ করিয়াছে।

এই অদ্ভুত ধরণের স্বভাবের ফলে কেহ কেহ অনুভব করিলেন, এই শিশুর এ জাতীয় আমোদ এক নূতন। ইহার এই চঞ্চল চেষ্টার মধ্যে যেন কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুর্গাচরণবাবু সপ্তাহান্তে বাড়ী আসিলেন, তিনিও সব শুনিলেন। সত্যভামা দেবী বলিলেন—একটু একটু করিয়া পড়াশুনা না করিলে রাধিকা আরও দুরন্ত হ'তে পারে। দুর্গাচরণবাবু হাসিয়াই বলিলেন, "আর কিছুদিন গ্রামে রেখে সহরের বাড়ীতে নিয়ে গেলেই হবে। অন্ততঃ এই পূজা পর্য্যন্ত গ্রামেই থাক্। বাড়ীতে বীরেশ্বরের কাছে পড়ুক, তারপর স্কুলে যাবে, যতীন আর সুরেন এখানে থাক্‌বে।"

আর এক বৎসর পরেই রাধিকা সহরের বাড়ীতে চলিয়া যাইবে শুনিয়া তারিণীবাবু জানাইলেন "তোমরা রাধিকাকে নিয়ে যেতে অত ব্যস্ত কেন? এখানে কি লোকে পড়াশোনা করে না? বৌমার এক চিন্তা রাধিকা দুষ্টু হ'য়ে যাচ্ছে।"

ভাসুরের মনে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, সত্যভামা দেবী বুঝিলেন। আপাততঃ বীরেশ্বরের কাছেই রাধিকার শিক্ষা আরম্ভ করাইলেন, ইহা বোধহয় উভয় ভ্রাতারই কাম্য ছিল। রাধিকার হাতে-খড়ি দিয়া পাঠ সুরু হইল।

—০—

রাধিকার প্রথম পাঠ অভ্যাস।

স্কুলে যাওয়া ছাড়া বীরেশ্বরের নূতন কাজ হইল রাধিকাকে শিক্ষা দান। সন্ধ্যায় হরিনামের যাত্রা খেলা, সকালে বৈকালে পড়ান। রাধিকার টান বিদ্যালাভ অপেক্ষা গান করা আর যাত্রা খেলায় বেশী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি তাহারই ভিতর লেখাপড়া। এ লেখাপড়ার ভিতর আর একটি আকর্ষণ—সেটি দাদাকে সুখী করা। বীরেশ্বরেরও পড়ান অপেক্ষা রাধিকাকে বেশী কাছে পাওয়াই কাম্য।

বীরেশ্বরের তৃপ্তি রাধিকাকে পাইয়া। রাধিকার মুখে গান বীরেশ্বরের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়। তাহার ভাসা ভাসা দুটি উদাস চোখ সর্ব্বদাই যেন কিসের আবেশে ভরিয়া আছে। কথা কম, আকর্ষণ বেশী।

বীরেশ্বরের হাতে লাঞ্ছনা রাধিকার কাছে বেদনার ছিল না; মায়ের নিকটও কোন অভিযোগ করিত না। মা জানিতে পারিয়া বীরেশ্বরের সঙ্গ ছাড়া করিলে রাধিকার কষ্ট হইবে, তাই কাঁদিতেও পারে না। বীরেশ্বরের স্বভাব ছিল গম্ভীর। শ্যামা বা তাহার মাকে তিনি কিছু কড়া কথা বলিলে রাধিকা তাহার সমাধান করিয়া দেয়। গলা জড়াইয়া ধরিয়া গান শুনাইয়া সব ভুলাইয়া দেয়।

ইহার জন্য দাদার নিকট রাধিকাকে শাস্তি পাইতে হইত। কিন্তু দাদার কথায় তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া অভিমানও করিবার ইচ্ছা হইত না। বীরেশ্বর অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই ধমকাইতেন, রাধিকা তাহা না বুঝিয়া কাঁদিত, কিন্তু খুব লুকাইয়া। মা জানিলে যদি বীরেশ্বরের সহিত মিশিতে না দেন তবে সেটি আরও বড় শাস্তির হইবে।

এই শাস্তির ভয় দেখাইয়া মা অনেক সময় রাধিকার বায়না থামাইতেন। বীরেশ্বরের ভালবাসা বড় গভীর। সে ভালবাসা রাধিকার প্রাণ ছাড়া অপর প্রাণে স্পর্শ করিত না। রাধিকার আব্দার ও জিদে বীরেশ্বরের শাসন আসিলে রাধিকার অভিযোগ ছিল না। রাধিকার প্রতি অপর কাহারও শাসন বীরেশ্বরের কাছেও অসহনীয় হইয়া উঠিত।

রাধিকার শিক্ষাগুরু হওয়া অবধি তিনি চাহিতেন, রাধিকা পড়াশুনায় একান্ত সুবোধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে? তাঁহার সেই বয়সের কোন কথাই হয় তো মনে নাই, মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলেও এই ভাইটির প্রকৃতি যে বিশেষ ধরণের তাহাও তখন বুঝিতে পারিতেন না।

অতি অল্পদিনেই রাধিকার প্রথম পাঠ শেষ হইয়া যাইবে, সেইজন্য রাধিকার পাঠে অন্যমনস্কতার কারণগুলি খুঁজিয়া যাহা বুঝিতেন সেগুলিকে সরাইয়া দিতেন।

রাধিকা দেখিল—বৈঠকখানা ঘরের কুলুঙ্গীর ভিতর নিতাই গৌরের চিত্রপট, হরিঠাকুরের পুতুল, খোল করতাল সব অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার ফলে রাধিকার মন গম্ভীর হইত ও সঙ্গে সঙ্গে কান্না আসিত, বীরেশ্বরের প্রতি বাঁকিয়া বসিত. কলহও হইত। সত্যভামা দেবীর অজ্ঞাত ছিল না যে ইহা কাহার কাজ। তিনি রাধিকাকে বলিতেন—"বেশ হ'য়েছে ও লঙ্কাপোড়া ছেলের সঙ্গে মিশিস্ কেন ?" কিন্তু কলহ এক জিনিষ, আর যাহার সহিত কলহ তাহার সঙ্গছাড়া হওয়ার শাস্তি পৃথক্ জিনিষ। শেষের অবস্থাটি রাধিকার পক্ষে অসহ্য।

রাধিকা চুপ করিয়া কাঁদিত। ঢোল বাজাইয়া ঠাকুরকে না শুনাইলে এবং তাহার সহিত গান না গাহিলে রাধিকার কাছে আর কি প্রীতির আকর্ষণ আছে ! এ প্রীতির বাধককে সে মানিয়া লইবে কেমন করিয়া ? কিন্তু বীরেশ্বর মানাইতে পারিতেন। স্কুল হইতে আসিয়াই রাধিকাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহারই স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য যে রাধিকা লুকাইয়া আছে এবং তাহার অভিমানও হইয়াছে—ইহা বুঝিয়া আদর করিয়া কোলে লইতেন, বাগানে হরিনামের যাত্রা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাধিকার মন সহজেই জয় করিতেন।

বীরেশ্বর কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার শিক্ষকতার গাম্ভীর্য্যে লেখাপড়ায় রাধিকার মন বসিতে চায় না। তাই বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহার পর হইতেই রাধিকাও যেন বর্ণপরিচয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সহজে আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে আয়ত্তটি আদি-অন্তে সমান উৎসাহে হইত না, হরিনামের যাত্রার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আব্দার আসিলে কিংবা কোন গান মনে পড়িলে. সহজ পাঠের শিক্ষা তাহাতেই নিবিষ্ট হইত। বীরেশ্বরও বুঝিতেন—গানের প্রলোভনে তাহাকে কিছুক্ষণ বাঁধিয়া রাখা যায়। তিনি সেইভাবেই তাঁহার শিষ্যটিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

প্রথভাগ শেষ হইল, যুক্তাক্ষরও আরম্ভ হইল। যুক্তাক্ষরের পাঠ রাধিকার নিকট বিশেষ প্রিয় নয়। বীরেশ্বর তাহার সে অবস্থাটি বুঝিয়া শ্লেট পেন্সিলের লেখার ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হাতের লেখার ভিতর শিশুর মনের ছবি ভাসিয়া উঠে, লেখার ভিতর দিয়া তাহার শান্ত-চপল মনটি খেলা করে। রাধিকা যেন এইবার ধরা পড়িয়া গেল। দাদার তাড়না সেই লেখাশিক্ষার মধ্যে ফুটিতে লাগিল। কোন অক্ষরই সুষ্ঠু হইয়া প্রকাশ পাইত না। চেষ্টা করিবার তাড়া থাকিলেই আরও বক্রগতির সহিত তাহার বিকাশ হইত। বীরেশ্বর বুঝিলেন রাধিকার মন যেদিকে যাইতেছে তাহা লইয়া হস্তাক্ষর আরম্ভ করিয়া পরীক্ষা করা যাক্। তিনি বলিলেন, কাল যে গানটি শিখেছ, সেটির দুলাইন লেখ—

হরি তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে
হবে কি গো পরিচয়?

বীরেশ্বর বুঝিলেন—এই পথ ধরাই ভাল। যুক্তাক্ষরও থাকিবে না অক্ষর শিক্ষায় হাতও আসিবে। সেইভাবে তাহার মনের গতির সহিত কিছু কিছু লেখা শিখাইলেন। ক্রমশঃ হাতের লেখা ভাল হইল। কিন্তু অক্ষর লেখায় রাধিকার মন বসিলেও সেই অক্ষরমালার রূপটির গানে তাহার মন পড়িয়া থাকিত।

দাদার হুকুমমাত্র পালন করিবার পর যেন গান করা যাইবে, সেই চেষ্টাই তাহার বেশী হইল। ফলে লেখা অপেক্ষা দাদাকে খুসী করার চেষ্টা এত হইল যে, শ্লেটের একপিঠ 'বীরেশ্বর' আর 'রাধিকা' লিখিয়া পূর্ণ হইলে অন্যপিঠ নিতাই গৌর হরিবোল ইত্যাদি লিখিয়া পূর্ণ করিতে থাকে। এই মহৎ কার্য্যটি সারা দুপুর গলদঘর্ম্ম হইয়া যখন শেষ করে, রাধিকার মন যেন খুসীতে ভরিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলে সেই বিরাট পর্ব্বের ছক্ দেখাইবার জন্য ব্যাকুল ভাবে শ্লেট লইয়া দাদার নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু বীরেশ্বর শ্লেট দেখিলে সেই বিশেষ পরিশ্রমের কাজটি দেখিয়া যখন বলেন—'আহা কি লেখার ছিরি তোর, যা তোর কিচ্ছু হবে না।' তখন রাধিকার অভিমান গুরুতর হয়। সেই অপমানে মুখ ভারি হইয়া উঠে। সে শ্লেট পেন্‌সিল লইয়া চলিয়া যায়। বীরেশ্বর বুঝিতেন, এতটা বলা ঠিক হয় নাই। তিনি হরিঠাকুরের বাতাসা ফুল মানত করিয়া আবার ভুলাইতেন।

পরদিন তেমনি প্রচণ্ড উৎসাহে লেখার পর্ব্ব সুরু হয়, এবং তেমনিভাবেই তাহার উদ্‌যাপন হয়। এই ধারাতেই রাধিকার হস্তাক্ষর অনেকটা উন্নতির পথে আসিল।

তারপর তৃতীয় ধাপ ধারাপাতের আরম্ভ হইল। উহার অভ্যাস এক উৎকট হইয়া দেখা দিল। শতকিয়ার মধ্যপর্য্যায় পর্য্যন্ত কিছু উল্‌টা গতিতে প্রবেশ করিলেও বাকীটা তেমনি ভগ্ন পথেই চলিতে লাগিল। ইহারই ভিতর বীরেশ্বর তাহাকে মানসাঙ্ক শিখাইতে লাগিলেন। বীরেশ্বরবাবুর মানসাঙ্ক রাধিকার কাছে মানস শঙ্কার বস্তু হইল। টাকা আধুলি সিকি দিয়া তাহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। রাধিকা বড় বিপন্ন মনে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তিনি যখন গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—এক টাকায় কটা আধুলি ?

রাধিকা ছল ছল দৃষ্টিতে উত্তর দিত—'দশটা'।

বীরেশ্বরের মুখে মৃদু হাসি থাকিলেও, একটু গম্ভীর হইয়া কৃত্রিম ক্রোধে ধম্‌কাইয়া ভুল সংশোধন করিতে বলিলে রাধিকা ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া একটাকায় চারিটি আধুলিতে নামাইয়া দিত।

ইহা অপেক্ষা বীরেশ্বর আরও কঠিন প্রশ্ন করিলে রাধিকা কাঁদিয়া ফেলিত। যেদিন তিনি সিকির মানসাঙ্ক তুলিয়া তেমনি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেন—"এক টাকায় কটা সিকি ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা দ্রুত উত্তর দিত পঁচিশটা। রাধিকার উত্তরে বীরেশ্বর ধারাপাত ছুড়িয়া ফেলিতেন। কিন্তু রাধিকা ঐ পঁচিশটার নীচে আর নামাইতে পারিত না।

কারণ গোটাকে ভাঙা তাহার জিহ্বায় আসিত না, মাথায় ত প্রবেশ করেই নাই। সে চুপ করিয়া থাকিত। বীরেশ্বরবাবুও মনে মনে বুঝিতেন—পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সংখ্যাটিই বিকল হইয়া রাধিকার মাথায় শুইয়া আছে তখন ইহার বেশী আর হওয়া অসম্ভব। তথাপি ছাত্রের চেষ্টা যে কিছুই নাই, সেই ধারণাতেই তিনি বাড়ীতে দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন—রাধিকার বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই হবে না।

দাদার ক্রোধে রাধিকার মনে ব্যথা অপেক্ষা অভিমানই হইত, কারণ যেদিন তিনি ঐরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, সেদিন রাধিকাকে সাধিতে হইত, সন্ধ্যায় তাহাকে লইয়া গান করিবার জন্য। তাহার ফলে পরদিন তেমনি নিষ্ঠা ও আনুগত্য লইয়া দাদার কাছে বিদ্যালাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করিত। রাধিকার এই চেষ্টার পিছনে যে রহস্য ছিল, সেটি বীরেশ্বরবাবু ভাল ভাবেই বুঝিতেন।

সেটি হরিনাম গান। তিনি বাহিরে যেসব গান শুনিয়া শিখিয়া আসিতেন, সেইগুলি রাধিকাকে অভ্যাস করাইবার জন্য তাহার এই অকুণ্ঠিত আনুগত্য। মধুকণ্ঠ রাধিকার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে তিনিও আকৃষ্ট। বিদ্যাদান ও সুমধুর স্বরের আদান ইহাই—ছিল বীরেশ্বরের অন্তরের কামনা। ফলে আদানটি যত হইত, দানের পরিমাণ তত হইত না।

রাধিকা যেন দিতে পারিলেই সুখী, যেটুকু গ্রহণ সেটুকু অন্যের একান্ত আগ্রহে। রাধিকার স্বভাবে আঘাত না করিয়া তাহারই বশে চলিয়া বীরেশ্বর কিছু কিছু শিখাইতে লাগিলেন। রাধিকাও দাদার নিকট যাহা পাইল, তাহাতে তাহার বাহ্য সম্পদ অপেক্ষা মানস সম্পদই বেশী সঞ্চয় হইতে লাগিল। বিদ্যার প্রথম পাঠ রাধিকার এইভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবদয়াল শ্রীরাধিকা।

পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচালনার অনুরূপ বালকের মন গঠিত হয়—ইহা যাহাদের ধারণা, তাঁহারা অনেক সময় একথা ভাবিতে পারেন না যে, এ নিয়ম স্বাভাবিক হইলেও জন্মান্তরীণ প্রবল শুভাশুভ সংস্কারের ফলে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে। ধনীর তুলাল পথের ভিক্ষুক হয়, দরিদ্রের সন্তানও ধনাঢ্য হয়, মূর্খের পুত্র পরম বিদ্বান্ ও মহাকৃপণের পুত্র পরম উদার ও দাতা হয়, ইহা যেমন নিয়ত দেখা যায় আবার আত্মসম্পদে একান্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান যে ঋষি তপস্বী হইয়া উঠে তাহার উদাহরণও বিরল নহে।

তাহা ছাড়া আর একটি পথেরও নিদর্শন পাওয়া যায়—সেটি আকস্মিকতা। যে আকস্মিকতায় পূর্ব্বে যে স্বরূপে ভয়ের শিহরণ জাগাইত, তাহাই পরে মহিমার উৎস হইয়া জগতে প্রকাশ পায়। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূলে থাকে মহতের করুণা।

মানবের সকল ধারণাই নিসর্গগতির কাছে হার মানিয়া যায়। যাহারা সেই নৈসর্গিক করুণামণ্ডিত মতি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতি এ জগতের শিক্ষা পরিচালনার অপেক্ষা করিয়া চালিত হয় না। তাঁহাদের দয়া, বিনয়, সৌন্দর্য্য আপনা আপনিই বিকাশ পায়, তখন বলা হয় "ইয়ং নৈসর্গিকী মতিঃ"। এই নৈসর্গিকীমতি-সম্পন্ন শিশুর মনোরাজ্য এক বিচিত্র সম্পদে গঠিত হইয়া আসে। তাহাদের মন কোন এক নির্দ্দিষ্ট সীমা ধরিয়া আসে না। স্বভাবতঃ তাহার সাবলীল গতির বিকাশ দেখা যায়। তেমনি স্বচ্ছন্দগতির মন লইয়াই রাধিকার মনের ক্রমবিকাশ।

সপ্তাহান্তের ছুটিতে তুর্গাচরণবাবু বাড়ী আসিয়াছেন। রাধিকাও বুঝিয়াছে তাহার নূতন গানটি আড়ালে থাকিয়া পিতাকে শুনাইতে হইবে; সেই ভাবিয়াই হয়তো পিছনের বাগানে একা প্রবেশ করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাদ্রের তখন প্রখর রৌদ্র, রাধিকার দাদাদের মধ্যে অনেকেই বাড়ীতে ছিলেন না। কেহ স্কুলে কেহ অন্য কাজে বাহিরে গিয়াছেন। তুর্গাচরণবাবু আহারের পর বিশ্রাম করিতেছেন। সত্যভামা দেবী সংসারের কাজ সারিয়া ঘরের ভিতর যাইতে যাইতে শুনিলেন, বাগানের ভিতরে রাধিকার কণ্ঠধ্বনি। কাহারও সহিত যেন কলহ করিতেছে।

একটু অপেক্ষা করিলেন, রাধিকার কথা কখনও উচ্চ কখনও মধ্যস্বরে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে ডাকিলেন।

তুর্গাচরণবাবুর একটু নিদ্রা আসিয়াছে; তিনি বলিলেন—"তুমি আমার নাম করিয়া ডাক।"

আর কিছু না বলিয়া সত্যভামা দেবীই বাগানে আসিতেছেন। বাগান বলিতে একটি প্রকাণ্ড জায়গা। কতকগুলি আম নারিকেলের গাছ, পঞ্চাশ ষাট ঝাড় কলাগাছ, আর বাগানের সমস্ত সীমা জুড়িয়া সুপারীর গাছ, মাঝে একটি পুকুর।

বাড়ীর পাশ দিয়া সদর রাস্তা, পাশে বাঁশ আর বেঁত দিয়া বেড়া। সত্যভামা দেবী বাগানের আগড় ঠেলিয়া ভিতরে যাইতেই দেখিলেন, রাধিকা বেড়ার পাশে বসিয়া আছে। তিনি একটা গাছের পাশে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন রাধিকার বুকের কাছে একটি কাল কুকুর। সেটি হাঁপাইতেছে আর এক এক বার খুব কাতর স্বরে কেঁউ কেঁউ করিয়া ডাকিতেছে। তাহার পাতলা জিভ হইতে লালা ঝরিতেছে, রাধিকার পাও মাঝে মাঝে চাটিতেছে।

পুত্রের কাছে কুকুরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন—সে খুব ভয় পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে; রাধিকা কি মনে করিয়া বাগানে ঢুকিয়া উহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে। কুকুরটি রাধিকার দিকে যতবার চাহিয়া লেজ নাড়িতেছে, রাধিকাও তত তাহাকে বুকের কাছে লইয়া হাত বুলাইয়া আশ্বাস দিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুকুরটিও বোধ হয় তাহার আশ্বাসের ভাষা বুঝিয়া মাটীতে এক একবার শুইয়া পড়িয়া পিছন ফিরিয়া কি দেখিতেছে। রাধিকা কুকুরের ইসারামতই রাস্তার ধারে বেড়ার পাশের দিকে চাহিয়া ধমকাইতেছে।

সত্যভামা দেবী সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন—একটি গুণ্ডা চেহারার লোক। তাহার মাথায় লাল শালুর পাগড়ী, হাতে বাঁশের লাঠি ও একটি দড়ি। তিনি বুঝিলেন—কুকুরমারা লোক।

রাধিকার সাহস দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সে একদিকে কুকুরটিকে আশ্বাস দিতেছে, আবার অন্যদিকে ডোমকে প্রবীণের মত তিরস্কার করিতেছে—'যা চ'লে যা তুই এখান থেকে, তোকে দেখে কুকুরটা কাঁদছে, তুই ওকে তাড়া করেছিস্, তাই ও ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। ওকে কেন মারবি তুই ?"

ডোমটিও বেড়া পার হইয়া ভিতরে আসিয়া কুকুরটিকে কাড়িয়া লইয়া যাইতে সাহস করিতেছে না। সেইখানে দাঁড়াইয়াই অনুনয়ের সুরে বলিতেছে—"খোকাবাবু! কুকুরটাকে ছেড়ে দাও, ওটাকে নিয়ে কি ক'রবে ? আমি তোমায় ভাল কুকুর এনে দেবো। ওটা দেখতে মোটেই ভাল নয়।"

ডোমের কথা রাধিকার কাছে অসহ্য। তাহার অনুনয়কে আরও ঘৃণা করিয়া ধমকানি দিতেছে। কুকুরটিও রাধিকাকে পাইয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। লেজ নাড়িয়া পা চাটিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছে। তাহার বড় আশ্রয় ও ভরসাস্থল হইয়াছে রাধিকা।

সত্যভামা দেবীর মনে কেমন চঞ্চলতা আসিল। রাধিকার দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে তিনি যেন স্তম্ভিত হইলেন। কুকুরটির অবস্থা দেখিয়া তাঁহারও মনে দয়া আসিল। কুকুরটি যেন বলিতে চায়, "আমাকে রক্ষা কর, ওর হাতে ছেড়ে দিও না। সহরের সাহেবদের হুকুমে ওরা আমাদের জীবন নিয়ে নিজেদের পোড়া জীবন পালন করে।" সত্যভামা দেবীরও চোখে জল আসিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার প্রবল জিদ কিছুতেই কুকুর ছাড়িবে না। ডোমটি নিরুপায় হইয়াই প্রথমে প্রার্থনা করিয়াছিল। পরে রাধিকার কাছে কুকুর পাওয়া অসম্ভব মনে করিয়াই বোধহয় একটু কড়া সুরে বলিল—"খোকাবাবু! তুমি শিগ্‌গীর কুকুর ছেড়ে দাও, সাহেবরা যদি শোনেন তুমি কুকুর আট্‌কে রেখেছো—তা হলে ভয়ানক কাণ্ড হবে। শীগ্‌গীর ছেড়ে দাও।"

তাহার কথায় রাধিকা একেবারে বাঁকিয়া বসিল, তেমনি জিদের সহিত স্পষ্ট বলিল, 'যা তোর সাহেবদের কাছে বলগে যা। আমি একে দেবো না। তুই এখুনি চ'লে যা—নইলে বাবাকে ডেকে এনে তোকে তাড়িয়ে দেবো। তুই কুকুর মারবি কেন? ও তোর কি ক'রেছে? দেখ তো ও কি রকম কাঁদছে। তুই তো সাহেবদের কাছে পয়সা পাবি। কুকুর মারিস্ না। তুই দাঁড়া, আমাদের বাড়ীতে ভাত খাবি, পয়সা নিবি।

ডোমটি অবাক্ হইয়া রাধিকার কথা শুনিতেছে। রাধিকাও কুকুরটি সঙ্গে লইয়া বাগানের বেড়ার দুয়ার খুলিয়া আসিতেই, সত্যভামা দেবীকে দেখিয়া দাঁড়াইল। মুখে চোখে তাহার দিগ্‌বিজয়ীর গর্ব্ব। সত্যভামা দেবী একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, রাধিকা কুকুরটিকে ধরিয়াছিল।

ডোমটিও তাহাদের নিকট আসিয়া মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইল। সত্যভামা দেবীকে বিশেষভাবেই প্রণাম জানাইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"মা! আমি ছোটো বেলা থেকেই এই কাজ করছি, কিন্তু আমায় কোন ছেলে এমন করে কিছু বল্‌তে সাহস করেনি। আমাকে দেখ্‌লে ছেলেরা ভয়ে দৌড়ে পালায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মা তোমার ছেলে! ও আমাকে আজ যে শিক্ষা দিলে মা, এই শিক্ষাই আমার জীবনের শেষ শিক্ষা। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি মা, যদি আমি খেতে নাও পাই, তবুও কখনও জীবহত্যা করবো না। ও তোমার ছেলে হয়ে কেউ এসেছে মা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডোমটির ব্যাকুল আবেদনে সত্যভামা দেবীর মনে কাতরতার স্থষ্টি করিল। তিনি রাধিকার দিকে চাহিতেই দেখিলেন যে কুকুরটি লইয়া কখন সে সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

সত্যভামা দেবী রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, সে হয় তো কুকুরটিকে লইয়া ঘরের ভিতর যাইবে, ইহা মনে হওয়ায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বাবা ! তুমি একটু দাঁড়াও, ও আমার বড় জেদী ছেলে, ওর বায়না যখন তোমাকে পয়সা দেওয়া, ভাত খাওয়ান, তখন ওটি না ক'রে ছাড়বে না। আমি তোমায় ভাত এনে দিচ্ছি, খেয়ে পয়সা নিয়ে যাবে। এইখানেই ব'সো বাবা, আস্‌ছি।"

ডোমের মনে কিসের স্পর্শ লাগিল। সত্যভামা দেবীর কথায় মাথা নত করিয়া বলিল—"আচ্ছা মা !" সত্যভামা দেবী বাড়ীর ভিতর গেলেন।

ডোমটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। হয় তো তাহার মনে জাগিতেছে নিজের পুত্রকন্যার কথা। তাহার সংসার আর এই সংসার। আজ যেন সে নূতন জীবন লাভ করিল। যে তাহার জীবনে এই সাড়া দিল সেই ছেলেটিকে দেখিবার উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়াইয়াই তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তাহার কানে সেই শিশুর কথা যেন আবার বাজিতেছে "তুই বোস্, আমাদের বাড়ী ভাত খাবি পয়সা নিবি। তুই রোজ আসবি আর কুকুর মারিস্ না—ওরা তোর কি ক'রেছে ?"

সত্যভামা দেবী ভাত তরকারী লইয়া আসিলেন। ডোম তখনও যেন সেই ছেলেটির কথা শুনিতেছে। সত্যভামা দেবীর দিকে 'চাহিয়া দেখিল, মা যেন কত খুসী হইয়াই আহার্য্য ও পয়সা দিতেছেন।

ডোমটির আহার শেষ হইল। সে শুনিতেছে বাড়ীর ভিতরে মা ছেলেকে শাসন করিতেছেন—"রাধিকা ! আর কখনও একা বাগানে যাবি ? ঐ লোকটা তোকে সুদ্ধ যদি ধ'রে নিয়ে যেতো ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের শাসনে ছেলেটির কোন উত্তর শুনিতে পাওয়া গেল না। তাহার সেই স্নিগ্ধ কণ্ঠের স্বরের ভর্ৎসনাই যেন তাহার কানে বাজিতেছে।

ডোমটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু দাঁড়াইল। বাড়ীটির দুয়ারের দিকে একটু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। কাহার উদ্দেশে একটি প্রণাম জানাইল। ছেলেটির মুখখানি দেখিবার ইচ্ছাতেই তাহার দাঁড়াইয়া থাকা, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। সে চলিয়া গেল।

রাধিকার এই দুঃসাহস এবং দয়ার কথা সত্যভামা দেবীর মুখে শুনিয়াও দুর্গাচরণবাবু ছেলেকে কিছুই বলেন নাই। কয়েকদিন পরে সহর হইতে আবার আসিয়া তিনি ছেলেদের নিকট রাধিকার সেদিনের কথাটি বলিয়াছেন। সেই ডোম সহরে গিয়া সেই ঘটনাটি বিস্তারিত করিয়া বলিয়া বেড়ায়। সহরে সাহেবদের হুকুম আসিলেও আর সে কুকুরহত্যার কাজ করে না। নিজের জাতির ব্যবসা ধরিয়াছে।

দুর্গাচরণবাবুর মুখে সত্যভামা দেবীও সেই ঘটনাটির পল্লবিত কাহিনী শুনিয়া মনে মনে খুসী হইলেন। স্নেহের দৃষ্টিতে রাধিকার বৈভব চাপা পড়িয়া গেল।

—০—

শ্রুতিধর।

বস্তুবাদের ভূমিতে অণু পরমাণুর বিচার হয়। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে মনও ধরা পড়ে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। কিন্তু শ্রুতিধর বলিলেই মনোবিজ্ঞানীও বিস্মিত হইয়া যান। তাঁহার কোন গবেষণা সে বিচারে পারদর্শীতা লাভ করিতে পারে না।

সাত আট বছরের রাধিকার শ্রুতিধরত্ব তেমনি বিস্ময়ের। পল্লীর পথে ঘাটে মাঠে গৃহের কোণেও যদি কেহ আপন মনে গান করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সেই গান যদি কোনরূপে রাধিকার কাণে আসে, তবে সেইক্ষণেই সে উহা মনে এমনই করিয়া গাঁথিয়া লয় যে মনে হয় কেহ যেন বসিয়া বসিয়া উহাকে শিখাইয়া দিয়াছে। ঠিক সেই সুরে সেই ভঙ্গীতে সে তখনই গাহিতে থাকে। সে যেন ধ্বনিও সুরের গ্রাহক হইয়াই আসিয়াছে।

রাধিকার শ্রুতিধরত্ব পল্লীবাসীদের মনে কৌতুক সৃষ্টি করিত। কাহারও মনে কোন ব্যথা-বেদনার কারণ ঘটিলে তিনি রাধিকার নিকট আসিতেন এবং দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের গান শুনিতেন। সে গান বহুদিনের হইলেও একবার প্রথম চরণটি ধরাইয়া দিলেই, তৎক্ষণাৎ রাধিকা তাহা গাহিয়া শুনাইত। অনেক সময় সে ইহার জন্য মোয়া মিষ্টির উপঢৌকন লাভ করিত।

রাধিকার এই বিশেষ ক্ষমতাটির জন্য সত্যভামা দেবী বাড়ীতে কেহ আসিলে কোন কাজের ছলে তাহাকে সরাইয়া লইতেন এবং শ্যামাকেও এ বিষয়ে নজর রাখিতে বলিতেন। তথাপি তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির বেড়া ভাঙ্গিয়া যাহারা সুযোগমত আসিতেন তাহারা রাধিকার গানশেষে চোখের জল ফেলিয়া দেবীকে একরূপ বুঝাইয়া দিতেন, যে তাঁহাদের কেন অসা।

এমনিভাবেই একদিন দুপুরে, কেহ আসিয়া রাধিকাকে কোলে লইয়া বলিলেন—"বাবা! রাধিকা! সেই কুমোরের গানটি গাও তো? রাধিকার স্মৃতিবৈভব যেন দানের জন্যই প্রস্তুত থাকিত। কোল ছাড়িয়া দালানে দাঁড়াইয়া হাত দোলাইয়া গান ধরিল—

"কুমোরের হাঁড়ি রে ভাই,
ভাঙ্গলে না যায় জোড়া।
এমন যে সোনার অঙ্গ মৈলে যাবে গাড়া—
ভিস্তের বান্দা ভিস্তে যাবে বদ্‌লিবে রে কায়া॥
ফিকির চাঁদ ফকিরে বলে সকলি তো মায়া
রে ভাই সকলি তো মায়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা মনের আবেশেই গান করে। আবেশের বিরাম হইলে, তবে তার গানের বিরাম হইত। ঐ দেহতত্ত্বের গানের সহিত সে যে কোথায় জড়িত আছে বুঝিবার উপায় নাই। গানখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিত। সত্যভামা দেবীও যখন উহা শুনিতেন তাঁহার মনে সেই ব্রজবালকগুলির ছবি ভাসিয়া উঠিত।

বীরেশ্বর ও যতীন্দ্রমোহনের ছুটির দিনেই রাধিকার গান শুনিবার জন্য বেশী উৎসাহ বাড়িত। তাঁহারা রাধিকাকে কাছে বসাইয়া গান করাইতেন। পুরাতন গানের সুর ও পদ ভুলিয়া গেলে তাহা রাধিকার নিকট আবার কৌশলে জানিয়া লইতেন।

এই সময় হইতেই রাধিকার আর একটি বৃত্তির উন্মেষ হইতেছিল। সেটি যাত্রা শুনিবার আগ্রহ। কোন সময় বাড়ীর উঠানে যাত্রা হইয়াছিল, সেই সময় হইতে রাধিকার ঝোঁক যাত্রা শুনিবার জন্য। বাগানে বসিয়া সে যাত্রার সমস্ত অভিনয়টি গানের ভঙ্গীতেই আয়ত্ত করিয়াছিল।

তখনকার দিনে গীতিকাব্যের অভিনয় বেশী হইত। রাধিকার যাত্রা শুনিবার আগ্রহটি ভাল লাগিত তারিণীবাবুর। তিনি রাধিকাকে কোলে লইয়া গ্রামের অন্য পাড়াতে—এমন কি গ্রামান্তরেও যাত্রা শুনিতে যাইতেন। এমনই যাওয়ার মধ্যে একটি স্মরণীয় দিনে রাধিকার শ্রুতিধরত্ব আরও বেশী প্রকাশ হইয়া পড়িল।

গ্রামে একটি উৎসব উপলক্ষে মতিরায়ের দল আসিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আসরে লোক জড় হইয়াছে প্রচুর। গুপ্তবাড়ীর মহিলাবৃন্দও শুনিতে যাইবেন। তুর্গাচরণবাবুও বাড়ীতে ছিলেন। শ্যামার কোলে চড়িয়া রাধিকাও গিয়াছে। মহিলাদের নিকট বসিয়া অভিনয় দেখা যাইবে না বলিয়া রাধিকা তাহার দাদা ও জ্যেঠা মহাশয়ের পাশে বসিয়াছে।

যাত্রা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বেই অধিকারী জানাইলেন, মতিরায় মহাশয় উপস্থিত থাকিয়াও অভিনয় করিতে পারিবেন না, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ্য পুত্র ধর্ম্মদাস রায় প্রধান হইয়া সঙ্গীত ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবেন।

রাধিকার পূর্ব্বচিন্তিত আদর্শ যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস। মূল গায়ক হইতে পার্শ্বগায়কের সমস্ত অভিনয় জনসমূহের কাছে 'অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিল।

সে অভিনয় শেষ হইতে রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। অনেকের চোখেই নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে, কিন্তু কি বিস্ময়ের কথা— বালক রাধিকার চোখে নিদ্রার লেশও নাই, সে যেন বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। অভিনয়ের কোন স্থানের এতটুকু অংশ বাদ হইলে তাহার চলিবে না। তাহার শিশুমন ও চোখ সবই গ্রহণ করিবার জন্য এমন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে যেন কালই তাহাকে এই অভিনয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

সকলে বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। রাধিকার মনে যেন কেবলই বাসনা জাগিতেছে—কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করুক, অভিনয় কেমন দেখিলে, কেমন শুনিলে? কিন্তু কেহই সে কথার উল্লেখ না করায় রাধিকা তাহার বড় বৌদিদি, শ্যামা প্রভৃতির কাছে কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া অভিনয়ের দুই একটি গানের অংশ গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই চেষ্টায় কৌতুক করিয়াই বড় বৌদিদি বলিলেন—"কাল কেমন যাত্রা শুন্‌লে ব'ল্‌তে পার?"

রাধিকা তো তাহাই চাহিতেছিল। ঘাড় নাড়িয়া আনন্দের সহিত জানাইল—"হ্যাঁ, আমি সব বলতে পারি।"

বৌদিদি হাসিয়া তাহাকে কোলে বসাইলেন, চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন—"বলতো একটি গান?" রাধিকা কোল ছাড়িয়া সেই দালানের একটি খুঁটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কি ভাবিয়া বাম হাতটি কটিতে দিয়া ডান হাতে খুঁটিটি ধরিল। অভিনেতার আদর্শটি সেই সময় যেন তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখখানি ভার হইল, দুটি চোখে জল ভরিয়া আসিল। তাহার বড় বৌদি রাধিকার এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া যেন কি ভাবিলেন। গীতিকাব্যের বর্ণিত অংশটুকু রাধিকা এমনভাবে প্রকাশ করিল, যেন গত রাত্রের অভিনয়ই শুধু নয়—স্মৃতির জীবন্ত রূপটিও সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল।

অভিনয়ের যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের আদেশ হইয়াছে; রাজপুরীর সকলে বিষাদের ঘন আঁধারে মুখ লুকাইয়াছেন, রাঘবেন্দ্র সকল গুরুজনপদে প্রণাম এবং অযোধ্যাপুরীকে বন্দনা করিয়া আশিস্ ভিক্ষা লইয়া বিদায় হইতেছেন, সঙ্গে জনকনন্দিনী সীতাদেবী আর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ।

তাঁহাদের সেই হৃদয়ভেদী বিদায়-দৃশ্যে সকলে কাঁদিতেছেন, উর্ম্মিলাদেবী একাকিনী রাজপ্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া শ্রীরামচন্দ্র, জনকদুহিতা ও নিজপতি লক্ষ্মণের বিদায় দৃশ্য দেখিতেছেন। তাঁহারা রাজপুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখনও উর্ম্মিলার চোখে সেই ছবি ভাসিতেছে। ক্রমে সে দৃশ্য বিলীন হইল, দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আবার উঠিলেন। প্রিয়তমের মুখখানি দেখিবার জন্য বাতায়নের দ্বারটি আবার মুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়! আর দেখা গেল না। সুদীর্ঘকালেও হৃদয়-দেবতার চরণসেবা করিতে পাইবেন না, ইহা মনে জাগিতেই আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন।

জ্ঞানের উন্মেষ হইতে না হইতে, তিনি পাগলিনীর মত ছুটিয়া যাইতে চান, কিন্তু গৃহপরিজন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন—সেই দশায় ব্যাকুল অন্তরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—

রাখ রাখ গো—আজ এ চিরদুখিনীর কথা।
আমায় ছেড়ে দাও আর ধোরো না গো।
যাই চ'লে যাই যেদিকে নয়ন
পতিহীনা রমণীর সকলই বৃথা॥
বড় সাধ ছিল মনে 'সেবিব সদা দুজনে
শ্রীরাম সীতা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মনের আশা রইল মনে
আমার সাধে বাদ সাধিল দারুণ বিধাতা ॥
দেখ আজ কোথা আমি
পতি মোর আছে কোথা ॥
বল তরুছেদন ক'রে দিলে লতা আর থাকে কোথা ?
নাথ ! এতক্ষণ কত দূরে, তার সঙ্গে তো কেউ নাই—
যে তারে আমার বলে—
যদি পতিসঙ্গ নাহি মিলে, কে ঘুচাবে উর্ম্মিলার ব্যথা ॥

রাধিকার কণ্ঠে সেই গান যেন উর্ম্মিলাদেবী প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটাইয়া দিয়াছেন। দেবীর বিরহব্যথা, সেখানে যেন গুমরিয়া উঠিতেছে, তাঁহার বেদনা যেন রাধিকার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। একেই ত নিসর্গ-মধুর কোমল কণ্ঠস্বর, তাহাতে আবার সেই বয়সটিও ঐ গানখানি বুঝিবার মত হয় নাই। তথাপি তাহার কণ্ঠে করুণ-মধুর রসের উচ্ছ্বাস সে এক অনুপম পরিবেশের সৃষ্টি হইল।

রাধিকা সেই খুঁটিটি ধরিয়া কখনও বাম হাতটি গালে রাখিয়া, কখনও বা দুটি হাত বুকে দিয়া গান করিতেছে, তাহার গানে সে নিজেই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা, সত্যভামা দেবী এবং বাড়ীতে অন্যান্য যে সব মহিলা ছিলেন সকলেই রাধিকার গানে বিমুগ্ধ হইয়া সেখানে তখন দাঁড়াইয়া আছেন।

বড় বৌদি কৌতুক করিয়া যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, রাধিকার গান শুনিয়া এখন তাহা বিষাদে পরিণত হইল। তিনি নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। রাধিকাকে বুকে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিলেন। তিনি ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন—কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল! এই শিশু বাছিয়া বাছিয়া ঐ বিরহের গানটিই গাহিল কেন? ইহাতে কি আস্বাদ পাইয়াছে?

বড় বৌদি দেখিলেন রাধিকা কোলে থাকিয়া যেন ভাব-মূর্চ্ছিতের মত নিশ্চল হইয়াছে। সত্যভামা দেবী মনে মনে শঙ্কিত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কেবল সেই ভাবনা—অষ্টম গর্ভের রাধিকা। তিনি তাঁহার বড় বৌমাকে বলিয়া দিলেন, এইরূপ দুঃখকষ্টের গান যেন উহার নিকট কেহ শুনিতে না চায়। কাদম্বিনী দেবী লজ্জিতা হইলেন। বনবাসের গান শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও সেইদিন হইতে আর কেহই রাধিকার কাছে এবিষয়ে আগ্রহ করিতেন না।

—০—

শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা ও দশভুজার জাগরণ।

দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মানুষ পূজা করে। কিন্তু একান্তভাবে সে পূজায় নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে না, তাই সেখান হইতেও চৈতন্যস্বরূপের কোন সাড়া পায় না। কিন্তু সেই মৃন্ময়ী যখন একনিষ্ঠ পূতহৃদয় সাধকের সহিত স্নেহসম্ভাষণ করিবার জন্য বাঙ্‌মুখরা হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। সাধকের এই অবস্থালাভ প্রাকৃতিক কোন বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা করে না—বালকও সে সম্পদের অধিকারী হইতে পারে।

যুগ যুগ ধরিয়া এমনি ধারাই চলিয়া আসিতেছে। লীলাময়ী দেবী দশভুজার আবাহন-আগমনের ভিতরও স্বচ্ছহৃদয় সাধকের মন সেই অনুভূতি পাইতে চায়।

দুর্গাচরণবাবুর বাড়ীতে প্রতি বৎসরই শারদীয়া দেবীর আগমন-উৎসব হইত। এই শারদীয়া পূজার উৎসবে, আয়োজন ও উদ্দীপনার প্রভাব সারা বাংলা জুড়িয়া প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ পূর্ব্ববাংলার এই উৎসবে যেন লীলাময়ীর স্নেহভরা নূতনরূপ বিকশিত হয়।

দীনদরিদ্রও এই শারদীয় উৎসবের ভিতর দিয়া মাতৃপূজার আস্বাদ গ্রহণ করে। সামর্থ্যমত সকলেই এই উৎসবকে বাহ্য উপচারে সাজাইতে চায়। যাঁহারা বিদেশে থাকেন, তাঁহারাও দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। যাঁহাদের বাড়ীতে পূজার অনুষ্ঠান হয়, তাঁহারা সকলকে লইয়া সে উৎসব উপভোগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারপুরের গুপ্তপরিবারে সেই শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান গ্রামান্তরেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যাত্রা, থিয়েটার, পুতুলনাচ, চণ্ডীমাহাত্ম্য—সবই সেই পূজার দিনগুলিকে ভরিয়া রাখিত।

দুর্গাচরণ গুপ্তমহাশয় পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়াছেন। সহর হইতে পূজার উপকরণ সবই আনিয়াছেন। একটি ছাগশিশুও আনাইয়াছেন—নবমীর দিন বাড়ীতে বলিদান।

ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরেও ঐরূপ পূজার আয়োজন করা হইত, কিন্তু রাধিকার দৃষ্টি এমন বিশেষ কিছু আকৃষ্ট হয় নাই, বিশেষ করিয়া ছাগশিশুর উপর। হয় তো বা ছাগশিশুর পরিণাম কি হয়, অতটা বুঝিবার বা দেখিবার অবসর হয় নাই।

এই বৎসর রাধিকার মন সেই ছাগশিশুর সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়াছে। এ বাড়ীতে তাহার আসা অবধি রাধিকা যেন নূতন একটি খেলার সাথী পাইয়াছে। ছাগশিশুটিও নূতন স্থানে আসিয়া প্রথম প্রথম বড়ই চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকাকে পাইয়া তাহার সে চঞ্চলতা আর রহিল না।

রাধিকা তাহার গলায় ঘুঙুর বাঁধিয়া দিয়া প্রীতির নিদর্শন জানাইয়াছে, তাহার আহার ভ্রমণ বিশ্রাম সকল সময়েই সে কাছে থাকে। সারা বাগানটি যেন রাধিকা আর ছাগশিশুটির খেলার ভূমি হইয়াছে। রাধিকার আহার-নিদ্রারও যেন অবসর নাই।

পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খেলার সাথীটি তাহার নিতান্ত সহচর হইয়াই আছে। কখনও কোমল ঘাস পাতা দিয়া তাহার সেবা করে, আবার কখনও বা তাহার পিঠে চড়িয়া প্রভু সাজে। আবার খেলিতে খেলিতে কখনও ধূলায় পড়িয়া গেলে—সে দোষ তাহার নয় যেন নিজেরই। এইভাবেই তাহার কয়দিন কাটিয়া পূজারও ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীর দিন কাটিয়াছে।

নবমীর দিন অতি প্রত্যূষেই সকলে উঠিয়াছেন, সেদিন পূজাসমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাড়ীর কেহই কিছু গ্রহণ করেন না। রাধিকার পক্ষে অতটা কঠোর ব্যবস্থা না থাকিলেও সে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাগশিশুটির পরিচর্য্যায় মত্ত থাকায় অন্য বিষয়ে তাহার অনুসন্ধান করিবার মত অবসর কোথায় ?

সঙ্গীটিকে বাগানে লইয়া গিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহার বিচিত্র শব্দের ইঙ্গিত, ভাষা, তাহার অসহায় দৃষ্টি রাধিকার শক্তি পরীক্ষার জন্য বিক্রম লম্ফন, উদ্‌গত শৃঙ্গ দিয়া আস্ফালন, আবার কখনও তাহার সহিত এইভাবের খেলায় পরাজিত ও তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ এইসব আনন্দেই রাধিকা সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

ছাগশিশুটিও বোধ হয় এই ধরায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার পূর্ব্বে এই অদৃষ্টলব্ধ মরমী সঙ্গীর অঙ্গস্পর্শ পাইয়া ধন্য হইতেছে। তাহার প্রাণ রাধিকাকে শেষ দেখার আস্বাদ লইতেছে। আর কিছুক্ষণ পরই ধরণীর মায়া ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

সত্যভামা দেবীর মনে বোধহয় এই এক সপ্তাহ কাল ভাবিবার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু নবমীর দিন তিনি একটু চঞ্চল হইয়াছেন। রাধিকার সঙ্গ ছাড়াইয়া ছাগশিশুকে কেমন করিয়া আনা যাইবে ! একবার ভাবিয়াছিলেন—অন্য একটি ছাগ আনিয়া নবমীর কার্য্য সমাধা করা যাক্ কিন্তু দেবীর উদ্দেশে একরূপ নিবেদিতই যখন হইয়াছে, তখন আর উহার পরিবর্ত্তন করা যায় না।

তিনি নান্‌কুকে বলিয়াছেন—রাধিকাকে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে ছাগটিকে আনিতে হইবে। নান্‌কু যখন বাগানে আসিয়া রাধিকাকে বুঝাইল—তোমার বন্ধুকে চান করিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হবে—পূজা দেখ্‌তে যাবে।

সে কথায় রাধিকার আপত্তি হইল না। তাহার প্রিয় সঙ্গীকে ছাড়িয়া দিল। মনে বোধ হয় নূতন তৃপ্তিই হইল। সেও নান্‌কুর সহিত বাড়ীতে আসিল। রাধিকা দেখিল—তাহার গলা হইতে ঘুঙুরগুলি খুলিয়া তাহাকে স্নান করান হইল। ইহাতেই বা রাধিকার অসন্তোষের কি থাকিতে পারে ?

ওদিকে পূজামণ্ডপ হইতে বাড়ীতে আসিয়া সত্যভামা দেবী শ্যামাকে বলিলেন—"রাধিকাকে স্নান করিয়ে জামা কাপড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিয়ে নিয়ে এস।" শ্যামা বাগানে গেল। সে জানিত—রাধিকা বাগানেই আছে।

নবমী পূজার সমস্ত আয়োজনই সমাপ্ত হইয়াছে। পুরোহিত মহাশয় তখন ছাগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পূজামণ্ডপে বাড়ীর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। সত্যভামা দেবী রাধিকাকে আনিবার জন্য আবার ডাকিলেন। শ্যামা বাগানে গিয়া রাধিকাকে পায় নাই। বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখিল—রাধিকা লুকাইয়া ঠাকুরের প্রসাদী ঘরে ঢুকিয়াছে। শ্যামা শঙ্কিত হইয়াও হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না।

সে ধীরে ধীরে সেই ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাধিকা তাহাকে দেখে নাই, কোণে বসিয়া মায়ের প্রসাদী ফল মিষ্টি তুলিয়া খাইতেছে।

তাহার লুকাইয়া খাওয়ার জন্য ভয়বিহ্বল দৃষ্টি, আর সেই শ্যামলাবণ্যভরা অর্দ্ধনগ্ন ছবিটি দেখিয়া, শ্যামার মনে প্রচুর আনন্দ। ডাকিবে কেমন করিয়া? কিন্তু আজ যে উপবাস, বৌঠাক্‌রোণ আসিলে এখনই অনর্থ ঘটিবে। অতএব তাহাকে ডাকিতেই হইবে।

সত্যভামা দেবীও রাধিকা ও শ্যামাকে খুঁজিতে আসিয়া, সেই ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইতেই রাধিকার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখনও তাহার হাতে প্রসাদী ফল। সেও চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে স্নেহ ও করুণার মূর্তি মা ও শ্যামা।

সে তাহাদের দিকে চাহিয়া তেমনি স্থির হইয়াই রহিল। সত্যভামা দেবী দেখিয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন, শ্যামাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে কোলে লইলেন।

আজিকার শুভদিনে রাধিকার কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, বাহিরে আসিতেই শ্যামা তাহাকে নিজের কোলে লইয়া স্নান করাইতে গেল। সত্যভামা দেবী কি ভাবিয়া মাথা নোয়াইয়া—বোধহয় রাধিকার এই অপরাধের জন্য দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই করিলেন। শ্যামাকে বলিয়া গেলেন—"শীঘ্র একে স্নান করিয়ে জামা কাপড় পরিয়ে নিয়ে এস।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামা তাহার ভাইপোটিকে কোলে লইয়া একটু পিছনে যাইতে যাইতে আপন মনেই বলিল—"রাধিকা প্রসাদী ফল মিষ্টি খেয়েছে তো কি হয়েছে ? সে ছেলেমানুষ—অজ্ঞান। মা কখনও বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না।

শ্যামার মনে কষ্ট হইয়াছে। রাধিকার মুখে হাতে ফল মিষ্টির কণা তখনও লাগিয়া আছে। শ্যামা তাহাকে ভিতর বাড়ীর পুকুর ঘাটে স্নান করাইতে লইয়া গেল।

একটু পরে রাধিকা পূজামণ্ডপে আসিয়া দেখিল, তাহার প্রিয় ছাগশিশুর মাথায় সিন্দূর, সে বেশ সুখে বেলপাতা খাইতেছে। পুরোহিতও তাহার কাছে গিয়া পরম স্নেহের ভঙ্গীতে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন।

সেই ছাগশিশুর প্রতি পুরোহিতের সপ্রণয় ব্যবহার দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল। সে শ্যামার কোলে চড়িয়াই উল্লাসের ধ্বনি জানাইয়া পা তুলাইতে লাগিল। দুর্গাচরণবাবু ও তারিণীবাবু তাহার উল্লাস দেখিয়া বোধ হয় আনন্দই পাইলেন। রাধিকার অন্যান্য দাদারাও তাহার খুসীতে হাসিলেন।

পুরোহিত ছাগশিশুর উৎসর্গ সমাপন করিয়া, দেবীর চরণে অঞ্জলি দান করিলেন। আর কিছুক্ষণ পরেই নবমীর দ্বিতীয় দণ্ড, ইহার পূর্ব্বেই বলিদান সমাপ্ত করিতে হইবে। সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছেন। ছাগশিশুটি যেন মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাধিকা কোলে থাকিয়াই স্থির হইয়াছে। পশুটিকে যূপকাষ্ঠের কাছে লওয়া হইয়াছে। রাধিকা বিস্মিত ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিল।

ঘাতক যখন ছাগটিকে যূপকাষ্ঠের মধ্যে টানিল, রাধিকা তখন শ্যামার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। খড়্গ তুলিতেই তাহার অবস্থান্তর ঘটিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই এক ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ ঘটিয়া গেল। রাধিকা মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে! সত্যভামা দেবী ব্যাকুল হইয়া পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইলেন। রাধিকার জ্যেঠা মহাশয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যেঠাইমা অতি ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিলেন। সেই পূজামণ্ডপেই তাহার মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। রাধিকা একবার চোখ মেলিয়াই সেই ছাগশিশুর রক্তাক্ত ছিন্ন দেহের দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল মূর্চ্ছা।

সত্যভামা দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তেমনি অবস্থায় তাহাকে মণ্ডপের বাহিরে লইয়া আসিলেন। রাধিকার জীবন-আশা নাই মনে করিয়া তিনিও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যামাও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গেল। দুর্গাচরণবাবু তখনই যাইতে পারিলেন না। মহাপূজায় বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া উদ্বেগ ও চিন্তা লইয়াই, সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই মুহূর্তে আরও একটি বিস্ময়ের ঘটনা ঘটিয়া গেল। সত্যভামা দেবী যখনই রাধিকাকে লইয়া ভিতর বাড়ীতে গেলেন, সেই সময় হঠাৎ একটু দম্‌কা বাতাস আসায় দেবীর বাম হাতের চাঁদমালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। পুরোহিত চমকিত হইলেন। সমবেত সকলের প্রাণে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ খেলিয়া গেল।

অজ্ঞাত ভাবেই তাঁহারা মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দেবীর প্রতিমা যেন হঠাৎ কম্পিত হইলেন।

দুর্গাচরণবাবুর চোখে জল আসিয়াছে। পুরোহিত বিমূঢ়ের মত একবার দেবীর দিকে, আর একবার সমবেত সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। পুষ্পাঞ্জলি লইয়া দেবীর চরণে অর্পণ করিলেন।

বলিদানের পর দীপমালা উৎসর্গ করিয়া পূজা সমাপ্ত হইল। গুপ্তপরিবার সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিয়া ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন। সত্যভামা দেবীও পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর তিনি একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু রাধিকা তেমনি ভাবেই অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। সে মাঝে মাঝে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। সে অবস্থা দেখিয়া সত্যভামা দেবী আরও অস্থির হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গাচরণবাবু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একবার দেবীর পূজার দালানে আর একবার শ্রীঅনন্তদেবের দুয়ারে আসিয়া কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতেছেন। মধ্যাহ্নও অতীতপ্রায়—রাধিকা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। সত্যভামা দেবীও সেইভাবে পুত্রকে বুকে ধরিয়া আছেন। আহারের কথা কাহারও মনে নাই। বাহির বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ বৈকালে প্রসাদ পাইয়া রাধিকার সংবাদ লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকলেরই মনে কেমন এক দুশ্চিন্তা। জানি না কি অঘটন ঘটিতে পারে। অষ্টম গর্ভের সন্তান, ওর আহ্বানে দেবী নিশ্চয় আগমন করিয়াছেন।

কিছুটা রাত্রির পর রাধিকা অনেকটা সুস্থ হইল, সকলের দিকে সহজ ভাবেই চাহিতেছে কিন্তু কথা বলিতে পারিতেছে না। বাড়ীর সকলে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া প্রসাদ পাইতে গেলেন। শ্যামা কাছে থাকিল।

একটু পরেই সত্যভামা দেবী আবার তেমনি ভাবেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তারিণীবাবু, দুর্গাচরণবাবু ও ছেলেরা ছুটিয়া আসিলেন। শ্যামার মুখে শুনিলেন—রাধিকার আবার তেমনি মূর্চ্ছা হইয়াছে। সকলে ভিতরে গেলেন। রাধিকা সেই প্রথম বারের মূর্চ্ছার মতই হাত পা ছুড়িয়া কোল হইতে মাটিতে পড়িতেছে, মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীনের মত স্থির হইতেছে। চোখের তারা দুটি ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে অস্ফুটভাবে কি বলিতেছে। সেই অবস্থায় প্রবল কম্পনও হইতেছে।

রাধিকা মূর্চ্ছিত অবস্থায় বলিতেছে—"মা মা, ওদিকে নিও না, ওদের ছেড়ে দাও, ওরা যে কাঁদছে।"

তাহার কথায় সত্যভামা দেবী আরও ভয় পাইলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কেহ বলিল, "ভয় নাই মূর্চ্ছার ঘোরে বলিতেছে।" কিন্তু তারিণীবাবু ও দুর্গাচরণবাবুর মনে সে কথায় অন্য আঘাত লাগিল। তাঁহারা বিমর্ষ হইলেন। দুই ভ্রাতাই বলিলেন—"এবার হ'তে হয় মায়ের পূজায় বলিদান বন্ধ ক'রতে হবে, না হয় রাধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশা ছাড়তে হবে। রাধিকার ও ভুল বকা নয় দেবীর চরণে প্রাণের ব্যথা জানান—করুণাময়ীর কাছে প্রার্থনা।

তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছেন, কি উপায়ে এখন রাধিকার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। দুর্গাচরণ-বাবু দেবীর মণ্ডপে যাইয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জানাইলেন—"মা! মা! ক্ষমা কর্ মা, তোর ছেলে মা।"

কিছুক্ষণ পরেই রাধিকার সেই অবস্থার একটু উপশম হইল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বুঝিলেন, রাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চোখের জলের শুষ্ক দাগ গণ্ডে দেখা যাইতেছে।

সত্যভামা দেবী তাহাকে কোলে লইয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। এমনি ভাবে রাধিকাকে লইয়া অবশিষ্ট রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়া গেল।

রাত্রি শেষ হইতে তখনও কিছু বাকি। রাধিকা শান্ত হইয়াছে দেখিয়া, সকলে শুইতে গেলেন। একটু পরে দুর্গাচরণবাবু স্বপ্নে কিছু দর্শন পাইয়া বিস্মিতের মত জাগিয়া উঠিলেন এবং অতি ব্যস্তভাবেই তারিণীবাবুর কাছে আসিলেন। তিনিও মাথায় হাত দিয়া চিন্তামগ্ন। দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "দাদা! তুমি ব'সে আছ, শোওনি? কি ভাবছ অমন ক'রে।"

ভাইয়ের কথায় তারিণীবাবু উদাসীর মত চাহিয়া রহিলেন—আস্তে আস্তে বলিলেন—"আর তুমি?"

দাদার কথায় তিনি বলিলেন—"জানি না দুঃস্বপ্ন কি সুস্বপ্ন, সবে একটু তন্দ্রা এসেছে, সেই অবস্থায় দেখছি এক উজ্জ্বল গৌরবর্ণা মাতৃমূর্ত্তি, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের বিলম্বিত মালা, করুণায় মাখা আকর্ণ দুটি দীর্ঘ নয়ন, কৃষ্ণ কেশ দাম পৃষ্ঠদেশে বিমুক্ত। আমায় ব'ললেন—"এ বাড়ীতে আর পশুবলি চলবে না।"

ভ্রাতার কথা শেষ হইবার আগেই তারিণীবাবু তেমনি উদাসীর মতই বলিলেন—"ভাই! ঐ স্বপ্ন শুধু তুমিই দেখ নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আমাকেও ঠিক ঐ মূর্ত্তিতেই দর্শন দিয়া ঐ কথাই বলিলেন, তাই ভাবছি ব'সে।"

দুই ভ্রাতার মানসিক উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে স্বপ্নের সেই আদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারিণীবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, এ স্বপ্ন নয়—সাক্ষাৎ মায়ের আদেশ, অদৃষ্টে আমাদের যাই ঘটুক, মায়ের আদেশ ব'লে মানবো, এ বাড়ীতে আর পশুবলি হবে না।

দাদার কথায় দুর্গাচরণবাবুর মুখ প্রফুল্ল হইল। গতকাল যে চিন্তায় তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই অসম্ভব ব্যাপারীটি, মা দশভুজা স্বয়ংই সমাধান করিয়া দিলেন।

প্রথমেই দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া মায়ের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিলেন। বিজয়ার পূর্ব্বেই সকলকে জানাইয়া দিলেন—"আগামী বৎসর হ'তে এবাড়ীতে আর বলিদান হবে না।"

তাঁহাদের দুই ভ্রাতার আদেশ শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। গ্রামবাসী যাঁহারা আসিয়াছিলেন, অনেকেই সে কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা তখনই কানাকানি করিয়া বলিয়া গেলেন, বাপ পিতামহের অনুষ্ঠিত বিধি-ব্যবহার অন্যথা করিলে ফল কখনও শুভ হয় না।

সত্যভামা দেবীর মনে যেন একটু খট্‌কা লাগিল—তাঁহার ভয় রাধিকার জন্য। কারণ ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া আজিকার এই দুর্ঘটনা। গ্রামবাসী তখন বুঝিতে পারেন নাই যে দুঃখভয়হারিণী জগজ্জননী এমনি দুর্যোগ ঘটাইয়াই সকল দুঃখ দূর করিয়া দেন। এতদিন এ বংশে আর কেহ আসিয়া তাঁহার কাছে এমন আহ্বান জানায় নাই। দশভুজার প্রাণ চঞ্চল হইয়াছে।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসমসাহসী রাধিকারঞ্জন :

বিজয়ার দিন যাঁহারা বলিয়া গিয়াছিলেন, "বাপ-পিতামহের অনুষ্ঠিত বিধির অন্যথা করিলে কখনও শুভ হয় না।" তাঁহাদের এই পরোক্ষ উক্তিটি কিছুদিনের মধ্যে সদম্ভ ঘোষণায় পরিণত হইল। "দেবী কুপিতা হইয়াছেন। একের পাপে সমগ্র গ্রামখানি নষ্ট হইতে বসিয়াছে।" যেহেতু দুর্গাপূজার কয়েকদিন পরই সেই ৯১ সালের প্রসিদ্ধ ঝড় পূর্ব্ববাংলায় দেখা দিয়াছে। ইহাই তাঁহাদের গর্ব্বের কারণ।

তাঁহারা ভাবিতেই পারেন নাই যে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের রূপ ব্যক্তিবিশেষের আচরণের বা কথার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনি প্রকাশ পায়। ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাহা ঘটে, সেগুলির পশ্চাতে কোন অলক্ষ্যচারী দেবতার কোপ আছে, অথবা ভূমির শস্যাদি সম্পদ্ বৃদ্ধি হেতু, প্রাণিকুলের অনাময় অবস্থা আসিলে তাহা কোন দেবতার করুণায় ঘটিয়াছে এইরূপ ভাবনা করা যাঁহাদের অবস্থাধীন মনের সংস্কার, তাঁহারা আর একটু অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে পারেন না যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়াদি প্রকৃতিরও নিয়ন্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন।

যাঁহারা স্থিরধী তাঁহারা তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। তাঁহারা মনে করেন, নির্হেতু করুণাময় শ্রীভগবান্ অনুকূল ও প্রতিকূল সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই জীবের কল্যাণ সাধন করেন।

পশুবলি বন্ধের সহিত সেই ঝড়ের জন্য কোন দেবতাবিশেষের রোষ ছিল, রাধিকা তাহা ভাবেও নাই—তাহার ভাবিবার কোন কারণও ছিল না।

ঝড় যখন প্রথমটা দমকা বাতাস লইয়া দেখা দিল, তখন কেহ ততটা প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই ভাবিয়ছিলেন, হয়তো শীঘ্রই থামিয়া যাইবে। কয়েক বৎসর অন্তরই আশ্বিনের প্রায় অবসানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ ঝড় হয়, তবে এবার একটু আগেই সুরু হইল। কিন্তু শীঘ্র সে ঝড়ের বেগ থামিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। সারা গ্রামের মধ্যে—অধিকাংশ বাড়ীর ছাউনি টিনের। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ এমন হইল যে, এক বাড়ীর মধ্যেই এ ঘর ও ঘর করিবার উপায় রহিল না। গরু বাছুর অনেকেই ছাড়িয়া দিলেন, পথঘাট ধূলি জঞ্জালে পূর্ণ হইয়া গেল। সুপারি নারিকেলের অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। যাঁহারা বাড়ীর বাহিরে ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

গুপ্তবাড়ীতেও তখন ছেলেদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দুর্গাচরণ বাবু না থাকায় সকলে ভয় পাইলেন। বাহিরে গিয়া ডাকিবারও উপায় নাই, টিনের চাল উড়িতেছে, গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পথে বাহির হইবার কোন উপায় নাই। ভীষণ ঝড়ের সহিত ভূমিকম্পের মত শব্দও হইতেছে। সেই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে দুর্গাচরণবাবু ছুটিতে ছুটিতে কোনরূপে বাড়ীতে আসিলেন। কিন্তু বাড়ীর কে কোথায় আছে, জানিতে পারিলেন না, বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইলেন। ভিতর বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল।

সেই ঝড়ের মধ্যে এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি হইল—বুঝি বা গ্রামখানি নিশ্চিহ্ন হইবে, এরূপ মনে হইতেছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে মহা এক হৈ চৈ শব্দ কান্নার শব্দের সঙ্গে কানে আসিতেছে। দুর্গাচরণবাবু কিছুক্ষণ নিরুপায় থাকিয়া বৈঠকখানারই পাশের ঘরের দরজাটি কষ্টের সহিত খুলিয়া ভিতর বাড়ীতে আসিলেন।

তাঁহার আসার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যভামা দেবী সেই অন্ধকার ঘরে ছেলে-বউদের সম্মুখেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "রাধিকা কই ?

রাধিকা নাই শুনিয়া দুর্গাচরণবাবু দরজা ঠেলিয়া বাহিরে যাইতে চাহিলেন, গিরীন্দ্রমোহন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। বাহিরে যাওয়ায় অর্থই সুনিশ্চত মৃত্যুর মুখে প্রবেশ। বীরেশ্বরও সেই ঘরে ছিলেন, তিনি মাকে ধরিয়া রাখিলেন। ইহাদের এই বিভ্রাটের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার শুনিলেন যে, তারিণীবাবু তাঁহার শুইবার ঘর ছাড়িয়া এই নিরাপদ স্থানে আসিতে পারেন নাই । তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল এবং শয়নঘরটিও ঝড়ের বেগ সহিবার মত নয়।

সত্যভামা দেবী রাধিকার আশা ছাড়িয়া দিয়া অসহায়ের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেও যাঁহারা সান্ত্বনা দিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আট বছরের বালক রাধিকা এতক্ষণ কোন বিপদে পড়িয়াছে ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া উঠে।

সেই ঝড়ের ভীষণ অবস্থা ক্রমশঃ শান্ত হইবার উপক্রম হইতেই তাঁহারা বাহিরে আসিয়া রাধিকাকে ডাকিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না। আবার ঝড় প্রচণ্ড বেগে দেখা দিল। তাঁহারা তারিণীবাবুর ঘরের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেই দেখিলেন—সেই ঘরের টিনের চালটি ঝড়ে ভাঙ্গিয়া তুমড়াইয়া গেল, আর সেই সঙ্গে জানালার কাঠামোটি মাত্র খাড়া রহিল, পাশের বেড়াগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহারা ধারণা করিলেন—বৃদ্ধ নিশ্চয় চাপা পড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেলেন। সেই কল্পনায় তাঁহাদের মন ও শরীর শিহরিয়া উঠিল। দুর্গাচরণবাবু ছেলেদের লইয়া ছুটিয়া যাইলেও ঘরের মধ্যে ঢুকিতে পারিলেন না। দরজাটি ভিতর হইতে বন্ধ এবং টিনের চালটি দরজার অর্দ্ধেকখানি জুড়িয়া পড়িয়া ছিল।

'দাদা, দাদা' বলিয়া দুর্গাচরণবাবু চীৎকার করিলেন, সামান্য মাত্র ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি শুনিলেন, কিন্তু প্রবল ঝড়ের শব্দে সে কণ্ঠের ধ্বনির পরিচয় পাওয়া গেল না। তথাপি তাঁহার মনে ধারণা হইল—দাদা এখনও বাঁচিয়া আছেন।

দেওয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন—তারিণীবাবু চৌকীর নীচে বিছানায় শুইয়া আছেন, আর রাধিকা তাঁর বুকের কাছে বসিয়া আছে। তুমড়ান চালটি যেন চৌকিটিকে কেবল রক্ষা করিতেই পড়িয়া আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দৃশ্যে কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। দরজা খুলিয়া বীরেশ্বর তাঁহার মায়ের কাছে এ সুসংবাদ দিতে গেলেন।

ঝড়ের বেগ শান্ত হইলে পর, বৃদ্ধের মুখে যখন তাঁহারা শুনিলেন যে—ঝড়ের সময় রাধিকা কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে এবং এই অসুস্থ বৃদ্ধ জ্যেঠাকে বুকে ধরিয়া চৌকীর নীচে নামাইয়া বিছানা পাতিয়া শোওয়াইছে। টিনের চালাটি সে সময়ে চৌকী জুড়িয়া পড়িলেও অদ্ভুত সাহসে তাহা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে, আবার উপুড় হইয়া তাঁহাকে নিরাপদে রাখিয়াছে, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হইল। আট বছরের ছেলের কাণ্ড শুনিয়া সকলে মা জগদম্বার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ তারিণীবাবু আরও একবার রাধিকাকে বুকের ভিতর টানিয়া সেই ঘটনা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সত্যভামা দেবী ও অন্যান্য সকলে রাধিকার মুখ চুম্বন করিয়া দেবীর কৃপায় এবং শ্রীঅনন্তদেবের করুণায় যে তাহাকে ফিরিয়া পাইলেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সেই কথাই পর পর বলিতে লাগিলেন। রাধিকার অসম সাহসের কথায়, তাহার পিছনে যে কোনও অদৃশ্য দৈবশক্তির খেলা চলিতেছে এ কথা নানাভাবে বিস্তৃত হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা রাধিকার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—সেকথা তাঁহারা এখন আবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এরূপ দুর্যোগের মুখে পড়িয়াও রাধিকার এই অসম সাহসের পরিচয়ে সকলে সুখী হইয়াছিলেন এবং বাড়ীর লোক ভাবিলেন—শ্রীঅনন্তদেব এ যাত্রা তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

—০—

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর সহিত মিলন :

পূজার পর রাধিকাকে লইয়া সহরে থাকিবার কথা। সেইজন্য দুর্গাচরণবাবু কালীপূজার কয়েকদিন পরেই সপরিবারে সহরের বাড়ীতে আসিলেন। গ্রামের বাড়ীতে যতীন্দ্রমোহন ও তারিণীবাবুর সংসার রহিয়া গেল। শ্যামাও সঙ্গে আসিল।

গ্রামের বাড়ীতে আসার কয়েক মাস পূর্ব্বে মধ্যম পুত্র সুরেন্দ্র-মোহন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য সত্যভামা দেবী গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার জন্য আরও ব্যগ্র হইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহনও গ্রামের বাড়ীতেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া, নিজেই তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই একদিন তিনিও সহরে আসিতেন।

সহরের নূতন পরিবেশের মধ্যে রাধিকার মন আর একটি নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। সহরের প্রসিদ্ধ "বঙ্গ হিতৈষী" বিদ্যালয়ে তাঁহাকে ভর্ত্তি করা হইল। স্কুলে যাইবার সময় নানকু সঙ্গে যায়, আর ছুটির পর শ্যামা বাড়ী লইয়া আসে। দুর্গাচরণবাবু অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে বীরেশ্বরকে ঢাকা জেলার তেওতায় পাঠাইয়াছেন এবং দেবেন্দ্রমোহনকে নাটোর রাজস্টেটে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, অনুকূল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

রাধিকার নিকট এই নূতন স্থানটি ভালই লাগিল। যদিও স্কুল ছাড়া অন্য সময় বাড়ীতে থাকিতে হয়, তথাপি নূতন বন্ধু সুধন্বা মিত্র ও বদরপুরের বকুল বিশ্বাসকে পাইয়া নিরানন্দের কিছু ছিল না। গ্রামের মতই এখানেও তাহাদের সহিত হরিনামের গান ও যাত্রার কোনটিতেই বাধা নাই। নূতন বন্ধুযুগলও রাধিকাকে পাইয়া এবং তাহার প্রবর্ত্তিত নূতন খেলার ধারায় নূতন আস্বাদ পাইতেছেন।

রাধিকার ফরিদপুরে আসাটি একটি স্মরণীয় কালের মধ্যে। তখন সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এক প্রচণ্ড ঝড়ের আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছিল, বিশেষ করিয়া এই বাংলায়। এত দিন গ্রামে থাকায় রাধিকার মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ঝড়ের লেশও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে বয়সে তাহা সম্ভবও নহে। সহরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঝড়ের কিছু কিছু অংশ তাহাকে স্পর্শ করিতেছে। কারণ সহরেই সে ঝড়ের বেগ বেশী। সে ঝড় ধর্ম্মপ্রচারের।

রাধিকার আসার পূর্ব্বেই যেন তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া ছিল। আর্য্যধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, সনাতনধর্ম, খৃষ্টধর্ম প্রভৃতি নবীন প্রবীণ বহু ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই প্রসিদ্ধ বক্তাগণ দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্মের অতুল মাহাত্ম্য অনুকূল যুক্তিদ্বারা প্রচার করিয়া বহু ব্যক্তিকে দীক্ষিতও করিতেছেন।

এই সব সম্প্রদায়ের উদ্ভবের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখনকার নব্য ইংরাজী উচ্চশিক্ষিত প্রায় সকলেই ইংরাজের প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন এবং সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অতি গৌরব বোধ করিতেন। ইংরাজগণও নানা প্রলোভনের আয়োজনের দ্বারা নিজ ধর্ম্মে নব্য সম্প্রদায়ের বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভারতের তথা বাংলার যাঁহারা প্রকৃত সমাজহিতৈষী মহাত্মা, তাঁহারা খৃষ্টানদের এই অপকৌশল বুঝিতে পারিয়াও, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু করিতে সাহস করিতেন না।

ইতোমধ্যে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের পীঠভূমি ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ আশঙ্কায় কয়েকজন মহাত্মা অগ্রণী হইয়া ভারতের চিরগৌরব সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সম্যক্ প্রচারের জন্য, এক একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিলেন।

তাঁহারা এই সকল সম্প্রদায়ের কোন কোনটি খৃষ্টধর্ম্মের সহিত কিছু সামঞ্জস্য রাখিয়া, ভারতীয় ধর্ম্মের আদর্শ লইয়া একপ্রকার কার্য্য চালাইতে ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ উল্লেখযোগ্য।

আবার ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের অভাব আছে মনে করিয়া সংসার-আশ্রমত্যাগী, কয়েকজন মহাপুরুষ ভারতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্য ঋষিগণের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করিবার জন্য সমগ্র ভারতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য ও অসামান্য প্রতিভাশালী, অসাধারণ বাগ্মী পরিব্রাজক শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ স্বামী সর্ব্বাগ্রণী।

তাঁহার তেজঃপূর্ণ বক্তৃতায় এবং হরিনাম রসাশ্রিত প্রেমধর্ম্মে জনসাধারণের মনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার সেই প্রদীপ্ত বক্তৃতায়, জনগণের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে. তাঁহার সভায় লোকসমাগমের অসাধারণ আধিক্য দেখিয়া খৃষ্টান পাদ্রী ও নবীন সম্প্রদায়ের বহু আচার্য্য শঙ্কিত হইতেন।

তাঁহারা মনে করিতেন—পরিব্রাজকের প্রভাবে আমাদের ধর্ম্ম-প্রচারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই শঙ্কার ফলে তাঁহারা পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে কিছু কিছু চক্রান্তজালও রচনা করিয়াছিলেন। সেই চক্রান্তের সহিত কয়েকজন প্রাচীন পন্থীও অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হইয়াছিলেন ; ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিত।

পরিব্রাজকমহাশয় তাঁহাদের সেই দৃষ্টি যে কত ভ্রমপূর্ণ, তাহা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়া ভারতে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ও সে সমস্ত যে কতখানি সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জনসাধারণে প্রচার করিতেন কিন্তু তাঁহার সেই প্রচারে, সেই সব কূপ-মণ্ডূকতুল্য জ্ঞানীদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিলেও তখনকার দিনে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিপ্লবঝটিকা হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

এই জন্য তাঁহারা তাঁহার অকুণ্ঠদানে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পরিব্রাজকমহাশয়ও সেই সব অনুগত জনের সাহায্যে আর্য্যধর্ম্মের বিজয়কেতন উড়াইয়া দেশবাসীর মনে পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার আদর্শবাদিগণের মধ্যে কয়েকজন উদারহৃদয় ব্যক্তি ফরিদপুর সহরেও কয়েকবার তাঁহাকে আনিতে পারিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আদর্শ অনুশীলনের জন্য সহরে একটি সমিতিগৃহও স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সমিতিগৃহটি দুর্গাচরণ গুপ্তমহাশয়ের বাড়ীর নিকটেই ছিল। পরিব্রাজকমহাশয় আসিলে সেইখানেই থাকিতেন।

তিনি যে কয়দিন সেখানে থাকিতেন সেই সময় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির যাওয়া আসা ঘটিত। তাঁহার সম্বন্ধে সহরের মধ্যে এমন উচ্চ ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ। তাঁহার সুমধুর বক্তৃতা, হরিনাম রসের সুললিত গান ও সরস আলাপে সকলে মুগ্ধ হইতেন।

রাধিকা সহরে আসিয়া কয়েকদিন পরেই তাঁহার হরিনাম গান শুনিতে পাইলেন। আলাপ-পরিচয় কি করিয়া করিতে হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল না; তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাও বুঝিবার মত বয়স তাঁহার হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গৃহ হইতে যে হরিনাম গানের সুমধুর সুর ভাসিয়া আসিত উহাতেই তিনি আকৃষ্ট হইলেন।

কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার নিকট গেলেই যেন পরিচয় হইবে। তাঁহার নামগানের আকর্ষণে কয়েকদিন মধ্যেই সঙ্গীতপ্রিয় রাধিকা সমিতিগৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বহু লোকজন থাকায় পরিব্রাজকের সহিত আলাপ করিবার সুবিধা হইল না, তথাপি সমিতিগৃহে আলাপ-আলোচনার শেষ পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া থাকিতেন।

দুই একদিনের মধ্যেই রাধিকার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। রাধিকার নিটোলদেহে শ্যামচিক্কণ লাবণ্যে ও স্বাভাবিক শান্ত মধুর ধীরতায় তিনিও আকৃষ্ট হইলেন। বালক কেন আসে? কি চায়? এই বয়সে কিসের আকর্ষণে সে এখানে আসে?

তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন বোধহয় রাধিকার দুটি উদাসী চোখে পড়িয়া তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তিনিও বুঝিতে পারিলেন—শিশু নামগানে আকৃষ্ট হইয়াই আসিতেছে।

পরিব্রাজকমহাশয় যখন গান করিতেন, রাধিকা সেই গানগুলি নিবিষ্টমনে শুনিয়া আয়ত্ত করেন এবং মাঝে মাঝে কেমন তন্ময় হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া থাকেন। পরিব্রাজকমহাশয় বুঝিলেন তাঁহার ধারণা সত্য। তিনিও আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। শিশুর আকর্ষণে নিজেই তাহার সহিত আলাপ করিলেন।

তাঁহার ঐ বয়সেই পরিচয় দিবার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি আরও মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর হইতে রাধিকা আসিলেই তাঁহাকে কোলে বসাইয়া আরও যেন বিশেষভাবে আবিষ্ট হইয়া গান করিতেন। ইহা যাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, তাঁহারাও পরিব্রাজকমহাশয়ের কথায় বুঝিলেন—শিশুটি অসাধারণ।

পরিব্রাজকের যাঁহারা একান্ত অনুগতজন তাঁহারা বুঝিলেন, সাধু মহাপুরুষের এমনি স্বভাব যে, নিজ হৃদয়ের তৃপ্তিটির কাহারও হৃদয়ে বিকাশ দেখিলে তাহাকে ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করেন। এই শিশুর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যেই পরিব্রাজকমহাশয় মুগ্ধ হইয়াছেন।

রাধিকারও এমন অবস্থা যে স্কুলের পড়াশোনাটুকু সারিয়া আর যেন কোথাও থাকিতে পারেন না।—পরিব্রাজকের কাছে আসিতেই হইবে। জনসমাগম একটু কম হইলেই তাঁহার কাছে গিয়া বসেন।

রাধিকার সহিত পরিচিত হওয়া অবধি পরিব্রাজকমহাশয়ও যেন তাহাকে খুঁজিতে থাকেন। রাধিকার সেই ভাবময় অবস্থা—তাহার উপর নৈসর্গিক কোমল কণ্ঠস্বর। সে স্বরে যখন পরিব্রাজকের রচিত গান গাহিয়া শোনান, স্বামিজী যেন অন্য রাজ্যের স্বর শুনিয়া আবিষ্ট হইয়া পড়েন। রাধিকা বাড়ী ফিরিতে চাহিলে তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, "বাবা! তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার দ্বারা প্রভু জীবের কল্যাণ সাধন করুন।"

চোখের জল মুছিয়া আবার তাহাকে আসিতে বলিতেন। রাধিকা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া উঠিয়া আসিলে যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন চাহিয়া থাকিতেন। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলিয়া সেখানকার লোকজনকে বলিতেন—"আমি হয় তো ততদিন বেঁচে থাক্‌বো না, কিন্তু আপনারা দেখবেন, রাধিকা সাধারণ বালক নয়। ওর অসামান্য প্রতিভার বিকাশ নিশ্চয় হবে। সাধারণ মানুষের মত ও বালক জন্মগ্রহণ করে নাই।"

স্বামিজীর কথা তাঁহারা বিস্মিত হইয়া শুনিতেন—ওই তো ঐটুকু শিশু, কিন্তু পরিব্রাজক উহারই জন্য কেন এত ব্যাকুল ?

রাধিকা নিরুপায় হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেও স্বামিজীর কাছে তাঁহার মনটি পড়িয়া থাকিত। তাঁহার গানগুলি গাহিয়া নিজেই শুনিতেন। তাঁহার এই সমস্ত গান সত্যভামা দেবীও মুগ্ধ হইয়া আড়ালে শুনিতেন। রাধিকার কেবল মনে হইত—বাড়ী আসার কি দরকার আছে ? ওঁর কাছেই থাকি।

ফরিদপুরে কয়েক সপ্তাহ থাকিবার পর স্বামীজী যেদিন তাঁহার কাশীর আশ্রমে ফিরিয়া আসিবেন, সেদিন বহুলোক তাঁহার কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে আসিলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু রাধিকা যাইতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। বাড়ী হইতে বাহিরে যাওয়া বারণ। কিন্তু রাধিকার ইচ্ছা হইতেছিল একবার ছুটিয়া যাই, দেখিয়া শুধু প্রণাম করিয়া আসি। কিন্তু তাহা আর ঘটিল না।

রাধিকার মত একটি বালক পরিব্রাজকের কাছে আসিয়া তাঁহার বিদায়কালে দেখা করিয়া যাইবে ইহা মনে করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও পরিব্রাজক কিন্তু চঞ্চল হইলেন। তাঁহার মনে একবার রাধিকার দেখা পাওয়ার আকর্ষণ জাগিতে লাগিল। তিনি যেন ইচ্ছা করিতেছেন—রাধিকার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন, কেন সে আসে নাই ?

কিন্তু যাহার আকর্ষণেই হয় ত এই ফরিদপুরে তাঁহার আসা, সেই আকর্ষণ কি এত লঘু? তিনি দেখিলেন—রাধিকার বন্ধু বকুল বিশ্বাস যেন ভয়ে ভয়ে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর স্বভাবগম্ভীর পরিব্রাজকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি পড়িল। এই বকুলকেও তিনি কয়েকবার রাধিকার সহিত দেখিয়াছেন।

তিনি যেন তেমনি চঞ্চল হইয়াই বকুলকে রাধিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভয়জড়িত হইয়া আস্তে আস্তে জানাইল যে তাহার শরীর অসুস্থ, এখানে আসিতে না পারিয়া বাড়ীতে থাকিয়া কাঁদিতেছে। আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছে।

স্বামিজী আরও চঞ্চল হইলেন। বকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়ী রাধিকার কত দূরে, উত্তরে যখন শুনিলেন—খুবই কাছে, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া বকুলের সহিত রাধিকার বাড়ী আসিলেন, যাঁহারা সঙ্গে আসিতেছিলেন তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

পল্লীবাসী বিস্মিত হইলেন। পরিব্রাজকমহাশয়ের মত একজন মহাপুরুষ একটি বালকের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন ?

কেহ কেহ বলিলেন—অমন মহাপুরুষ হইয়াও ওঁর নিজের জাতির উপর খুব টান আছে। তাঁহাদের কথার প্রতিবাদে কেহ বলিলেন—না না, তা হ'তেই পারে না, এ পাড়ার গুপ্তবাড়ীতেই কি কেবল স্বজাতি আছে ? জমিদার রায়বাড়ীতেও যেতে পারতেন ? তা নয়, ঐ রাধিকার জন্যই ও বাড়ীতে ওঁর যাওয়া ; সে ওঁর খুব ভক্ত এবং উনি রাধিকাকে খুব ভালবাসেন।

পরিব্রাজকমহাশয় যে রাধিকার টানে যাইতেছেন ইহা তো মিথ্যা নয় ! ঐ গুপ্তবাড়ীর ক্ষুদ্র শিশুটির আকর্ষণ তো কেবল তাহার বাড়ীতেই নয়। পরিব্রাজকের এই ফরিদপুর আসার মধ্যে হয়তো কোন দৈবী রহস্য যে নাই—কে বলিতে পারে ? অসাধারণ শক্তি লইয়া যে সব বালক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপের ভিতরও অত্যদ্ভুত, শক্তির বিকাশ হয়। লোকে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে না, কত আলোচনা করে। কারণ যাহাদের চোখে মাত্র এ জগতের মায়া-মোহ-জাল লাগিয়া থাকে তাহাদের কাছে অনেক কিছুই অপ্রকাশ থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বকুলের সহিত পরিব্রাজক মহাশয় যখন রাধিকাদের বাড়ীর বাহির উঠানে প্রবেশ করিলেন, তখন সে বাড়ীর সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহাকে ভিতর মহলে আনিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। স্বামিজী কিন্তু আসিয়া রাধিকা কোথায় জানিতে চাহিলেন। রাধিকা ভিতর বাড়ীতে এবং সে যে এখনই আসিতেছে—এইটুকু বলিলেও তিনি বলিলেন—"না আমিই যাচ্ছি।"

স্বামিজী ভিতর বাড়ীতে গিয়া রাধিকার ঘরে উপস্থিত হইলেন। রাধিকা বিছানায় বসিয়া ছিলেন। স্বামিজীকে দেখিয়া আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, কি মনে করিয়া মুখ লুকাইলেন, তেমনি মুখ নীচু করিয়া আসিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

পরিব্রাজক বুঝিলেন—রাধিকা কেন চাহিতে পারিতেছেন না। কাশীধামে যাইতে হইবে, আর দেখা হইবে না, চোখের আড়াল হইয়া যাইবে। এইরূপ বুঝিয়াই বোধহয় পরিব্রাজকের চোখ তুটিও সজল হইল। তিনি হাসিমুখে আসিয়া রাধিকারই বিছানার এক পাশে বসিলেন। বসিবার আসন দেওয়া হইল তাহা শূন্যই রহিল।

রাধিকার মা একটু যেন শঙ্কিতই হইলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে অতটা মেলামেশা ঘটায় তিনি অন্যরূপ মনে করিলেন। ঘোমটা দিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন।

শ্যামা একটু অগ্রসর হইয়া রাধিকা ও স্বামিজীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাইপোটির এই সমাদর তাহাকে যেন কেমন করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর অন্যান্য সকলে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাধিকার জন্যই তাহাদের ভাগ্যে গৃহেই আজ এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ হইতেছে।

রাধিকার মন চঞ্চল হইলেও পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবেই বসিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। স্বামিজী তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া চিবুকে চুমু খাইয়া বলিলেন—"আজ তো কাশীতে ফিরে যেতে হবে, তোমার শরীর খারাপ, যেতে পারনি, তাই দেখ্‌তে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজীর কথায় রাধিকা কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তেমনি সজল দৃষ্টিতেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে চোখে কি ভাষা ছিল বোধহয় স্বামিজী তাহা বুঝিয়াছেন। তাঁহারও মনে যেন একান্ত স্বজনের বিরহব্যথা জাগিতেছিল। নিজেকে যেন তিনি একটু স্থির করিয়া বলিলেন—"সকালে তুমি গেলে একটি গান শুন্‌তুম। এখন তো এসেছি, একটি গান শোনাবে না?"

পরিব্রাজক এত স্নেহআদরে তাঁহাকে গান শোনাইতে বলিতেছেন, রাধিকা কি 'না' বলিতে পারেন? কিন্তু তাঁহার সেই প্রীতির সুরে রাধিকার হৃদয় আরও চঞ্চল হইল। মুখে ভাষা আসিতেছে না। গান শোনাইবার প্রবল চেষ্টা করিয়াও কিসের জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। তেমনি ছল ছল দৃষ্টিতেই আবার চাহিলেন।

স্বামিজী সবই বুঝিতেছেন। তথাপি বলিলেন—"সেই হরিনামের গানটি শোনাবে?"

রাধিকা স্বীকৃতি জানাইলেন। তত্রত্য সকলেই বিস্মিত হইলেন। পরিব্রাজক যেন রাধিকা অপেক্ষা আরও বেশী শিশু।

রাধিকা গান শুনাইতে স্বীকার হওয়ায় পরিব্রাজক তাঁহাকে নিজের কোলের কাছে আনিয়া হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন। রাধিকাও স্বামিজীর হাতে হাত রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জড়িত সুরে গাহিলেন—

"হরিনামামৃত পান কর সবে ভাই।
এমন নাম কখন শুনি নাই।
হরিনাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিরে তার
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ
সংসার বিকার॥
তুলে নামের নিশান, নাম কর গান হরি হরি বল ভাই।
যত যোগ যাগের সাধন, জপ তপ আরাধন
হরিনাম সাগরের অগাধজলে বুদ্বুদ যেমন।
হরিনাম সাগরে মগ্ন যে জন, তার কি সাধন আরও চাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক বলে সার,
নামে নাইকো জাতবিচার,
শ্বপচ ব্রাহ্মণ, কুলীন ধনীর
সমান অধিকার॥
তুলে নামের নিশান নাম কর গান
হরি হরি বল ভাই॥

গানটি একবার শুনিয়া তৃপ্তি হইল না। পরিব্রাজক প্রেমাবেশে আবার গাহিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রাধিকা যেন কোন অলক্ষ্য শক্তির আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়াই গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মনেই নাই যে সে কি গাহিতেছে কি শুনিতেছে।

তৎকালে সকলের মনে একটি নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলিল। সত্যভামা দেবী চঞ্চল হইয়া রাধিকাকে দেখিবার জন্য দরজার ভিতর আসিয়া ঘোমটা একটু খুলিতেই স্বামিজীর দৃষ্টি পড়িল। রাধিকার মা বুঝিয়া উদ্দেশ্যে মাথা নত করিলেন। সত্যভামা দেবী সলজ্জভাবে সরিয়া গেলেন।

রাধিকার গান শেষ হইল। পরিব্রাজক মহাশয় যেন ব্যাকুল হইয়া রহিলেন। রাধিকার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন—বাবা! আবার যদি আমার ফরিদপুরে আসা হয়, তোমায় যেন দেখতে পাই, আশীর্ব্বাদ করি মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন।

সেই আশিষবাণী রাধিকা নতশিরে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বিদায়ের ব্যথা তাঁহাকে বড়ই ব্যাকুল করিল। রাধিকার চক্ষুদুটি আর জলভার রাখিতে পারিল না।

বহিরের উঠানে তখন বহুলোকের সমাগম। সেই লোকসমাগমের মধ্য দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে করিতে সমিতিগৃহে পৌঁছিতে স্বামিজীর একটু বিলম্ব হইল।

পরিব্রাজক মহাশয়ের আগমনে গুপ্তপল্লীর অনেকে যেন বিশেষ ভাবেই অনুভব করিলেন যে, রাধিকার মধ্যে নিশ্চয় এমন কোন শক্তি আছে যাহার জন্য এমন সব মহাপুরুষের দর্শনলাভের সৌভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদেরও হয়। কিন্তু তাঁহাদের মনের আগোচরে রহিয়া গেল যে এমনি করিয়াই জনমানসে এই শ্রদ্ধেয় বালকের আসন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামিজী ফরিদপুর হইতে বিদায় হইলেন।

—০—

সম্মোহিত ও বিপন্ন বালক রাধিকা :

তপন কিরণে শতদল বিকশিত হয়, আবার সেই মার্ত্তণ্ডের খরতাপে দীর্ঘিকা শুকাইলে, নলিনী শুষ্ক কর্দ্দমেই লুটাইয়া পড়ে, তীব্র গন্ধের আকর্ষণে ভ্রমর উন্মত্ত হইয়া কেতকীকোষে ধাবিত হয়, আবার পবনাঘাতে দোলিত হইয়া তাহারই কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। কেহ বা প্রণয়রসের উদ্দীপনায় চঞ্চল হইয়া ছুটিয়াও যায়, আবার কৈতবশক্তির প্রতিঘাতে বিপন্নও হয়।

এই দ্বন্দ্ব শক্তির রহস্য মানুষের হৃদয়ে যখন অমীমাংসিতই হইয়া আছে, সেখানে বুঝানই যায় না—অকৈতব শিশুহৃদয় কেমন করিয়া কপটতার সম্মোহন ফাঁদে আবদ্ধ হয়।

রাধিকার মন হরিনামের গানে অবশ হইয়া যায়। তিনি বুঝিতেও পারেন না পথের পথিকেরও গানে কেমন করিয়া আবিষ্ট হয়। গ্রামের বাড়ী ছাড়িয়া সে দুই বৎসর হইল সহরে আসিয়াছে। স্কুলের পড়া শোনার সময়টুকু ছাড়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের কোন বাধাই আসে নাই।

সহজ অভ্যাসের গতিতেই তাঁহার সকাল সন্ধ্যায় হরিনামগীতি, উৎসব পার্ব্বণে যাত্রা শুনিবার সুযোগ খুবই হয়, কিন্তু তিনি বুঝিতেই পারে না—বাড়ীতে তাহাকে মাঝে মাঝে কেন ভর্ৎসনা ও শাসন করা হয়, কেন শাসনের সময় তাহাকে বলা হয় সে কিসের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া বৈষ্ণবদের আখড়ায় গিয়াছিল?

সে এমন কি বা করিয়াছে, শুধু গান শুনিতেই মাত্র গিয়াছিল। স্কুলেও গিয়াছে, পড়াশোনাও করিয়াছে, তথাপি শাসনের কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা সাবধান হইতে চেষ্টা করেন। আবার কোন পথিকের মুখে গান শুনিলে তাহার পিছনে পিছনে যান গানটি শিখিবার জন্য।

দেবেন্দ্রমোহন কিংবা যতীন্দ্রমোহন বাড়ীতে থাকিলে তাঁহার গান শুনিবার আগ্রহটি সংযত করিবার চেষ্টা করেন। সত্যভামা দেবীও ভয় পাইতেন—ঐরূপ গান শুনিতে শুনিতে হয়তো ভুল করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে!

তাঁহার ধারণা নিতান্ত অমূলক ছিল না। তখনকার দিনে শুধু ফরিদপুর সহরেই নয়—পূর্ব্ববাংলার প্রায় সর্ব্বত্র বাউল বৈষ্ণবদের নানা কথা শোনা যাইত। প্রায় গৃহস্থের বাড়ীতে পথে ঘাটে বাউল বৈষ্ণবদের যাতায়াত ছিল।

যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত, তাঁহারা ইহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। সাধারণ গৃহস্থগণ বৈষ্ণব বলিলে, তাঁহাদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না।

বৈষ্ণব অর্থে উহারা অবজ্ঞাত সমাজের এক শ্রেণীর ভবঘুরে প্রাণী, সন্ন্যাসী বলিলে ভস্মমাখা গাঁজাখোর চণ্ডমূর্ত্তির মানুষ, আর আখড়ার অর্থ নেড়া নেড়ীর আড্ডাখানা এবং মঠ মানে শ্মশানের উপর স্থাপিত দেউল বা কুঁড়ে ঘর—এইরূপ ধারণাই তাঁহারা পোষণ করিতেন।

শিক্ষিত ও সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ঐ জাতীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের সংস্রব এড়াইয়া চলিতেন ও নিজেদের সন্তান-সন্ততিগণকে ইহাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেন। কারণ সে সময়টিতে সহরে ও গ্রামের মধ্যে অনেক ভৈরব-ভৈরবী, রাতভিখারী দেয়াসিনীর দল নানা উপদ্রবও করিত। মন্ত্র, মাদুলী, শিকড়, কবচ লইয়া গৃহস্থদের বাড়ীতে আসিয়া নানা ছলে নিজেদের অসদভিপ্রায় পূরণ করিতে প্রয়াস পাইত।

ইহাদের জন্য সামাজিক শাসনের কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলেও, হয় তো তাহাদের মন্ত্রপ্রভাবে নিজেদের কোন অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কায়, সাধারণ লোক তাহাদের প্রতি তটস্থ থাকায় তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতকটা স্বচ্ছন্দভাবেই আসা যাওয়া করিত। সেইসব ভৈরব-ভৈরবীর আচরণ ও বাউল বৈষ্ণবদের ব্যবহার একজাতীয় ছিল না। তাঁহারা দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষামূলক গান গাহিয়া, লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। তবে ইহার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমও যে হইত না ইহা বলা চলে না।

বাউলদের মুখে গান শুনিতে অনেকেরই আগ্রহ হইত। অনেকে আবার তাহাদের আখড়ায় বসিয়াও গান শুনিতেন। রাধিকা সহরে আসা অবধি বাউল বৈষ্ণবদের গানে আকৃষ্ট হইতেন। সে আকর্ষণ এমন হইত যে, কোন কোন দিন তাহাদের সঙ্গে পথেও বাহির হইয়া যাইতেন। এই জন্যই দেবেন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে শাসন করিতেন।

বাড়ীর দুয়ারে বাউল আসিলেই রাধিকা সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্যামা বা আর কেহ আসিয়া তখনই ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় করিতেন। রাধিকা বুঝিতেন না এখনই কেন তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইল। সে যে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গান শুনিতে চায়।

সে সুযোগই একদিন আসিল। সকালে রাধিকা বৈঠকখানায় পড়িতে বসিয়াছেন। সত্যভামা দেবী ভিতর বাড়ীর পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য দাদাও তখন বাড়ীতে ছিলেন না। দুর্গাচরণবাবু অফিসে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বৌদিদিদের মধ্যে কেবল নূতন মেজ বৌদিই সহরের বাড়ীতে আছেন, তিনিও শাশুড়ী মাতার সহিত পুকুরে গিয়াছেন। শ্যামা গোয়ালের কাজে ভিতর বাড়ীতে ছিল। নান্‌কুও গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে থানায় গিয়াছে—অর্থাৎ রাধিকার আসে পাশে কেহই নাই— তিনি তখন একা।

ঠিক সেই সময় একটি বাউল সদর দরজা ছাড়িয়া উঠানে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া রাধিকার খুব আনন্দ হইল। তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হইল যে, "তুমি অনেকক্ষণ ধরে গান কর— আমি শুন্‌বো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাউলটি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বোধ হয় রাধিকাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি আর ভিতর বাড়ীর দিকে না যাইয়া সেই খানেই গান ধরিলেন—

আয় কে যাবি ওপারে।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া অপার সাগরে॥
যে দিবে সেই নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই
এমন দয়াল আর কেহ নাই ভবের মাঝারে।
পার করে সে জগৎ বেড়ি
নেয় না কিছু পারের কড়ি
সেরে স্বুরে মনের দেড়ি ভার দে না তারে।
দিয়ে সেই শ্রীচরণে ভার,
কত অধম হোল রে পার,
ফিকিরে কয় ওরে ফকির, তোমার বিকার যায় না রে॥

তাঁহার গান শুনিবার জন্য রাধিকা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাউলটি গান শেষে বলিলেন 'কৈ গো মা জননীরা! এক মুঠা ভিক্ষা দাও মা।

রাধিকার ইচ্ছা হইল, ভিক্ষা লইয়া আসে, কিন্তু আবার মনে হইল—উহাকে বলি 'আপনি আবার গান করুন।'

বাড়ীর ভিতর হইতে যখন কোন সাড়া আসিল না, বাউলটি তখন যেন আনমনা হইয়া কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাধিকার দিকে চাহিয়া আবার মৃদুস্বরে গানটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"আয় কে যাবি ওপারে।" রাধিকা তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গানটি আবৃত্তি করিতেই রাধিকার মনে কেমন এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। বাউলটিও বোধ হয় তাঁহার অবস্থাটুকু বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার দিকে কেমন এক ভঙ্গীতে চাহিতে চাহিতে কি ইঙ্গিত করিয়া ভিক্ষা না লইয়াই চলিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার কি মনে হইল—বাউলটিকে অনুসরণ করিলেন। রাস্তার বাহিরে আসিয়াও, তাঁহার আর কিছু মনে হইল না। সব ভুল হইয়া গেল। বাউলটি আবার তাহার দিকে কি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সঙ্কেত করিল। রাধিকার বাহ্যস্মৃতি কিছুই রহিল না—তাহারই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, বাড়ীতে কে কি বলিবে, কিছুই মনে জাগিল না। পিছন ফিরিয়া চাহিবারও ইচ্ছা হইল না।

তাঁহারা পল্লী ছাড়িয়া আরও কিছুটা আসিলেন। এই আসাটা এত দ্রুত হইল যে পথে কাহারও দৃষ্টিতে পড়িল না যে রাধিকা কাহার সহিত কোথায় যাইতেছে।

সত্যভামা দেবী ও তাঁহার মেজ বৌমা স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন। রাধিকা বাহিরের ঘরে আছে মনে করিয়া এমন কিছু ভাবিলেন না। স্কুলে যাইবার সময় হইয়াছে, বাহিরে ডাকিতে আসিয়া দেখিলেন—সেখানে সে নাই। শূন্য ঘর রহিয়াছে। হয় তো সে বাগানে আছে, কিন্তু বাগানে থাকিলেও তাহার গান করা বন্ধ হয় না, খেলায় থাকিলেও গান গায়। তাহাও শুনিতে পাইলেন না। তিনি বিস্মিত হইলেন। দুই একবার ডাকিলেন কিন্তু সাড়া পাইলেন না।

ব্যাকুল হইয়া রাধিকার অন্বেষণের জন্য শ্যামাকে আদেশ করিলেন। সে বাগানে ও বাহিরে খুঁজিয়া আসিয়া বলিল—পাওয়া গেল না। রায়বাবুদের বাড়ীতে এবং অবশেষে স্কুলেও সংবাদ লওয়া হইল, রাধিকা কোথাও নাই।

মায়ের শঙ্কা হইল। শ্যামা ব্যস্ত হইয়া আরও কয়েক জায়গা খুঁজিয়া আসিল। পথের দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু রাধিকাকে কেহ দেখে নাই।

থানায় দুর্গাচরণ বাবুকে সংবাদ পাঠান হইল। তিনি নানুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন। রাধিকা যে সব আখড়ায় যায়, সেখানে গিয়াও তাহার সন্ধান পাইলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যাহ্ন পার হইয়া বৈকাল হইল। রাধিকা তেমনি নিরুদ্দেশ হইয়া রহিলেন। কুমারপুরেও সংবাদ পাঠান হইল। সত্যভামা দেবী কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকাকে যে কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। তিনি রাধিকার জন্য অতিশয় চিন্তিত হইলেন। মায়ের মনে আরও বহু কিছু শঙ্কা জাগিতে লাগিল। দুর্গাচরণবাবু সহরের অন্যান্য থানায় সংবাদ দিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে যে এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিতে পারে ইহা রাধিকার মনে কিছুই জাগে নাই। তিনি যাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তিনি কে, কোথায় যাইতেছেন, কতদূর আসিয়াছেন, কোন পথে আসিলেন, রাধিকার কিছুই মনে নাই।

তিনি যখন একটি আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন যেন এক নূতন পরিবেশে আসিয়াছেন। সেখানে একটি বৃদ্ধ বাউল, আরও কয়েকটি বাবাজী ও বৈষ্ণবী ছিলেন।

আগন্তুক বালকটি যেন তাঁহাদের কত আপনার এবং পূর্ব্ব হইতেই বিদিত এই ভাবেই তাঁহাকে সমাদর করিলেন। সঙ্গের সেই বাউলটি রাধিকাকে বৃদ্ধের নিকট সমর্পণ করিলেন। রাধিকা কিন্তু কোনরূপ উল্লাস বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না। এইরূপ স্থান তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব। বৃদ্ধটি যেন কিছু ইঙ্গিত করিলেন, একটি বৈষ্ণবী তাঁহাকে লইয়া আর একটি চালাঘরে গেলেন। রাধিকা নির্ব্বাক্। তিনি যেন কিছু হারাইয়াছেন, এমনি ভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা বৈষ্ণবীটি তাঁহাকে পাইয়া মাতৃস্নেহের আবরণে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিতে লাগিল। কি নাম, কোথায় বাড়ী কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। আশ্রমের অধিবাসী আরও কয়েকজন বৈষ্ণব আসিলেন। ইঁহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। সকলে স্নান আহার সারিয়া বিশ্রাম করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাধিকার মন যেন কিছু চঞ্চল হইল। কিন্তু বৈষ্ণবগণ যখন তাঁহাদের দেহতত্ত্ব গানের আসর করিয়া বসিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন রাধিকার পূর্ব্বভাবটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আশ্রমে কোন বিগ্রহ নাই। একটি ঘরের মধ্যে উঁচু বেদীর মত একটি স্থান, তাহাতেই ফুলমালা দিয়া সেবাপূজা করা হয়। সেই ঘরেরই সম্মুখে ইঁহারা ঐ গানের সাধনা করিতে বসিলেন।

উঠানে আম নারিকেলের ছোট বাগান। রাধিকা দেখিল—কয়েকটি বৈষ্ণবী আসিয়া সেই গানের গোষ্ঠীতে মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত গাহিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের এই সমবেত কণ্ঠের গান রাধিকার মনে আরও নিবিড় ভাবেই প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে যেটুকু চঞ্চলতা আসিয়াছিল তাহাও সরিয়া গেল। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইল, সেই ভাবেই কীর্ত্তন চলিতেছে। তাঁহাদের গানগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ইহারই মধ্যে তাঁহার শ্রুতিধর স্বভাবের বশেই সেগুলি আয়ত্ত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বেশী তৃপ্ত। কিন্তু সে গানগুলি গাহিবার অবসর আসিল না।

বাগান, বৈঠকখানা, পুকুরের তীর কিছুই এখানে নাই, রাত্রিও হইয়াছে, সবই নূতন মুখের পরিচয়, সেজন্য তাঁহার গান গাহিবার উদ্দীপনাও আসিল না। রাত্রের আহারের পর শুইতে যাইবার সময় তাঁহার যেন জ্ঞান হইল—আমি কোথায় এবং কেন আসিয়াছি।

কেহ কোন কথাই রাধিকার মুখে শুনিতে পায় নাই, কিছু রাত্রে পূর্ব্বের সেই বৈষ্ণবীটি লক্ষ্য করিলেন, রাধিকা ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও বৈষ্ণবী কোন উত্তর পাইলেন না। সে রাত্রির মত আর কোন প্রশ্নের অবসর আসিল না, রাধিকা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বৈষ্ণবদের প্রভাতী গানের ধ্বনিতে রাধিকা জাগিয়াও আর তাহাদের কাছে যাইতে পারিলেন না। বৈষ্ণবীর কাছেই বসিয়া রহিলেন। তিনি যে চিন্তাযুক্ত, বৈষ্ণবী তাহা ভালভাবে লক্ষ্য করিলেন। কোন কথাও তিনি বলিতেছেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকালের কাজ সারিয়া তিলকাদি বেশভূষা রচনা করিয়া হাতে লাঠি, কিস্তি, খেল্‌কা চড়াইয়া বৈষ্ণবগণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। যাইবার সময় সেই ঘরের কাছে আসিয়া, "জয় বীর অবধূত" "মহাবীর ক্ষেপার জয়" বলিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন।

রাধিকার মনে যেন নানারূপ ভয় ও দুশ্চিন্তা জাগিতে লাগিল। বাড়ীতে যে সব নরবলি, নরযাগের গল্প শুনিয়াছেন, সেই কাহিনীরই যেন লীলাস্থলীতে তিনি আসিয়াছেন। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বৈষ্ণবীটি তাঁহার রোদনে এইবার বোধহয় বিচলিত হইলেন—রাধিকাকে লইয়া সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট আসিলেন। রাধিকা অপরাধীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কাছে দাঁড়াইলেন। তিনি যতবারই কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাধিকা ততই কাঁদিতেছেন। অবশেষে আশ্বাস দিলেন—"কালই তুমি বাড়ী যাবে।"

মোহান্ত যে বিব্রত হইয়াছেন, তাহা বুঝিয়াই বৈষ্ণবীটি তাঁহাকে আদর করিয়া আবার নিজের ঘরে আনিলেন। মোহান্তের আশ্বাসে রাধিকা কিছুটা শান্ত হইলেও যেন ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াই রহিলেন। মধ্যাহ্নের পর সেই বৃদ্ধ বাবাজী, রাধিকা যাহার সম্মোহনে এই আশ্রমে আসিয়াছেন, তাহাকে ডাকিয়া কি বলিলেন। বোধহয় ভর্ৎসনাই করিলেন। তিনিও যেন কতকটা নিরপরাধ এই ভাবটিই দেখাইলেন। সেই বাউলটিকে দেখিয়াই রাধিকা যেন আরও শঙ্কিত হইলেন। বৃদ্ধের আদেশে সেই বাউলটি রাধিকার কাছে হাসিমুখে বলিলেন,—"ছোটবাবু কাল সকালেই তোমাকে রেখে আসবো। ভয় কি? কেঁদো না।"

তাঁহার কথায় রাধিকার আতঙ্ক একটু কমিলেও বাড়ীর কথা মনে জাগিল। বৈকালের দিকে তেমনি ফুপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাধিকা বলিলেন, "আমি এক্ষুনি বাড়ী যাব।"

আজ দুইদিন পর রাধিকার কথা শুনিতে পাওয়া গেল। বৈষ্ণবী তাঁহার স্বরে কেমন মুগ্ধ হইয়াই চাহিয়া রহিলেন। বাৎসল্যভরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর করিয়া রাধিকার গালে হাত দিয়া বলিলেন,—"কেঁদো না, কেউ তোমায় না রেখে আসে, আমি তোমায় বাড়ী রেখে আস্‌বো।"

বৈষ্ণবীর কথা যেন রাধিকাকে সত্যই শান্ত করিল। তাহার পর হইতে রাধিকা আর তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। সন্ধ্যার পর মন যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আশ্রমের আর কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছে না। সন্ধ্যার পরও বৈষ্ণবীটি তাঁহাকে বলিলেন—"ভোর হবার আগেই তোমায় নিয়ে যাবে।"

সে রাত্রিটি রাধিকার পক্ষে যেন কালরাত্রি হইল। কোন মতেই আর নিদ্রা আসিল না। বাড়ী, বাবা, মা, শ্যামা, বৌদি, বকুল, সুধন্বা সবই মনে পড়িতে লাগিল।

বাড়ী যাইলে নিশ্চয়ই বাবা দাদা শাসন করিবেন, মা কাঁদিতেছেন, এইসব যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই রাধিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন—'ভোর হইবার পূর্ব্বেই বাড়ী যাইবেন।'

রাত্রি শেষ হইতে তখন কিছু বাকি। রাধিকা বৈষ্ণবীকে জাগাইয়া বলিলেন "আমায় নিয়ে চলুন।" বৈষ্ণবীও তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে জাগরিত হইয়া রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া মোহান্তের ঘরের দুয়ারে আসিলেন। তাঁহাকে ডাকিতেই তিনি—যিনি মোহিত করিয়া রাধিকাকে এখানে আনিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে বলিলেন।

তিনিও বোধহয় পূর্ব্বের নির্দ্দেশমত প্রস্তুত ছিলেন এবং মোহান্তের কথায় ভালভাবেই বুঝিয়াছেন যে ইহাকে লইয়া আসা কত অন্যায় হইয়াছে, এটি সাধারণ ঘরের ছেলে নয়। তিনি আরও অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহাকে সঙ্গে লইয়া সহরে প্রবেশ করিলেই পুলিশে ধরিবে। সেইজন্যই রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে যত শীঘ্র সম্ভব এই বিপদের বোঝাটি নামাইয়া আসিতে চান।

কি উপায়ে তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসা নিরাপদ হইবে তাহাও বোধহয় মোহান্ত তাহাকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। রাধিকা সেইখানেই আসিতেই বৈষ্ণবটিও নিকটে আসিলেন। বৈষ্ণবীটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার রাধিকার চিবুকে হাত দিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বাড়ী ফিরিবার জন্য রাধিকার যে উদ্বেগ হইতেছিল, তাহাতে সে দৃষ্টি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

উষার আলোক কিছু দেখা দিয়াছে। রাধিকার পিছনে সেই বাউলটি আসিতেছন; রাধিকা ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেছেন। পথের আশে পাশে কি আছে না আছে, দেখিবার ইচ্ছা নাই। তবে বুঝিলেন নিতান্ত লোকালয়শূন্য পথ দিয়া তিনি চলিতেছেন না।

ভোর হইবার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহারা সহরে প্রবেশের পথ পাইলেন। বাউলটি থামিলেন, রাধিকাকে বলিলেন, "ছোটবাবু! এই তো এসে গেছ, এবার তুমি এই সোজা পথ ধরে বাড়ী যাও, এখান থেকে তোমাদের বাড়ী খুব কাছে।

সত্যই রাধিকার বাড়ী নিকটে কি না তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? এমন নির্জ্জন ও অচেনা পথে তিনি কি কখনও আসিয়াছেন? বাউলের কথায় রাধিকার ভয়ই হইল। তিনি বাউলটির দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাউলটিও জানিতেন—সেই স্থান হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ। কিন্তু আর একটুও যাইবার সাহস হইতেছে না। তিনি যে বিপদ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, তাহা সহরে প্রবেশের পক্ষে একেবারে নিরাপদ নয়। লোকজন জাগিবার পূর্ব্বেই ফিরিতে পারিলে ভাল হয়। রাধিকাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি যেন কিছুটা কৌতুকের ভঙ্গীতেই বলিলেন—"কিসের ভয়! ওই তো আর একটু গেলেই তোমাদের বাড়ী।"

রাধিকা কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না, তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"না, আপনি আমাকে বাড়ীতে রেখে আসবেন চলুন, আমি একা যেতে পারবো না।"

বাউলটিও বিশেষ সমস্যায় পড়িয়াও চতুরতার সহিত বলিলেন, "বেশ চল।" বলিয়া আবার সামান্য পথ আসিয়া, রাধিকাকে যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহ আদরের ভঙ্গীতেই কাছে টানিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে গেলে তোমাকে ব'ক্‌বে, তুমি তো এইজন্য ভয় পাচ্ছ? আচ্ছা, তোমাকে আমি এমন একটি জিনিষ দিব সেটি খেলে তোমাকে আর বাড়ীতে কেউ কিছু ব'লতেই পারবেন না।"

বাউলের কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না। রাধিকার ভয়ই হইতেছিল, যদি সে ভয়ের কারণ না থাকে, তবে তো ভালই হয়। রাধিকা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

তাঁহার মনোগত ভাবটি যে এইরূপ হইবেই, বাউলটি ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। তিনি রাধিকার হাতে একটি জিনিস দিয়া বলিলেন,—'এটি চিবিয়ে খাও।'

সরলহৃদয় রাধিকা একটি শিকড় লইয়া মুখে দিলেন। তাঁহার মনে হইল—নিশ্চয় বাড়ীতে কেহ বকিবে না।

বাউল বলিলেন—"চল, আমি সঙ্গে যাচ্ছি তুমি ওটি চিবিয়ে খাও।"

রাধিকা তেমনি আগে আগে চলিতেছেন। আরও কিছুদূর আসিতেই, শিকড়ের বিষক্রিয়ায় পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না বাউলটি কখন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

রাধিকার জ্ঞান ফিরিতে দেখিলেন—তাঁহার বাবা, মা, শ্যামা, মেজদাদা, ন'দাদা, বড়বৌদি তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ কোন কথাই রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। রাধিকার কথা বলিবার ইচ্ছা হইলেও বলিতে পারিতেছেন না। দুপুর হইলে আবার তেমনি অবসাদ আসিল। বসিবার ইচ্ছা হইলেও আলস্য আসিতেছে।

বাহিরে কে কি বলিতেছেন, রাধিকার কানে আসিতেছে। তিনি শুনিতেছেন যে, তাঁহার বাবা বলিতেছেন—"ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রোনা ও ঘুমুক। জাগলেও ব'লোনা যে তোকে ভোরবেলায় রাস্তা থেকে চৌকীদার কুড়িয়ে এনেছে। ও কোথায় গিয়েছিল সব খবর নিচ্ছি, পুলিশ পাঠান হয়েছে। ও যদি জানতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, ছেলেধরারা চুরি করে নিয়ে গিয়ে, ওকে বিষ খাইয়েছে, অজ্ঞান ক'রে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে, তা'হলে ওর আবার তেমনি ভয় হবে।"

বাবার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সত্যই রাধিকার ভয় যেন আবার বাড়িতে লাগিল, মাথায় যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর আবার চিকিৎসক আসিয়া রাধিকাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—আর কোন ভয় নেই, ওকে তেমনি পাতলা জিনিস খাওয়াবেন, আজকের রাত্রিটা ভাল ঘুম হ'লেই কাল সুস্থ হবে।

রাধিকার সম্বন্ধে বাড়ীর সকলের অনেকটা দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল। রাত্রে তেমনি ব্যবস্থামত তাঁহাকে রাখা হইল। সকালে সবদিক দিয়া রাধিকা সুস্থ বোধ করিলেও শরীরে তখনও প্রচুর দুর্ব্বলতা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে ঐ ঘটনা শুনাইয়া কেহ কিছু আলোচনা করেন নাই।

রাধিকা সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া সত্যভামা দেবীও সুস্থ হইলেন। তিনি এই তিনদিন আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাগলিনীর মত হইয়াছিলেন।

কয়েকদিন পর রাধিকা শুনিলেন যে সেই ছেলেধরাটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের যে, তাহার পর হইতে সে পল্লীতে আর কোন বাউল-বৈষ্ণবের আসা যাওয়া দেখা যায় নাই। সেই অবধি রাধিকার মনে এমন আতঙ্ক লাগিয়া রহিল যে, কোন অপরিচিত লোক দেখিলেই তিনি ভয় পাইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিতেন।

কোনদিন কোন আখড়ায় গিয়া গান শুনিবার ইচ্ছা হইলেও তিনি যাইতে সাহস করিতেন না। তবে ইহার ফলে রাধিকার মনটি ভয়াতুর ও উদাস হইয়া গেল।

—০—

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার কণ্ঠে যাত্রা শোনার ফটো ঃ

যাঁহাদের ধারণা—আকস্মিক কোন ভয়াদিতে মানসিক ব্যাধির জন্ম হয় এবং সেই ব্যাধির জন্য তাহার স্বভাবটির পরিবর্ত্তন ঘটে, অতএব উৎসাহ বা সাহস সঞ্চার করিলে সে প্রকৃতিটি স্বচ্ছন্দে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করে, তাঁহারা আরও গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিবেন যে, দেহমনের মূল উপাদানগুলির এমন একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা সর্ব্বদা অনুকূল পরিবেশই চায়, প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যে আসিলেই কিছুটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। আবার সেই সঙ্কোচের মধ্যে নিজের প্রশস্ত পথ খুঁজিয়া বাহির করে। সেই সঙ্কোচের সময়ে নিজের অনুকূল রস সঞ্চয় করে। ক্রমশঃ তাহার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া সঙ্কোচের কারণগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া স্বভাব বশেই চলিতে থাকে।

তাহা ছাড়া দেহমনের মূল স্বভাবের আরও একটি দিক আছে, সেটির রহস্য বস্তুবাদের নিরীক্ষায় আসেনা, সেটির গতি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির আকর্ষণে গ্রথিত হইয়া থাকে। সে গ্রন্থনের পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না। রাধিকার মনোগ্রন্থি এমনই দ্বৈধ ধারায় উন্মেষিত হইয়াছিল।

শিশুর মনে আবেগ, ভীতি ও স্নেহের সঞ্চারে গতি স্তব্ধতা ও অনুরাগ থাকে, রাধিকার মনও সেই শিশুসুলভ গঠনের ব্যতিক্রম করে নাই। তাঁহার দৈহিক বিকাশও তেমনি কমনীয় লাবণ্যে পূর্ণ হইতেছিল ; কিন্তু তাহারই ভিতর দিয়া একটি অচিন্ত্যশক্তির অনুভূতিও তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। ইহাই তাঁহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ।

সেই যে বাউল-বৈষ্ণবের সম্মোহনের কবলে পড়িয়া তিনি এক বিভীষিকার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতেই, তিনি মাত্র কয়েকদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবসময়ে সজাগ সাবধান হইয়া থাকিয়াও আবার ধীরে ধীরে যেন সে স্মৃতি মুছিয়া যাইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যভামা দেবী ও তুর্গাচরণবাবুও মনে করিতেন রাধিকাকে আর বারণ করিবার প্রয়োজন নাই, নিজেই সে সাবধান হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতেন—রাধিকা স্কুলে যায়, খেলার সাথী লইয়া বাগানে বৈঠকখানায় বসিয়া গান করে। কিন্তু কয়েকদিনের পর লক্ষ্য করিলেন বাড়ীর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ শুনিতে যাইবার আগ্রহ করিতেছে।

ইহাতে এমন কিছু ভাবিবার ছিল না! তাঁহারাও সেটিকে তৃপ্তির চক্ষেই দেখিতেন। তবে গান শুনিবার আগ্রহটি লেখাপড়ায় ক্ষতি না করে ইহাও ভাবিতেন।

অনেকদিন রাধিকাকে দেখিতে পান নাই মনে করিয়া তারিণীবাবু কয়েকদিনের জন্য সহরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। রাধিকাও যেন তাঁহাকে পাইয়া পরম সুখী হইয়াছেন। বৈকালে সন্ধ্যায় জ্যেঠার সহিত বাহিরে বেড়াইতে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

পাড়ার বা সহরের ভিতর ছোট খাটো যে সব অনুষ্ঠান হইয়াছে রাধিকা জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে সেখানে গিয়াছেন। কিন্তু সহর ছাড়িয়া দূরে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই। কারণ, সে খবর বাড়ীতে পৌঁছিত না, যাঁহারা যাইতেন তাঁহাদের কাছেই থাকিত।

কিন্তু একদিন কেমন করিয়া রাধিকা শুনিয়াছেন, সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মতিরায়ের যাত্রা হইবে। রাধিকা একবার ভাবিলেন—জ্যেঠার সঙ্গেই যাই, কিন্তু জানাইবার অবসর নাই। স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখিলেন জ্যেঠা বাড়ীতে নাই।

রাধিকা স্থির করিলেন—শ্যামার সঙ্গে যাইব, সেকথা শ্যামাকে জানাইলে সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল "হাঁ নিয়ে যাবো। তুমি কাউকে ব'লো না। সন্ধ্যায় নিয়ে যাব তৈরী থেকো।"

শ্যামার কথায় রাধিকা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। শ্যামা জানিত—রাধিকার আবদারের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি জানাইতে হইবে। তাহার পর যাহা করিবার করা হইবে। সেই হিসাবে রাধিকার গোপন অভিপ্রায়ের সংবাদ সে সত্যভামা দেবীকে জানাইল। সত্যভামা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবীও শ্যামার স্বীকৃতিতে সম্মতি জানাইয়া, চোখ টিপিয়া বলিয়া দিলেন, "তুই নিয়ে যাবি বলেছিস্ তো, বেশ, ও তোর জন্যে অপেক্ষা করুক, তুই সন্ধ্যের পর এদিকে আর আসিস্ না। কতক্ষণই বা ও জেগে থাকবে, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু মা জানিতেন না, রাধিকার নিদ্রার আবেশ অপেক্ষা যাত্রার আকর্ষণ বেশী।

তাঁহারা সে বিষয়ে যতই সাবধান হইলেন, রাধিকাও সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে ততই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সঙ্গের পথদর্শিকা শ্যামার সহিত আর সাক্ষাৎই হইল না। অবশেষে রাধিকা ঠিক করিলেন—'একাই যাব।'

দাদারা জানিতে পারিবেন না, বাবার আসিতে দেরী হইবে, আর আসিলেই তাঁহাকে খোঁজ করিবার কি আছে। অতএব একা যাওয়াই স্থির করিয়া রাত্রির আহার সারিয়া লইলেন।

রাধিকার উদ্বেগ বাড়িতেই লাগিল। তাঁহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া অনেকে যাত্রা শুনিতে যাইতেছেন। এমন কি জ্যেঠা মহাশয়ও আহার করিয়া রাধিকাকে না ডাকিয়া যাত্রা শুনিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। শ্যামা আসিল না, কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—সে কোথায়?

সেই ঘরে বসিয়া মানসনয়নে তিনি যাত্রার আসর দেখিতে পাইলেন। "পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তিই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। এমন কি তাঁহাকে লুকাইয়া শ্যামাও সেখানে গিয়াছে। যাত্রা আরম্ভ হইতে আর একটু দেরী। জ্যেঠামহাশয়ও আসরের সামনে গিয়া বসিয়াছেন।"

রাধিকার পক্ষে তখন ঘরে থাকা অসম্ভব হইল। যাত্রা তিনি শুনিবেনই। কিন্তু তাঁহার ভাবনা হইল—সন্ধ্যার অন্ধকারে সহর ছাড়িয়া গ্রামের কোন্ পথ দিয়া তিনি যাইবেন? তাহার পরই মনে পড়িল, পথে বাহির হইলে নিশ্চয় আরও লোকজনের সহিত তাঁহার দেখা হইবে। যাত্রা আরম্ভ হইতে এখনও একটু দেরী আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মনের প্রবল উৎকণ্ঠায় আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। অতি সঙ্গোপনে বাহির হইলেন। সদরের দুয়ার পার হইয়াই দেখিলেন পথে কয়েকজন যাইতেছেন। রাধিকা তাঁহাদের সঙ্গ পাইলেন।

কিন্তু রাধিকার জ্যেঠামহাশয় তখনও আসরে উপস্থিত হন নাই। তিনি পথেই ছিলেন। রাধিকা কিছু পথ পরম উৎসাহের সহিত আসিতে আসিতে অকস্মাৎ দাঁড়াইলেন। রাধিকা পথযাত্রিদিগকে পাশ কাটাইয়া চলিতেছিলেন। পিছন হইতে ডাক পড়িল—"রাধিকে!"

এই সুপরিচিত কণ্ঠস্বরই তাঁহার গতি থামাইয়াছে। সে স্বর তারিণীবাবুর। তিনি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রাই শুনিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু এই পথে হঠাৎ বাধিকাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াই ডাকিয়াছেন।

রাধিকাও কিছু কম বিস্মিত হন নাই। বাধ্য হইয়াই পথের পাশে দাঁড়াইলেন। জ্যেঠামহাশয় তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তুই একা কি ক'রে এলি? শ্যামা এলো না? নিশ্চয় বাড়ীতে ব'লে আসিস্ নি!

রাধিকা নিরুত্তর। তাঁহার মনের আশঙ্কা—জ্যেঠামহাশয়ের আদেশে পাছে বাড়ী ফিরিতে হয়। উহাই তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। তারিণীবাবু রাধিকার যাত্রা শোনার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া এখন কি করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া রাধিকার উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তিনি নিরুত্তর।

তিনি সঙ্গের যাত্রীদের দিকে চাহিলেন। তাঁহারাও তারিণীবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন—বাড়ীতে যদি ব'লে না এসে থাকে তাহলে বড় দুশ্চিন্তার কথা।

তাঁহাদের কথা সমর্থন করিয়া তারিণীবাবু আবার বলিলেন—"নিশ্চয় ও ব'লে আসে নাই। কিন্তু এখন কি করা যায়? এতটা পথ ওকে একাই বা ছেড়ে দিই কি ক'রে? তবে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একটু খবর দিয়ে এস তাহ'লে ভাল হয়। বাড়ীতে ব'লবে—রাধিকা আমার সঙ্গে গেছে, তাঁরা যেন না ভাবেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা বলিয়াও তারিণীবাবু আবার কি ভাবিয়া বলিলেন—"তার চেয়ে ওকেই সঙ্গে নিয়ে যাও, বাড়ীতে রেখে এস, রাত জেগে অসুখ করতে পারে।"

জ্যেঠামহাশয়ের পূর্ব্বের কথায় রাধিকার মনে উল্লাস হইয়াছিল, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে রাধিকা দুঃখিত হইলেন। প্রতিবাদও করা চলে না, বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেও 'না' করিবার উপায় নাই। রাধিকা যেন বিপন্নের আবেদনের দৃষ্টিতে জ্যেঠার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারিণীবাবু রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কাতর দৃষ্টির আবেদনটুকু বুঝিতে পারিয়া বোধহয় আবার অন্য মত করিলেন। কিছু বিরক্তিও ছিল তাহাতে। তিনি রাধিকাকে প্রশ্ন করিলেন—"তুই বাড়ী যাবি ?"

রাধিকা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন—'না।'

তাহার সহিত পথের সঙ্গিগণও বলিলেন—আচ্ছা চলুক না, ও আমাদের গান শোনাবে। আমাদের মধ্যে কেউ আপনাদের বাড়ী গিয়ে খবরটা দিয়ে আসুক।

অবশেষে তাহাই হইল। বাড়ীতেও খবর পাঠান হইল, রাধিকারও যাত্রা শুনিতে যাওয়া হইল। কিছুটা পথ আসার পরই একটা প্রকাণ্ড বিল। তাহারই পাশ দিয়া সরু পথ। তবে বহুলোক সেই পথ দিয়া চলিতেছে বলিয়া সেখানকার নির্জ্জনতা আর ছিল না।

রাধিকাকে সেই সরু পথে হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধা মনে করিয়া জ্যেঠা মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিলেন। পথের যাত্রিগণ তাঁহার কোল হইতে লইয়া বিলটুকু রাধিকাকে কাঁধে লইয়াই পার হইলেন। কাঁধে করিয়াই তাঁহাদের মনে জাগিল—রাধিকার কণ্ঠস্বর মধুর, গান করিতে বলি। রাধিকাকে আর নামিতে হইল না। সেই কাঁধে বসিয়াই গান ধরিলেন।

"ওহে, দীনতারণ পতিতপাবন
দেখা দাও আজ কৃপাসিন্ধু হরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তুমি) যুগে যুগে আসি হও পর কাশি
(জীবে) নামডোরে বাঁধি তার ভববারি ॥”

পথে যাঁহারা আগাইয়া গিয়াছিলেন রাধিকার গানে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাও সমীপে আসিলেন। তারিণীবাবু যেন সেই গানটুকুতে একটু নূতন আস্বাদ পাইলেন।

পথযাত্রিগণ বলিলেন, “আমাদের যাত্রা শুন্‌তে যাওয়ার আর কি দরকার ? এইখানেই তো শোনা হ’চ্ছে।’

রাধিকার পক্ষে ইহা এমন কিছু নূতন নয়। তাঁহাকে ইহারা যে লইয়া আসিতে রাজী হইয়াছেন সেই উপকারেরই ইহা যেন গান দিয়াই পারিতোষিক দান।

রাধিকাকে তেমনি কাঁধে লইয়াই যাত্রার আসর পর্য্যন্ত তাঁহারা চলিলেন। তখনও মূল অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। স্বয়ং মতিরায় আজ অভিনয় করিবেন। চতুর্দ্দিকে জনতা ঘিরিয়া বসিয়াছে। “স্বর্ণসীতা” অভিনীত হইবে। মতিরায় নাম শুনিয়া আসরে এতটুকু কলরব নাই। আসরের সামনেই তারিণীবাবু রাধিকাকে কোলে লইয়া বসিলেন।

নাটকের প্রথম হইতেই রাধিকা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। কুশ-লব তাহাদের বনবাসিনী জননীর নিকট পিতৃপরিচয় শুনিতেছেন ও আবার শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় আসিয়া রামায়ণ গান করিতেছেন। শ্রীহনূমান প্রভুর আদেশ পালনে কি বীরত্ব দেখাইয়া কত কথা বলিতেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি যখন কথা ও গানের মধ্য দিয়া অভিনীত হইতেছে, রাধিকা তখন একান্ত নিবিষ্ট হইয়া শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেছেন।

মাঝে মাঝে আরও উদ্‌গ্রীব হইয়া অভিনেতাদিগকে দেখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। প্রত্যেকটি গান যেন শুনামাত্রই তেমনি সুর ও তালের সহিত তখনই আয়ত্ত করিতেছেন।

রাধিকা যাঁহাদের সহিত আসিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন—রাধিকা শ্রুতিধর, আজ রাধিকাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া পূর্ব্বের ধারণা যথার্থ বলিয়া অনুভব করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিনয়ের সহিত রাত্রিও শেষ হইয়াছে। সারারাত্রি জাগার ক্লান্তি সকলেরই আসিয়াছে, কিন্তু রাধিকা যেন কোনই ক্লান্তি বোধ করিতেছেন না। তিনি যেন আরও শুনিতে চান। ভোর হইবার কিছু আগেই শ্রোতৃবৃন্দ বাড়ী ফিরিতেছেন, রাধিকাও তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের হাত ধরিয়া আসিতে লাগিলেন। যাঁহারা সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা অভিনয়ের প্রশংসার সহিত মাঝে মাঝে রাধিকার কথাও তুলিয়াছেন।

মধ্যপথে আসিয়া কৌতূহলের বশেই তারিণীবাবু রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাধিকা! রাত্রি জেগে যে যাত্রা শুন্‌লি, তোর কিছু মনে আছে? তুই ওমনি করে গান গাইতে পারিস্?"

রাধিকার মনে তখনই উল্লাস-গৌরব জাগিল ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন হ্যাঁ এখনই পারি।

তাহার সপ্রেম উল্লাসে তারিণীবাবুরও মনে যেন পরীক্ষার প্রশ্ন জাগিল। তিনি ব'লিলেন—"বনবাসিনী সীতা দেবী কুশলবকে যে গানটি বল্‌লেন, সেইটি গা দেখি!"

রাধিকা সেইখানেই দাঁড়াইলেন। যেভাবে দেবী জানকী আস্তে আস্তে আসিয়া দুই হাত দিয়া কুশলবকে বুকের কাছে টানিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া বলিতেছেন—

"ওরে কুশলব ধোরো না রে বাপ
(ও যে) রঘুকুলমণির যজ্ঞের রতন॥
(তিনি) রাজরাজেশ্বর বীর ধুরন্ধর
(ক'রেছেন) প্রজারই রঞ্জনে (শুভ) যজ্ঞের আরাধন।
(তোমরা) দুঃখিনীর ধন তাপস জীবন
অশ্বেরে বাঁধিলে পাইবে তাড়ন।
(তিনি) সমরে সংহারি রাজা দশানন—
পেয়েছেন আজ রাজ্যের শাসন॥"

রাধিকার কণ্ঠে বসিয়া দেবী জনকনন্দিনীই যেন নিজ ভাবের আবেগ সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারিণীবাবুও যাত্রা শোনার সময় এইভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই। রাধিকার গান শুনিয়া বিস্ময়ের সুরেই বলিলেন—"রাধিকে তুই যে একেবারে অবিকল ফটো তুলে এনেছিস্।"

জ্যেঠামহাশয়ের কথায় রাধিকা লজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন, এ গানে তাহার এমন কি কৃতিত্ব আছে? সে ত গানই গাহিয়াছে। তাঁহার কথায় তিনি মুখ নীচু করিয়া রহিলেন। পথের সঙ্গিগণ এতক্ষণ মুখ নীচু করিয়া রাধিকার দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই কুমারের অসাধারণ ও অভিনব প্রতিভা দেখিয়া কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তথাপি মৃদু ভাষায় কানাকানি করিয়াই বলিলেন—"রাধিকা যা দেখে যা শুনে সব ওর মনের পটে আঁকা হ'য়ে থাকে।"

সকলে বাড়ীর পথ ধরিয়া সকাল হইবার একটু আগেই বাড়ী পৌঁছিলেন। তারিণীবাবু রাধিকাকে পিছনে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তথাপি রাধিকা তাঁহার পিতার সম্মুখেই পড়িলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, রাধিকাও চুপ করিয়া ভিতর বাড়ীতে যাইতেছিলেন, সত্যভামা দেবী তাঁহাকে দেখিলেন। একটু হাসিয়া সরিয়া গেলেন। রাধিকা বিপদ্‌মুক্ত হইলেন। যদিও তিনি জানিতেন—জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে আছি।

রাধিকা কাপড় জামা ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইলেন যে, তাহার জ্যেঠামহাশয়কে পিতৃদেব বলিতেছেন—"বুঝতে পারছি না রাধিকার কোন দিকে টান্। ওর দাদারাও পড়া শোনা করেছে, গান-বাজনাও করে, কিন্তু রাধিকার যেন গান করা গান শোনার দিকেই বেশী ঝোঁক। পড়াশোনায় অমনোযোগী নয়, তবে সেটা যেন না করলে নয় তাই ক'রে। কাল আপনার বৌমার সঙ্গে তাই কথা হচ্ছিল, হরিনাম করার মধ্যে ওর একটা বিশেষ নেশা, ছোট লোকদের ছেলেদের সঙ্গেও দিব্য বসে হরিনাম যাত্রা করে। আমার মনে হয়—একবার ব্রাহ্মণকান্দায় গিয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে ওর কোষ্ঠীটা দেখাই—ওর ভবিষ্যৎ কেমন হবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতার কথাগুলি রাধিকা নিবিষ্টমনেই শুনিলেন। কিন্তু তিনি ছোট লোকদের ছেলে বলিলেন, এইটিতে যেন কষ্ট হইল। পিতার কথায় তাঁহার জেঠা মহাশয় কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

সেদিন দুপুরে স্নানাহারের পর রাত্রি জাগার জন্য রাধিকা পিতার ঘরেই শুইয়াছিলেন। দুর্গাচরণবাবুও ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাধিকা তখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন।

সত্যভামা দেবী বোধহয় সে ঘরে যাতায়াত করিতে করিতে শুনিলেন রাধিকা ঘুমের ঘোরে কি বকিতেছে। তিনি স্বামীর মুখপানে চাহিলেন। দুর্গাচরণবাবুও মৃদু হাসিয়া পত্নীর দিকে চাহিয়া ঈসারায় জানাইলেন—শোন শোন কি বলছে।

রাধিকা এমনভাবে বলিতেছেন যেন জাগিয়াই কথা বলিতেছেন—

'বল বল প্রভু কোন সাধ বাকি আছে তব ?
এ দাস সম্মুখে দাঁড়াইয়ে।
তব নামবলে বলী হ'য়ে এখনি সাধিবে
রামদাসে অসাধ্য নাহিক কিছু।'

আরও থামিয়া অস্ফুট ভাবে কি বলিলেন, তাঁহার কথাগুলি সত্যভামা দেবী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দুর্গাচরণবাবু রাধিকার পাশেই একটু কাৎ হইয়া মুখ তুলিয়া হাসিতে হাসিতে পত্নীকে সেগুলি শুনাইলেন। সে কথায় সত্যভামা দেবীরও হাসি পাইল। দুর্গাচরণবাবুও তাঁহাকে শ্লেষ করিয়া বলিলেন—"হাস্‌ছো কি ? তোমার ছেলে যে হনূমান্ হ'য়ে গেছে, ওর কি নেশা দেখছো যাত্রা যেন গিলে খেয়ে এসেছে—তাতে বোধহয় হনূমানের কথা ছিল। তিনি ওমনি ক'রে নিশ্চয় রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছেন।"

আবার একটু হাসিয়া বলিলেন,"রাধিকা তো কালে একটি হনূমান হবে কি না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যভামা দেবী রাধিকাকে পাশ ফিরাইয়া শোওয়াইয়া চলিয়া গেলেন। রাধিকা বৈকালে জাগিলে পর সত্যভামা দেবী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে রাধিকে! দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি ব'লছিলি ?"

রাধিকার উত্তর দিবার কিছু ছিল না। ঘুমের ছবি মনে থাকিলেই কি সব সময় বলা যায় ?

—০—

রাধিকার কোষ্ঠী গণনা।

মাতাপিতার মনে সন্তান-সন্ততির জন্য অনেক সময় প্রশ্ন জাগে—বর্ত্তমান জীবন ছাড়াও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি কি প্রকার, গ্রহনক্ষত্রাদি বা কীদৃশ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় কোন অমঙ্গল ঘটিবে কি না।

ইহা স্বাভাবিক। সেই স্বভাব প্রেরণার মুহূর্ত্তটি অনেক সময় নৈরাশ্যের শিহরণও জাগায়, আবার উৎসাহ-চাঞ্চল্যও আনিয়া দেয়। তেমনি প্রেরণাবশেই দুর্গাচরণবাবু সেদিন সত্যভামা দেবীর সহিত রাধিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের উভয়েরই শঙ্কা—রাধিকার যেরূপ উদাস স্বভাব এবং শ্রীহরিনামের উপর যেরূপ আগ্রহ না জানি ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাছাড়া সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক আদর-যত্ন—ইহাও যেন ভবিষ্যতের প্রতি কিছু ইঙ্গিত করিতেছে।

রাধিকার অন্যান্য দাদারা যেমন পড়াশোনার পর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছে, রাধিকার গতি-প্রকৃতি সেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তা ছাড়া এক একটি ছেলের আদর্শ থাকে ভবিষ্যতে সে কিরূপ হইতে চায় এবং নিজ নিজ বাসনা অনুরূপ এক একটি আদর্শকে গ্রহণ করে। রাধিকার কথবার্ত্তায় কিংবা হাবভাবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। অতএব তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানিবার ঔৎসুক্য আসা স্বাভাবিক।

সেইজন্য অবসরমত সেই উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি করিবার ইচ্ছাতেই যেন কয়েকদিন পর একদিন সকালে সত্যভামা দেবীর নিকট হইতে রাধিকার কোষ্ঠীটি চাহিয়া লইয়া দুর্গাচরণবাবু বলিলেন—"আজ থেকে কয়েকদিন ছুটি আছে, একবার ব্রাহ্মণকান্দায় ঘুরে আসি, অমনি রাধিকার কোষ্ঠীটিও দেখিয়ে আসি।

তখনকার দিনে ফরিদপুর শহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন—যোগেন্দ্রনাথ ন্যায়রত্ন। বহু ছাত্র তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত। পণ্ডিত মহাশয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

দুর্গাচরণবাবু তাঁহার টোল বাড়ীতে আসিতেই পণ্ডিত মহাশয় বিশেষভাবেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। গুপ্তমহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় বহুদিনের। কথাপ্রসঙ্গে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর দুর্গাচরণবাবু রাধিকার কোষ্ঠীখানি তাঁহার হাতে দিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়েরই রচিত কোষ্ঠী। কিন্তু রচনার সময় তত গভীরভাবে আলোচনা করিয়া, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারেন নাই। দুর্গাচরণবাবু স্বয়ং যখন কোষ্ঠীটি লইয়া ফলাফল জানিতে আসিয়াছেন তখন কোষ্ঠীর যে সমস্ত স্থান লক্ষণীয় সেইগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

তাঁহার মুখে মাঝে মাঝে যেন সে সময়ে বিস্ময়ের ছায়া পড়িতে লাগিল। দুর্গাচরণবাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনোভাব অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কোষ্ঠীর গ্রহ-স্থানগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে মোটামুটিভাবে হাতেই গণনা করিতে লাগিলেন।

তাং ১২৮৩ সাল, ২২শে চৈত্র মঙ্গলবার, নিশা দং ১৬।১৪॥ ইং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ ৩রা এপ্রিল, রাত্রি ১২।৪১।২৯॥ শকাব্দা ১৭৯৮।১১। ২১।৪৬।৫৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফরিদপুর | বিংশোত্তরী

হোরা লং ৬।৬।৪৫।৫২

বৃং কে ৭৫।৬।৩

বৃং শুং ২।৮।০

৭৮।২।৩

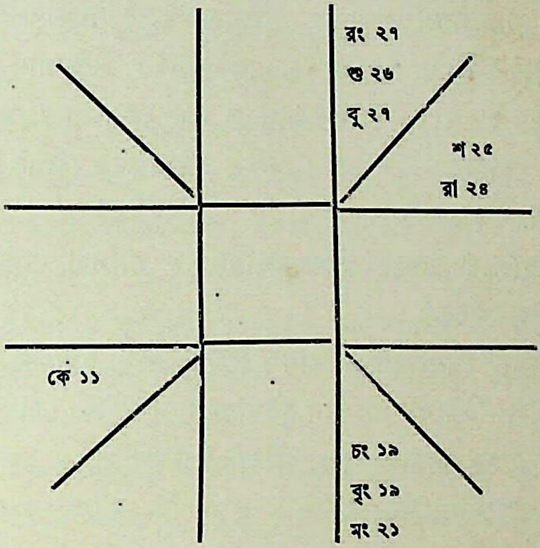

লং ১৮।৪০।৫

হাতের গণনা ছাড়িয়া কাগজেও অঙ্ক কষিলেন। কিন্তু কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া দুর্গাচরণবাবু প্রশ্ন করিলেন—"ন্যায়রত্নমহাশয়! ছেলেটাকে কেমন দেখছেন?"

গণনাপত্রে চোখ রাখিয়াই তিনি উত্তর দিলেন "রাধিকা বাবাজীর সম্বন্ধে আপনার কি জানতে ইচ্ছা?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন "জানতে ইচ্ছা তো সবই, তবে মোটামুটি একটু বলুন।"

গুপ্তমহাশয়ের কথায় পণ্ডিত মহাশয় তখনও যেন কি ভাবিতে-ছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছায় তাঁহাকেই প্রশ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন—"আচ্ছা এর সম্বন্ধে আপনাকে দু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি এর বৈশিষ্ট্য কিসে ?"

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রশ্ন করিবার রীতি দেখিয়া গুপ্তমহাশয় যেন একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন—"বৈশিষ্ট্য ওর সবটাই। জন্মের আগেও যেমন, আর হ'য়ে অবধিও তেমনিই নিত্য নূতন এক একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। হরিনামের গান শেখা আর গান শোনান। পাড়ার অন্যান্য নিম্নজাতির ছেলেদের সঙ্গে মিশে হরিনাম কীর্ত্তন করা এক স্বভাব। ওই গান না করিলে যেন ওর সুখ হয় না। লেখাপড়ায় যে মন নেই তা নয়, তবে হোলো হোলো না হোলো না হোলো। কিন্তু হরিনামটির বেলায় তা চ'লবে না, ওটি ওকে ক'রতেই হবে।"

গুপ্তমহাশয়ের উত্তরে পণ্ডিত মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ওর কি খুব ফাঁড়া গেছে ?

এ কথায় যেন দুর্গাচরণবাবু বিশেষ চঞ্চল হইলেন। রাধিকা যে কতগুলি বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার মুখে যেন কিছু শঙ্কার ছাপ পড়িল। উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে ফাঁড়া একটা নয়, অনেক ফাঁড়া গেছে! তবে কি ক'রে যে রক্ষা পায় তা বুঝি না।"

তাহার পরই তিনি জন্মকাল হইতে দেবীপূজা, আশ্বিনের ঝড়, ইত্যাদি কাহিনীগুলি বলিতে লাগিলেন।

পণ্ডিতমহাশয়ও তাঁহার কথাগুলি নিবিষ্ট মনেই শুনিতেছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া করযোড়ে অলক্ষ্যে প্রণামও জানাইলেন।

পণ্ডিতমহাশয়ের তৎকালিক অবস্থা দেখিয়া গুপ্তমহাশয়ের মনে হইল যেন রাধিকার কোষ্ঠীর ফল বিস্ময়করই হইবে। তিনি আর কিছু না বলিয়া কোষ্ঠীর ফল শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ কিছু বলিতেছেন না এবং বেলা বাড়ী তেছে, অনেকটা পথ তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার দিকে চাহিতেই পণ্ডিত মহাশয়ই বলিলেন—"যাক্, ছেলেটির সম্বন্ধে এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হ'ন যে, ও অসাধারণ ছেলে। ওর জন্য আপনি ধন্য, আমারও জীবন ধন্য যে, ঐ ছেলের কোষ্ঠী দেখতে পেলাম।

তাঁহার এই অস্পষ্ট কথায় গুপ্তমহাশয় কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু যে কারণে তাঁহার এখানে আসা তাহারও তৃপ্তি হইল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাধিকার ভবিষ্যতের ফল কেমন যাবে? পণ্ডিত মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "যা বলবার লিখে দিয়েছি পরে দেখ্‌বেন।"

ইহার উত্তরে আর কিছু বলিবার নাই। তারপর দুই চারটি কথায় পরস্পরের সাংসারিক সংবাদ লইয়া, গুপ্তমহাশয় তাঁহার হাতে বিনয়ের সহিত কিছু দক্ষিণা দিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও গুপ্তমহাশয়কে প্রতিপ্রণাম ও বিদায়সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন—"আর কতদিন চাকরী কর্‌তে হবে?"

গুপ্তমহাশয় তাঁহার সপ্রীতি ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"আজ্ঞে এই বাংলা ছিয়ানব্বই সালেই পেন্‌সন্ পাব। তারপর মনে ক'রেছি—কাশীতেই শেষ জীবনটা কাটাব।"

তাঁহার কথায় ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজের সংসার-বন্ধন চিন্তা করিয়া মনে বোধ হয় বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"আপনি তো কাজগুছিয়ে নিয়ে তীর্থবাস ক'রতে চল্‌লেন। আমাদের জীবনে আর এই সংসারের বন্ধন কাটিল না।

সে কথায় গুপ্তমহাশয় বোধহয় সঙ্কুচিতই হইলেন। হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন যেন সুস্থদেহে বাকি জীবনটা কাটাতে পারি। এখন থেকেই তো দেহে বাতের প্রকোপ দেখা দিচ্ছে।"

দুর্গাচরণবাবু গমনোদ্যত হইয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথায় মনে পূর্ণ শান্তি না পাইয়া যেন কি ভাবিয়া আবার বলিলেন—"আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখে শুনতে ইচ্ছা হ'চ্ছে—ছেলেটিকে কেমন দেখলেন ? বিদ্যাবুদ্ধি কিছু হবে ?”

পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন রাধিকার সম্বন্ধে এখনও গুপ্তমহাশয়ের পরিষ্কার ধারণা হয় নাই। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“আপনাকে তো ব'ল্লাম তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে সবই লিখে দিয়েছি।”

এ কথার উপর আর প্রশ্ন করা চলে না, অথচ ঠিক্ ঠিক্ ধারণাও তেমন কিছু হইতেছে না, কেমন একটা উদ্বেগ হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা—রাধিকার বিদ্যাভাগ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা জানিয়াই লন। কিন্তু তখনই মনে হইল ভাগ্যে তার যা আছে হবে। অত চিন্তার কি আছে ?

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া গুপ্তমহাশয় নীলটুনির পথে অগ্রসর হইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

বেলা হইতেছে দেখিয়া সত্যভামা দেবী তাঁহার জন্য চঞ্চল হইয়া পথপানে চাহিতেছিলেন। দুর্গাচরণবাবু বাড়ী ফিরিতেই সত্যভামা দেবী লক্ষ্য করিলেন তাঁহার মুখ যেন বিশেষ প্রসন্ন নয়, তিনি সম্মুখে আসিতেই দুর্গাচরবাবু কোষ্ঠীখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—“রেখে দাও, ফলাফল পরে শুন্‌বে।”

তথাপি সত্যভামা দেবী উৎকণ্ঠার সহিত একবার জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন দেখ্‌লে ?”

দুর্গাচরণবাবু দেখিলেন রাধিকা সেইদিকে আসিতেছে, তাই ইঙ্গিতে বল্‌লেন—“এখন থাক্।”

রাধিকা জানিত বাবা আমারই কোষ্ঠী দেখাইতে ব্রাহ্মণকান্দায় গিয়াছিলেন এইমাত্র বাড়ী ফিরিলেন। কোষ্ঠীর ফল জানিবার জন্য তাঁহার মনেও কৌতুক ছিল ; কিন্তু নিকটে যাইতে সাহস হইল না। সত্যভামা দেবী কোষ্ঠীখানি যেখানে রাখিলেন তাহা রাধিকার চোখে পড়িল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতার উপদেশ ৷

সেইদিন অপরাহ্নে দুর্গাচরণবাবু আর বাহিরে না গিয়া বাড়ীতেই ছিলেন। বোধহয় সত্যভামা দেবীর সহিত রাধিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল।

সত্যভামা দেবী তাঁহার নিকটে আসিতেই তিনি বলিলেন—"রাধিকা কোথায় ?"

সত্যভামা দেবী মনে করিলেন—হয়তো তাহার সহিত কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু রাধিকাকে তো বড় একটা ডাকেন না এবং রাধিকাও বেশী কাছে আসে না। সেইভাবেই বলিলেন—"স্কুল থেকে এসে বাড়ীতেই আছে।"

রাধিকার সম্বন্ধে যেন আরও কিছু বলিবেন এইভাবেই কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন দেখ—"পেন্‌সন্ পেতে তো আর বেশী দেরী নাই—শরীরটাও ক্রমশঃ দুর্ব্বল বোধ হ'চ্ছে। মনে করছি, পেন্‌সনের আগে কয়েকমাস ছুটি নিয়ে কাশী যাই।"

তাঁহার কথায় সত্যভামা দেবীরও উল্লাস হইয়াছিল। কারণ তিনি মনে মনে জানিতেন—তাঁহাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। ইহা মনে করিয়া সত্যভামা দেবী বলিলেন—"রাধিকার সম্বন্ধে কি ক'রবে? সেও কি সঙ্গে যাবে ?"

রাধিকাকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই দুর্গাচরণবাবু বলিলেন—"তুমি থাক্‌লে রাধিকার জন্য আর কি করার আছে ?"

একথায় আর মনে করাই চলে না যে তাঁহাকে পতির সঙ্গে কাশী যাইতে হইবে। তথাপি একবার বলিলেন—"তুমি একাই কাশী যেতে চাও ?"

কাশীতে একা থাকা পত্নীর ইচ্ছা নয়,—সঙ্গে যাইতে চান কিন্তু শরীর এখন এত অপটু হয় নাই যে সেখানে থাকার জন্য এখনই কোন সাহায্যের প্রয়োজন। তাছাড়া এখানেও সত্যভামা দেবীর সাংসারিক কাজ মিটে নাই—সেই ভাবিয়াই তিনি বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হ্যাঁ এখন দিনকতক একা গিয়ে দেখি, যদি নিতান্ত দরকার হয় দেখা যাবে।"

স্বামীর এই কথার উপর আর বলিবার কি থাকিতে পারে? সত্যভামা দেবী ভাবিলেন কাশীতে তাহার ভগিনীপতির বাড়ী আছে। তিনি সেইখানেই সংসার লইয়া আছেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিলে, স্বামীর সেবা যত্নের ত্রুটি হইবে না। যদি কয়েকদিন গিয়া থাকিতে চান তো থাকুন, অতএব এখনই ইঁহার সহিত গিয়া কি হইবে? তবে ভাবিবার কথা রাধিকার জন্য। যদিও সে এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে। তাহার দাদারা নিজেদের কাজ লইয়াই এখানে সেখানে যাতায়াত করে, রাধিকাকে নজরে রাখিবার মত কেহই সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকে না। একটু আধটু শাসন না থাকিলে হয়ত উহার চাঞ্চল্য বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই ভাবিয়াই সত্যভামা দেবী বলিলেন—"রাধিকার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম।"

পত্নীর প্রশ্নটিও চিন্তা কবিবার মত। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইটিই পত্নীকে বলিলেন—"আমিও রাধিকার কথা ভেবেছি। যতীন কুমারপুর থেকে আসা যাওয়া করছে; দেবেন হয়তো শীগগির নাটোর যাবে, বীরুতো বরিশালে, এক অনুকূল বাড়ীতে থাকে, সেও তো নিজের পড়াশোনা নিয়ে আছে, আর রাধিকার যে রকম মতিগতি তাতে হয় তো ও হরিনামের দল নিয়েই থাক্‌বে। গিরীন বা স্থরেন ওকে বশে আন্‌তে পারবে না। রাধিকাও ওদের কথা শুন্‌বে না। তাই মনে করছি রাধিকাকে ভরতের কাছে পাঠিয়ে দিই।"

ভরতের কথা তুলিতেই সত্যভামা দেবী স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। কারণ তিনি তাঁহার ভাইয়ের স্বভাব ভাল ভাবেই জানিতেন। বড়ই কঠোর প্রকৃতির মানুষ। রাধিকার হরিনাম করা হয়ত তাঁহার ভালই লাগিবে না। রাধিকাও হরিনাম না হইলে থাকিতে পারে না। তাঁর ভাইটি এদিকে ভালই, কিন্তু হরিনামের উপর তাহার একটু বিদ্বেষ আছে। হয়ত এইজন্যই রাধিকাকে বেশী শাসন করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু পড়াশুনার সময় হরিনামের অতটা নেশার জন্য শাসন না করিলেও তাহার ক্ষতি করা হয়। এইরূপ নানা কিছু ভাবিয়াই কতকটা অনুৎসাহের স্বরেই বলিলেন—"তা দেখ।"

রাধিকাকে ভরতের নিকট রাখিতে অনিচ্ছার কারণ কি বুঝিতে বিলম্ব হইল না, দুর্গাচরণবাবুও ভরতচন্দ্রের স্বভাব জানিতেন। এমন কি দীক্ষা উপাসনার ব্যাপারে দুর্গাচরণবাবুর সহিত কয়েকবার মতদ্বৈতের জন্য একটু মনকষাকষির ভাবও হইয়াছিল। তথাপি তিনি জানিতেন—ভরতের কর্ত্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট আছে।

সেইজন্যই দুর্গাচরণবাবু বলিলেন—"বেশ তো দিনকতক থাকুক না সেখানে। এখানে থেকে রাধিকা পড়াশোনা তো নামে মাত্রই করে, বাকি সময় তো ওইসব ছোটজাতের ছেলেদের সঙ্গে মিশে গান ক'রে বেড়ায়। এদিক দিয়ে তো কতকটা শুধরে যাবে।"

যদিও এইদিক দিয়া কথাটা যথেষ্ট সত্য। রাধিকা ভরতের শাসনে থাকিলে ওই স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের ধারাটি স্নেহময়ী জননীর মনঃপূত নহে। মা সন্তানের নিমিত্ত দেবতার নিকট মানত বা উপবাস করেন এবং প্রয়োজন হইলে নিজেও তাহার কল্যাণ কামনায় তাড়ন ভর্ৎসনাও করেন, কিন্তু অন্য কেহ তাহার উপর দণ্ডধারণ করুক, ইহা স্নেহ-কাতর মাতৃহৃদয়ে অসহনীয়।

এক্ষেত্রে যখন ভাইএর হাতে সাময়িক সমর্পণ করিতে হইবে, তখন স্বামীর কথায় অমত করিবার কিছুই নাই মনে করিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা, তাই ভাল, আর এক বছর হ'লেই তো ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা! তখন যা ভাল হয় ক'রো।"

সেই প্রসঙ্গেই সত্যভামা দেবীর মনে পড়িল, রাধিকার কোষ্ঠী দেখান হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জ্যোতিষী কি বলিলেন? সেই ইচ্ছাতেই সত্যভামা দেবী রাধিকার প্রসঙ্গ তুলিয়াই বলিলেন—"আজ যে ওর কোষ্ঠী দেখিয়ে এলে কি শুনলে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোষ্ঠীর ব্যাপারটি যে দুর্গাচরণবাবুর বিশেষ মনঃপূত হয় নাই এবং তাহা লইয়া আর বিশেষ কিছু ভাবেনও নাই, ইহা মনে ছিল না। তিনি গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই বল্লেন তো অনেক কথাই, ও ছেলে অসাধারণ, ওর জন্মের জন্য আমরা ধন্য, তিনিও ধন্য, কিন্তু সার কথা হলো "দারিদ্র্য, বন্ধু সহায়।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলে স্বামীর কথার উপর কথা দিয়া সত্যভামা দেবী বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন। জ্যোতিষীর কথা যে একেবারে গুরুতর কিছু নয় সেইটি বুঝাইবার জন্যই সত্যভামা দেবী বলিলেন, "রাখ তোমার জ্যোতিষীর কথা, খোকার সম্বন্ধেও জ্যোতিষী অনেক কথা ব'লেছিলেন, দীর্ঘায়ু হবে, ভাগ্যবান্ হবে, মস্ত বড় নাম করা পুরুষ হবে, তার কি হলো? সে সব কি মিল্‌লো কিছু?"

পত্নীর এই প্রতিবাদের সহিত তীব্র বিরক্তির ভাবটি যে তাঁহার সেই খোকাটির স্মৃতি জাগিয়া উঠার জন্য তাহা বুঝিয়াই, সে কথার গতি ফিরাইবার উদ্দেশে দুর্গাচরণবাবু বলিলেন—"না, না ও সব কিছু নয়, ওঁরা যতটা পারেন গণনা করেন। এখন রাধিকার জন্য যা দরকার তাই কর। ভরতের কাছেই রাধিকা কিছুদিন থাক্। এখানে থেকে বড় বাড়াবাড়ি ক'রছে।"

সত্যভামা দেবী স্বামীর কথায় যেন শ্লেষের সুর পাইলেন। "রাধিকা এখানে থেকে বড় বাড়াবাড়ি করছে," অর্থাৎ এই বাড়াবাড়ির জন্য যেন রাধিকার মাতাই দায়ী। তিনিও কথাটির উপর আর একটু বক্রভাব প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"ও যে হরিনাম ক'রে বেড়ায়, সেকি কেবল আমার দোষে? তুমিও তো এমন কিছু শাসন কর নাই।"

এইরূপ আরও দুই চারিটি কথায় সেদিন স্থির হইল—কয়েকদিন পর, দুর্গাচরণবাবু কাশী যাইবেন এবং রাধিকাকে নিলোখী গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে রাখা হইবে। দুর্গাচরণবাবু বসিয়া রহিলেন। একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়া তাঁহার ঘরে রাখিয়া সত্যভামা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, রাধিকা দুয়ারের পাশেই দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে পুস্তক, কিন্তু পড়িতেছিল বলিয়া মনে হইল না।

রাধিকা কখন আসিয়াছে, মা তাহা দেখিতে পান নাই। এখানে তাহার বসিয়া থাকা যে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য ইহাই মনে হইল। সত্যভামা দেবী বলিলেন—"তোমার বাবার কাছে যাও।" মায়ের আদেশে রাধিকা সঙ্কুচিত ভাবে বাবার নিকট গেলেন।

দুর্গাচরণবাবুও যেন রাধিকাকে নিজের কাছে পাইতে চাহিতেছিলেন। তিনি জানিতেন—রাধিকার কোন আব্দার বা কথার প্রয়োজন থাকিলে শ্যামা, তাহার বড় বৌদি বা গর্ভধারিণীর কাছেই হইত। কদাচিৎ তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িলে রাধিকা সরিয়া যাইত। কিন্তু কেন যেন মনে হইতেছিল—রাধিকাকে নিকটে পাইলে কাশী যাইবার আগে কিছু বলি।

রাধিকাকে সম্মুখে দেখিয়া দুর্গাচরণবাবু বলিলেন—'ব'সো'। রাধিকা দেখিল তাহার বাবা একটি হ্যারিকেনের মাথায় লবণের পুঁটুলি গরম করিয়া বাম হাতের কব্জিতে সেঁক দিতেছেন।

রাধিকার ইচ্ছা হইল—পুঁটুলি লইয়া নিজেই সেঁক দিয়া দেয়। কিন্তু তাহার সাহস হইল না। চুপ করিয়া বাবার কাছে বসিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন—"এবার তো তোমার তৃতীয় শ্রেণী চল্‌ছে, ভুবনবাবু তোমাদের ক্লাসে আসেন তো?

রাধিকা জানিতেন ভুবনমোহন সেন মহাশয় তাহাদের আত্মীয় এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের অন্যান্য ছেলেদের অপেক্ষা তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। বাবাও বোধ হয় তাঁহাকে ভাল ভাবে পড়াশুনার জন্য কিছু বলিয়া থাকিবেন। সেইজন্য তাঁহার নাম করিলেন।

রাধিকা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন "হ্যাঁ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্কুলে রাধিকার পড়াশোনা কেমন হইতেছে বা তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা এখানে কেমন লাগিতেছে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করার কিছু ছিল না। তাঁহার যাহা বক্তব্য ছিল সেইটি বলিলেন—"আমি দিনকতক কাশীতে গিয়ে থাকবো। তুমি তোমার মামাবাড়ীতে দিনকতক থাকবে। মাঝে মাঝে তিনি বাড়ী নিয়ে আসবেন। তোমার ইচ্ছে আছে তো ?"

এত কাছে বসিয়া বাবার উপদেশ শোনা রাধিকার এই প্রথম। তাহার উপর উপদেশ নয় আদেশ। এই আদেশ শুনিবার পর রাধিকার মনে বার বার একটি কথাই জাগিতেছিল—সেখানে গিয়ে হরিনাম করতে পাব তো ? কিন্তু পিতার নিকট সে বিষয়ে কিছু বলার সাহস না থাকায় চুপ করিয়াই রহিলেন। তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন দুর্গাচরণবাবু সেই প্রসঙ্গ তুলিয়া আবার বলিলেন—"সেখানে গিয়ে কিন্তু ছোট লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশো না, মামা বড় রাগী লোক, ওসব দেখতে পারেন না। এখানে তুমি ওই সব ছোট জাতের ছেলেদের নিয়ে হরিনাম কর, লোকে এসে যখন বলে, শুনে তখন লজ্জা হয়। এটা কি ভাল ? তুমি বৈদ্যের ছেলে, ওদের সঙ্গে মেশা কি তোমার উচিত ? তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হবে, তখন যদি ওই ছেলেরা রাস্তায় তোমায় ডাকে, কাঁধে হাত দিয়ে বেড়াতে যেতে চায়, তখন তোমার মনে কি হবে বলো তো ? ছি ! ওদের সঙ্গে মিশো না। এবার যদি শুনি তুমি ওদের সঙ্গে মিশছো, আমি কিন্তু ভারি রাগ করবো।"

পিতার উপদেশের সহিত এমন একটি কথা ছিল, যে কথাটিতে রাধিকা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তথাপি তাঁহার উপদেশগুলি না শুনিয়াও উপায় নাই। রাধিকা নীরব হইয়াই রহিলেন। দুর্গাচরণবাবু আরও বলিলেন—"এই সেদিন তোমাদের স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এসেছিলেন স্কুল দেখতে, সব ছেলে সেজে গুজে আমোদ ক'রে উপস্থিত হয়েছিল আর তুমি যাওনি। কোথায় নাকি গিয়ে হরিনাম ক'রছিলে। শুনে আমার কি রকম লজ্জা হ'লো বলো তো ? সুধন্বা, বকুল, তারাও তো গিয়েছিল, তুমি গেলে না কেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে দিন রাধিকা যে কেন স্কুলে যায় নি, তাহার উত্তর দেওয়া রাধিকার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তারপর বাবার সমস্ত কথার ভিতর যে কথাটিতে বিশেষ বিব্রত হইয়াছিলেন, সেটির সম্বন্ধে বার বার বলার জন্য যেন মনে কষ্টই হইতেছিল সে কথাটি "ছোট জাতের ছেলেদের সহিত হরিনাম করা।" কিন্তু হরিনাম করিতে জাতির সহিত কি সম্পর্ক ? সুধন্বা বকুল ইহারাও তো হরিনাম করিতে আসে। এ সব ভাবিলেও রাধিকার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

সে যাহা হউক, কিন্তু বিশেষ চিন্তার কথা—তাহাকে সহর ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতে হইবে। ভরত মামা তাহাকে দেখিতেই পারেন না। তাহার মুখে হরিনাম শুনিলেই মাকে বলেন—"আমার ওখানে থাকলে আমি সিধে ক'রে দিতাম।

রাধিকা যে তাহার আপত্তিটুকু জানাইবে তাহারও উপায় নাই। কারণ বাবা থাকিবেন না এখানে এবং মাও বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবে না। এই সব ভাবিয়াও রাধিকার মনে হইল, মামা হয়তো প্রথম প্রথম কিছু বলিবেন, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন বাবা যাহা বলিতেছেন তাহা না শুনিয়া উপায় নাই।

রাধিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া দুর্গাচরণবাবুও বুঝিলেন—রাধিকা আমার সামনে কোন কথাই ব'ল্‌বে না, যদি কিছু বলার থাকে, তবে তার গর্ভধারিণীর কাছে ব'ল্‌বে।

কিন্তু তাঁহার বুঝিবার পূর্ব্বেই যে রাধিকা পিতার আদেশটি অবিতর্ক ভাবে মানিয়া লইয়াছে,—সেটুকু তাহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

দুর্গাচরণবাবু রাধিকার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ দিলেন। রাধিকাও যেন তাঁহার উপদেশ স্বীকার করিয়া লইল, এই ভাবেই বসিয়া রহিল। সেদিনের সন্ধ্যাটি রাধিকার স্মরণীয় হইয়া থাকিল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিলোখী গ্রামে ঃ

মাতাপিতার ইচ্ছাতেই রাধিকাকে নিলোখী গ্রামে আসিতে হইয়াছে। রাধিকার ইচ্ছা না থাকিলেও তুর্গাচরণবাবু কাশী যাইবার পূর্ব্বেই ভরতচন্দ্র সেন মহাশয়কে আনিয়া তাঁহার সহিত রাধিকাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মাতুল ভরতচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করিতেন, রাধিকাকে নিজের কাছে রাখিয়া, তাহার হরিনাম-পাগল স্বভাবটি ছাড়াইয়া নিজ মনোমত ভদ্রভাবে গঠন করিয়া দিবেন। তিনি গ্রামের উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাধিকাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন।

তিনি নিজে একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তি। সাধারণ শিক্ষালয়ে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িলেও পিতার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন, জীবিকা হিসাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইলেও সেইটিকে প্রধান ভাবে গ্রহণ করেন নাই। নিজেদের সামান্য জমিদারী ও মামলামোকদ্দমা ভাল বুঝিতেন বলিয়া সেইটির উপর তাঁহার আয় নির্ভর করিত।

পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট ধনাঢ্য না হইলেও তাঁহার সংসারে অভাব ছিল না। গ্রামের সামাজিক কর্ত্তব্যে তাঁহার সুনাম যথেষ্ট ছিল। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং প্রাচীন বৈদিকধর্ম্মে নিষ্ঠা তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ধারণা ছিল, গায়ত্রী দীক্ষা ভিন্ন অন্যান্য দীক্ষা মনুষ্যকল্পিত এবং ঐ সব তান্ত্রিকী দীক্ষায় গুরুবাদের প্রভুত্বের জন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

সেন মহাশয় সেইজন্য উপনয়ন সংস্কারের পর হইতে নিয়মিত ভাবে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী উপাসনা ও বাড়ীতে সেবিত শ্রীনারায়ণের আরাধনা ছাড়া অন্য কোন উপাসনা বা পূজার অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে ধর্ম্ম, সদাচারনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলি কাহারও মধ্যে দেখিলে আনন্দিত হইতেন।

সে হিসাবে তিনি রাধিকার ত্রিসন্ধ্যা তুলসীপ্রণাম ও শ্রীনারায়ণের পূজার সময় তাহার সদাচারপূত আচরণগুলি বড় তৃপ্তির চোখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেন। কিন্তু বিরক্ত হইতেন যখন তখন রাধিকার হরিনাম গান করার জন্য।

হরিনামের উপর তাঁহার বিরক্তি হয় তো ছিল না, কিন্তু হরিকে আশ্রয় করিয়া যে সব বন্দনা ও প্রার্থনা গীত রচিত হয়, সেগুলি মানুষের মনোভাবের সহিত মিশাইয়া রচিত হয় এবং উহা গান করিলে সেই সব গানের ভিতর দিয়া তাহাদের মনোভাব মনের মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে হরির গুণ বিকাশ হয় না—এই ছিল তাঁহার ধারণা।

তাঁহার মনে কিছুতেই প্রবেশ করিত না যে, শ্রীহরির গুণ যাঁহাদের হৃদয়ে বিকশিত হয়, তাঁহারাই ঐ সব গান রচনা করেন, অতএব সেই সব গান গাহিলে শ্রীহরিভক্তিরই স্বভাবশক্তির সঞ্চার হয়।

তিনি রাধিকার এই বিশেষ গুণটির জন্য প্রথম প্রথম বিরক্ত হইয়া পত্নীকে বলিতেন, "রাধিকাকে বলো যেন ঐ সব বাউলে হরিনাম টরিনাম না করে, ওসব আমার ভাল লাগে না।"

তাঁহার পত্নী রাধিকার স্বভাবও জানিতেন এবং স্বামীকেও ভাল ভাবে চিনিতেন। বাড়ীর দুয়ারে কোন বৈষ্ণবের গান করিবার উপায় ছিল না। দৈবাৎ কোন অপিরিচিত ভিক্ষুক গান করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহার গান গাহিবার পূর্ব্বেই ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বলিয়া দিতেন—"আপনি এ বাড়ীতে এসে ভিক্ষা নিয়ে যাবেন, গান ক'রবেন না।

রাধিকা আপন ভাগিনেয়, তাহার হরিনাম গান করা স্বভাব শৈশব কাল হইতেই, অতএব একদিনেই তাহা ছাড়ান যাইবে না। সেইজন্য স্বামীর ইচ্ছাটি ধীরে ধীরে বুঝাইবার জন্য রাধিকাকে গোপনে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিতেন, "তোমার মামাবাবু যখন বাড়ীতে থাকবেন না তখন হরিনাম গান করো বাবা।"

তাঁহার উপদেশটি রাধিকার পক্ষে স্মরণে রাখা অসম্ভব হইতেছে দেখিয়া আবার বুঝাইয়া বলিতেন "রাধিকা তুমি এখন বড় হয়েছো, অত গান নিয়ে থাকলে পড়াশুনা হবে কি ক'রে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামীর উপদেশ তিনি সযত্নে পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য মাঝে মাঝে রাস্তায় বাহির হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া গান করিতেন। কিন্তু সেই গানের আবেশে মন এত ভরিয়া থাকিত যে বাড়ীতে আসিয়াও সেই গানের রেশ মনে জাগিয়া উঠিত।

আবার পড়িতে বসিলে যখনই গান মনে পড়িত, তখনই সেখানকার স্থান-কাল ভুলিয়া গান করিয়া ফেলিতেন। গান না করিলে পড়াতে মনই বসিত না। ইহারই জন্য তাহার লাঞ্ছনা। এই লাঞ্ছনা এড়াই বার চেষ্টা করিয়াও পারিতেন না। সেই অবস্থায় মামার সম্মুখে পড়িলেই তাঁহার প্রতি শাসনের মাত্রা বাড়িত। রাধিকা এখানে আসিয়া সন্ধান করিয়া লইয়াছেন—বৈরাগীদের আখড়া কোথায়? স্কুলের ছুটির পর আর তাঁহার বাড়ীতে থাকার প্রয়োজন হয় না। বৈরাগীদের আখড়ায় চলিয়া যান। কিন্তু সেখানে যাওয়াটি মাত্র কয়েক দিনই নির্ব্বিঘ্নে ঘটিল। সে সংবাদ যখন মাতুলের কানে আসিল, তাহার পরিণাম আর একটু বিষম হইল।

সেন মহাশয়ের ধারণা হইল, রাধিকা বিশেষ ভাবেই অবাধ্য। অতএব তাহার অবাধ্য স্বভাবটি ঘুচাইবার জন্য একটু বেশী শাসনের প্রয়োজন।

তিনি নিজেই এবার রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন—"রাধিকা! তোমার ব্যবহার আমার মোটেই ভাল লাগছে না। এরপর আর তোমায় মুখে কিছু ব'লবো না, আজ সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

কিন্তু তাঁহার সাবধানতা যে রাধিকার পক্ষে কেমন করিয়া পালিত হইবে তাহা রাধিকার বুদ্ধির অগোচরে। বুদ্ধির দ্বারা অসাবধানতার আচরণ হয় না তবে কপটতা করা যায়। রাধিকা কপটতা করিয়া কোনদিন হরিনাম করে না এবং হরিনামের গানে কপটতা হয় ইহাও তিনি জানেন না। অতএব ঐ আচরণটি তাঁহার স্বভাবের অন্তর্গত।

রাধিকা সেই স্বভাবের বশীভূত হইয়াই হরিনাম গান করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অপরকে সহজে আকৃষ্ট করে। গান গাহিতে গাহিতে স্বভাবের বশেই কাঁদিয়া ফেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সেন মহাশয়ও তাঁহার স্বভাবের বশেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। স্বভাবের বশেই রাধিকাকে শাসন করিতে চান।

মাতুল-ভাগিনেয় যেন এই স্বভাবের দ্বন্দ্বক্ষেত্রেই সংগ্রামের সৃষ্টি করিলেন। উত্তরোত্তর তাহা যেন আরও বৃদ্ধি পাইল।

রাধিকার মামীমা মনে করিলেন এভাবে থাকিলে সবদিক দিয়াই যেন একটা অকল্যাণের সৃষ্টি হইবে। তিনি স্বামীকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

সেন মহাশয় মনে করিলেন—উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কাছে পরাজয় স্বীকার অপেক্ষা রাধিকাকে আর একটি পথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।

তিনি রাধিকাকে স্কুলে পড়াশোনা ছাড়াও সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিবার ভার দিলেন এবং নিজে তাহার পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন।

তাঁহার ধারণা হইল স্কুলের পাঠ্য রাধিকার পক্ষে নিতান্ত লঘু হইয়াছে, সেইজন্যই সে নিজের পাঠ্য সহজে আয়ত্ত করিয়া, বাকি সময় হরিনাম গান করে। আরও একটু কঠিন পড়ার চাপ পড়িলে নিশ্চয় উহার হরিনাম করার কু-অভ্যাসটি দূর হইয়া যাইবে।

রাধিকা মাতুলের এই অভিনব প্রচেষ্টায় প্রথমটা বিস্মিত হইলেও অবাধ্য হইলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ মামার কাছে বসিয়া ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে তাঁহার কান্না পাইত। সেন মহাশয় বুঝিলেন ইহাই উত্তম ঔষধ হইয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যে সেই ঔষধের ক্রিয়া উৎকটরূপে প্রকাশ পাইল। রাধিকা ব্যাকরণের সূত্র পড়িতে বসিলেই কাঁদেন। কেন কাঁদেন জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দেন না।

রাধিকার কান্নায় তাঁহার মামীমার মনে ব্যথা লাগিত। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইতেন। ইহাতেও সেন মহাশয় বিরক্ত হইলেন। তবে তাঁহার নিশ্চয় হইয়াছে—রাধিকার হরিনাম ছাড়াইবার উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সময় ছোট ভাইকে দেখিতে যতীন্দ্রমোহন নিলোখীতে আসেন। তুই চারদিন থাকিয়া যান। সেই কয়টি দিন রাধিকার পক্ষে বড় সুখের হয়। মামার বাড়ীতে যে কি অসুবিধা হয় সেকথা তখন তাঁহার মনেই পড়ে না।

যতীন্দ্রমোহনের আসা যেন রাধিকার সহিত গানের বিনিময় করিতে।

তিনি যে সব নূতন গান শিখিয়া আসিতেন, সেগুলির বিনিময়ে রাধিকার নিকট হইতে গান লইয়া যাইতেন। রাধিকা গ্রামের বাহিরে আসিয়া দাদাকে শুনাইতেন। সকল বেদনা ভুলিয়া দাদার সান্নিধ্যে ঐ কয়টি দিন রাধিকার অতিশয় আনন্দেই কাটিত। আবার তিনি চলিয়া গেলে মন বিমর্ষ হইয়া পড়িত।

সেন মহাশয় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও যখন রাধিকাকে সংস্কৃত শিখাইতে পারিলেন না, তখন আর একটি পথেরও আবিষ্কার করিলেন—সেটি গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা। স্কুলে যাওয়া আসা ছাড়া বাড়ীর বাহিরে যাওয়া নিষেধ।

এই শাসনেই রাধিকার মন যেন অজ্ঞাতসারেই বিদ্রোহী হইতে লাগিল। বাড়ীতে যদি অসাবধানে গান করিয়া ফেলেন, তাহাতেও শাসন, আবার সেই শাসনের ভয়ে বাড়ীর বাহিরে যাইলেও মাতুল আরও ক্রুদ্ধ হন।

রাধিকা অবাধ্য নন, কিন্তু অবরোধ তাঁহার অসহনীয়। যেন চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতায় রোগ বিপরীত পথেই বৃদ্ধি পাইল। রাধিকারও সেই গৃহবন্ধনে থাকিয়া মাতুলের শাসনের প্রতি কেমন শৈথিল্য আসিতে লাগিল। রাধিকা ভাবিলেন—"মামা হয়তো চোখ রাঙাবেন, না হয় ব'কবেন, তাতে কি হয় ?"

স্কুলের ছুটির পর তিনি লক্ষ্য করিতেন—মামা বাড়ীতে আছেন কি না। তাঁহার অবস্থানের অভাব হইলেই রাধিকাও কাহাকে কিছু না বলিয়া নিকটবর্ত্তী বৈরাগী-মঠে যাইয়া গান শোনেন এবং স্কুলে যাইবার কিছু পূর্ব্বে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া হরিনাম গান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাদের দেহমন শ্রীহরিনামের অমিয়ধারায় নিত্য স্নান করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহাদের আর পূতিগন্ধময় বিষয়-বিষোদকে তৃপ্তি হইবে কেন?

কিন্তু লুকাইয়া সেই অমিয়ধারায় অবগাহন করায় রাধিকাকে যেন নূতন পরীক্ষারই সম্মুখে পড়িতে হইল। তাঁহার এই গতাগতি অল্পদিনেই মামা জানিতে পারিলেন।

এইবার তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে রাধিকা সত্যসত্যই অবাধ্য। তিনিও তাঁহার প্রতি মৃদু শাসনের পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর শাসনের পন্থা অবলম্বন করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার শাসনের রূপ কিভাবে প্রকাশ পাইবে রাধিকা বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্যই মামা বাড়ীতে না থাকিলে তিনি যেমন পড়িতে পড়িতে হরিনামের গান করেন, তেমনি ভাবেই একদিন গান করিতেছেন।

মামা কোন কাজের জন্যই হয়তো সকালে বাড়ী ছিলেন না, পরে অসময়েই ফিরিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিতেই শুনিলেন, রাধিকা গাহিতেছে—

মনের মানুষ পেলে কইতাম কথা আপন দিল খুলে।
বেদরদীর সঙ্গে কথা কইব না আর প্রাণ গেলে॥
মন মেলে তো মানুষ মেলে না,
রইল দুঃখ কইতে পেলাম না।
দিবানিশি ঐ ভাবনা, ঐ দুঃখে প্রাণ যায় জ্বলে।
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে
এ দুঃখ যে যায় না ম'লে॥
কইবার তো কথা নয়—তথাপি বাউলে কয়,
ধরবি যদি প্রাণজুড়ান ধন,
সাধুসঙ্গে থাক্ মিলে॥

সেনমহাশয় সেইখানে দাঁড়াইয়াই গানটি শুনিলেন। গানের ভাব এবং রাধিকার সুমধুর কণ্ঠস্বর তাঁহাকে মুগ্ধই করিল। এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পষ্টভাবে তাঁহার গান কোনদিন শোনেন নাই. স্বরে যেমন আবিষ্টতা আনে, তেমনি উদাসীনতার একটি ভাবও প্রকাশ পায়।

তথাপি সেই গানটি শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যে, রাধিকার গান নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া। ইহা সে না বুঝিয়া গায় নাই। তাহাকে সংযত করিতে আমি যে ভাবে চেষ্টা করিতেছি, সেইটি যে রাধিকার উপেক্ষার বস্তু হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।

তিনি দুয়ার ছাড়িয়া ভিতর বাড়ী আসিলেন, যে গানের স্বর তাঁহাকে একটু আগে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই গানেই তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত অর্থেই তিনি কুপিত হইলেন। তিনি তখনই রাধিকার এই অবাধ্য স্বভাবটির জন্য উত্তম শিক্ষারও ব্যবস্থা করিলেন।

মাতুলকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া রাধিকা ভীত হইলেন। পড়ার বইগুলি সেইখানে ফেলিয়াই পলাইবার চেষ্টা করিলেন। সেনমহাশয়ের ধারণা আরও দৃঢ় হইল। তিনিও আর কিছু না বলিয়া রাধিকার পিছনে ছুটিয়া গেলেন।

রাধিকার অন্য কোথাও যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি ভয় পাইয়াছিলেন ঠিকই, তবে লজ্জাও হইয়াছিল। কিন্তু মাতুলের সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া আর বেশীদূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার মামীমা লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিও সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। রাধিকার সেই ভীত মুখখানি দেখিয়া, স্বামীর হাত হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সেনমহাশয় পত্নীর সেই ব্যবহারে রাধিকাকে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে মনে করিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। পত্নীকে সরাইয়া দিয়া রাধিকাকে ধরিয়া আনিলেন।

রাধিকার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সেই গানের পরিণতি কি হইতে পারে ভাবিবারও শক্তি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতুল তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া প্রাঙ্গণের একটি কদম গাছের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিলেন। তখনও রাধিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতেছেন!

রাধিকা ভাবিলেন—ইহাই হয়ত শেষ পরিণাম। মাতুল তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি বেতের যষ্টি আনয়ন করিলেন।

রাধিকার মনে কোন উদ্বেগ নাই। মাতুলের শাসনের জন্য তিনি যে গান ছাড়িয়া দিবেন একথাও মনে উঠে নাই, এই শাসনের জন্য যে বাড়ী চলিয়া যাইবেন তাহাও মনে জাগিতেছে না। বেতের প্রহারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া লোক ডাকিবেন সে ভাবও মনে উদয় হয় নাই।

স্বামীর স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ এবং বাধা পাইলে তাহা আরও বাড়িয়া উঠে জানিয়াও মামীমা রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, হয় ত তিনি ভাবিতেছিলেন—আজিকার পরিণাম দেখিয়া অতঃপর ইহার একটা মীমাংসা করিয়া লইব।

কিন্তু সেখানেও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। রাধিকার অসহায় দৃষ্টি তাঁহাকে স্নেহমুগ্ধ ও ব্যথিত করিল। মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য উথলিয়া উঠিল। তিনি আবার রাধিকার কাছে আসিলেন। ইতোমধ্যে সেনমহাশয় আসিয়া রাধিকাকে এক ঘা বেতের প্রহার দিয়াছেন। রাধিকা মুখ বুজিয়া সে আঘাত সহ্য করিয়াছেন। চোখের কোণ বহিয়া জল ঝরিয়াছে।

মামীমার অসহ্য হইল। তিনিও স্বামীর হাত হইতে বেত কাড়িয়া লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"এ সব কি হ'চ্ছে? ছেলে শাসনের এই কি তোমার পথ? যদি তোমার এতই অসহ্য হয়, উহাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি মা হ'য়ে অমন শাসন সইতে পারবো না। আমার সামনে তুমি কিছুতেই ওর গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

পত্নীর কথার উপর সেনমহাশয় কিছুই বলিতে পারিলেন না। একবার রাধিকার দিকে একবার পত্নীর দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখে কথাই আসিল না, সরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করিলেন।

একটু সরিয়া আসিয়া পত্নীকে শুনাইয়া দিলেন—"তুমি কি ভাব যে শুধু হরিনাম করাই ওর স্বভাব? ও এই বয়সেই অবাধ্যতা শিখেছে।"

মাতুলের কথায় রাধিকা অবাক হইয়াছেন। অবাধ্যতা কথাটি কেবল পুস্তকে পড়িয়াছেন। দেহমন দিয়া অবাধ্যতা করার অর্থ কি হইতে পারে তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

কদম গাছের সহিত তিনি তখনও বাঁধা আছেন। মামীমার মুখের দিকে চাহিলে হয় তো মামা অন্য কিছু মনে করিবেন ভাবিয়া মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

স্বামীর কথায় রাধিকার মামীমা তখনই শুনাইয়া দিলেন—"অবাধ্যতা শোধরাবার ঐ কি রাস্তা?" বলিয়াই রাধিকার বন্ধন খুলিতে গেলেন, কিন্তু সেন মহাশয় সেইখানে দাঁড়াইয়াই বলিলেন—সাবধান! দড়ি খুলতে পাবে না। ও যতক্ষণ না ব'লছে আর হরিনাম ক'রবো না, ততক্ষণ ঐ ভাবেই থাক, খেতেও দেবো না।"

মামীমা বাদানুবাদের ভয়ে সরিয়া গেলেন, সেনমহাশয়ও সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাধিকার সেদিন আর স্কুলে যাওয়া হইল না, সারাদিন উপবাসেই কাটিল। সন্ধ্যার পর সেন মহাশয় রাধিকাকে গম্ভীর ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—হরিনামের গান ছাড়িবে কি না?

তাহার উত্তরে রাধিকার বলিবার কিছুই ছিল না। তিনি ত স্বেচ্ছায় কিছু করেন না। অতএব মামার প্রশ্নের উত্তর কি ভাষায় দিবেন? তিনি উদাসীর মত চাহিয়া রহিলেন। শরীরে আঘাত পাইলেও গান করার প্রবৃত্তিতে যে আঘাত দিতে পারিতেছেন না, ইহাও মাতুলের মনে হইল না। তিনিও তাঁহার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। সেদিনের মত প্রহ্লাদ-শাসনের ঐ ভাবেই পরিসমাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। কিন্তু মাতুলের মন যেন সেই দিন হইতে আরও বক্র হইল। রাধিকার স্বভাব তাঁহাকে ছাড়াইতেই হইবে।

সেদিনের শাসনটিকে মনে রাখিবাব মত অবস্থা রাধিকার ছিল না। পরদিন হইতে আবার যথারীতি স্কুল আর বাড়ী। মামা মনে করিলেন—রাধিকা বোধ হয় বুঝিয়াছে, গান করা স্বভাবটি খুব অন্যায়।

কিন্তু অন্যায় তাহারাই বুঝিতে পারে যাহারা কোন কামনায় চালিত হয়। রাধিকার সেরূপ কামনার কিছু ছিল না, তিনি স্বভাবের বশেই হরিনাম করেন, অতএব ইহা যে অন্যায় এরূপ বুঝিতে পারেন নাই।

পড়িতে বসিয়া কিংবা খেলা করিতে যাইয়া অথবা স্নান করিবার সময় তেমনি আনমনা হইয়া গান করেন। তবে, ইহার ফল এই হইল যে লুকাইয়া বৈরাগীদের মঠে যাওয়াটা বন্ধ হইল। কারণ, মামীমা সর্ব্বদা নজরে রাখেন। রাধিকার উপর অযথা অত্যাচার তাঁহার অসহ্য হইতেছে।

আরও কয়েকদিন সেই ভাবে কাটিলেও সেনমহাশয় যেন রাধিকার অনমনীয় মনোভাবের সহিত সংগ্রামেই লিপ্ত হইলেন। রাধিকার সহিত যেন তাঁহার জয় পরাজয়ের মানসিক সংগ্রাম লাগিয়াই রহিল।

শীতের সকালে জলে চুবাইয়া রাখা, উপবাসী রাখা, বেতের প্রহার, কোন শাসনেরই বাকি রাখিলেন না। রাধিকা সত্য সত্য কপটতা করিয়া মাতুলকে ক্রুদ্ধ করেন না, পড়াশোনা বা খেলাধূলা কিংবা সদাচার বিষয়ে তাঁহার এতটুকু অমনোযোগিতা নাই।

কিন্তু তিনি বুঝিতেই পারেন না কেমন করিয়া তিনি গান করিয়া ফেলেন রাধিকার প্রতি ঐরূপ মৃদু কঠোর শাসন যেদিন বাড়ী ছাড়িয়া পথে ঘাটে পুকুরের ধারে আরম্ভ হইল, সেদিন পাড়ার লোকও বিরক্ত হইয়া, সেন মহাশয়কে নানাভাবে বুঝাইতেন, আবার রাধিকাকেও উপদেশ দিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা বিস্মিত হইতেন—সেন মহাশয়ের এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে। হরিনাম গান করিলে এমন কি অপরাধ হয়! মাঝে মাঝে তাঁহারা একথাবলিতেন যে "আপনি যদি রাধিকার হরিনামের জন্য ঐ ব্যবস্থা করেন, তবে হয় তো কবে পাড়ার ছেলেরাও আপনাকে পাগল করিয়া দিবে। আপনাকে দেখিলেই হরিনাম করিবে।"

তাঁহাদের কথায় সেন মহাশয় যেন রাধিকার উপরই বেশী ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। এই অদ্ভুত ছেলেটি আসিয়া অবধি সত্যই যেন তাঁহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে। তিনি যাহা অন্তরে অন্তরে অপছন্দ করেন, সেইটিই রাধিকা জোর করিয়া করিতে চায় ইহা অসহ্য।

কিন্তু রাধিকা কি সত্যই স্বেচ্ছায় তাঁহার অসহ্য কিছু করেন? তাঁহার স্বভাবই ঐরূপ, তিনি নিজেও জানে না—কেমন করিয়া ঐরূপ করিয়া ফেলেন।

রাধিকার অসহ্য আচরণে মাতুলের মনে তখন কিছুতেই প্রবেশ করিল না যে, যাহারা অভ্যাস করিয়া বিশেষ গুণ অর্জন করে তাহারাই শিক্ষা বা শাস্তি পাইলে চালকের বা শাসকের ইচ্ছায় ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু যাহারা স্বভাবতই সেইগুণের অধিকারী তাহাদের সম্বন্ধে ঐ রীতি খাটিবে কি?

সেন মহাশয় যেন জিদই ধরিলেন—রাধিকার সেই অশিষ্ট ভাবটি তাঁহাকে ছাড়াইতেই হইবে। তিনি সব সময়েই মনে করিতে লাগিলেন—রাধিকার হরিনাম গাওয়াটি যেন আর বালকের চাপল্যেই আবদ্ধ নাই, আমার প্রতি ব্যঙ্গ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তিনি মনে প্রাণে বিরক্ত হইলেন।

কিন্তু পরাজিত হইয়া তাঁহাকে যে ফরিদপুরে রাখিয়া আসিবেন, সেরূপ মনোবল সঞ্চয় করিতেও কুণ্ঠা আসিল। তাঁহার কঠোর শাসনে রাধিকা প্রতিবাদও করেন না, আবার হরিনামের গান করিতেও ছাড়েন না। সেন মহাশয় যেন আপন কোপাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সেই অন্তর্নিহিত ক্রোধাগ্নি ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল। সেটি রাধিকার অদ্ভুত কণ্ঠের স্বরের মাধুরীর জন্য। রাধিকার কমনীয় মুখ, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সরল-সুন্দর ব্যবহার তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে লাগিল। তাঁহার অভ্যন্তরে যে একটি গুণগ্রাহিতা গুণ লুকিয়ে ছিল, তাহাই যেন রাধিকার স্বর লহরীতে উন্মেষ হইতে লাগিল। রাধিকার সেই বশীকরণ স্বভাবটিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন তাঁহার উপর প্রযুক্ত নিজের আচরণগুলির সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে কেমন পরিবর্ত্তন আসিতে লাগিল। রাধিকার প্রতি শাসনে যেন কুণ্ঠা বোধ আসিতেছে। রাধিকার মৌন সত্যাগ্রহ যেন তাঁহাকে বলিতেছে—ইহা রাধিকার অন্তরের প্রেরণায় উদ্ভূত এবং কোন অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

পত্নীর ব্যবহারটিও যেন রাধিকার পক্ষ লইয়াই বেশী দেখা দিতেছে। সেন মহাশয় একদিন যে শাসকের আসনে বসিয়া প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিলেন সে তীব্রতা যেন অনুভূতির প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নিজের নিষ্ফল শাসনের পরাজয়কেই জয়মাল্যই বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কোন্ দিক্ দিয়া যে মাতুলের মনে এই পরাজয়টি গৌরবের আসন বলিয়া স্বীকৃত হইল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রাধিকাও ভাবিতে পারেন নাই—কেমন করিয়া মাতুলের শাসনই তাঁহার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতেছে।

রাধিকা স্কুলে যান, আবার বাড়ীতে থাকিলে তেমনি আনমনা হইয়া গান করেন। মাতুলের নিকট হইতে আর কোন বাধা আসে না। তবে তাহার জন্য স্বতন্ত্র উল্লাসও কিছু হইল না। কিন্তু ধীরে ধীরে নিঃসঙ্কোচের ভাব আসিতে লাগিল।

সেন মহাশয়ও এতদিন রাধিকার কণ্ঠস্বরের মাধুরী শুনিয়াছেন, তাহাতে আকৃষ্টও হইতেন, কিন্তু তাঁহার গানগুলি তাঁহার মনে বিরক্তি আনিত। কিন্তু সেই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় যেন প্রথমটা উপেক্ষা করিলেন, তারপর অন্তরালে তৃপ্তি পাইতে লাগিলেন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার গানের অপূর্ব্ব স্বরলহরীও ক্রমশঃ বাড়ীর আকাশ ছাড়িয়া পল্লীবাসীর আকাশেও ভাসিতে লাগিল। সে সুরে যেন বহুদিনের সঞ্চিত মালিন্যকে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল। মামার মনেও যেন অতীতের ব্যবহারগুলি স্মৃতিতে আসিয়া তাঁহাকে অনুতপ্তই করিতে লাগিল।

ইহা যে কেমন করিয়া ঘটিতে লাগিল এবং মাতুলের মনো-ব্যাধির জন্য কোন্ অদৃশ্য চিকিৎসকের অমৃত-হস্তের চিকিৎসায় সুফল ফলিতে লাগিল, তাহা আর প্রকাশ পাইল না। বিরক্তির পাত্র আজ তাঁহার অনুরক্তির আধার হইল। নিলোখী গ্রামে থাকা তখন রাধিকার প্রায় সাত মাস পার হইয়া গিয়াছে।

এই কয়মাস যতীন্দ্রমোহন কয়েকবার আসিয়া রাধিকাকে দেখিয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বরবাবু বরিশালে গিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা সুরেন্দ্রমোহন ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। এ সব সংবাদই তিনি জানাইয়া গিয়াছেন। সত্যভামা দেবী দ্বিতীয় পুত্রের জন্য শোকতাপ পাইয়া কাতর হইয়াছিলেন, সে অবস্থাটি কাটাইলেও মনের বেদনা তখনও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

রাধিকা এই সাতমাসের মধ্যে একবারও ফরিদপুরে যান নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে একবার মাকে দেখিয়া আসেন। কিন্তু মাতুলের ইদানীন্তন সপ্রীতি ব্যবহারে এবং তাঁহাকে ঐ বিষয়ে কিছু জানাইবার সময়ের অভাবে ফরিদপুরে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাওয়া হয় নাই।

কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পটি শীঘ্রই পূর্ণ হইল। কয়েকদিনের মধ্যে সংবাদ আসিল—দুর্গাচরণবাবু কাশীধামে গিয়া প্রথমটা ভালই ছিলেন, সম্প্রতি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বাড়ীর অনেকেই কাশী যাইবেন।

এ সংবাদে রাধিকার মাতুল মাতুলানী বিচলিত হইলেও ভাবিলেন —রাধিকাকে এখনই সেখানে লইয়া গেলে পড়াশোনার বিশেষ ক্ষতি হইবে। কারণ আর কয়েকমাস পরেই তাহার পরীক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সেই সংবাদে রাধিকার মন বিশেষ চিন্তিতই হইয়াছিল। সেন মহাশয় পত্নীর নিকট জানিতে পারিলেন, রাধিকা বলিতেছে—"মায়ের সঙ্গে কাশী যাইবে।"

অতএব আর কিছু ভাবা চলে না। তাহার পরদিনই ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া সেন মহাশয় ফরিদপুরে আসিলেন।

সত্যভামা দেবীও বোধহয় রাধিকাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, কারণ যদি তাঁহার কাশী যাওয়া-হয়, তাহা হইলে কবে ফিরিয়া আসা হইবে ঠিক নাই।

রাধিকাকে লইয়া আবার নিলোখীতে ফিরিয়া যাইবেন মনে করিয়া ভরতবাবু দুই একদিন ফরিদপুরে থাকিলেন। কিন্তু সত্যভামা দেবীর মুখে শুনিলেন যে "যদি কাশী যাওয়া হয় রাধিকাও সঙ্গে যাবে, এখন এ কয়দিন ও ফরিদপুরে থাকুক। তোমাকে সংবাদ দিলে এসে নিয়ে যেও।"

তাহাই হইল, সেন মহাশয় একাই নিলোখী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় রাধিকার মুখ চুম্বন করিয়া বলিয়া গেলেন, "বেশীদিন পড়া কামাই ক'রো না।"

—○—

জ্যোতিষীর গণিত ফলের পূর্ব্বাভাস

দুর্গাচরণবাবুর অসুখের সংবাদে বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কুমারপুর হইতে যতীন্দ্রমোহনও আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "বড়দাকে নিয়ে আমরাই আগে যাই। সেখানে গিয়ে যদি দেখি, বাবার শরীর খুবই খারাপ, তবে অনুকূলকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা যেও।"

তাঁহার কথাই সকলে মানিয়া লইলেন। বরিশাল হইতেও সংবাদ আসিয়াছে—বীরেশ্বর বাবুর শরীরটা বেশ ভাল নাই, তিনি কয়েকদিন পরে আসিতেছেন এবং নাটোর হইতে দেবেন্দ্রমোহনেরও আসিতে দুই একদিন দেরী হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যভামা দেবী তুই পুত্রকে কাশী পাঠাইয়া স্বামীর সুস্থ সংবাদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন।

তুই চার দিনের মধ্যেই কাশী হইতে সংবাদ আসিল—"বাবা ভাল আছেন, বড়দা থাকিবেন, আমি যাইতেছি।"

যতীন্দ্রমোহনের এই চিঠিতে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এখন আর একটি সমস্যা হইয়াছে রাধিকাকে লইয়া। কাশীর সংবাদ পাইবার পর রাধিকাকে তাহার মাতুলালয়েই পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেও, রাধিকা মায়ের নিকট জানাইয়াছেন—নিলোখীতে তাহার আর যাইবার ইচ্ছা নাই।

কিন্তু কেন যাইবে না বা সেখানে কি অসুবিধা হয় সে কথা কিছুই বলিলেন না। তবে প্রবল জিদ্ ধরিয়াছেন—"নিলোখী যাব না।"

পুত্রের এই জাতীয় হঠ্ সত্যভামা দেবী কখনও দেখেন নাই। তিনি আর কিছু না বলিয়া নিলোখীতে সংবাদ দিলেন। দিদির পত্র পাইয়া সেন মহাশয়ও তাঁহার পত্নী ভীত হইলেন। নিশ্চয় এখানকার অত্যাচার সম্বন্ধে রাধিকা সেখানে বলিয়াছে।

পত্র পাওয়ার পরদিনই সেনমহাশয় ফরিদপুরে আসিলেন। তিনি রাধিকার প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব আচরণের জন্য একরূপ শঙ্কিত হইয়াই ছিলেন। কিন্তু নিলোখী হইতে রাধিকা আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার ব্যবহার মনে করিয়া কতকটা নিরুদ্বেগও ছিলেন। গোপনেই দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সত্যভামা দেবী জানিতে চাহিলেন রাধিকার কি হইয়াছে—সেখানে যাইতে চায় না।

সেনমহাশয় বুঝিলেন—রাধিকা কোন কথাই বলে নাই। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই দিদির নিকট সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। অর্থাৎ রাধিকার হরিনাম গাওয়ার অভ্যাসটি ছাড়াইবার জন্য তিনি কিছু শাসন পীড়ন করিয়াছেন। সেজন্য রাধিকা সেখানে যাইবে না এ কিরূপ? আর তাহার বাৎসরিক পরীক্ষাও আসিতেছে এ সময় স্কুল কামাই করা ঠিক নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যভামা দেবীও প্রথমটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—রাধিকা কেন যাইবে না। রাধিকাকে ডাকিতেই তিনি সরিয়া গেলেন। সম্মুখে আর আসিলেন না।

অবশেষে স্থির হইল—রাধিকা যখন একান্তই যাইতে চায় না, তখন ফরিদপুরেই পড়াশোনা করুক। সেনমহাশয় ফিরিয়া গেলেন।

সেই সময় দেবেন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্রমোহন বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহারা মায়ের মুখে সব কথা শুনিয়া একটু দুঃখিতই হইলেন। মনে করিলেন—নিলোখী যাওয়া সম্বন্ধে মায়েরই বোধ হয় অনিচ্ছা। রাধিকাকে দীর্ঘ দিন ছাড়িয়া থাকিলে মায়ের মন খারাপ হয়।

কিন্তু নিরুপায়। সত্যভামা দেবীও তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন "এই তো ক'দিন রাধিকা এসেছে এখানে, আর তো তেমন হরিনাম ক'রে বেড়ায় না।"

রাধিকা যে আর পূর্ব্বের মত বাহিরে যায় না ইহা জানিলেও দেবেন্দ্রমোহন বলিলেন—"কয়দিন যাচ্ছে না, এই বার হয়ত নূতন কোন অভিসন্ধি প্রকাশ ক'রবে। তখন দেখবে আমার কথা ঠিক কিনা।" মাতার সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া, তাঁহারা বাধ্য হইয়া রাধিকাকে পুনরায় সহরের বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

রাধিকার মন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। সে তৃপ্তির যে কি কারণ ছিল তাহা তিনি বুঝিলেন না। নিলোখীর আবৃত আকাশ স্বচ্ছ করিয়া আসিয়াছে, অতএব আর সেখানের যাইবার কি প্রয়োজন আছে? এইরূপ কিছু ভাবিবার গাম্ভীর্য্য তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও দেখা দেয় নাই। তবে ফরিদপুরে থাকিবার ইচ্ছা কেন যে প্রবল হইতেছে তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারেন নাই।

নূতন করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পর হইতেই বাড়ীতে কিংবা স্কুলে যেন কেমন নিঃসঙ্গ বোধ হইতেছে। সেজদাদা বীরেশ্বরের প্রতি তাঁহার যেন আকর্ষণ বাড়িতেছে। আবার বকুল বিশ্বাস ও সুধন্বা মিত্রকে পাইয়াও যেন কিসের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সাতমাস নিলোখীতে বাস করিয়া রাধিকা যেন একটু গম্ভীর স্বভাবের সহিত চলাফেরা করিতেছেন। ইহা সত্যভামা দেবীও লক্ষ্য করিলেন। মনে করিলেন—নিলোখীতে বোধ হয় রাধিকার মনে কিছু কষ্ট হইতেছিল, সে আমার নিকট বলিতে পারে নাই। রাধিকা আমার অবাধ্য নয়, কিন্তু তার যা ভাল লাগে সেটিতে বাধা পেলে কষ্ট হয়। এ কথা আর কে বুঝবে?

রাধিকা নিলোখীতে কেন ফিরিয়া গেল না, একথা কেহ জানিতে চাহিলে সত্যভামা দেবী ঐ কথা বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উদাসীর মত বলিতেন "আমার ভাল লাগে না।"

রাধিকার সেই উদাসী স্বভাবটি এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল। এবার যেন তাহা ভাল ভাবেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। পূর্ব্বের মত হরিনামের যাত্রার দিকে টান নাই, স্কুলের ছুটির শেষে, বকুল বা সুধন্বা বাড়ীতে আসিলেও তাঁহার দেখা পায় না।

রাধিকা প্রতিদিন বই লইয়া বাড়ীতে না আসিয়া কোথাও বেড়াইতে যান। নির্জনতা তাঁহার ভাল লাগে। কেন লাগে বুঝিতে পারেন না। সন্ধ্যার আগে বাড়ী আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলে রাধিকা বলেন বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

সত্যভামা দেবী মনে করিলেন, বাড়ীতে তো কেবল অনুকূল আছে, সে তো গান বা খেলায় থাকে না, তাই বাড়ীতে থাকিতে চায় না।

রাধিকাও নিশ্চিন্ত আছেন। যে কয়দিন তাঁহার মেজদাদা বা ন'দাদা বাড়ীতে থাকেন, সেই কয়দিন একটু সঙ্কোচ করিয়া তাঁহাকে থাকিতে হয়। তাঁহারা চলিয়া গেলে রাধিকা স্বাচ্ছন্দ্য পান।

এইভাবেই কয়েকদিন অতীত হইলে একদিন রাধিকা শনিবারের ছুটির পর নির্জন স্থানে বেড়াইবার আকর্ষণেই শহর ছাড়িয়া শহরতলীর দিকে অনেকটা চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে ছিল না যে মেজদাদা ও ন'দাদা বাড়ীতে আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শহর ছাড়িয়া তখন অনেকটা আসিয়াছেন। আর একটু আসিলেই যশোহর রোড। এই পথে আসিতে তাঁহাকে কে যেন কয়েকদিন আকর্ষণ করিতেছে। তিনি অন্তরের আকর্ষণ বুঝিতেই পারেন নাই—'কেন এখানে আসিলাম।' পথের পাশেই একটি দেবদারু গাছ, তাহার তলায় আসিয়াই তাঁহার মন কেমন এক ভাবে বিভোর হইয়া গেল। অজ্ঞাত কোন এক পরিচয়ের আস্বাদ তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সেই স্থানটি দেখিতে দেখিতে একটু দূরে পথের দিকে চাহিতেই, একটি সুন্দর বালক তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়িল। তাহার পরিধানের কাপড়ের কাছাটি মাটিতে লুটাইয়া যাইতেছে, কান দুটি অস্বাভাবিক বড়। মাথায় একরাশি চুল তাহাও অযত্নে রাখা। খোলা গা, চোখ দুটি বড়।

বালকটির গতিভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, যেন সে কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, তাহাকে পায় নাই, তাই এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে চলিতেছে। বয়স পনর যোল বৎসর হইবে। রাধিকার মনে হইল, উহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি কাউকে খুঁজছো? সঙ্কোচ হইল। আবার মনে হইল—উহার কাছেই যাই, আমাকে দেখিলে হয় তো কিছু বলিতে পারে। ছেলেটি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন। রাধিকার যাওয়া হইল না। ঐ দূর হইতে দেখিয়াই রাধিকার মন তাহার প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হইল।

রাধিকা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। মনে হইল, কি সুন্দর গড়ন, অমন রং কখনও দেখা যায় না। কোথায় থাকে? ছেলেটি তখন রাধিকার দৃষ্টিপথ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাধিকা দেখিল—সূর্য্য ডুবিয়াছে। দাদারা বাড়ীতে আছেন, আজ আর বিলম্ব করা যায় না।

রাধিকা বাড়ী ফিরিবার পথ ধরিল। কিছুটা আসিতেই মনে মনে সেই গানটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, যেটি সে দুদিন আগেই শিখিয়াছে। পথের ধারে একটা গাবগাছ, তাহারই তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাধিকা সেই গানটি সুর করিয়াই গাহিতে লাগিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল রসনা হরে কৃষ্ণ হরে হরে
বহুদিন তোমারে ক'রেছি যতন।
নাম লহরে লহরে প্রহরে প্রহরে
যদি আনন্দ-সাগরে ক'রবি রে গমন।
ফলমূল মিষ্টান্ন যথা যা পেয়েছি,
যতনে আনিয়ে তোমারে দিয়েছি,
ঐ দেখ স্ববশ অঙ্গ অবশ বিপদে প'ড়েছি
ভার দিয়েছি তোমায় রাখ রে জীবন ॥
দিই নাই তোমায় অন্য কিছু ভার,
চাহি নাই অমূল্য রত্ন অলঙ্কার,
যথাসাধ্য মন কর উপকার,
ঘুচুক মনের আঁধার হোক্ সব নিবারণ।
ভবে এসে তোমায় বাকি কি রেখেছি,
সবার মাঝে তোমায় কর্ত্তা সাজিয়েছি,
দিবানিশি এখন বসে ভাবিতেছি
কেমনে এড়াবি শমন সদন ॥
কণ্ঠ কয় রসনা নাম না লইলে
কেমনে পার হবি ভবসিন্ধু জলে,
কি করিবি তখন কৃতান্ত আসিলে
নিতান্ত তোমারে করিবে বন্ধন ॥

সেই নির্জনে গানখানি একবার গাহিয়া তৃপ্তি হইল না, আবার মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন। গানখানির মর্ম্মরস যেন রাধিকার অন্তর সিক্ত করিয়া দুই চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িল। কেন এমন হইল বুঝিলেন না। এ গান আরও অনেকদিন গাহিয়াছে, তৃপ্তি তাহাতে যথেষ্টই পাইয়াছে, কিন্তু আজ যেন আর একটি নূতন ভাবের অনুভূতি আসিতে লাগিল।

রাধিকা সেই প্রান্তরের এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, পথে কেহ নাই, সন্ধ্যার রাগে ধরা রঞ্জিত হইয়াছে, রাধিকার তখন জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল—এখনই বাড়ী ফিরিতে হইবে। আজিকার বিলম্ব তাহাকে পীড়িত করিল। কিন্তু সেই গানের তৃপ্তির আস্বাদে যেন দাদাদের শাসন তেমন ভীতিপ্রদ মনে হইল না, তথাপি একটু শঙ্কার সঞ্চার হইল।

বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলেন সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথের সেই সঞ্চারিত শঙ্কাটি মনে গাঢ় হইয়া দেখা দিয়াছে।

রাধিকার বিলম্বের জন্য দেবেন্দ্রবাবুও বেশ বিরক্ত হইয়াছিলেন। "আর কয়েক মাসপরেই রাধিকার পরীক্ষা, অথচ সেদিকে তাঁর কোন দৃষ্টিই নাই। পূর্ব্বের স্বভাব, দল বাঁধিয়া হরিনাম গান করা, কিছুটা ছাড়িলেও এখন একটি নূতন উপদ্রব সুরু করিয়াছে। সেটি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইচ্ছামত বেড়াইতে বাহির হওয়া।

রাধিকার সেই বেড়ানর মাত্রা যেন দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। কিছু না বলিলে আরও স্বতন্ত্রতার বশীভূত হইয়া পড়িবে, এইরূপ মনে করিয়াই সেদিন তিনি রাধিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রাধিকাকে আসিতে দেখিয়াই দেবেনবাবু প্রথম সত্যভামা দেবীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মা! রাধিকা আর ছোট নাই, তুমি যদি এখনও ওকে প্রশ্রয় দাও সামলাতে পারবে না। স্কুলের ছুটির পর ও কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা কর দেখি?"

এইরূপ যে কিছু ঘটিবে তাহা রাধিকার মনে পূর্ব্ব হইতেই ধারণা হইতেছিল। কিন্তু ন'দাদা যে মাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে শাসন করিবেন ইহা ভাবেন নাই। একবার দাদার দিকে চাহিয়াই মুখ নীচু করিয়া ঘরে গিয়া বই খাতা রাখিয়া মুখ হাত ধুইতে লাগিলেন।

ন' ছেলে যে শাসন করিতেছে রাধিকার ভালর জন্য সেটুকু বুঝিয়াও, সত্যভামা দেবী রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন—রাধিকা ভয় পাইয়াছে। তাহাতে তিনি যেন একটু চঞ্চল হইলেন। রাধিকাকে আর কিছু না বলিয়া দেবেন্দ্রমোহনেরই কথার উত্তরে বলিলেন—ও তো এত দেরী ক'রে আসে না, আজ কি রকম হ'য়ে গেছে। ছেলেমানুষ, বেড়াতেই গিয়েছিল। আর দেরী ক'রবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার মনের ভয় মা দূর করিয়া দিলেন। রাধিকার আর একটু ভয় রহিয়া গেল—ন' দাদা আরও কয়েকদিন বাড়ী থাকিবেন। দেবেনবাবু মায়ের কথায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া রাধিকার প্রতি বেশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেদিনের চুপ করিয়া থাকার কারণ—রাধিকার এই অসাবধানতা আজ প্রথম।

রাধিকাও বুঝিলেন—দাদা যে কয়দিন বাড়ীতে থাকিবেন সেই কয়দিন স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিতে হইবে। কিন্তু রাধিকার অগোচরে তাঁহার যে মনটি অজ্ঞাত কারণে উদাসী হইয়াছিল, তাহার প্রেরণা অল্পক্ষণ পরেই দাদার ভীতিকে ভুলাইয়া দিল। সেই নির্জন প্রান্তরে, দেবদারুতলা, যশোর রোডে পথের দেখা অনুপম গৌরকান্তি ছেলেটির মুখ মনে পড়িতে লাগিল।

—০—

আকৃষ্ট বন্ধুর আসা যাওয়া।

সম্মুখে পরীক্ষা আসিতেছে, ইহা হয়তো দুরন্ত ছেলেদের মনে আলোড়ন আনে না, কিন্তু রাধিকা তো দুরন্ত নন তথাপি পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিয়া সাফল্য লাভের জন্য পড়াশোনায় বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেওয়া রাধিকার অভ্যাস নাই। নিয়মিতভাবে অধ্যয়নই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করা উৎকৃষ্ট আদর্শ, তাহাও রাধিকার মনে হয় না। তবে আদর্শ বলিতে যে তাঁহার কিছুই নাই তাহাও নহে। সে আদর্শ রাধিকার খুব গোপনীয়। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারক মহাজনের মত দেশে দেশে শ্রীহরিকীর্ত্তন করা, আর জনসাধারণের মধ্যে বিপুল শান্তির পথ সৃষ্টি করাই রাধিকার আদর্শ। কিন্তু সে আদর্শের জন্য কি কি উপাদান, কি কি আয়োজনের প্রয়োজন হয় রাধিকা তাহা ভাবেন না। তিনি শুধু ভাবেন কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ সংকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ভ্রমণ করিতে হইলে যে আত্মীয়-স্বজনের মমতা-পাশ ছিন্ন করিতে হয়, এ প্রেরণা তখনও আসে নাই। তখন কেবল কৈশোরের চপল অনুভূতির প্রেরণাই জাগিতেছে। আর তাহার সহিত আর একটা কামনাও জাগিতেছে, সেটি যেন তাহারই মত একটি শান্ত নীরব বন্ধুর সাহচর্য্য। পথে পথে ঘুরিবে, প্রয়োজন হইলে দূর বিদেশেও যাইবে, তাহারও যেন সে আদর্শ হইবে রাধিকার আদর্শের অনুধারায় পূর্ণ।

কিশোর রাধিকার মনের কথা জানিবার উপায় ছিল না। তবে কোন কোন দিন বকুল, সুধন্বাকে পাইলে এই আদর্শের কিছু ইঙ্গিত জানান।

বন্ধুযুগলও রাধিকার আদর্শটি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করে। আবার পড়াশোনার কি হইবে প্রশ্ন করিলে রাধিকা এমন ভাবটি প্রকাশ করেন যে, ও সবের এমনই বা কি প্রয়োজন ?

বন্ধুদের নিকট অনুকূল কথার উত্তর না পাইয়া রাধিকা ক্ষুণ্ণ হন, আবার কি মনে করিয়া নিজের অভ্যাস করা গানগুলিকেই অনুধাবন করেন। তাঁহার মনে কেহ বলিয়া দেয়, দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্বের গানের ভিতরই তাহার আদর্শের কথা বলা আছে।

সম্মুখে পরীক্ষা আসিলেও পড়ার প্রতি তাঁহার বিশেষ আবেশ ছিলনা। কর্ত্তব্য রক্ষার জন্যই মাত্র পড়াশোনা করা।

এইজন্যই রাধিকার সেই উদাস স্বভাবের মধ্যে কাহারও কিছু ছিদ্র পাইবার উপায় ছিল না। পড়াশোনার দিক দিয়া তাহাকে কিছু বলিবারও ছিল না। শিক্ষা ও সদাচার রক্ষা করিতে যতটা সংযমের প্রয়োজন, তাহাও তাঁহার স্বভাবগত হইয়াই আছে।

সেই তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে রাধিকার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যতই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া প্রকাশিত হউক, তথাপি যাঁহাদের কাছে তিনি স্নেহের পাত্র, তাঁহাদের চোখে রাধিকা শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির একটি বালকমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি রাধিকার স্বভাবের প্রতি গভীরভাবে অনুসন্ধান করিতেন, সেই বীরেশ্বর তখন বরিশালে। তথাপি তিনি মা ও দাদাদের নিকট সংবাদ লইয়া রাধিকার বর্ত্তমান গতিবিধি কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবেই জানিতে চাহিতেন। তাহার উত্তরে তিনি কি পাইতেন সে সংবাদ খুব প্রকাশ পাইত না। তবে কয়েকদিন পূর্ব্বের চিঠিতে যতীন্দ্রমোহন জানাইয়াছেন—এই বাংলা ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি রাধিকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

যতীন্দ্রমোহনও গ্রামের বাড়ী ছাড়িয়া রাধিকার পরীক্ষার জন্য কিছুদিন হইল শহরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি রাধিকাকে বিশেষভাবে পড়াইয়া, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিবার উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহার ধারণা—রাধিকা হরিনাম গান করিয়া তৃপ্তি পাইলে বাধা দিবার কিছু নাই। কিন্তু বাহিরে বেড়াইতে যাইয়া সাধারণ ছেলেদের সহিত মিশিয়া হরিনাম করিলে পড়াও হইবে না, স্বভাবও অভদ্র হইবে। সেইজন্যই আজকাল তিনি রাধিকাকে শাসনের মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে চান।

যতীন্দ্রমোহনকে শহরের বাড়ীতে থাকার নির্দ্দেশ তাঁহার পঞ্চম ভ্রাতা দেবেন্দ্রমোহনই দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা—শৈশবের চাপল্যে হরিনাম করার অভ্যাস খেলাধূলারই একটি অঙ্গ, কিন্তু সেই অভ্যাস কৈশোর ও যৌবনেও থাকিলে ভবিষ্যৎ উন্নতির বাধক হইবে, বড় হইবার পথ নষ্ট হইবে এবং বংশগৌরবও ধূলিসাৎ হইবে। সেইজন্য তিনি নিজে বাড়ীতে থাকিলে রাধিকার প্রতি তাড়না ভর্ৎসনার মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইত।

রাধিকা তাঁহাদের মনের গভীরতায় প্রবেশ না করিলেও দাদাদের নিশ্ছিদ্র শাসনের ভয়ে পড়িবার আকর্ষণ তীব্র না হইলেও মনস্বী ছাত্রের অনুকরণকেই অনেক সময় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু সেই বাধ্য-বাধকতা যে তাঁহার মনে ক্লান্তি আনিত এবং সেই কারণেই যে তাঁহার অন্তরে নির্জনতার কামনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিত, ইহা রাধিকা বা বাড়ীর অন্য কেহ অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

বাড়ীতে অবরোধের মধ্যেও রাধিকার কিছুটা মুক্তি ছিল, তাহা মা ও বড় বৌদির নিকট। তাঁহাদেরই নির্দ্দেশে যতীন্দ্রমোহন বুঝিয়াছিলেন—সর্ব্বদা শাসনের ভয় থাকিলে তাহা গা-সওয়া হইয়া যায় এবং সে ভয়ে আর উত্তেজনা থাকে না।

যতীন্দ্রমোহন সেইটুকুই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শাসনের শঙ্কা যেন রাধিকাকে আর স্পর্শ করেনা। সেইজন্য রাধিকা স্কুলের ছুটির পর ইচ্ছামত বেড়াইতে বাহির হন। অতএব ইহার জন্য একটু সংযত করার প্রয়োজন।

রাধিকা কিন্তু ঐরূপ অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিয়া বেড়াইতে যান না। তিনি একবার নির্জনে ঘুরিয়া না আসিলে কিছুতেই যেন মন বসাইতে পারেন না। কেন যান জানেন না, তবে যান।।

এইভাবে মুক্ত মনের গতিতে যাইতে যাইতে কয়দিন হইল তাঁহার মধ্যে যেন একটু স্তিমিতভাব আসিয়াছে, তাহা বোধহয় নিজ আদর্শ অনুরূপ কোন এক বন্ধুর সাহচর্য্যের কামনায়।

কয়েকদিন পূর্ব্বে সেই যে যশোর রোডের নিকটে সুন্দর গৌরবর্ণ কিশোরটিকে দেখিয়াছেন, মাঝে মাঝে মনে হয় তাহাকে বন্ধুরূপে পাইলে ভাল হয়।

একদিন মধ্যাহ্নে স্কুলের সাময়িক অবকাশ সময়ে ছেলেরা পাশের মাঠে দল বাঁধিয়া হৈ হৈ করিয়া ঘুরিতেছে, রাধিকাও সেই দলের মধ্যে ছিলেন। জেলা স্কুলের ছেলেরাও মাঠে আসিয়াছে। তাহাদেরই দলের কতকগুলি ছেলে আর একদিকে হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া গেল। কেন যাইতেছে তাহা ভাবিবার কিছু ছিল না। ছেলেরা তো খেলার কৌতুকে অমনি করে।

কিন্তু সেদিনের দলটি যেন একটি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। রাধিকা দেখিলেন—ছেলেরা যেন কাহাকেও ঘিরিয়া দাঁড়াইল। রাধিকারও মন কেমন হইল। সেখানে গেলেন। গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা দেখিলেন তাহা খুব বিস্ময়ের। মনে করিলেন—কি আশ্চর্য্য! একেই তো সেদিন যশোর রোডের ধারে দেখেছি। সেই চাহনি, তেমনি বড় বড় চোখ, উপরদিকে তোলা মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে তখন চাদর ছিল না। এখন চাদর। তবুও গায়ের রঙ. যেন চাদর ছাপিয়ে বের হ'চ্ছে।

রাধিকা ছেলেদের মধ্যে দাঁড়াইয়াই তাহাকে দেখিলেন। ছেলেটিও যেন তাহাদের মধ্যে বিশেষ কাহাকে খুঁজিতেছে। রাধিকার ইচ্ছা হইল কথা বলি। জড়তা আসিল। সে লাজুক। রাধিকা দেখিলেন কাহারও সহিত সে কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে আবার স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিল। রাধিকাও চলিলেন। কিন্তু মনে কেবল জাগিতে লাগিল—ও কেন এখানে এসেছে? কাকে খুঁজ্‌ছে? ও কি শুধু শুধু ঘুরে বেড়ায়? না কারো সঙ্গে কোন প্রয়োজনে এসেছে? নিশ্চয় আমার জন্যে আসে নাই। আমার কিন্তু ইচ্ছা হয় ওর সঙ্গে পরিচিত হই।

রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেও সেই ছেলেটির কথা ভুলিতে পারিলেন না। স্কুলের বেঞ্চে বসিয়াও জানালার ফাঁক দিয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল।

তখনও যেন রাধিকার দৃষ্টির মধ্যেই সেই ছেলেটি বসিয়া আছে। এতক্ষণ সব ছেলে যে দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে, রাধিকা যেন তাহা অপেক্ষা আরও গভীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্র সে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে।

রাধিকার মনের অলক্ষ্য গতিতে সে যেন বাঁধা পড়িয়াছে। রাধিকা ছাড়িয়া দিলেও যেন সে যাইতে চাহিতেছে না।

আবার একবার জানালার দিকে চাহিলেন, 'সে কি বসিয়া আছে?' কিন্তু তখন চারিদিক ফাঁকা হইয়াছে। আর কোন ছেলে ও নাই। সেই আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুটিও বসিয়া নাই।

স্কুলের ছুটি পর্য্যন্ত কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, 'সে কেন এল, কেন চলে গেল, কই কথা তো বল্‌ল না কারও সঙ্গে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি অদ্ভুত প্রকৃতি ?' রাধিকা কেবলই তাহার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

স্কুলের বাকি সময়টুকু আনমনা হইয়াই পড়া শেষ করিয়া যখন বাহির হইলেন, একবার মনে হইল সেই পথে বেড়াইয়া আসি, হয়তো বা ঐ পথেই যাওয়া আসা করে।

সে কথা ভাবিয়াও যাওয়া হইল না, ছোট দিনের বেলা, অল্প পরেই সন্ধ্যা হইবে। বাড়ী ফিরিতেই হইবে। বাধ্য হইয়াই বাড়ী ফিরিতে হইল। কিন্তু সেদিনের সেই দেখা ছেলেটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার মন যেন কত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় দেব আরতি, তুলসী পরিক্রমা, সবই করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মন ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন সেই ছেলেটিকেই চাহিতেছে। পড়িতে বসিয়াও পাঠে মনোযোগ করিতে পারিলেন না। স্কুলের মাঠে দৃষ্ট সেই কিশোরটির রহস্যপূর্ণ গমনাগমন মনে পড়িতে লাগিল।

—০—

রাধিকার প্রতি বন্ধুর সঙ্কেত।

তার পরদিন হইতে রাধিকার কুতূকী মন যেন সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। স্কুলে আসিবার প্রয়োজনের মধ্যে পড়াশোনা ছাড়া যেন অন্য কিছু আকর্ষণও আছে এমনই মনে হয়। 'মাঠের সেই ছেলেটি যদি সত্যই আমার মনের অনুকূল হয় তা হ'লে বেশ হয় ?'

এইরূপ ভাবনা ছাড়াও রাধিকা আরও যাহা ভাবেন সেটি যেন আকাশ কুসুম। দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে সেও কি চায় ? আমার মত সেও কি বন্ধু চায় ?

কিশোর রাধিকার মননশক্তি যেন একটু স্বতন্ত্র পথে চলিতে লাগিল। স্কুলে যথাসময়েই আসে এবং জানালার পাশের বেঞ্চেই বসেন। সব সময় জানালার ফাঁকে তাঁহার চাহিয়া থাকাও সম্ভব নয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি অসাবধানে চাহিয়াও থাকেন। হয়তো অধ্যাপকের দৃষ্টিতে পড়িলে জানালা বন্ধ করিয়াও দিতে পারেন, কিংবা চাহিয়া থাকার কারণ কি তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া সাবধান হইতে চেষ্টাও করেন। কিন্তু লালসা কোন বাধাই মানে না। রাধিকা মাঝে মাঝে চাহিয়াই ফেলেন। মনে মনে প্রশ্ন করেন "সে আজ আর আসবে না?" এইরূপ মনে করিয়াও আবার ভাবেন—"এলেই বা তার জন্যে আমার ভাববার কি আছে? মুখর-চপল মনের প্রশ্ন আর শেষ হয় না—

আলাপের কি বা দরকার? হয়তো ঘুরে বেড়ানই তার স্বভাব। যদি সেদিনই আলাপ হ'তো তাতেই বা কি হ'তো? সে কি অমনি প্রথম আলাপেই আমাদের বাড়ী এসে হরিনামের খেলায় যোগ দিত? বকুল, সুধন্বাকে না হয় জিজ্ঞাসা ক'রবো ওকে চেনে কি না! চিন্‌লে আমায় ব'লতো অচেনার সঙ্গে হঠাৎ আলাপই বা কি ক'রে হয়?

এত কিছু ভাবিয়াও সেই তাহারই প্রতি রাধিকার মন যেন ছুটিয়া যাইতে চায়। স্কুলের সমস্ত সময়টি সেদিনও তাঁহার তেমনি প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল! সন্ধ্যার পর তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহার উপর হইতে মন সরাইতে চেষ্টা করিলেন। কত ছেলে স্কুলে বেড়াতে আসে। সবই আমার বন্ধু হবে নাকি? পাশের স্কুলেরও নয় আমাদের গ্রামেরও নয়। বকুল, সুধন্বা ব'লেছে আমাকে দেখাবে। হয়তো চেনা হ'লেও হতে পারে। নিশ্চয় এখানকার নয়, তা হ'লে ওরা ব'লতে পারতো।

রাধিকা এইরূপ তর্কিত মনে সেদিনের বন্ধুটির স্মৃতি শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি কোথায় যেন স্পর্শ লাগিতেছে। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বেও তেমনি আবার মনে পড়িল। নিজেই যেন অলক্ষ্য বন্ধুর উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন—'আচ্ছা আমার ভাবনার মত সেও কি ভাবে?' নিজেই সিদ্ধান্ত করেন—"তার ভাবিবার কি আছে? কেনই বা সে ভাবিবে? সে কি আমার জন্য এসেছিল?"

পরদিনও সেই সিদ্ধান্তে তিনি অটুট হইয়া রহিলেন, আমার ভাবিবার কি আছে? কিন্তু ভাবিবার কিছু না থাকিলে ঐরূপ হয় কেন, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিলেন না। রাধিকার ধারণা হইয়াছিল, সে এমনই আসিয়াছিল, এমনই চলিয়া গিয়াছে।

সেই ভাবেই মনের সাময়িক অস্থিরতাকে শান্ত করিয়া পর দিনও স্কুলে গিয়াছেন। জানালার পাশেই বসিয়াছেন, কিন্তু সেদিন আর সেই বন্ধুর দেখা পাওয়ার আগ্রহ বিশেষ ছিল না। মনোরাজ্যে উদাসীর মিত্রতা যেমন আসা-যাওয়া করে, স্থান পায় না, রাধিকার মন যেন সেই ভাবেই স্থির হইয়াছিল। তবে সেদিনের একটু ইচ্ছা ছিল, কিছুক্ষণ বেড়াইতে যাওয়ার। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না।

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজিতে আর একটু বাকী। বাহিরে বেড়াইয়া বাড়ী যাওয়া স্থির ছিল বলিয়া দুই একবার মাঠের দিকে চাহিয়া বেলা দেখিতেছিলেন। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে রাধিকার এই নির্জ্জনপ্রিয়তা পরিচিত ছিল। একসঙ্গে বাড়ী যাওয়া রাধিকার ইচ্ছাধীন। তেমনই ভাবে রাধিকা পড়ার শেষ সময়টুকু অপেক্ষা করিয়া বই খাতা গুছাইতে গুছাইতে আনমনা হইয়াই একবার জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু মাঠের দিকে চাহিতেই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

আবার সে আসিয়াছে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহার দিকে চাহিয়াই হাতছানি দিতেছে। রাধিকার মনে কেমন কৌতূহল হইল। কাকে ডাক্ছে। নিশ্চয় আমাকে নয়। আমার সঙ্গে ওর তো পরিচয় নাই। তবে আমাকে ডাক্বে কেন? যদিই বা ডাকে, তা হ'লে আমি যে জানালার পাশে থাকি ও জান্বে কি ক'রে। হয় তো ওর হাতছানি পাশের ঘরের কাহাকেও লক্ষ্য ক'রে।

রাধিকা সেই দিকে কিন্তু চাহিয়া আছেন। স্কুলের ছুটি হইতে তখনও কিছু বাকি আছে। রাধিকা জানালার দিকে আবার চাহিলেন। তেমনি হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। এতক্ষণে মনে হইল তাহাকেই ডাকিতেছে। কিন্তু স্কুলের ছুটি না হইলে সে যায়ই বা কেমন করিয়া। সেই ছেলেটির দিকে চাহিয়াই রহিলেন। আবার ও ডাকে কিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু রাধিকার মনে হইল তাহাকে সত্য সত্যই ডাকিতেছে। এইটুকু ভাবিয়াও কেমন দ্বিধা হইল। "আমাকে যদি না ডেকে থাকে তবে গেলে কি মনে করবে? না থাক।"

সেই ছেলেটি রাধিকার মুখের দিকেই চাহিয়া যেন আবার ডাকিল, তেমনি হাতছানি, রাধিকারও কেমন অস্বস্তি বোধ হইল। মনের চঞ্চলতা বাড়িয়া উঠিল। "তবে কি আমাকেই ডাকছে? কিন্তু স্কুলের ছুটি হ'লেই তো সব ছেলে একসঙ্গে বের হবে। আমি ওদিকে গেলেই ওরা হয়তো সঙ্গে যাবে।"

ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ছেলের দল তেমনি হৈ হৈ করিয়া বাহির হইল। রাধিকার ইচ্ছা হইল "ইহাদের সঙ্গে বাহির হইয়াও, স্কুল ঘরের পিছনে গিয়া দাঁড়াইব, দেখিব ও আমাকে আবার ডাকে কিনা।" সেই ভাবেই ছেলেদের সঙ্গে বাহির হইয়াও, তাহাদিগকে পাশ কাটাইয়া ঘরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাঠের ছেলেটি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল। রাধিকা আসিতেই আবার ডাকিল। রাধিকার দ্বিধা কিছুটা শিথিল হইল। "ও আমাকেই ডাক্‌ছে।"

তখনও রাধিকার মনে হইতেছে—"গিয়ে কি ব'ল্‌বো! তুমি কি আমায় ডাকছিলে? ও যদি বলে না ডাকি নাই তবে?

একটু একটু অগ্রসর হইয়াও দাঁড়াইতেছেন। সেই ছেলেটির দিকেই চাহিয়া আছেন। তৃপ্তির আবেগে মন যেন দুলিয়া উঠিল। সেই ছেলেটিও তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। রাধিকার মন গম্ভীর হইল। সাহসেই যেন ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে তখনও মনে হইতেছে, "ও আমাকেই চায়। ও কি বুঝতে পেরেছে আমি ওকে চেয়েছি?"

সেই ছেলেটির কাছে রাধিকা আসিতেই উভয়ের দৃষ্টি স্থির হইল। উভয়ের চোখে চোখ পড়িল। আকাঙ্ক্ষিত সাধ হৃদয় জুড়িয়া পূর্ণ হইল। মুহূর্তের দৃষ্টিতেই রাধিকার চোখে কেমন প্রণয়ের সঞ্চার হইল। সেই ছেলেটিও এমনভাবে রাধিকার দিকে চাহিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যাম উজ্জ্বল গৌরকান্তি রাধিকার হৃদয়ের প্রীতিসম্পুটে যেন নিজ হৃদয় প্রবেশ করাইয়া দিল। সেই ছেলেটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাধিকার উজ্জ্বল মুখখানি আরও ভালভাবে দেখিয়া লইল। রাধিকার দিকে চাহিয়া সম্মুখের পথে মৌনভাবে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। রাধিকাও তেমনি মৌন হইয়াছিলেন। সেই ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রাধিকাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া নিজেও মৌন হইয়া চলিতে লাগিল। তাহার চলিবার ভঙ্গীতে মনে হয় যেন সে সকলের দৃষ্টি পথ হইতে এই নূতন বন্ধুটিকে অন্তরাল করিয়া চলিতে চায়। স্কুলের মাঠ ছাড়িয়া আরও কিছুদূর তেমনি নীরবে চলিতে চলিতে সেই যশোর রোডের ধারেই উপস্থিত হইল।

রাধিকার মনে হইল এই তো সেই স্থান। এইখানেই একদিন এসে পড়েছিলাম। ইহাকেই তো ঐ পথের ধার দিয়া চলিতে দেখিয়াছিলাম। রাধিকার মনে তখন ইহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জাগিতেছিল। সে কিন্তু এখনও কোন কথা বলে নাই। পথপ্রদর্শক বন্ধুটি আসিয়া সেই দেবদারু গাছের তলাতেই দাঁড়াইল। রাধিকার পূর্ব্বস্মৃতি আরও জাগিয়া উঠিল।

সেই ছেলেটি মৃদু হাসিতে হাসিতে সেখানে আসিয়া রাধিকার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"বোস, কেমন নির্জ্জন স্থান।"

ছেলেটি তেমনি হাসিমুখেই বলিল "তুমি না আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে চেয়েছিলে ?

রাধিকা বন্ধুর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সে যে মনে মনে তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহিয়াছিল তাহা সে জানিল কিরূপে ? কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইলেন না। তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। সেই ছেলেটি যেন রাধিকার মুখে কিছু শুনিতে চায়। কিন্তু রাধিকা নিরুত্তর।

সেই তখন বলিল, "সেদিনেও তোমাদের স্কুলে এসেছিলাম, তুমি শুধু দেখা দিয়েই ছেলেদের সঙ্গে চলে গেলে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কথা যেন রাধিকাকে আরও বিস্মিত করিল। মনে ভাবিলেন—আমারই সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিল, কিন্তু বলেনি তো কিছু সেদিন। কথা ক'য়ে দেখতো আমি কিছু ব'লতাম কি না।

রাধিকা কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, তথাপি সেই বন্ধুর এজাতীয় স্পষ্ট উক্তিতে, রাধিকা যেন মনে মনে একটু বিব্রতই হইলেন। উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জাও হইতেছিল। তাহার বন্ধুটি বোধহয় পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছে, রাধিকা লাজুক। সেইজন্যই আর কিছু না বলিয়া রাধিকার পরিচয় জানিতে চাহিল।

রাধিকা তখনও কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিল—আমার নাম জগদ্বন্ধু।

'বন্ধু' এই দুটি অক্ষর শোনা মাত্রই রাধিকার মুখখানি আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। দুই একবার রাধিকার মুখে অস্ফুট স্বরে বন্ধু এই শব্দটি উচ্চারিত হইল।

বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় রাধিকার পরিচয় সংক্ষেপেই পাইলেন। কিন্তু কি কারণে যেন তিনি একটু গম্ভীর হইলেন। রাধিকা তাহা লক্ষ্য করিলেন।

বন্ধুর গাম্ভীর্য্যের তাৎপর্য্য কি, রাধিকা জানিতে ইচ্ছা করিয়াও মৌনই রহিলেন। উভয়ের পরিচয় বিনিময়ের পর যে প্রসঙ্গ হইল তাহা উভয়েরই অভীপ্সিত।

বন্ধু ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, "আমরা যা কিছু করবো, যেন কেউ—এখন জানতে না পারে।

তারপর আরও জিজ্ঞাসা করিলেন—জেলা স্কুলের কোন ছাত্রের সহিত পরিচয় আছে ?

রাধিকা তাঁহার বন্ধু বকুল বিশ্বাস ও সুধন্বা মিত্রের নাম করিলেন। বন্ধু যেন সে নাম দুটি স্মরণ করিয়া রাখিলেন। তাহার পরই স্বাস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে আলাপ হইতে লাগিল। রাধিকার কিন্তু সেদিন সে সব শুনিবার বা বুঝিবার আগ্রহ ছিল না। বন্ধুকেই তাঁহার ভাল লাগিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট দিনের বেলা—সূর্য্য প্রায় ডুবিয়া যাইতেছে। বন্ধু দেখিলেন রাধিকার ইচ্ছা থাকিলেও বার বার বেলার দিকে চাহিতেছে। তিনিও বলিলেন "চল আজ বাড়ী ফিরি। কাল থেকে তুমি এখানে আস্‌বে, আমি থাক্‌বো।"

বন্ধুর কথায় রাধিকার আনন্দ হইল, কিন্তু এখানে আসিতে যে তাহার অনেক বাধা আছে তাহা ভাবিয়াও সম্মতি না জানাইয়া পারিলেন না। উভয় বন্ধুই তেমনিভাবে একপথে আসিতে আসিতে, কিছুদূর আসিয়া, নিজ নিজ গন্তব্য অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। উভয়ের দৃষ্টিই উভয়ের প্রতি। যেন কেহ কাহাকেও ছাড়িতে পারিতেছেন না। উভয়ের হৃদয় যেন এক হইয়া বাঁধা পড়িয়াছে। রাধিকার বাড়ীর পথটি সেদিন যেন খুব সংক্ষিপ্ত হইল। নূতন উল্লাসে তাঁহার মনেই ছিল না, কত বিলম্ব হইয়াছে।

বাড়ীতে আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার মনে ভয় হইতেছিল। কিন্তু কি জানি কেন সেদিন এই বিষয়টি বাড়ীর কাহারও দৃষ্টিতে পড়িল না। তবে যতীন্দ্রমোহন যে রাধিকাকে পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাড়ীতে আছেন, রাধিকা তাহা বুঝিলেন। সন্ধ্যায় পড়াশোনা ও আহারাদি সারিয়া আগামী দিনের কাজগুলির ক্রম ঠিক করিয়া রাখিলেন, কিন্তু বন্ধুর সহিত বৈকালে দেখা করিয়া বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে—ইহা ভাবিয়াও তাহার সমাধান করিতে পারিলেন না।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্ত বীজের উন্মেষ।

রাধিকার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে বৈকাল বেলায় সেই দেবদারু তলায় যাওয়াও একটি বিশেষ কাজ। ইহা যেন সেই সঙ্কেতের নিত্য অভিসার। এইরূপে দুই চারিদিন উভয়ের যাওয়া আসা হইতে লাগিল। রাধিকার বন্ধুরও যেন কোন কিছুর প্রতি লুব্ধমনের আবেশেই আসা এখানে। তিনি যেন ভবিষ্যতের জন্য মানসিক শিল্পের একটি অপরূপ চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া রাধিকার সহিত তাহার সমারোহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার আয়োজন যে কৌশলে সাধিত হইতেছিল, রাধিকার কিশোর মন সেগুলিকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। যেন অন্য কিছুর রূপ দেখিতে চায়। সেই জন্য তিনি এখানে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই। মনে মনে তাঁহার অভিমানই হইতেছিল। সেইজন্য রাধিকা সেদিন আসিবার পূর্ব্বে একরূপ দৃঢ়তা সঞ্চয় করিয়াই ভাবিতেছিলেন—

প্রহ্লাদের উপাখ্যান, ধ্রুবের কাহিনী শুনে আমার কি হবে? ও সব আমার ভাল লাগে না। তোমার কাছে কি ঐ সব শুন্‌তে আসি? ও তো বাড়ীতে ভাগবত, মহাভারতে কত প'ড়েছি, তাতে আমার কি হবে? আজ যদি বন্ধু ওই রকম কিছু বলে, তাহলে স্পষ্টই বলবো, তোমার কাছে আর আস্‌বো না, ওই শুন্‌তে আমার দেরী হ'য়ে যায়, বাড়ী সকলে রাগ করে।

রাধিকার সেই সংকল্প প্রগাঢ় হইয়াই ছিল। বন্ধুর কাছে আসিয়াই তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবে মনে করিয়া সেই দেবদারু তলায় উপস্থিত হইতেই দেখিলেন—বন্ধু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই সেখানে বসিয়া আছেন।

বন্ধু রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়াই কিছু একটা যেন অনুমান করিয়া লইলেন। রাধিকার কৈশোর-উজ্জ্বল মুখখানিতে বেশ অভি-মানের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুর অনুমানে কোন দ্বৈধভাব ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—উপাখ্যান কাহিনী শুনিবার পাত্র রাধিকা নয়। আরও কিছু চায়।

রাধিকার অভিমানভরা মুখখানির দিকে চাহিয়াই বন্ধু তাহাকে বসাইলেন। রাধিকার দৃষ্টিও যেন বন্ধুর প্রতি বক্রভাবেই প্রসারিত হইল। বন্ধু হাসিলেন। রাধিকার পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল—আজ আর কিছু বলিব না। বন্ধুও তাহা অনুমান করিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন—"আজ আর তোকে কোন উপাখ্যান ব'লবো না। কয়েকটা জিনিষ শিখিয়ে দেবো।

বন্ধুর চাতুরী রাধিকার মনে সাড়া জাগাইল। মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মনে কতকটা কৌতুকও হইল, যেন বন্ধু তাঁহার মনের কথা বুঝিয়াছে,—আচ্ছা দেখি না ও কি বলে।

রাধিকার হাসি বন্ধুর কাছে আরও স্বচ্ছভাব প্রকাশ করিল। তাহার মনের কথাই যেন বন্ধু বলিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া তাহাকে আরও কাছে টানিয়া বসাইলেন। তাঁহার বড় দুটি চোখের দৃষ্টি রাধিকার ভাসা চোখের উপর নিবদ্ধ হইল।

(বন্ধু বলিলেন—দেখ, মানুষ যদি কেবল কথা শেখে তাতে কি হবে? নিজের জীবনে সে সব কথার আচরণ চাই। সেই কথার আদর্শ দিয়ে জীবনকে গঠন করা চাই। নইলে সে সব কথা শুধু কথার কথাই হবে, তার কথায় প্রাণ থাকবে না। তার কথা কেউ শুনবে না। মরা কথায় কি কারও চৈতন্য হয়? জীবন্ত কথা চাই। জীবন্ত কথা কইতে হ'লে নিজেকে জীবন্ত হ'তে হয়। প্রাণ থাকলেই জীবন্ত হয় না। ও তো বায়ুর নড়া চড়া। শোন, আগে দেহ মন বাক্যের, সংযম চাই। সংযম পবিত্রতা থাক্‌লে হরিভক্তি' থাকবে। জীবনটাই হবে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ, দয়ায় ভরা।) তোকে প্রহ্লাদ ধ্রুবের কথা ব'লেছিলাম ঐ জন্যে। তাঁদের জীবনে ওগুলি সবই ছিল।

রাধিকা বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়াই আছেন। এ সব কথা যেন তাঁহার মনে নূতন করিয়া উদ্দীপনাই আনিতেছে, কিন্তু সবই যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। মহাভারত, ভাগবতে ঐ সব কথাই আছে। সে সব শুনিতে তার ভালই লাগে, কিন্তু বন্ধুর কথা কি সেই সব কথা দিয়া গড়া ?

রাধিকার মন সন্দেহযুক্ত হইল। রাধিকার পক্ষে এ সব উপদেশ খুব নূতনের আস্বাদ আনিতেছে না। তাহার জীবনে সেই সব উপদেশ অক্ষয় মূর্ত্তি ধরিয়াই আছে। সে কেবল কতকগুলি কথার সঞ্চয়ে পূর্ণ হইয়া থাকিতে চায় না। তাহার শৈশবের আদর্শ হরিনামের গান শুনাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ। বন্ধু সেই হরিনামের কথাও তুলিতেছেন না, দেশে দেশে ভ্রমণের কথাও বলিতেছেন না।

রাধিকার মনে তাই সেই সব উপদেশ খুব প্রসন্নতা সৃষ্টি করিল না। কিন্তু সেদিনের প্রসঙ্গ যেন তার মনের স্বরূপটিই আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। তথাপি রাধিকা যে বেশ অনুরাগের সহিতই বন্ধুর কথা শুনিতেছে ইহা মনে করিয়া বন্ধু আবার বলিতে লাগিলেন—"রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর শুবি না। মেরুদণ্ড সোজা ক'রে ব'সে ব'সে তাঁকে স্মরণ ক'রবি। স্ত্রীলোকের কাছে থেকে দূরে সরে থাকবি। রাত্রে শোবার আগে ঘাড় কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত দেহটাকে বেশ করে ধুয়ে পুঁছে বিছানায় যাবি। শোবার সময় বালিশে ওঁ' লিখে তার ভিতরে 'মা' নাম লিখে তাতেই মাথা দিয়ে শুবি। মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুলে আর কোন ভয় থাকে না। শরীর মন ভাল থাকবে।"

"খাবার সময় অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে গ্রাস তুলবি। সে সময় যেন মুখের কোন শব্দ না হয়। ডাল, লঙ্কা, সরষে টক খাবি না। ভোরে উঠে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে ব'সে যখন শ্রীহরি স্মরণ করবি তখন একবার নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে নিবি. কিছুক্ষণ রেখে ধীরে ধীরে ছাড়বি। নিঃশ্বাস নিতে ছাড়তে শ্রীহরির স্মরণ করবি। কারও পরা জামা কাপড় প'রবি না। মা ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রবি না।"

এতক্ষণে যেন রাধিকার মনে নূতন উদ্দীপনা আসিল। বন্ধুর কথাগুলি যেন রাধিকার প্রাণ স্পর্শ করিল। বন্ধু যে পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছিলেন কথা দিয়া জীবন গড়া যায় না, নিজের জীবনের সঙ্গে সে কথার স্পর্শ আসা চাই, তাতে জীবন্ত মানুষ গঠিত হয়।

বন্ধুর সেই উপদেশ রাধিকার মনে জীবন্ত কথারই ধ্বনি হইতে লাগিল। তথাপি যেন সে কথার ভিতর কোথায় ছিদ্র রহিয়াছে। রাধিকার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যেও যেন আরও আকাঙ্খিত আগ্রহ মিশিয়া রহিয়াছে।

বন্ধু বোধহয় তাঁহার জীবনে যাচাই করার কথাই বলিতেছেন। কিন্তু রাধিকা তাঁহার যাচাই করা জীবনের পাশ দিয়াও যাইতেছেন না।

রাধিকার জীবন যে আস্বাদে ভরিয়া রহিয়াছে, বন্ধু তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করিলেন না। সেই জন্য রাধিকা মনের ভাব চাপিয়াই রহিলেন। একবার মনে হইল বলি যে "তুমি হরিনামের গান কর না ?" কিন্তু বন্ধুপ্রীতির গাঢ়তা থাকিলেও যেন সে কথায় চাপল্যই প্রকাশ পাইবে মনে করিয়া রাধিকা তেমনি চুপ করিয়া রহিলেন।

'বন্ধু আবার বলিলেন—"এ হোল ব্রহ্মচর্য্য।" ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন না ক'রলে জীবন কেবল কথায় গঠন হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শরীর মন পবিত্র হ'লে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, সেই সাত্ত্বিক হৃদয়ে শ্রীহরির অধিষ্ঠান হয়।'

এ সব কথার মধ্যে রাধিকার তৃপ্তি পাইবার আবেগই বেশ ছিল। কিন্তু শ্রীহরিনামহীন শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের জীবনও পরিণামে আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, তাই নামময় কিশোর জীবন রাধিকার কাছে সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দেশও যেন বন্ধুর শাসনই মনে হইতেছিল। সবই যেন নীরস। শ্রীহরিনামের সুমধুর রসেই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বন্ধু লক্ষ্য করিলেন, রাধিকার অনিমেষ দৃষ্টিতেও কিছু যেন চঞ্চলতা রহিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রসঙ্গটাকে আরও গভীর করিয়া বলিলেন—

"দেখ নিজের জীবনের আদর্শ ঠিক হ'য়ে গেলেই অপরের মনে তা বসান যাবে। হৃদয়ে সর্ব্বদা অহিংসা, বিশ্বাস, দয়া বিকাশের চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রতে হবে, তবেই সুন্দর জীবন তৈরী হবে। সকালে সন্ধ্যায় অন্ততঃ এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা ক'রে ধ্যান ক'রবি। নিজের ও অপরের জন্যে রোজ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীহরির স্মরণ করবি,—সব বিঘ্ন দূর হ'য়ে যাবে।"

বন্ধুর শেষ কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাধিকা তন্ময় হইয়া গেলেন। রাধিকার মুকুলিত হৃদয় কমলের অস্ফুট সৌরভে বন্ধু-ভ্রমর মুগ্ধ হইয়াও যেন বসতে পারিতেছে না। কিন্তু কিছু স্পর্শই পাইয়াছে। বন্ধুর শ্রীহরির স্মরণের কথাই শ্রীরাধিকার হৃদয় স্পর্শের যোগবাহী হইয়া রহিল। রাধিকা সেইটুকুর আরও বিকাশ চাহিতেছিলেন।

কিন্তু দিবা অবসানে রবির সঙ্কেত উভয়কেই চঞ্চল করিল। পথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। বন্ধু আরও কিছু বলিতে চান। থামিয়া গেলেন, রাধিকাকে অনেকখানি পথ যাইতে হইবে। বন্ধু রাধিকার মুখের দিকে চাহিলেন।

রাধিকার চোখের ভাব বুঝিয়াই বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—"আজ চল বাড়ী যাই, আবার কাল।"

বন্ধুর কথায় আর কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু এমন একটি দৃষ্টি দিয়া বন্ধুকে সঙ্কেত করিলেন যেন "এ সব তো বাহিরের কথা, তুমি আরও কিছু ভিতরের কথা বল।"

রাধিকার সহিত বন্ধুও সেই নির্জ্জন পথে কিছুটা সঙ্গে আসিলেন। রাধিকা যখন বাড়ী ফিরিলেন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের আরতিরও সমাপ্তি হইয়াছে। বাড়ী ফিরিয়াই মনে কেমন ভয় হইল। "আজ বড় দেরী হ'য়ে গেছে। মেজদাদা কি বলবেন?"

কিন্তু মেজদাদা যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার কল্পিত শঙ্কাকেও অতিক্রম করিল, তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। যেদিনটি শাসন করেন, রাধিকা তাহার পর দিনটি মাত্র ঠিকভাবে চলেন, তারপর আবার সেই স্বাধীনতা। আজ সেই স্বাধীনতার ইচ্ছাটির উপরই প্রথম প্রথম দুচারটি কড়া কথা বলিয়া প্রহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাধিকা যে আজিকার অসাবধানতার জন্য সত্যই ভয় পাইয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিয়াই সাবধান করিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যভামা দেবীও আজ আর রাধিকার পক্ষ লইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ পরীক্ষার মাত্র আর পনের দিন বাকি। এই সময়টি এমন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান চলে না। তিনিও রাধিকাকে যেন সাবধান হইয়া চলিতে বলিতেছেন। রাধিকা আজিকার অসাবধানতার জন্য লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন স্ববশে ছিল না।

—০—

রাধিকা নবীর দোস্ত।

মেজদাদার শাসনের পর দিন হইতেই রাধিকা আর বাহিরে বেড়াতে যান না। ইহা তাঁহার শাসন-স্বীকৃতি কিনা বুঝা যায় নাই। কারণ তাহার পর দিন হইতেই রাধিকা নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া আরও কয়েকটি অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। রাত্রির শেষে কিংবা অন্য সময়ে ঘুম ভাঙ্গিলেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসেন এবং দিনের মধ্যেও আহারাদির. সময় এবং রাত্রে শুইবার সময় অনেক রকম কি সব করেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তিত কার্য্যধারার জন্য সত্যভামা দেবী ও রাধিকার বড় বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিয়া রাধিকার নিকট যাহা উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা হইল এই যে—"এই সব নিয়ম পালন ক'রলে শরীর মন বেশ ভাল থাক্‌বে।"

তাঁহারা রাধিকার ঐ উত্তর প্রীতির সহিতই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন—রাধিকা ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া বাড়ীতেই থাকে এবং কোথা হইতে কি শিখিয়া এই সব অভ্যাস করে।

যতীন্দ্রমোহন বুঝিয়াছেন,—ইহা তাহার প্রতি শাসনের অব্যর্থ ফল। রাধিকার আকস্মিক নব পরিবর্ত্তনটি প্রীতির চক্ষে না দেখিলেও বিরোধিতা বা নিষেধ করেন নাই। তবে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—রাধিকা ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অভ্যাস করিতেছে।

রাধিকার পরীক্ষা আরম্ভ হইতে আর বেশী দেরী নাই। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা বেশ কঠিন। অতএব পড়াশোনাটি প্রধান না হইয়া এই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসই প্রধান হইয়া গেলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া হয় তো সুবিধা হইবে না মনে করিয়া, যতীন্দ্রমোহন রাধিকার নব অভ্যাসের বিশেষ আগ্রহটিতে যে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে ইহা জানাইয়া দিলেন। তাহাতে সত্যভামা দেবী বলিয়াছেন—বাহিরে একটু আধটু বেড়াতে না গেলে ছেলেমানুষ বাড়ীতে সমস্তক্ষণ কি করবা ?

রাধিকার সম্বন্ধে সত্যভামা দেবীর অভিমত এইরূপ হইলেও যতীন্দ্রমোহন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—পরীক্ষার পর যাহা ভাল লাগে করিতে পারে, এখন কি দরকার ? কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের যাহা দরকার তাহাই যে রাধিকারও প্রয়োজন হইবে এমন কি কথা আছে ? পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে জ্ঞানলাভই পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অথবা পড়ার অভ্যাসের হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য—ইহা বুঝিবার মত রাধিকার কিছু ছিল না।

সেইজন্য পরীক্ষাকে নিমিত্ত করিয়া একটা কিছু অভিনব চেষ্টা করাও রাধিকার মনেও কুলাইত না ; এবং দাদাদের শাসনও তাহাকে কোনও বাধ্যবাধ্যকতার বাঁধনে বাঁধিতে পারে নাই। তথাপি তিনি যে বাড়ীতেই থাকেন ইহা দাদাদের শাসনভয়ে নয়, বন্ধুর সহিত মিশিয়া তাঁহার উপদিষ্ট কথাগুলি নিজের চিন্তাধারাটির অনুকূল হইতেছে মনে করিয়াই করেন।

এইভাবে নূতন অভ্যাসের মধ্যে এক সপ্তাহ কাল থাকিতে থাকিতেই তাঁহার মনে হইল "বন্ধু নিশ্চয় সেখানে আস্‌ছে, আমাকে দেখতে না পেয়ে তেমনি চলে যায়, আমার উচিত ছিল তাকে বলে আসা "কেন যাওয়া হ'চ্ছে না।"

কেবল যে বলিয়া আসা তাহাই নয়, রাধিকার মনও যেন বন্ধুর সহিত মিশিতে চায়। আবার ভাবিতেছেন—তাহাকে দেখিতে গেলে যদি সে না আসিয়া থাকে ? এইরূপ কিছু ভাবিতেই রাধিকার চিত্ত আরও চঞ্চল হইল। একবার যাইতেই হইবে।

সেইদিন দুপুরে আহারের কিছুক্ষণ পরই তেমনি নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া সেই যশোর রোডের ধারে উপস্থিত হইলেন। দেবদারু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তলায় আসিয়া ভাবিলেন, "বন্ধু তো জানে না, আমি আসবো, হয়তো একদিন এসে যখন আমাকে পায় নাই, তখন থেকে আর আসেই না।"

রাধিকা পথের এদিক ওদিক চাহিয়া ভাবিলেন—"একটু বেশী আগেই এসে প'ড়েছি, আর একটু থাকি। তারপরই মনে হইল—আজ তো শনিবার, হয় ত বেড়াতে আস্‌তে পারে।"

রাধিকার আরও মনে হইল যে—"এতদিন তার সঙ্গে দেখা হ'চ্ছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি সে কোথায় থাকে, কোন্ পথ দিয়ে যায়?" এইটুকু ভাবিতেই আবার মনে হইল—ওকে যে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেছি সেই দিকে এগিয়ে যাই।"

রাধিকার মন বিষণ্ণ হইল, আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া বন্ধুর আসার পথ ধরিয়াই তাঁহাকে দেখিতে বাহির হইলেন। মাত্র কয়েক পা আসিতেই দেখিলেন—বন্ধুও দ্রুত আসিতেছেন। দূর হইতে রাধিকাকে দেখিয়া বন্ধু কিছুটা বিস্মিত ও তৃপ্ত হইলেন মনে হইল। রাধিকার দৃষ্টিতে পড়িতেই তিনি আরও দ্রুত আসিতে লাগিলেন। রাধিকা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বন্ধুর যেন অভিমান হইয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবেই রাধিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আজ শনিবার, আমি জানতাম তোর দেখা পাবই, এই কয়দিন এসেছি, কিন্তু তোকে দেখতে পাই নি।"

তাহার উত্তরে রাধিকার নিকট শুনিলেন পরীক্ষা আস্‌ছে। ইস্কুলের ছুটী রয়েছে। উত্তর দিয়াও রাধিকা বুঝিলেন বন্ধুর চঞ্চলতা। ইস্কুলের ছুটি থাকা সত্ত্বেও রাধিকা যে এখানে আসে নাই তাহার কি কারণ থাকিতে পারে, ইহা অনুমান করিয়াও অভিমানে বন্ধু বলিলেন—"তুই বুঝি সময় পাস্ নাই।"

রাধিকা এমন ভাবে চাহিলেন যেন বন্ধু ভাল ভাবেই বুঝিতে পারেন—এখানে না আসার জন্য সে সুখী কি না। সে দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি রাধিকার ডান হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "চল পীর-তলার দিকে বেড়িয়ে আসি, আজ অনেক সময় আছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণপ্রসঙ্গটি সামান্য হইলেও রাধিকার যে তাহাতে কত তৃপ্তি হয় তাহারই যেন সূত্র ধরিয়া বন্ধুর উক্তি। রাধিকার সে তৃপ্তি যেন মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। যশোররোড় পিছনে ফেলিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া পীরতলার দিকে দুই বন্ধুই আসিলেন। এই পথটি আসিতে বন্ধু এমন ভাবে কয়েকটি কথা বলিলেন, যেন রাধিকা বলে যে তার আদর্শ কি ? কিন্তু তাহাতে রাধিকাও এমনভাবে উত্তর দিয়াছেন যে বন্ধুই যেন তাহার আদর্শটি পরিষ্কার করিয়া বলুক, তাহা শুনিয়া রাধিকার যদি অনুকূল বোধ হয় তবে সে নিজের আদর্শ বলিবে।

সেইটুকু পথে উভয়ের বাক্‌পেশলতার ভিতর উভয়ের প্রীতি-সৌন্দর্য্য অনুভূত হইল। বন্ধু যাহা বলিয়াছেন ; তাহাতে রাধিকা তুষ্ট কিন্তু তাহার সহিত এমন একটি জিনিষ লুকাইয়া ছিল, যাহা সেদিন আর বন্ধুর মুখে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায় নাই। সেটি শ্রীহরিকীর্ত্তনের ধ্বনির।

তাঁহারা তখন পীরতলার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছেন। রাধিকা ইঙ্গিত করিলেন—কে বসিয়া আছে। বন্ধু দেখিলেন একটি বৃদ্ধ মুসলমান ফকির গাছের তলে বসিয়া স্ফটিকের মালা জপ করিতেছেন। ফকিরের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর। সেইখানেই তাঁহারা দাঁড়াইয়া আবার অন্য রাস্তা ধরিয়া পা বাড়াইতেই পিছন হইতে ফকিরের ডাক শুনিলেন।

রাধিকা দাঁড়াইলেন। বন্ধুই ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ফকিরটি বলিলেন "ও পোলাটা আইল না, ওর থন মাল আছে। কালে জানবি ও ছামড়া নবীর দোস্ত।"

ফকিরের এই কথার মর্ম্ম কি তাহা হয় ত বুঝিয়াই বন্ধু কিছু বলিলেন না, তবে ফকিরের আন্তরিক ইচ্ছা তিনি রাধিকার সঙ্গ চাহিতেছেন।

ফকির তেমনি ভাবেই রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফকির আর কোনও কথা না বলিতেই বন্ধু উঠিয়া গেলেন। রাধিকার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেই দেখিলেন—রাধিকা যেন এখানকার আবহাওয়া পছন্দ করিতেছে না এবং ফকির তাহার দিকে যে ভাবে চাহিতেছিলেন তাহাতে রাধিকার ভয়ই হইয়াছে। তিনি আরও অন্য দিকে ঘুরিয়া রাধিকাকে অন্য প্রসঙ্গ দিয়া ভুলাইতে লাগিলেন।

এখানে আসার সহিত ঐ ফকিরের আহ্বানের কিছু যোগ আছে, এইরূপ ধারণা হওয়া রাধিকার পক্ষে স্বাভাবিক মনে করিয়াই বন্ধু হাসিতে হাসিতে সেই ঘটনাটিকে লঘু করিয়া রাধিকাকে বলিলেন—"ও ফকির তোকে কি বললে জানিস্? তোর কাছে না কি মাল আছে, তুই নবীর দোস্ত।"

বন্ধুর কথায় রাধিকা হাসিলেন। ফকিরের অবোধ্য ভাষার কি মর্ম্ম বন্ধুই হয়ত তাহা বুঝিয়াছেন এই ভাবেই যেন তাঁহার হাসি পাইল। বন্ধুও হাসিয়া বলিলেন—"ও পাগ্‌লা ফকির।" দুই বন্ধুর সেই আলাপের মধ্যেই শুনিলেন—পিছন দিকে কে যেন বিকট ভাবে হাসিতেছে।

তাঁহারা চাহিতেই দেখিলেন, সেই ফকিরটিই হাসিতেছেন। সে শব্দে রাধিকা একটু জড়সড় হইয়া গেলেন।

বন্ধু লক্ষ্য করিলেন—রাধিকা ভয় পাইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাধিকাকে লইয়া এমন ভাবে দ্রুত সরিয়া গেলেন, যেন মনে করিলেন ইহাকে এখানে আনা ঠিক হয় নাই।

তারপর আর কোথাও বসা হইল না। দুই বন্ধুর ভ্রমণই সেদিনের কৃত্য হইল। তবে এইভাবে ভ্রমণটিতে যেন উভয় বন্ধুর মনের জগতের কোথায় কি আছে তাহারই পরিচয় গ্রহণ করা হইল। বন্ধু রাধিকাকে লইয়া এতক্ষণ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু রাধিকার যেটি নিরুপম মাধুরী সেইটিরই পরিচয় পাইলেন না। আজ পর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন উভয়ের আরও সান্নিধ্য হইয়াছে, বন্ধুরও সংযমপূত আদর্শ জীবনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু রাধিকার সেই অকপট প্রফুল্ল জীবনের নির্ম্মল মুকুরোপম চিত্তের ভিত্তিটি যে শ্রীহরিনামের রসধারায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, বন্ধু যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পরিচয় এখনও পান নাই। রাধিকার চিত্তসংযোগ সেইজন্য তাঁহার সহিত তত নৈকট্য লাভ করে নাই; কিন্তু বন্ধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার নির্ম্মল জীবন-ধারায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

সেই মুগ্ধতার বিকাশ দিনের পর দিন যেন বাড়িয়াই চলিতেছে, পীরতলায় তাহা প্রকাশ-মুখর হইল। উভয় বন্ধুর এমন নির্ব্বাধ ভ্রমণ যেন এতদিন আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষার ভিতর ফকিরের ইঙ্গিত উভয়কেই বিচলিত করিয়াছে। বন্ধু তাহা চাপিয়া গিয়াছেন, রাধিকা সঙ্কুচিত হইয়াছেন।

তাঁহারা ভ্রমণের মধ্যেই দেখিলেন, বেলা শেষ হইয়া সন্ধ্যার রাগ দেখা দিয়াছে। রাধিকার বাড়ী ফিরিবার প্রয়োজন বেশী। বন্ধুই তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন। নিজেই সহরের পথ ধরিয়া রাধিকাকে বলিলেন—"দেরী করিস না, একটু তাড়াতাড়ি যা, বাড়ীতে ব'ক্‌তে পারে।"

বন্ধুর দিকে তেমনি প্রীতির দৃষ্টি দিয়া রাধিকা আসিতে লাগিলেন। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল—ও! বড় দেরী হয়ে গেছে, আজ না জানি কি হবে?

রাধিকার না জানাটি তাঁহার একেবারে অজানা ছিল না। যাহা জানিতেন তাহা মনে ছিল না। বাড়ী আসিতেই দেখিলেন—মাতৃদেবীও যেন বিরক্ত হইয়াছেন। নিঃশব্দে ভীত ভীত ভাবে প্রবেশ করিলেও যতীন্দ্রমোহন সত্যভামা দেবীর কাছেই ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাধিকার মনে হইল ইঁহারা আজ প্রস্তুত হইয়াই আছেন। এখন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভিন্ন উপায় নাই।

তাঁহারা প্রথমটা এক কথায় বিলম্বের কারণ কি জানিতে চাহিলেন, যখন রাধিকার নিকট কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন যে উপায় আরম্ভ করিলেন তাহাতে রাধিকা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সত্যভামা দেবী এতটা ভাবিতে পারেন নাই, তাই তিনি যতীন্দ্রের হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাসনের মাত্রা বেশী হইয়াছে মনে করিয়া যতীন্দ্রমোহনও শান্ত হইলেন। রাধিকা এ ভাবে কোনদিন কাঁদেন নাই। সেইজন্য সত্যভামা দেবীও ব্যথা পাইলেন।

তিনি রাধিকাকে আর বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল পরীক্ষার কথাই বারবার স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং শেষের কয়েকটি কথায় যাহা বলিলেন তাহা রাধিকার উপর প্রহার অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর মনে হইল অর্থাৎ দু'এক দিনের মধ্যে দেবেন্দ্র আসিতেছে।

সেদিনের উৎকট শাসন ঐ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থামিয়া গেলেও রাধিকার পক্ষেও আরও একটি স্বতন্ত্র পথের উদ্ভাবন করিয়া দিল। সেটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের নির্ব্বাধ গতিপথ।

—০—

পরীক্ষার্থীর নূতন উল্লাস।

কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর ইস্কুল আবার খুলিয়াছে, তবে বাৎসরিক পরীক্ষার আর চার পাঁচ দিন মাত্র বাকি থাকায় ইস্কুলে পড়াশুনার জন্য ছাত্রদের উপর আর ততখানি চাপ নাই। উপস্থিতিটি মাত্র প্রয়োজন। সেই উপস্থিতির সময়টি রাধিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল,—বাকি সময়টি মেজ দাদা ও ন'দাদার নীরন্ধ্র শাসনের সীমানার বাহিরে। রাধিকার বন্ধুও সেই সুযোগটি রাধিকার নির্দ্দেশে পালন করিতেছেন। ইহার ফলে রাধিকা বাড়ীতে একান্ত সুবোধ।

সকালে সন্ধ্যায় বাহিরে যাইবার প্রয়োজনও হয় না, অভ্যস্ত কৃত্যে বাধাও পড়ে না। যতীন্দ্রমোহন ও দেবেন্দ্রমোহন বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁহারা শাসনাধীন আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে খর দৃষ্টির বন্ধনী হইতে মুক্ত না করিলেও বুঝিয়াছিলেন যে, রাধিকা পরীক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়াই নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করিতেছে।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্ব্বদিন রাধিকার সম্বন্ধে মাতাপুত্রের যাহা আলোচনা হইয়াছিল রাধিকা তাহা শুনিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহনই সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তাবের উত্থাপক। তিনি বলিয়াছেন—"আর একদিন পরই পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায় রাধিকা হয়তো ভাল ভাবেই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তারপর আর উহাকে বাড়ীতে না রাখিয়া সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করাই ভাল। আমাদের মধ্যে সকলেই ইস্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়া চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছে। রাধিকাকে ঐ শিক্ষা না দিয়া টোলের শিক্ষা দেওয়াই ভাল। বংশের মধ্যে একজনও অন্ততঃ জাতীয় বৃত্তি কবিরাজী শিক্ষা করিলে আমাদের সুনামই রক্ষিত হইবে। আর রাধিকার যেরূপ হাবভাব তাহা তাহার অনুকূলই হইবে।"

যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাব দেবেন্দ্রমোহনও গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়পুত্রের মত শুনিয়া সত্যভামা দেবী বলিয়াছিলেন—"বেশ তো ওর পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক, তারপর তাঁকে একবার জানিয়ে যা ভাল হয় তাই ক'রবে।"

সত্যভামা দেবী যদিও জানিতেন—পুত্রদের ইচ্ছাই স্বামীর অভিমত, তথাপি তিনি ঐ কথা বলার পরই বলিলেন "ওর পরীক্ষার পর একবার কাশী যাব মনে ক'রেছি, তখন রাধিকা যদি সঙ্গে যায় সেখানে গিয়ে যা হয় হবে।"

মায়ের কথায় যতীন্দ্রের আর কিছু বক্তব্য ছিল না, কিন্তু দেবেন্দ্রমোহন কি ভাবিয়া বলিলেন, "রাধিকাকে সংস্কৃত পড়ানই ঠিক হ'লে ওকে এখানে না রেখে বরিশালে সেজদার কাছে পাঠান ভাল।"

মাতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের সব সিদ্ধান্তই রাধিকার ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু বরিশালে যাওরার কথাটা মনঃপূত হয় নাই। তথাপি তিনি জানিতেন—সেইরূপ কিছু ঘটিলেও প্রতিবাদ করিতে পারিব না।

সেই ভবিষ্যতের আশঙ্কাটি তাঁহার মনে যত শিহরণ জাগাইল, তাহা অপেক্ষা একটি নূতন প্রস্তাবের উল্লাসে রাধিকা আপাততঃ সুখীই হইলেন।

সে প্রস্তাব সন্ধ্যায় আসিল। রাধিকা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ একটি যুবক সন্ধ্যায় তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া জানাইলেন যে, শীঘ্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের সমিতিগৃহে একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার প্রধান অভিনেতার পাঠ রাধিকাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

যদিও কয়েক দিন পূর্ব্বে রাধিকা শুনিয়াছিলেন যে, তাহাদের সমিতিতে মেজদাদা একটি থিয়েটারের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে যে রাধিকাকেও তিনি অংশ গ্রহণ করিতে দিবেন এ আশা করেন নাই। সেইজন্য সে প্রস্তাবে উল্লাস আসিলেও সম্মতি দিতে পারেন নাই।

পল্লীর যুবক-সম্প্রদায় তাহার পরদিনই যতীন্দ্রমোহনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন—রাধিকা যেন স্বীকার করে। যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "আর কদিন পরেই রাধিকার পরীক্ষা শেষ হবে, পরে দেখা যাবে।" কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন—এখন হইতে কিছুটা প্রস্তুত না করিলে আগামী পনরো কুড়ি দিন পরেই ইংরাজী নব বর্ষের প্রথমে উহাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করা যাইবে না।

সেইজন্য তাঁহারা একটু ব্যস্ত হইয়াই তাঁহাকে বিশেষ ভাবেই অনুরোধ করিলেন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের এই ভাবে অনুরোধটিকে অন্যভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন—ইহা রাধিকারই প্রকারান্তর প্রস্তাব, সেইজন্য তিনি যেন রাধিকার প্রতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াই কি মনে করিয়া সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

তাঁহার এইভাবে সম্মতি দেওয়ার জন্য, হয়ত এমনও কারণ থাকিতে পারে যে তাঁহার এই নূতন নাটকখানির মধ্যে যে অভিনব রূপ তিনি দান করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করার ইচ্ছাটি অদম্য হইয়াছে। কারণ এতদিন তিনি যে সব নাটক ও সুরের রূপ দান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ইহার বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ সময়পযোগী।

এবারের নাটকখানির নাম দিয়াছেন "ভারতমাতা"। বন্দিনী ভারতমাতার আকুল আর্ত্তনাদ এবং তাঁহার মুক্তির জন্য ভারত-সন্তানদের নিকট হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বান ছিল নাটকের প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়বস্তু। সে সময়ে যে সব স্বদেশী ভাবের উচ্ছ্বাস গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আসিয়া পড়িতেছিল, সেগুলিকেই ভিত্তি করিয়া এবং ইংরাজ সরকারের ছদ্ম হিতৈষিতার কৌশলগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এই নূতন নাটকের রচনার প্রয়াস।

কিন্তু ভারতমাতার মুক্তির জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা পৌরাণিক ও কতকটা অবাস্তব। ভারতসন্তানগণ দলে দলে ইংরাজদের কাছে এবং ভারতবাসীর দুয়ারে দুয়ারে হরিনাম গাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতার মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইবে ; তাহাদের সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ইংরাজের হৃদয় শুদ্ধ হইবে, এবং ভারতবাসীরও চিত্ত বিগলিত হইবে—তাঁহারা তখন সমবেত ভাবে মাতার মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করিবেন।

ইহার আখ্যান বস্তুটি যতীন্দ্রমোহনের মনে যেন নূতন ধারায় একটু নেতৃত্ব করিবার বাসনা সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি নাটকের প্রধান অভিনয় ভারতমাতার উপরই নির্ভর করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। সেই ভারতমাতার অভিনেতার বয়স, কণ্ঠস্বর, গঠন, গান করিবার শক্তি এবং কিছু বক্তৃতা করিবার সামর্থ্য থাকা চাই—কিন্তু এমন একটি বালকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পল্লীর যুবকগণ একমাত্র রাধিকাই যে এ বিষয়ে উপযুক্ত ইহাই ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধিকাকে পাইতে হইলে যতীন্দ্রমোহনের বা দেবেন্দ্রমোহনের অনুমতি ছাড়া হইবে না।

সেদিন যখন তাঁহারা বলিলেন,—রাধিকাকে অভিনয়ের জন্য অনুমতি না দিলে তাঁহাদের সমস্ত উদ্‌যোগ-উৎসাহ পণ্ড হইয়া যাইবে, তখন যতীন্দ্রমোহন নিজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের আশায় তাঁহাদের সানুনয় প্রার্থনাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

সমিতির যুবকগণ অনুমতি লাভ করিয়া রাধিকাকে সন্ধ্যায় সমিতি গৃহে আনিয়া অভিনয়ের মুদ্রাকলাগুলি শিখিবার জন্য বলিলেন। রাধিকার তখন পরীক্ষা চলিতেছে তথাপি, রাধিকা তাহাতে বিশেষ আপত্তি জানায়াই বলিলেন—"দাদার সঙ্গে বসে ওখানে আমি কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখ্‌তে পারবো না, আপনারা আমার হয়ে গান ক'রবেন বক্তৃতা ক'রবেন আড়াল থেকে শুনে আমার শেখা হ'য়ে যাবে।"

রাধিকার এই অদ্ভুত কথা শুনিয়াও তাঁহারা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহারা জানিতেন রাধিকা শ্রুতিধর। অভিনয়ের দিনে সে নিশ্চয় আসর মাতাইয়া দিবে।

শুধু পরীক্ষার জন্যই নয়—অন্য কোন সময়েও সে দাদাদের সঙ্গে বসিয়া অভিনয়ের পূর্ব্বানুশীলন করিতে পারিবে না। রাধিকা লাজুক। ইহা তাঁহারা ধরিয়া লইলেন।

রাধিকা যে তাঁহাদিগকে অনুরোধে পড়িয়াই সম্মতি দিয়াছিলেন তাহা নয়। তাঁহার নিজের মনেও কেমন উল্লাস হইয়াছিল অভিনয় করিবার জন্য। তাছাড়া তাঁহার মনে আর একটি গুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও ছিল—অভিনয়ের দিন বন্ধু আসিলে ভাল হয়। কিন্তু দুপুরে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তিনি নিজের গান অভিনয়ের কথা বলিতে পারিবেন, ইহাতেও তাঁহার সঙ্কোচ হইতেছিল।

পরীক্ষার যে পাঁচটি দিন রাধিকার পক্ষে পঞ্চব্যূহের মধ্যে বাস করিয়া থাকিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণীয় হইয়া রহিল। দাদাদের চোখে ধূলি দিয়া কৌশলে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, দিবারাত্রির মধ্যে অভ্যস্ত কৃত্যের অনুষ্ঠান, অজ্ঞাত পরীক্ষায় কৃতকার্য্যের সাফল্যের জন্য কিছু উদ্বেগ, বন্ধুর ঈঙ্গীতময়ী ভাষার অনুধাবন, বাহিরে কোথাও যাইবার আকর্ষণ ; এ সকলের মধ্যেও রাধিকার অন্তরে আর একটি তৃপ্তি ছিল, সেটি পরীক্ষার পর কিছুদিনের জন্য মুক্ত পরিবেশে ভ্রমণ।

ইহার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও রাধিকার পক্ষে অভিনয়ও নূতন সমস্যা। সহরের জেলা ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা চলিতেছিল সেই কয়দিন যতীন্দ্রমোহন রাধিকার সঙ্গে গিয়াছিলেন—এবং প্রধান শিক্ষকের নিকট শুনিয়াছেন—রাধিকার লেখা ভালই হইয়াছে, সে নিশ্চয় জেলার সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানই লাভ করিবে।

যতীন্দ্রের মুখে রাধিকার পরীক্ষার কথা শুনিয়া সত্যভামা দেবী শ্রীঅনন্তদেবের নিকট মানসিক করিয়াছেন, রাধিকা ভাল ভাবে পাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেই তাঁহাকে "ষোল আনা" পূজা দিব। তখন প্রত্যহই সন্ধ্যায় অভিনয়ের আখড়াই চলিতেছে। রাধিকার অংশটির প্রয়োজন হইলে তিনি তখনই একটু আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের গান ও কলামুদ্রাগুলি শিক্ষা করেন।

পরীক্ষার পর তাঁহার যে মুক্ত পরিবেশে ভ্রমণের সংকল্প ছিল, তাহার জন্য আর বাধা না পাইলেও রাধিকা সন্দেহ করিয়াছেন—তাহার বন্ধুর সংবাদ বাড়ীতে দাদারা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইলেও সেজন্য তাঁহার বিশেষ বাধা হয় নাই।

প্রায় পনর ষোল দিন পরেই যতীন্দ্রমোহন ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট গোপনীয় সংবাদ হিসাবে জানিয়া আসিয়াছেন যে, রাধিকার সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা যথার্থই হইয়াছে।

রাধিকা ফরিদপুর জিলায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানও পাইয়াছে এবং মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তিও লাভ করিয়াছে।

এ সংবাদে সত্যভামা দেবীও তাঁহার মানতের জন্য কুমারপুরে যথারীতি "ষোল আনা" পূজাও পাঠাইয়াছেন। পরীক্ষার সংবাদে সকলেই খুসী হইয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য রাধিকার মনে যে স্বতন্ত্র কোন উল্লাস তাহার রেখামাত্র দেখা দেয় নাই অর্থাৎ তেমনি উদাস ভাবেই সেই সুসংবাদটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

সত্যভামা দেবী রাধিকার পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া কাশীধামে যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন এবং রাধিকাও যাইবে কিনা জানিতে চাহিলেন। কিন্তু রাধিকা তাহার উত্তরে কাশী যাইবার অনিচ্ছাই জানাইয়াছেন। ইহার কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

কিন্তু রাধিকা না বুঝিয়া উত্তর দেন নাই। তিনি যাঁহার টানে পড়িয়াছেন সে সঙ্গ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা করেন না, ইহারই মধ্যে আবার অভিনয় করিবার ইচ্ছাও প্রবল হইয়াছে।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধিকার 'ভারত মাতা' অভিনয় ও বন্ধুর নব আস্বাদ।

মাতৃদেবী কাশী যাইবেন শুনিয়া যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ বলিয়াছেন—আগামী তুই চারিদিনের মধ্যেই "রথখোলায়" ভারতমাতা থিয়েটার হইবে, অতএব উহা দেখিয়াই যাইবেন। সত্যভামা দেবীও তাঁহাদের ইচ্ছা গ্রহণ করিয়াছেন।

সেই রাত্রেই সমিতিগৃহে স্থির করা হইল—আগামী শনিবার সন্ধ্যায় অভিনয় করা হইবে। এ সংবাদ পরদিনই পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের আকর্ষণ রাধিকাকে লইয়া। শনিবার দিন বৈকাল হইতেই রথখোলায় লোকজনের বেশ ভীড় জমিয়া উঠিল। গুপ্ত বাড়ীর প্রায় সকলেই থিয়েটার দেখিতে উপস্থিত হইলেন। রাধিকাও যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

থিয়েটারের প্রস্তাবনাগীতির পরই সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন—কখন রাধিকা আসিবে। সকলেই শুনিয়াছিলেন, ভারতমাতা রাধিকাই হইবে। তাঁহাদের বহু উৎকণ্ঠার পর যখন দেখিলেন ভারতমাতা আসিয়াছেন, কিন্তু রাধিকাই যে ভারতমাতা ইহা বুঝিবার উপায়ই ছিল না। সে আসরে যিনি নামিলেন তাঁহার বয়স রাধিকারই মত, পরনে গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়ী, মাথায় কুঞ্চিত রুক্ষ কেশ, আবেশে ভরা ভাসা ভাসা সজল তুটি চোখ, নিটোল দীর্ঘ তুটি বাহু, ঈষৎ রাঙ্গা পাতলা তুটি অধর ওষ্ঠ, অনাথ কাঙালিনীর মূর্ত্তি হইলেও অপরূপ গঠনভঙ্গি। উদাসিনীর মত চাহিতে চাহিতে শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি সবেদন আর্ত্তি জানাইয়া যখন গান ধরিলেন—

আজি রে ভারতমাতা হয়েছে বন্দিনী।
প্রেম মোক্ষ দয়া মায়া শূন্য হোল এ ধরণী॥
একদিন যে বক্ষে মোর ভ্রমিতেন রে দিবানিশি
কত মুনি কত ঋষি
শূন্য বক্ষ সেই মাতা, হ'য়েছে আজ কাঙালিনী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাণে আর না সহে দুঃখ
না দেখিয়া সেই চাঁদমুখ
কে চাহিবে আর মার মুখ
সরে না সরে না বাণী ॥ (ব্যথায় হৃদয় ভরেছে রে,)

তখন গানের সেই মধুস্যন্দী স্বর শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন—এই সেই রাধিকা। সে স্বরে গানের ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দের মন সত্যই বেদনায় মথিত হইয়া উঠিল। সমস্ত আসর ব্যাপী ক্রন্দনের রোল উঠিল, রাধিকাকে দেখিবেন, কি তাহার স্বরলহরী শুনিবেন বা চোখের জল মুছিবেন ইহাই যেন শ্রোতৃবৃন্দের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। রাধিকা গান খানি একবার দুইবার গাহিলেও আসর হইতে বাহিরে আসিবার উপায় ছিল না,—শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হইতে বারবার আহ্বান আসিতে লাগিল।

রাধিকার তখন ভাবমূর্ছিতের অবস্থা। চোখের জলে এবং সেই গানের হার্দিক বস্তুটিকে ফুটাইতে তাঁহার আর মনেই ছিল না যে সে অভিনয় করিতেছে।

সে রাত্রের অভিনয় যেন রাধিকাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। প্রতিবারই রাধিকার ভাষণ, রাধিকার গান শুনিবার জন্য জনসাধারণের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিতে লাগিল।

রাত্রির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সেই থিয়েটার দেখার ঘটনা যেন সেদিন একটি ঐতিহাসিক ঘটনারই মত স্মরণীয় হইয়া রহিল। সে রাত্রে সহরের যাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাধিকার অন্তরের অন্তরসাথী জগদ্বন্ধুও আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসা যাওয়া বোধহয় অনেকের অলক্ষ্যেই হইয়াছিল। রাধিকার তখন মনের এমন অবস্থা ছিল না যে, বন্ধুর আসার কামনা থাকিলেও তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন।

অভিনয়ের পরদিন হইতে রাধিকার পক্ষে পাড়ায় বাহির হওয়া বিশেষ সঙ্কোচের ও লজ্জার কারণ হইল। সর্ব্বত্রই প্রশংসা চলিতেছে। সত্যভামা দেবী ও বাড়ীর বৌদিরাও রাধিকাকে সেই ভারতমাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ ধারণ করা এবং গান করিবার ভঙ্গিটি বাড়ীতেও একবার তেমনি ভাবে দেখিতে চাহিলেন।

তাহাতে রাধিকা মনে মনে লজ্জিতই হইয়াছিলেন।

পরদিনই সত্যভামা দেবী বলিলেন—রাধিকে! তুই কি আমার সঙ্গে কাশী যাবি?

তাহার উত্তরে রাধিকা বলিলেন—তুমি তো বেশী দিন থাকবে না!

সত্যভামা দেবী বুঝিলেন, রাধিকার ইচ্ছা নাই। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

রাধিকার যে জন্য কাশী যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, সেটা অপরের পক্ষে না জানারই কথা। কিন্তু রাধিকার পূর্ব্বসন্দেহ যেন একটু গাঢ় হইল। বন্ধুর সহিত তাঁহার মেলামেশার সংবাদ যতীন্দ্রমোহন ও দেবেন্দ্রমোহন পাইয়াছেন। রাধিকার পক্ষে ইহা ভাবিবার এমন কিছু না থাকিলেও বিশেষ নিশ্চিন্ত হইয়া বন্ধুর নিকট যাওয়া আসা সুবিধাজনক মনে হইল না। কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থাটি এমন হইয়াছে যে বন্ধুর কাছে না গিয়াও থাকিতে পারেন না। যতদিন না নূতন ভাবে পড়াশুনার বন্দোবস্ত হয়, ততদিন অন্ততঃ সে নির্ম্মুক্তি পরিবেশে বন্ধুর সহিত মিশিতে পারিবে এই ধারণা লইয়াই তার পর দিন হইতে কেবল নিজের অভ্যস্ত কৃত্য ও স্নানাহারের সময় বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন বাকি সময় বন্ধুর কাছে।

বন্ধুও যেন রাধিকার মধ্যে একটা নূতন জিনিষের সন্ধান পাইয়াছেন। সেটি রাধিকার মোহন কণ্ঠস্বর। তিনি যে সে রাত্রি থিয়েটার দেখিতে গিয়াই সেই বস্তুটির আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়াছেন ইহা রাধিকার নিকট প্রকাশ না করিলেও বন্ধুর আগ্রহ ও রাধিকার আত্মপ্রকাশের বিনিময়ের মধ্যেই তাহা আর অপ্রকাশিত ছিলনা। রাধিকা যে মধ্যাহ্নের পরই আসিবে, ইহা মনে করিয়াই তাহার পরদিন তিনি সেই দেবদারুতলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ স্থানটি যেন তাহাদের অভিনব নিভৃত কুঞ্জ, এইখানেই উভয়ের অন্তরের অমিয় নিধির আদান প্রদান হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর দিনই বন্ধু রাধিকার পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন্। রাধিকাকে দেখিয়াই তিনি যেন আবদারের সুরে বলিলেন "তুই কীর্ত্তন ক'রতে পারিস্ ?"

বন্ধুর প্রশ্নে রাধিকা বক্র দৃষ্টির সহিত চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল বলিয়া ফেলি যে "অত ছল কেন, বল না যে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম।" ইহা ভাবিয়াও রাধিকার আবার মনে হইল—"তুমি তো চাওনি তাই বলিনি, বেশ, এবার চাচ্ছ যখন তখন পাবে" এত কিছু ভাবিয়াও কিছু বলিলেন না তেমনি হাসিমুখেই চাহিয়া রহিলেন।

রাধিকার হাসিতে বন্ধু যেন মনে মনে লজ্জিতই হইলেন। তিনি আবার বলিলেন "একটা গান গানা।"

রাধিকার মনে যেন গাঢ় অন্তরঙ্গ ভাবের কৌতুহল হইল। তিনি বলিলেন—"তুমি গাও।"

"বন্ধু বলিলেন—গান গাওয়ার চেয়ে লেখা আসে আমার, আমি লিখবো আর তুই গাইবি।"

বন্ধুর আবেদন রাধিকা তৃপ্তির সহিতই গ্রহণ করিলেন। রাধিকার মনে পড়িল প্রহ্লাদের উক্তি! বন্ধুর দিকে চাহিলেন, বন্ধু তেমনি উৎকর্ণ হইয়া আছেন। রাধিকার ভাবান্তর হইল। তাঁহার অন্তর আবেগের তন্ময়তায় ভরিয়া উঠিল। চক্ষু বন্ধ করিয়া বন্ধুকে গান শুনাইলেন—

মনের মাঝারে আঁধার নাশিয়ে
দেখা দাও হরি রাখ হে জীবন॥
মাতাপিতা মোর তোমারে ভুলিয়া
দুঃখ দেয় হরি করিয়া তাড়ন॥
জলে বা অনিলে ভূমিতে অনলে
বহুরূপ ধরি আছ অনুক্ষণ
আজ কাতর পরাণে ডাকি তোমা ধনে,
কোথা আছ বন্ধু রাখ হে জীবন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ বলে তুমি আছ হে পাতালে
কেহ বলে তুমি আছ স্বর্গ স্থলে
ভূলোকে দ্যুলোকে আছ সর্ব্বলোকে
ইচ্ছাময় হরি জগত জীবন
দেখা দাও বন্ধু (আজ) কাতর পরাণ ॥

রাধিকা গাহিতে গাহিতে বন্ধুর সম্মুখেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্বচ্ছ কোমল চিত্তে যেন প্রহ্লাদের স্বরূপই জাগিয়া উঠিয়াছে। বন্ধুও চঞ্চল হইয়া সেই গান শুনিতে শুনিতে আবেগে ভরিয়া উঠিলেন। রাধিকার দুটি হাত ধরিয়া নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

রাধিকার হৃদয় কন্দরে কি বস্তু লুকানো ছিল, বন্ধু যেন তাহারই সন্ধান পাইলেন। রাধিকা চোখ খুলিতেই দেখিলেন—বন্ধু তেমনি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সজল চোখের দিকে চাহিয়া আছেন। সে অবস্থায় উভয়ের মুখে আর কোন কথাই আসিল না। বন্ধু যেন কি বলি বলি করিয়াও চাপিয়া চাপিয়া বলিলেন—"পরানপুরে ত্রিনাথের মেলা ব'সেছে, অন্ততঃ একদিনও সেখানে যেতে হবে ; কথা আছে।"

বন্ধুর কথায় অস্বীকার করিবার কিছুই ছিল না। মনে কেবল প্রশ্নই জাগিতেছে—কি কথা আছে? রাধিকা তাঁহার ইচ্ছাটি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া জানাইলেন 'যাব'।

উভয় বন্ধুর এই নিভৃত আলাপের মধ্যেই মনে হইল, সন্ধ্যা হইয়াছে, এখনই বাড়ী ফিরিতে হইবে। বন্ধু আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন না। নিজেই তাঁহাকে লইয়া সহরের মুখে আসিয়া রাখিয়া গেলেন। এতক্ষণে রাধিকার মনে হইল,—আজ না জানি কপালে কি আছে! বাহিরে বেড়াইতে যাওয়ার জন্য এতটা দেরী হওয়া কিছুতেই কেউ সহিবে না।

রাধিকার দুশ্চিন্তাটি বাড়ীতে আসিয়াই প্রবল হইল। তাঁহার মেজদাদা তাঁহার এই স্বাধীন ভ্রমণটার জন্য বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাছাড়া এই কয়দিন পূর্ব্ব হইতে রাধিকার নির্জ্জনে যাওয়ার কারণটিরও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বাড়ী আসিতেই প্রথম প্রথম দু'চার কথায় রাধিকার নিকট জানিতে চাহিলেন—"সব ছেলেরাই, সন্ধ্যায় বাড়ী আসে, তোর কিসের জন্য দেরী হয় ?

প্রশ্ন করিয়াও যখন উত্তর পাইলেন না তখন তাঁহার অনুসন্ধানের ফলটুকু বলিলেন, "নিশ্চয় জগদ্বন্ধুর কাছে গিয়েছিলি! তুই কি মনে করিস্ আমি কোন খবরই রাখি না ? তোর উদ্দেশ্যটা কি ?"

দাদার শাসনে রাধিকা চুপ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এইরূপ একটা কিছু ঘটিতে পারে। নির্ব্বিঘ্নে যথেষ্ট ভ্রমণ কিছুতেই সম্ভবপর নয়। পরীক্ষার পর নির্ম্মুক্ত আনন্দের কল্পনা তাঁহার ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুর সহিত গোপন মিলনের আগ্রহের উপরেই দাদা আঘাত করিয়াছেন।

সত্যভামা দেবী নিকটেই ছিলেন, রাধিকার প্রতি যতীন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনিয়া সেখানে আসিতেই যতীন্দ্র বলিলেন, "মা, তুমি কাশী যাচ্ছ, রাধিকাকে হয় সঙ্গে নিয়ে যাও, না হয় ওকে বরিশালে পাঠিয়ে দাও। তুমি চলে গেলে রাধিকাকে এখানে রাখাটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। জগদ্বন্ধুর সহিত মিশে একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাড়ী থেকে একটু আল্গা পেলেই জগদ্বন্ধুর কাছে পালায়। ও ছেলেটা একেবারে হতচ্ছাড়া, লেখাপড়া কিছু ক'রলে না, কতকগুলো ছেলে নিয়ে একটা দল পাকিয়েছে ; তাদেরও মাথা খাচ্ছে, এবার রাধিকার মাথাটাও খেতে ব'সেছে। এর একটা ব্যবস্থা না ক'রে তোমার যাওয়া চলে না।"

যতীন্দ্রের শাসনের সহিত তাহার অভিযোগের কারণ—রাধিকা অন্য কাহারও সহিত মিশিতেছে, সত্যভামা দেবী ইহা অনুমান করিয়াও এতখানি উত্তেজিত হওয়ার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেইজন্য যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জগদ্বন্ধু কে ?"

যতীন্দ্র যেন বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল জগদ্বন্ধু এমন একটি বিস্ময়কর দুরন্ত ছেলে যে ফরিদপুর সহরের সকলেই তাহাকে জানে। অতএব তার পরিচয় মাও নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যভামা দেবী যে তাহার খবর কিছুই রাখেন না! অতএব জগদ্বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়া শাসন করায় মা বিস্মিত হইয়াছেন। সেইজন্য যতীন্দ্রমোহনও যেন অন্তরে বিরক্তি লইয়াই মাকে বলিলেন,—"জগদ্বন্ধু হ'ল আমাদের ফরিদপুরের সহরতলীর ছেলে—

ব্রাহ্মণকান্দায় থাকে, ওর জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জিলার ডাহাপাড়ায়। রাধিকার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়, আমাদের এই বঙ্গ বিদ্যালয়েই আগে প'ড়তো। রাধিকা তখন সবে ভর্ত্তি হয়েছে। ও ছোঁড়াটা অষ্টম মান পর্য্যন্ত পড়াশুনা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। চেহারাটা ভাল। মাথায় একটু সাধু সাধু ছিট্ আছে। ইস্কুল ছেড়ে নাম সংকীর্ত্তন ক'রে বেড়ায়। বারেন্দ্র বামুনের ছেলে হ'য়েও ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মা বাবা তো নাই, ওর দিদিই ওকে মানুষ করেছে। আমাদের রাধিকা ওর সঙ্গে মিশেছে। একেই রাধিকা হরিনাম-পাগল, তার ওপর যদি জগদ্বন্ধুর সঙ্গ পায় তাহ'লে আর কথাই নেই।"

যতীন্দ্রমোহন এমন দ্রুত তাঁহার পরিচয় দিলেন, যেন উহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া সত্যভামা দেবী তাহার মধ্যে এমন কি গুরুতর ব্যাপার আছে ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি একবার রাধিকার দিকে চাহিয়া কোমল ভাবেই বলিলেন—

"ওর সঙ্গে মেলামেশা যখন তোর দাদারা পছন্দ করে না, তখন নাই বা ক'রলি।"

মায়ের কথায় রাধিকা এমন অর্থপূর্ণ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন যেন সত্যভামা দেবী তাঁহার দৃষ্টির অভিপ্রায় বুঝিয়াই আবার অন্য ভাবে বলিলেন—

"রাধিকা তো আর আগের মত নাই। বেশ আমি তো কাল কাশী যাচ্ছি, শীগ্‌গির ফিরবো, সেখানে গিয়ে সব কথা ব'লবো, তিনি যা ব'লবেন, সেই রকমই ব্যবস্থা করা হবে।"

মায়ের কথাটার অর্থ করিলে এই হয় যে, এই কয়দিন একটু আমোদ করিয়া থাকুক, দুদিন পরেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। একথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতীন্দ্রের কিন্তু প্রশ্রয় দিবার ভাবই মনে হইল। তিনি যে রাধিকার প্রতি স্নেহাসক্ত তাহা ভাল ভাবেই বুঝিতেন। সেই জন্য সত্যভামা দেবীকে আর কিছু না বলিয়া রাধিকার প্রতি শাসন করার দৃষ্টিতেই চাহিলেন। অর্থাৎ মায়ের মতে চলিলে হইবে না।

রাত্রির আহারের সময় সত্যভামা দেবী রাধিকার প্রতি কোমল ভাষাতেই কিছু উপদেশ দিয়া বলিলেন—"আমি শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বো, দাদা বৌদি যা বলেন, তা শুন্‌বে।"

রাধিকাও সুযোগ বুঝিয়া মায়ের নিকট 'ত্রিনাথের মেলা' দেখিতে যাইবার ইচ্ছাটি জানাইয়া রাখিলেন। সত্যভামা দেবী ভাবিলেন, "মাতুলালয় হইতে আসিয়া রাধিকা আমার নিকটই থাকিতে চায় বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, আজ সেই রাধিকা কেন কাশী যাইতে চায় না।"

কিন্তু তিনি পুত্রের সহজ তৃপ্তিতেই নিজের তৃপ্তি মানিয়া রাধিকাকে সহরের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার পরদিন কাশীধামে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন।

—০—

বন্ধুর শারিকা।

রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং অনুকূলকে সঙ্গে লইয়া সত্যভামা দেবী গত দুইদিন হইল কাশীধামে গিয়াছেন। রাধিকাও যেন আরও একটু শাসন-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন।

সত্যভামা দেবীর কাশী যাওয়ার পূর্ব্ব দিন মেলা দেখিতে যাওয়ার অনুমতি লাভ করিয়াও রাধিকা জানিতেন—বাড়ীতে না বলিয়া বাহিরে কোথাও যাওয়া চলে না, সেইজন্য শ্যামার মারফৎ বড় বৌদিকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বড় বৌদিও শাশুড়ী মাতার অনুপস্থিতিতে অনুমতি দিতে পারেন নাই। তিনি দেবরদিগকে জানাইতে বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পূর্ব্বে অনেক বিষয় তিনি অনুমতি দিলেই হইত, কিন্তু আজকাল রাধিকার সম্বন্ধে কিছু বলা তত সহজ ছিল না। রাধিকার ধারণা—দাদাদের জানাইলে অনেক আপত্তি উঠিবে, কিন্তু একেবারেই না জানাইয়া যাওয়াও চলে না।

মনে মনে ঠিক করিয়াছেন শনি রবিবার যাওয়াই হইবে না, সকলেই বাড়ীতে থাকিবেন এবং পাড়ার অনেকেই যাইতে পারে। অতএব আজই যাইতে হইবে। কিন্তু আজ তাহার জন্য যে বন্ধু সেখানে আসিবে ইহাও অনিশ্চিত।

কিন্তু কেমন করিয়া যেন তাঁহার ধারণা হইল—বন্ধু ঠিক আসিবে, সেই ধারণাতেই তিনি ঠিক করিলেন—বড় বৌদির নিকটেই অনুমতি চাহিয়া লইব।

বড় বৌদির নিকট যাইতেই তিনিও এই পুত্রতুল্য দেবরটির কথায় অনুমতি না দিয়া পারিলেন না।—

তবে বলিয়া দিলেন—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী আসা চাই।

তাঁহার পূর্ব্বসংকল্পচ্যুতির আর একটি কারণ শাশুড়ী মাতার জন্য। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাতৃস্থান তিনিই সম্পূর্ণ দখল করিয়া আছেন। অতএব রাধিকার জন্য সব দায়িত্বই লইতে হইবে।

রাধিকা যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া পরাণপুরে ত্রিনাথের মেলা দেখিতে রওনা হইলেন। পথে বন্ধুর জন্য উৎকণ্ঠা বেশী হইল। তাহার উপস্থিতি হইবে কি না এবং মেলার জনতায় নির্জ্জন আলাপ সম্ভব হইবে কিনা ইহাই চিন্তা। তবে বন্ধু বলিয়াছেন "কথা আছে"। নিশ্চয় তাহার জন্য নিভৃত স্থানও হইবে।

রাধিকা বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় দেখিয়াছেন—দাদাদের কেহ বাড়ীতে ছিলেন না। কিছুটা চলিয়া আসিতেই রাধিকার মুখ শুকাইয়া গেল। মধ্যপথে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দেখা। তিনিও মেলায় না গিয়া ওই পথ ধরিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন। রাধিকাকে দেখিয়াই থামিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা এই ভয়ই করিতে ছিলেন, কিন্তু ভয় অপেক্ষা তাঁহার ভাবনা বেশী হইল। দাদা নিশ্চয় বাড়ীতে ফিরিতে বলিবেন।

রাধিকা তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই যতীন্দ্রমোহন বুঝিলেন মেলা দেখিতে যাইতেছে। এই মেলা দেখার ভিতর মেলা দেখাই যে উদ্দেশ্য, ইহা ছাড়া আর কিছু আছে বুঝিতে পারিলেন না, কারণ তাহার সঙ্গে সেই বিরক্তিকর বন্ধুটী নাই।

যতীন্দ্রমোহন রসিকতা করিয়া বলিলেন, "একা কেন ?" রাধিকা ভাল ছেলের মত তাঁহার দিকে এমন ভাবে চাহিলেন যেন, তিনি সহজেই মনে করিতে পারেন—"কোন গোপন অভিসন্ধি নাই।" যতীন্দ্রমোহন তাহার উত্তরে কিছু শুনিতে না পাইয়া বোধ হয় খুসীই হইলেন কেবল বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরবে। শ্যামাকে সঙ্গে আনলেই হোতো।" বলিয়াই তিনি বাড়ীর দিকে চলিলেন। রাধিকার গভীর দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। যতীন্দ্রমোহনও যে সঙ্গে আসিতে চাহিলেন না—এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুসমাচার।

রাধিকার চলিবার গতিবেগ যেন বহুগুণে বাড়িয়া গেল। কিন্তু মনের বেগ যেন কমিতে লাগিল। দূর হইতে মেলার আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। প্রচুর লোকসমাগম হইয়াছে। এই মেলার মধ্যে বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করা, তাহার সহিত নির্জ্জনে কথা বলা কি করিয়া সম্ভব ?

মেলায় পৌঁছিতে তখনও কিছু বাকী। ইহারই মধ্যে পথের পাশে গাছের তলায়, বাউল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর আখড়া ও সহজিয়াদের গানের আসর বসিয়াছে। আউল সম্প্রদায়ের আহারাদি হইতেছে। তাহাদের গান শুনিবার জন্য সেইখানেই রাধিকার বসিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বন্ধুর টানে তাঁহাকে যাইতেই হইল।

মেলার মধ্যে পৌঁছিতেই দেখিলেন, মধ্যাহ্ন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনেকেই স্নানাহারের উদ্যোগ করিতেছে। এই বিশাল মেলায় বন্ধুকে পাওয়ার জন্যই তাহার আসা, কিন্তু সে কেমন করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে! সেইজন্য তিনি ভীড়ের মধ্যে এদিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওদিক খুঁজিবার প্রয়াস ছাড়িয়া কতকটা হতাশের মতই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাধিকা কেবল শুনিয়াছেন—পরাণপুর ও ত্রিনাথের মেলা। কিন্তু বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই—তুমি সেখানে কোথায় থাক্‌বে? এই বিশাল জনতার মধ্যে বন্ধুকে না পাইয়া তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

'বন্ধু এসেছেন কিনা, এলেও কোথায় আছেন এই চিন্তাই জাগিতেছে। শেষে ভাবিলেন—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেই যে কেহ তাহাকে বলিয়া দিবেন, ইহাও কল্পনা করা যায় না। অবশেষে রাধিকার মনে হইল, এখানে নিশ্চয় কোন ঠাকুরের মন্দির আছে, বন্ধুও বোধ হয় সেখানে থাক্‌বেন।

ইহা ভাবিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় পিছন ফিরিয়া চাহিতেই নিকটবর্তী একটি বিলের দিকে দৃষ্টি পড়ায় রাধিকা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্পটা যেন বন্ধুর রূপ ধরিয়াই মেলার প্রান্তে দেখা দিল। রাধিকা আর অন্য দিকে চাহিতেই পারিলেন না,—"ওই খানেই সে আছে মনে করিয়া একটু যাইতেই দেখিলেন—সত্যই বন্ধু সেখানে নির্জ্জনে একাই বসিয়া আছেন। ইহা যে কি করিয়া ঘটিল রাধিকার মনে তখন আর সে অনুসন্ধান আসিল না। তিনি ছুটিয়া গেলেন।

রাধিকা কাছে আসিতেই বন্ধুও বিস্মিত হইলেন। রাধিকার আকর্ষণ যে তিনি বহুক্ষণ হইতেই অনুভব করিতেছিলেন, ইহা গোপন করিয়া রাধিকার দিকে সপ্রণয় দৃষ্টিতে চাহিলেন। এই ভাবে এইখানে যে বন্ধুর সহিত দেখা হইতে পারে ইহা রাধিকার পক্ষেও কম বিস্ময়ের কথা নয়।

রাধিকাকে পাইয়া বন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার মনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি পাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। বলিলেন—"আমার মন ব'লছিলো আজ তুই আসবি, আরও দুদিন এখানে আমি এসেছি" এইটুকু বলিয়াই ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বলিলেন—"চল আমরা ওই গাছটার তলায় যাই, ওখানে কেউ আসবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়ে সেইখানে গিয়াই বসিলেন। বন্ধু লক্ষ্য করিলেন, রাধিকা আনমনা হইয়াছে। এই মেলার ভিড়ে এমন আকস্মিক ভাবে দেখা হওয়ার জন্য, অথবা আর কিছু ভাবিয়া রাধিকা আনমনা হইয়াছে, বন্ধু তাহা জানিবার জন্যই প্রশ্ন করিলেন—"কিরে তোর চোখে জল কেন? বাড়ীতে কিছু হয়েছে বুঝি?"

রাধিকা মুখ নীচু করিয়া রহিলেন, বন্ধুর প্রশ্নে যেন রাধিকা আরও চঞ্চল হইলেন। বন্ধু রাধিকার দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার দিকে চাহিতেই রাধিকার চোখে জল অসিতে লাগিল—তাঁহার মনের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল। বন্ধুর প্রতি রাধিকার আকর্ষণ যেমন দিন দিন বাড়িতেছিল, রাধিকার প্রতি বন্ধুর আকর্ষণও যে ততোধিক তাহা বন্ধু ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। সে সঙ্কেত রাধিকাকে চঞ্চল করিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়ার রূপ যে বন্ধুকে উন্মনা করিয়াছে, সেটুকু বুঝাইবার ভাষা বন্ধুর মুখে আসিল না। বন্ধু আরও চঞ্চল হইলেন। রাধিকার মুখের দিকে চাহিতেই রাধিকাও যখন তেমনই সজল দৃষ্টিতে চাহিলেন, তখন বন্ধুরও চোখ সজল হইয়াছে, উভয়ের দৃষ্টির মিলনে উভয়ের যেন মনেরও মিলন ঘটিল। রাধিকাও বন্ধুর এই দৃষ্টি-বিনিময়ের ভিতর সেই দিনের অভিসার সার্থক হইল। বন্ধুর কণ্ঠস্বর তখন আরও কোমল হইয়াছে, তিনি রাধিকার কাছে বসিয়া থাকিলেও আরও সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত দুটি নিজের বুকে রাখিয়া অন্য ভঙ্গীতে বলিলেন, "বাড়ীর জন্য তুই ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে—দেখিস তোর মা, বাবা, দাদারা তোর কিছুই ক'রতে পারবে না।"

বন্ধু যে কেন এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলি রাধিকাকে শুনাইলেন, তাহা অন্যের বুঝিবার উপায় ছিল না। রাধিকার কিশোর মনের কোন্ নিভৃত স্থানে সঞ্চিত ভাবের যে কথাটি লুকাইয়া ছিল, বন্ধু সেই খানে গিয়া যেন কাণ পাতিয়া শুনিয়াছেন। রাধিকা যে ভাবে তাঁহার মা, বাবা, দাদা, বৌদি প্রভৃতির নিকট নিজ হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সে সবই যেন বন্ধু দেখিতে পাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার উন্মুক্ত হৃদয়ের মর্ম্মকথাগুলির আর পুনরুল্লেখ করিতে হইল না। ভাবময় দৃষ্টিতে সবই বিকশিত হইয়া পড়িল। বন্ধু যেন এই জন্যই বলিয়াছিলেন "কথা আছে।"

বন্ধুও তাহার মনের অভিনব সংকল্পের চিত্রশালায় লইয়া গিয়া রাধিকার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রসমূহ যেন মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বন্ধু আবেগের সহিত বলিলেন—"দ্যাখ্ এই ফরিদপুরই একদিন হরিকীর্ত্তনের প্রধান স্থান হবে, হরিনাম ছাড়া আর কোন পথ নাই। এই যে লোক এত কষ্ট পাচ্ছে এর কারণ কি জানিস? সকলেই ভগবানকে ভুলে আছে।"

বন্ধুর সেই আবেগের মধ্যে যে কথাটি প্রকাশ পাইল, তাহাতে যেন রাধিকার সংকল্পিত গতিপথের ভূমিকাটি ফুটিয়া উঠিল। রাধিকা ভাবিতেছেন—'এই কথাই কি তোমার মনে এতদিন চাপা ছিল?'

রাধিকার চোখে আনন্দ-উজ্জ্বলতার রশ্মি ছড়াইয়া পড়িল। বন্ধু যেন তাহাই চাহিতেছিলেন। রাধিকার অস্ফুট ভাবধারার সমস্ত কথাগুলিই যেন বন্ধুর মনে প্রেরণা জাগাইয়া মুখে একটির পর একটি করিয়া বাহির হইতে লাগিল। বন্ধু তেমনিই ভাবে বলিতে লাগিলেন—"ইংরেজরা ব'লছে আমাদের দেশে যে সমস্ত অবিচার অত্যাচার, এর মূলে হোল অশিক্ষা আর কুসংস্কার। এরা শিক্ষিত হ'লে এ সব আর থাকবে না। না তা হ'তে পারে না, তারা ভুল বোঝাচ্ছে। তারা যে শিক্ষা দিচ্ছে তাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরহীন শিক্ষা পেয়ে মানুষের মনে ধর্ম্মের কোন প্রভাবই থাকে না। ধর্ম্মহীন সংস্কার মানুষের চিত্ত কলুষিত করে, তখন বুদ্ধির প্রভাবে তারা সবাইকে হারিয়ে দিতে চায়। তাতে সবই ধ্বংসের পথে যায়। ধর্ম্মহীন শিক্ষা মানুষের মাথায় কেবল কুবুদ্ধি যোগায়। সত্য, দয়া, সরলতা সব নষ্ট ক'রে দেয়।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্ধু যেন আরও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁর সেই উজ্জ্বল বড় বড় দু'টি চক্ষুতে যেন উদ্দাম দুরন্তদের প্রতিরোধের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মস্থাপক প্রভাব যেন তাঁহাকে উত্তেজিত করিল। রাধিকাও বন্ধুর সেই তীব্র আবেগের ভাষায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন।

রাধিকা দেখিতেছেন—বন্ধু যেন ঘৃণার সহিত কাহারও দিকে চাহিতেছেন, আবার উত্তেজিত হইয়া সেই কথারই সূত্র ধরিয়া কিছু বলিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার উদগ্র আবেগে কথার যোগসূত্রগুলি ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

বন্ধু তেমনই ভাবে আবার বলিলেন—"ঢ্যাখ্, খুব শীগ্‌গির আমি হরিনামের মহাসংকীর্ত্তন বের ক'রবো, তুই থাকবি কীর্ত্তনের আগে। দেখছিস্ না চারদিক থেকে লোক সব ছুটে আসছে। একদিন সব তোর কাছেই আস্‌বে। হরিনাম ছাড়া যে কারও গতি নাই। কেউ পথ পাচ্ছে না ; পাবে কোথা থেকে ? মহাপাপে জগৎ ভ'রে যাচ্ছে। ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মীরা দেশকে ছারেখারে নিয়ে যাচ্ছে। দেখিস্‌নি ? নিরীহ হুলে বাগদিগুলোকে ওর ম্লেচ্ছ করতে চাইছে। তা হ'তে দেবো না, ওরাই হবে হরিনামের দাতা, ওদিকে নিয়েই আমার কাজ ; আর তুই হবি আমার সব কিছুর সহায়।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বন্ধু কেমন উন্মাদের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। রাধিকারও বিস্ময় বোধ হইল, তাঁহারও মনের গভীর আবেগ এই ভাবেই সঞ্চিত হইয়াছিল কিন্তু যেন এমনই একটি সম্পদ সহায়ের অভাবে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

বন্ধুর এই আকস্মিক উন্মাদনার অন্তর-রহস্যটি তিনি প্রাণে প্রাণেই অনুভব করিতেছিলেন। বন্ধু আরও কি বলিতে চান সেইজন্য তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বন্ধু কি ভাবিয়া আবার শান্ত হইলেন। মুখে সেই উত্তেজনার ভাবটি একটু মিলাইয়া যাইতেই বন্ধুও যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া রাধিকার দিকে চাহিলেন।

রাধিকার ডান হাতখানি নাড়িয়া বলিলেন,—"তোর নামটা আমার মুখে আসে না, ও নাম আমি ব'লতে পারি না, তুই শ্রীমতী নাম রাখিস্ নি কেন ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুর এই অন্তর্মনা ভাবের রসোক্তি শুনিয়া রাধিকা হাসি সামলাইতে পারিলেন না অর্থাৎ সে কি 'রাধিকা' নাম নিজেই রাখিয়া এই ধরায় আসিয়াছে ?

বন্ধুও তাঁহার হাসির মর্ম্ম বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'আমি তোকে শারিকা ব'লে ডাকব, কেমন ?'

বন্ধুর এই ব্যঞ্জনাময় উক্তি শুনিয়া রাধিকার মনে আরও গভীর অর্থের অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে—ইহা যেন বন্ধুর পিছনে থাকিয়া তাহাকে কেহ বলিতে শিখাইয়া দিতেছে। তিনিও অবশ ভাবে এমনই কথা বলিতেছেন।

এই ভাবেই উভয় বন্ধুর মর্ম্মোক্তি যখন চরম পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিল, তখনই বন্ধুর মুখে একটি তৃপ্তির দ্যুতি খেলিয়া গেল। হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগের অভিসার মিলন আজ যেন পূর্ণ হইল। এই জন্যই যেন তাঁহাদের পরাণপুরে মেলা দেখিতে আসা। এই কথা বলিবার জন্যই বন্ধু স্থানকালের অবসর খুঁজিতেছিলেন। আজ তাঁহার সব বলার, সব করার ইতিহাস রচিত হইয়া গেল। উভয়ের ভাবি জীবনের ঘটনাপুঞ্জেরও যেন পঞ্জিকা নির্ম্মাণ হইয়া গেল।

কিশোর রাধিকা তাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়খানিতে সঞ্চিত আবেগের ভাববিলাস দেখিয়া বন্ধু প্রণয়ের তৃপ্তি পূর্ণভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন। এবার যেন সেই তৃপ্তির দান ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের সময় আসিতেছে, তাহারও যেন কিছু কিছু প্রস্তাবনা হইয়া গেল।

বন্ধু দেখিলেন—অপরাহ্ণের সূর্য্যের রক্তিম আভা দেখা দিয়াছে। রাধিকার হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন—"শারি ! এবার চল্ বাড়ী যাই।"

বন্ধুর মুখে নিজের নূতন নামকরণও তাহারই প্রশস্তি পাঠ শুনিয়া রাধিকা হাসিয়া ফেলিলেন—তৃপ্তির কোমলতা তাহার মুখে ছড়াইয়া পড়িল। ... .

সেই মেলার এক প্রান্ত দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছিলেন। কয়েকটি যুবক যেন বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া বন্ধুর নিকট ছুটিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেন। তাঁহারা যেন আজ এখানে এতক্ষণ বন্ধুকে না পাইয়াই চিন্তিত হইয়াছিলেন। আসিয়াই বলিলেন—"আপনি তো বেশ! আমরা সারা মেলাটা খুঁজ্‌ছি আপনাকে, আর আপনি আমাদের দেখা না দিয়েই চ'লে যাচ্ছেন? তা হ'বে না।"

বন্ধু তাঁহাদের কথা শুনিয়া রাধিকার হাত ছাড়িয়া চোখের ইঙ্গিতে এবং মৃদু স্বরে বলিলেন—"শারি, তুই তবে বাড়ী যা।"

রাধিকা বন্ধুর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে যেন স্তম্ভিত হইয়াই বন্ধুর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বন্ধুও বুঝিয়াছেন তাঁহার শারী কি বলিতে চায়। তিনি সেই যুবকদিগকে ছাড়িয়া আবার রাধিকার নিকট আসিয়া কাণে কাণে বলিলেন—"শারি! একটা কথা তোকে বলা হয়নি, তু'চারদিনের ভিতর নগরসংকীর্ত্তন বের হবে, তুই আর আমি থাক্‌বো কীর্ত্তন নিয়ে, পরশু সেখানে আসবি, সব খবর পাবি, আমি এদের সঙ্গে কথা ব'লে রাখি।"

বন্ধু খুব ব্যস্ত হইয়াই যেন কথাগুলি বলিয়া শেষ করিলেন। রাধিকা সেখান হইতে যাই যাই করিয়াও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। বন্ধু তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাধিকাও বার বার পিছনে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিলেন।

বন্ধুর কাছে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাধিকার পরিচিত। কেহ সহরের, কেহ সহরতলীর; গোয়ালচামটের গৌর সাহা, রামসুন্দর মুদী, কেদার সাহা, বাকচরের গোপাল মিত্র, নিচু সাহা ও মহিম দাস।

রাধিকাকে ঐ ভাবে চলিয়া যাইতে এবং বন্ধুকেও তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ইঁহারা বন্ধুকে বলিলেন—"ও তো আপনার সঙ্গে আসে নি?"

বন্ধু যেন সে কথাটির অর্থ অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া হাসিলেন অর্থাৎ সঙ্গে আসেনি ঠিক, তবে উহারই জন্য আমার আসা।

তাঁহাদিগকে একত্র দাঁড়াইতে দেখিয়া সেই পরাণপুরেরই জন্মেঞ্জয় প্রামাণিক ও বাদরপুরের বাদল বিশ্বাসও তাঁহাদের নিকট উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন। সকলেই রাধিকাকে ঐ ভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া এবং বন্ধুকেও চঞ্চল দেখিয়া বলিলেন, "দারোগা বাবুর ছেলে নয়?" বন্ধু মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ।"

যতক্ষণ রাধিকাকে দেখা যাইতে লাগিল, বন্ধু সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাধিকার মন চায় নাই যে সে আজ বাড়ী ফিরিয়া যায়, অগত্যা যখন না ফিরিয়া উপায় ছিল না, তখন সেই নগরসংকীর্ত্তনের দিনের সম্ভাবনাময় উল্লাসের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তার কারণ এই যে সকালে বাড়ীর বাহির হইয়া আসা এবং প্রকাশ্যে জন-সমাজে নগরকীর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে! কিন্তু তাহার ফল যাহাই হউক, উহা যে তাঁহাকে করিতেই হইবে—ইহাই স্থির হইয়া গেল।

চলার পথে মেলা-ফেরত বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাধিকা একমনে চলিতেছেন। সন্ধ্যাও তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাড়ীর হুয়ারে আসিতেই মনে পড়িল—মেজদাদা বলিয়াছিলেন সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরতে, না জানি আবার কি হয়। মেজদাদা বাড়ীতেই ছিলেন, রাধিকাকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোর যাতায়াতটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে।"

রাধিকার পক্ষে সে শাসন তত গুরুতর হইল না। সেটুকু শুনিয়াও নগরকীর্ত্তনের নূতন আস্বাদের লোভ, তাঁহার মনকে তখন পুলকিত করিয়া রাখিয়াছিল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকীর্ত্তনে কিশোর নর্ত্তক ও পতিত-উন্নেতা।

বন্ধুর নির্দ্দিষ্ট দিনে রাধিকা সেই দেবদারুতলায় যথাসময়ে গিয়া পৌঁছিলেন। নগরকীর্ত্তনের ধারা ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যাহা ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বিচলিতই করিয়াছিল। তাহাতে বন্ধুর প্রতি তাঁহার আরও গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়াছে। কীর্ত্তনের দিনটি যে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনের মত হইতে পারে, এরূপ কল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। সেই প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। সেদিনের কীর্ত্তনের সঙ্গে আর একটি বেদনার সুরও মিশাইয়াছিল, তাহার জন্য রাধিকার কোমল চিত্ত সেদিন কম্পিত ও চঞ্চল হইয়াছিল।

বন্ধু যে দিনটিতে নগরকীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই দিনটিই ছিল সহরের সরকারী কাজের বিশেষ দিন। ফরিদপুরের খৃষ্টানদের পাদরী মিঃ মিডি সাহেব ঐ দিনেই বুনো ও সাঁওতালদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। এরূপ দীক্ষাদান সেখানে নূতন কিছু নয়; বহুদিন হইতেই পাদরীগণ এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন—জিলার শাসকগণ।

সে সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—মিঃ হারবার্ট। তাঁহার অনুমতি লইয়াই পাদরী সাহেব ঐ দিন দীক্ষা দান করিবেন—স্থির করিয়াছিলেন। তখন ফরিদপুর সহরেও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর সহিত বুনো ও সাঁওতালগণ বাস করিত।

তাহারা নানারূপ কুক্রিয়ায় আসক্ত থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মেই অনুরক্ত ছিল। তবে এ কথাও ঠিক যে বর্ণহিন্দুগণের নিকট তাহারা একরূপ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকিত। সেই অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর মর্ম্মব্যথা বুঝিবার কেহ চেষ্টাও করিতেন না। যাঁহারা সেই শ্রেণীকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নানা কারণে সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইসব কারণে তখনকার বাঙলার হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম বিষয়ে ঘোরতর সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দীপ্ত আলোকে সেই অন্ধকার দূর করিবার আর কেহই ছিলেন না। ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গালার ঠাকুর, পতিত ও তাপিত জনের একমাত্র বন্ধু সর্ব্বজন-হৃদয়-আকর্ষী প্রভু নিত্যানন্দের অবিচারে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের আদর্শ লইয়া যেন তাঁহারই কৃপা-প্রেরণায় শ্রীরাধিকা-রঞ্জন জগতে আবির্ভূত।

তাঁহার কৈশোর জীবনেই সেই সব অবহেলিত সমাজের অন্তরের মূক ব্যথা অনুভূত হইয়াছিল। কিশোর রাধিকার সেই অনুভূতির স্ফুরণ তাহার অকৃত্রিম বন্ধুকে পাইয়া। সেই অনুভূতিতেও খৃষ্টানদের অপপ্রচারে প্রলুব্ধ হিন্দুসমাজের বিষময় পরিণতি চিন্তা করিয়া স্বধর্ম্মপ্রবণ পরদুঃখকাতর রাধিকার হৃদয়ে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। বন্ধুর সাহায্যে তিনি তখন সেই অসম সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাধিকা আর কাহারও সহিত পরামর্শ করিবার চিন্তা করিলেন না। ভাবী জীবনে সুনির্ম্মল আদর্শ স্থাপন করিবার জন্যই যেন সেদিন বন্ধুর কথায় তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বুনো জাতির উদ্ধার যেন সে আদর্শের প্রথম অনুষ্ঠানরূপে দেখা দিল। কিশোর মনের অফুরন্ত বেগকে সংযত করিবার ধৈর্য্যই আর তাঁহার রহিল না।

রাধিকা যেন কোনও এক অনির্ব্বচনীয় উন্মাদনা লইয়াই সেই রাতটি কাটাইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের জড়তা কখন চলিয়া গিয়াছে। সকলের অলক্ষ্যে অতিপ্রত্যূষে ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শীতের প্রভাতে তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণকান্দার পথে আর বন্ধুর বাড়ীর অঙ্গনে প্রচুর লোক সমাগম হইয়াছে। বন্ধুও যেন সংকীর্ত্তন-মহারণ আরম্ভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া তাঁহার শারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাধিকা সকলের অলক্ষ্যেই আসিয়া আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সংগ্রামের বাহিনীকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইখানি করিয়া খোল আর কয়েক জোড়া করিয়া করতাল হাতে দিয়াছেন। সেই সংকীর্ত্তনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের সহযোগিদের হাতে বড় বড় পাখা, ঘড়ী, কাঁসর, রাজছত্র, বড় করতাল, ঘণ্টা ও শঙ্খ দিয়াছেন। প্রত্যেকেই যেন উন্মুখ হইয়া আছেন, সর্ব্বাধ্যক্ষের সংকেত পাইলেই সমরধ্বনি বাজাইয়া তাঁহারা বিজয়-অভিযানে বাহির হইবেন। রাধিকার মনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল।

ব্রাহ্মণকান্দার পথে সেই প্রাভাতিক মিলনের বিপুল সমাবেশ দেখিলেই মনে হইবে—আজ বুঝি সেই সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের চরম অভিযান। পল্লিবাসীও বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন—বাঃ কি অদ্ভুত এই রণকুশলীর সমর-উদ্যম।

সকলের অগোচরে মুহূর্ত্তমধ্যে সংকীর্ত্তন-ধ্বনির সংকেত বাজিয়া উঠিল। পথ, প্রান্তর, উদ্যান, কুটীর, প্রাসাদ কাঁপাইয়া ধ্বনি উঠিল।

তাহারই মধ্যে থাকিয়া বন্ধু বারবার চঞ্চল হইতেছেন আর কি যেন খুঁজিতেছেন। তাঁহার গভীর আশয় সকলের অজ্ঞাত; কিন্তু রাধিকা তাহা বুঝিয়াও তখন আত্মগোপন করিয়া আছেন। রাধিকা দেখিতেছেন—বন্ধু ডান হাতটি উর্দ্ধে তুলিয়া হরিবোল হরিবোল ধ্বনি করিতেই ষোলটি মৃদঙ্গে করাঘাত পড়িল; শতাধিক করতালির উচ্চধ্বনি হইল, ঝাঁজর কাঁসর বাজিয়া উঠিল, তখনও বন্ধু তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

রাধিকাও যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন, বক্ষে কম্পন, পদে নৃত্য-চঞ্চলতা, কণ্ঠে স্বর-বিতানের অস্ফুট ঝংকার, চক্ষে সংকীর্ত্তনপিতার লীলা-বিভূতির দৃশ্য জাগিয়া উঠিয়াছে। আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিলেই রাধিকা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবেন।

সেই অবসরের ভিতরই বন্ধু তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার শারিকাকে সকলের আগে লইয়া গেলেন। রাধিকাও তেমনি অবশ হইয়াই বন্ধুর সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে আসিলেন। স্বতন্ত্র শক্তির স্বতই স্ফুরণ থাকিলেও একটি আবরণ-উন্মোচকের অভাবেই তিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। বন্ধুও তাহা বুঝিয়াই ঠিক সময়ে তাঁহাকে লইয়া আসিলেন।

রাধিকার হৃদয় নয়ন মন সবই যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কি বলিবে কি করিবে ভাবিবার অবসর নাই, বন্ধু তাঁহার অবস্থা বুঝিয়াই মৃদুস্বরে ধরাইয়া দিলেন।

ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ-চরণ
যদি চাও গোলোক বৃন্দাবন
ও সে নিত্যানন্দ প্রেমদাতা
গৌরাঙ্গ পরম ধন

সুর তাল কিছুই বলিতে হইল না, ধুয়াটি ধরাইয়া দিবামাত্র গোমুখীর সঞ্চিত সংবেগ যেন উদ্দাম বেগে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল। রাধিকার হৃদয়াবেগের সহিত, স্বরের মধুময় ঝংকার সেখানকার আকাশে বাতাসে এক অভিনব ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করিল। সেই ভাবেই তাঁহার সংকীর্ত্তনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রাধিকার মধুর কণ্ঠের ধ্বনি সকলের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিল। প্রত্যেকটি দলই তখন সেই অগ্রবর্ত্তী কিশোর গায়কের অনুগত হইয়া কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে উদ্দণ্ড নৃত্যের সহিত অনুগমন করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ যেন এই প্রতীক্ষাতেই বন্ধু চঞ্চল হইয়াছিলেন। পথের দুই পার্শ্বের জনসমূহও সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া যশোহর রোড ধরিয়া সেই সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই লোকসংঘট্ট বাড়িতেছে। তখন সহরতলী ও সহরের মধ্যে আর পার্থক্য রহিল না। কেবলই উদ্বেলিত জনতার স্রোত চলিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া পথ, পথ ছাড়িয়া সহর, ক্রমে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিলা স্কুলের নিকট আসিতেই সেই বাহিনীর বিক্রম আরও বাড়িয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মুখে উজ্জ্বল শ্যামগৌরকান্তি রাধিকা, মধ্যে বহু পশ্চাতে ও পার্শ্বে স্বরমুগ্ধ আকুল জনতা। রাধিকার আবেগপূর্ণ স্বর-লহরীতে বন্ধুও উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি রাধিকার উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতে দেখিতে নিজেও নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। আর তাঁহাদের সহিত অনুগামী জনবৃন্দও তেমনই অবশ ভাবে নৃত্যের সহিত সংকীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহারা মাত্র দর্শক হইয়াই সেখানে আসিতেছেন, তাঁহারাও একবার রাধিকা একবার বন্ধুকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। দুইটি প্রাণচঞ্চল প্রতিমা, ভূলোকে যেন তাঁহাদের অপরূপ নর্ত্তনবিলাস প্রকটিত হইয়াছে। রাধিকার কোন দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর নাই—উন্নত নিটোল দুটি বাহু তুলিয়া চরণে চরণ ছাঁদিয়া নৃত্য করিতে করিতে সজল নয়নে কীর্ত্তন গাহিতেছেন। মনে হয় যেন দুটি নয়নধারায় সমাগত জনগণের হৃদয়ের মালিন্য ধৌত করিয়াই তাঁহার এই উদ্দাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

স্বাভাবিক প্রেমে সেই চঞ্চল কিশোর রাধিকার এই আশ্চর্য্য নৃত্যের ছবি যিনি দেখিতেছেন, তিনিই সেইখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতেছেন। সেই কমনীয় লাবণ্যের প্রতিমাটি কেহ যেন প্রাণ স্পন্দিত করিয়া ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছে। নৃত্য-আবেশে বিহ্বল রাধিকার সেই অবস্থা দেখিয়া জনতার মনে সহজেই জাগিয়া উঠিল—এবার বুঝি ধরার বুকে প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দের কৃপাশক্তি মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

জনতার হৃদয়ে অনুভূত সেই অস্ফুট ভাষা ক্রমশঃ সকলেরই মধ্যে প্রসারিত হইল। সকলেই সেইভাবে রাধিকার দিকে চাহিয়া আছেন। বন্ধুও মাঝে মাঝে সেইরূপ নৃত্যগতির সহিত নাম করিতে করিতে রাধিকার কাছে আসিতেছেন। তিনিও যেনআকুল হইয়া পড়িতেছেন। বোধ হয় তাঁহার মনের সকল আশাই আজ পূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে।

রাধিকা তেমনই আবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে মাঝে মাঝে উদ্দণ্ড নৃত্যের তালে পা ফেলিয়া সেই সংকীর্ত্তনস্থলীকে আরও কম্পিত করিয়া তুলিতেছেন। তিনি কোথায় যাইবেন, কোন্ পথে অগ্রসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবেন কিছুই জানেন না। বন্ধুই মাঝে মাঝে অগ্রভাগে আসিয়া তাঁহাকে পরিচালিত করিতেছেন।

তাঁহারা জেলা স্কুল ছাড়িয়া আরও অগ্রসর হইয়া, রাজেন্দ্র কলেজের পাশে যখন আসিলেন, বন্ধু তখন সংকীর্ত্তনের স্রোত প্রখর করিয়া তুলিয়াছেন। আর কিছুটা আসিলেই বুনোপাড়া। সেইখানে দাঁড়াইয়াই যেন সেই বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক স্পর্দ্ধায় আহ্বান করিবেন।

সকলের প্রাণে বিপুল স্পন্দনধ্বনি জাগিয়া উঠিল। সেখানের কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রাণের শঙ্কা দূর করিয়া অকুতোভয় সাহসের সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল। সংকীর্ত্তনের প্রচণ্ড রোলে ও জনবৃন্দের উচ্চ উল্লাসের সহিত জয় জয় ধ্বনিতে সেখানটি মুখরিত হইয়া উঠিল। জনগণ মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—পতিতপাবনলীলার পুনরভ্যুদয় হইয়াছে, আর পতিতের ভয় নাই।

ছোট বড় কোন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক স্কুলে আসিতে পারেন নাই। সকলেই সেই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন। স্কুলের হেড্-মাষ্টার ভুবনমোহন বাবুও বিস্মিত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কীর্ত্তনের গতির সহিত তিনিও সহগামী হইলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সমগ্র শিক্ষামণ্ডলীও সেখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাদের সেই প্রিয়তম ছাত্র রাধিকার উদ্দাম নৃত্যের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। সকলেই সেই ভক্তিরসের পূতধারায় স্নাত ও নৃত্যভঙ্গিমায় মনোহর রাধিকার দিকে চাহিয়া আছেন। সেই নৃত্যের সহিত তাঁহার মধুময় কণ্ঠের সংকীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। তাঁহাদের প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব আনন্দ উদিত হইতেছে। এতক্ষণ যাঁহারা মাত্র দ্রষ্টা ও শ্রোতা হইয়াই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারাও সেই কিশোরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

তখন তাঁহারা বুনোপাড়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এইখানে আসাই শেষ লক্ষ্যস্থল। বন্ধুও উন্মত্তের মত লম্ফ দিয়া রাধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এইখানেই তাঁহার কীর্ত্তনস্রোতের তরঙ্গ সমুচ্ছলিত হইল। রাধিকা তখন ভাব-মূর্চ্ছিতের মত বিবশ হইয়াই আরও প্রবল শক্তিতে নৃত্যের ও সংকীর্ত্তনের গতি বাড়াইয়া তুলিতেছন। বন্ধুর সর্ব্বস্ব-নিধি শারিকা। তিনি তাঁহার সেই বিবশ অবস্থা দেখিয়া, কখনও তাঁহার পাশে থাকিয়া কখনও তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছেন।

আবার রাধিকার কীর্ত্তনের স্বরে মুগ্ধ হইয়া নিজেও নৃত্য করিতেছেন। সেখানকার সম্মিলিত কীর্ত্তনের ধ্বনি যেন বসুধাকে কম্পিত করিয়া তুলিল। যাঁহারাই আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই যেন বিবশ হইয়া পড়িতেছেন।

বুনোজাতিগণ এতক্ষণ যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের গৃহ-পরিবারের মধ্যে সেই কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আর স্থির থাকিতে দেয় নাই, তাহারা যেন কাহারও বলবান্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহাদের সর্দ্দার রজনীপাশা স্তম্ভিত হইয়া গেল। আজ যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সংকীর্ত্তন মহারণ আরম্ভ হইয়াছে। সে কম্পিত দেহ লইয়া কীর্ত্তনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু রাধিকার দিকে চাহিতেই তাহার অবস্থান্তর ঘটিল। সে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

রজনী পাশার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য বুনোজাতিগণ আর দূরে থাকিতে পারিল না। সকলেই কীর্ত্তনে আসিয়া যোগ দিল। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আরও যাহারা দূরে ছিল কেহই আর বাকি রহিল না। সেই কীর্ত্তনের বিজয়-নিশানের ছায়ায় সকলেই উপস্থিত হইল। তাহাদের শিশুসন্তান ও মহিলারা পর্য্যন্ত যেন কেমন এক সম্মোহন মন্ত্রের আকর্ষণে ছুটিয়া আসিল। চতুর্দ্দিকে তখন কীর্ত্তনের রোল ছাপাইয়া ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সেই পথের ধূলিতে শরণাগতের দল আত্মসমর্পণের করুণ আবেদন জানাইল— "আমাদিগকে উদ্ধার করুন, আমরা ভুল ক'রে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে মিশেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে রক্ষা করুন, হায় আমাদের কি হবে!" একবার রাধিকার, একবার বন্ধুর দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে আকুল হইয়া পড়িল।

তাহাদের ব্যাকুল আর্ত্তনাদ শুনিয়া সমাগত জনবৃন্দও চঞ্চল হইলেন। তাঁহারাও স্থির করিতে পারিতেছেন না, আজ কি হইল? কি উপায়ে এই আর্ত্তগণের হৃদয় শান্ত হইবে? কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে?

কীর্ত্তনের ধ্বনি তখন আরও করুণ, আরও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে, রাধিকার দুই চক্ষে প্রবল ধারা নামিয়াছে, তাঁহার মুখে তখন "ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ" এইটুকু মাত্র গীত হইতেছে—ব্যাকুল আর্ত্তনাদের সহিত রাধিকাও সেই পতিত জনের সহিত সমবেদনায় ক্রন্দন করিতেছেন।

মধ্যাহ্ন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিলেন না—আজিকার কীর্ত্তনের পরিণতি কিরূপ হইবে! তাঁহারা চিন্তাকুল হইলেন। ভাবিলেন—সরকার বাহাদুর এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন না। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাঁহারা শান্তির দৃষ্টিতে কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না।

কিন্তু তাঁহাদের দুর্ব্বল চিন্তার অনুরূপ কোন কার্য্যই তথাকথিত সেই বিরুদ্ধ পক্ষের দিক হইতে সংঘটিত হইল না। তাঁহারাও যেন সেই কীর্ত্তনধ্বনি শুনিবামাত্র নিরুদ্ধবীর্য্য হইয়া দূর হইতেই আত্ম-গোপন করিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিপদাশঙ্কাতেই যাঁহাদের মন আবিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, তাঁহারাই যেন বুনোজাতির প্রতিনিধি হইয়া বন্ধু ও কিশোর রাধিকার কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তাঁহাদের সমবেত মনের শক্তি বোধ হয় বুনোদিগের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল। তাহারা অদৃশ্য শক্তির স্নেহকোমল স্পর্শে জাগিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিল, তাহাদের মনে অদম্য বল সঞ্চিত হইল। তাহারা তেমনই ব্যাকুলভাবে রাধিকা এবং বন্ধুর পদতলে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—জয় পরমদয়াল পতিতপাবন নিতাই গৌরাঙ্গের জয়, নিতাই গৌরাঙ্গের জয়! বন্ধুও যেন এই মুহূর্ত্তটি খুঁজিতেছিলেন, তাঁহার মনের গুপ্ত কামনার পূর্ত্তি হইয়াছে!

তিনি দেখিতেছেন—রাধিকা তখনও আবিষ্ট। তিনি রাধিকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। রাধিকাও বন্ধুর স্পর্শে চোখ মেলিয়া চাহিলেন। তখন উভয়ে শরণাগত সেই বুনোদের প্রতি আশ্রয়-দানের ইঙ্গিত জানাইয়া তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা শান্ত করিলেন। বুনোগণ তেমনই বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহাদের পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছে।

এই দৃশ্যে সমবেত জনগণ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিতেই পারিলেন না, অলক্ষ্যে থাকিয়া কোন্ মহনীয় শক্তি এই অসাধারণ ব্যাপারটি এমন করিয়া সিদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের মনে অবনতদের জন্য যতটুকু অবজ্ঞা ও অবহেলা ছিল, সে সমস্তই যেন কে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষে টানিয়া লইল। তাঁহাদের বাড়ী ফিরিবার কথাও মনে হইল না। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—ফরিদপুরে কি আবার নদীয়ার পতিতপাবনী লীলার আবির্ভাব ঘটিল?

সংকীর্ত্তনের উন্মাদনায় তখনও কাহারও মনে আহার বিশ্রামের কথাই আসিতেছে না। কিছু পরেই সমবেত জনগণের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া বিনয়ের সহিত জানাইলেন—"আপনার সঙ্গে যাঁরা কীর্ত্তন করছেন, এবার ক্লান্ত হয়েছেন, এখন কীর্ত্তন সম্বরণ করুন।"

কীর্ত্তনও তখন প্রায় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। বন্ধু তাঁহাদের কথায় চঞ্চল হইলেন। গায়কবৃন্দের দিকে চাহিতেই মনে পড়িল—সত্যই এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। তিনি প্রথমে রাধিকার হাত তুটি ধরিয়া মিনতির সুরে কীর্ত্তন নর্ত্তন হইতে বিরতির জন্য আবেদন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতক্ষণে রাধিকারও যেন বাহ্যাবেশ হইল। তিনি বুঝিলেন, আজিকার প্রয়োজন মিটিয়াছে—বন্ধুর আবেদন।

কার্ত্তন বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই অবনত শ্রেণীর লোকজন সকলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের প্রার্থনা যেন এই পতিতের বন্ধুযুগল তাহাদের গৃহে চরণধূলি দান করেন। বন্ধু একবার রাধিকার দিকে চাহিলেন, রাধিকার দৃষ্টিতে তখনও সেই কীর্ত্তনের আবেশ রহিয়াছে। তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে তিনি যাইতেই পারিবেন না। বন্ধু রাধিকার হাত ধরিয়া বুনোগণের গৃহে আসিতে লাগিলেন।

এই সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের দর্শকগণ বিস্মিত হইয়াই ভাবিতেছেন, এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহারা এ কোন্ শক্তিতে এই অঘটন-ঘটন যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিতেছেন ?

কেহ বা দূর হইতেই দেখিতে লাগিলেন, কেহ সেই প্রেমোন্মত্ত কিশোর-যুবক বন্ধুদ্বয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের মুখেই যেন আজিকার বিস্ময়কর ঘটনার নন্দিত স্বপ্নের সুখস্পর্শ লাগিয়াছে।

তাঁহারা বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অসমসাহসী বন্ধুযুগলকে স্নেহপ্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলেন। বুনোগণও সমবেত জনগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের এবং তাহার প্রবর্ত্তক এই বন্ধুদ্বয়ের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

তাহারা সাদর মিনতিস্বরে সেই বন্ধু যুগলের নিকট প্রার্থনা জানাইল, তাঁহারা যেন পতিতের বন্ধুর মতই তাঁহাদের একান্ত নিজ-জনের পর্ণকুটীরে পদার্পণ করেন। বন্ধুও রাধিকাকে লইয়া রজনীপাশার সহিত সেই অনুগত জনবৃন্দের গৃহে গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে পরমানন্দসাগরের তরঙ্গে মথিত করিতে লাগিলেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার পড়ুয়া।

সেই নগরসংকীর্ত্তনের মহনীয় আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়াও এমন কতকগুলি ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা গুপ্ত পরিবারের প্রতি হিতৈষিতার ছলে, রাধিকার গুণ-খ্যাতিতে অসহিষ্ণু হইয়াই যতীন্দ্রমোহনের নিকট সেই বিষয়টি নানাভাবে রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যদিও সেদিনের কীর্ত্তনে রাধিকার অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া যতীন্দ্রমোহন মুগ্ধই হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে কোথায় যেন কিছু ধাক্কাও লাগিতেছিল। যতীন্দ্রমোহনের সেই মনোভাবের সুযোগ লইয়াই যাঁহারা বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে আসিলেন, তাঁহারা রাধিকার ভবিষ্যৎ জীবন যে উজ্জ্বল বংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবে, সেইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তাঁহাদের কথায় যতীন্দ্রমোহন যেন রাধিকার জন্য সত্যই লজ্জিত হইলেন।

যতীন্দ্রমোহন শুধু লজ্জিতই নন, কুপিতও হইলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রমোহন এবং সত্যভামা দেবী বাড়ীতে না থাকায় তিনি তখন সেই বিষয় লইয়া রাধিকাকে মৌখিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে মনে মনে যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন।

দেবেন্দ্রমোহনও কয়েকদিনের মধ্যে একবার বাড়ীতে আসিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে মাও কাশী হইতে রওনা হইতেছেন। যেদিন তিনি ফরিদপুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পরদিনই উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়া মাতার সহিত এইসব বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেবেন্দ্রমোহন বলিলেন—"শুন্‌লে তো গুণধরের কীর্ত্তি! লোকে আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে, বলে বাউল বৈষ্ণবের দল ক'রে রাধিকা রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছে। উনি এবার পতিত উদ্ধারের কাজে মেতেছেন। আমরা তো আগেই ব'লেছিলাম, ওকে এখান থেকে না সরালে, ভবিষ্যতে একটা ক্ষ্যাপা বাউলের দল ক'রে বস্‌বে। ওই হতচ্ছাড়া জগদ্বন্ধুটার সঙ্গে মিশে তোমার রাধিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোল্লায় যেতে ব'সেছে। তুমি কালই সেজদাকে চিঠি লিখে ওকে বরিশালে পাঠিয়ে দাও। সেজদা ওকে ঠিক সায়েস্তা ক'রে রাখতে পারবেন। এখনও যদি আমাদের কথা না শোনো, তবে আর আমাদের ওপর দোষ দিতে পারবে না, বাবাকেও জানিয়ে দিচ্ছি, ও বরিশালে থাকুক।"

দেবেন্দ্রমোহন যে রাধিকার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিবেন, সত্যভামাদেবী তাহা পূর্ব্ব রাত্রেই অনুমান করিয়াছিলেন। রাধিকার মত সাধুস্বভাবের ছেলের দ্বারা যে কোন মন্দ কাজ হইতেই পারে না, ইহা বুঝিয়াও অন্যান্য ছেলেদের অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি তখন কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে বরিশালে পাঠাইলে যদি যতীন্দ্র বা দেবেন্দ্র সন্তুষ্ট হয়, তাহাতে বাধা দিবারও কিছু নাই। তা ছাড়া সত্যভামাদেবীও ঠিক অতখানি উন্মত্তের মত রাধিকার চলাফেরা পছন্দ করেন না।

সেই প্রসঙ্গ লইয়া দেবেন্দ্রমোহন এতই ব্যস্ত হইলেন যে, দুপুরে আহারের পরই আবার সত্যভামা দেবীর নিকট রাধিকার বরিশালে থাকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনুমতি আদায় করিয়া লইলেন।

দাদারা যে এইরূপ একটা কিছু করিবেন, ইহা বহু পূর্ব্ব হইতে জানিলেও রাধিকার করিবার কিছুই ছিল না। এইবার তাঁহাদের শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়া তিনি ভাবিলেন—"প্রতিবাদ করি এবং আমার যাইতে ইচ্ছা নাই বলি।" কিন্তু সেরূপ স্বভাব রাধিকার নয়।

সেইজন্য যখন তাঁহারা বরিশালে যাওয়ার কথা রাধিকাকে জানাইলেন, রাধিকা চুপ করিয়া রহিলেন। রাত্রে মনে মনে সেই বিষয়ের আন্দোলন হওয়ায় ভাবিলেন—"খুব ভোরে উঠে বন্ধুকে একথা জানিয়ে আসবো।"

তাহার পরই মনে পড়িল—বরিশালে যাওয়ার আশঙ্কা অনুমান ক'রেই বন্ধুকে এর পূর্ব্বেই জানান হ'য়েছে। তাতে তিনি ব'লেছেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে, ভাবিস কেন?" এখন আবার অন্য কিছু মত ক'রলে দাদারাও হয়তো জিদ্ ক'রবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাক্, কাকেও কিছু বল্‌বো না। চলুক না ওরা আমায় নিয়ে, দুদিন পরেই ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

রাধিকার মনের আন্দোলন ঐভাবেই থামিয়া গেল। তাহারও শেষ সিদ্ধান্ত হইল—বরিশালে যাওয়াই ঠিক। তথাপি মনের মধ্যে যেন একটু চঞ্চলতা রহিয়া গেল, "শুধু বন্ধুকে জানিয়ে আসি—বরিশালে আমাকে টোলে প'ড়তে যেতে হ'চ্ছে।"

কিন্তু এইরূপ সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া রাধিকার আর ব্রাহ্মণ-কান্দায় যাওয়া হইল না। দেবেন্দ্রমোহনও আর সময়ক্ষেপ করা উচিত নয় ভাবিয়া রাধিকাকে দুই এক দিনের ভিতর বরিশালে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সেখানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন সত্যভামা দেবী দেখিলেন, রাধিকার বরিশালে যাইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু সেই সময় আর অন্য মত করিবার উপায় ছিল না। যেহেতু রাধিকার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে তাহার দাদারাও কম আগ্রহশীল নয়। অতএব তিনিও রাধিকাকে ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া তাহার সঙ্গে লইবার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিলেন।

অতি প্রত্যুষেই যাত্রা করিতে হইবে। যতীন্দ্রমোহন সেখানে রাখিয়া আসিবেন। দ্বিপ্রহরের পরে বরিশাল যাইবার গাড়ীর সময় হইলেও পাঁচুরিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়াই যাইতে হইবে এবং রাজবাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া সেইখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেই হইবে। সেইজন্য যতীন্দ্রমোহনও প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। সে রাত্রিটি যেন রাধিকার পক্ষে একটি নূতন জীবনের বোধনরাত্রি। বরিশালে যাইয়া নূতনভাবে পড়াশোনার ছাত্র হওয়া, টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা এবং বন্ধুর সঙ্গচ্যুত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত থাকা—এই সবই তাঁহাকে যেন মানসপটে আঁকিয়া লইতে হইল। রাত্রির অনেকখানি সময় জাগিয়াই কাটিল।

তাহাকে জাগাইয়া বাহিরে পাঠান মায়ের পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়া সত্যভামা দেবী রাধিকাকে না ডাকিয়া নিজেই বহু পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। পুত্রের মঙ্গলের জন্য শ্রীঅনন্তদেবের উদ্দেশে কিছু পয়সা তুলসীতলায় পুঁতিয়া রাখিলেন। রাধিকা নিজের ইচ্ছাতেই উঠুক—এই মনে করিয়া অপর কাহাকেও ডাকিতে নিষেধ করিলেন।

কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ট্রেনের সময় ও পথের দীর্ঘতার কথা ভাবিয়া রাধিকাকে ডাকিয়া তুলিলেন। রাধিকাও প্রস্তুত হইয়া পূজার ঘরে তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া মাতাকে প্রণাম করিতেই তিনি যেন রাধিকার যাইবার আন্তরিক অনিচ্ছার সহিত আরও কিছু অনুভব করিলেন। তিনি যেন সে ভাবটিকে চাপা দিয়াই হাসিমুখে রাধিকার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া চিবুকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—"সেখানে মন দিয়ে প'ড়বে, তোমার সেজদা সেজবৌদির কথা শুনে চল্‌বে। মন খারাপ হ'লে চ'লে আসবে।"

রাধিকা মায়ের কথাগুলির মর্ম্মার্থ গভীর ভাবেই অনুধাবন করিয়া বড় বৌদি ও মেজ বৌদিকে প্রণাম করিয়া যতীন্দ্রমোহনের অনুবর্তী হইলেন। তখন সবে মাত্র উষার আলো দেখা দিয়াছে।

নীলটুনী ছাড়িয়া কিছুটা আসিতেই রাধিকার মনে বরিশালের কল্পিত চিত্র জাগিতে লাগিল। বহুদিন সেজদাদাকে দেখি নাই, সেজ দাদাই একদিন হরিনামের যাত্রাগান শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হইয়া কতদিন লুকাইয়া কাঁদিয়াছে।

এইসব মনে করিতে করিতে সেখানে আবার তাঁহার সহিত এখন কি ভাবে থাকিতে হইবে, তিনি কোর্টে চাকুরী করেন ইত্যাদি আলোচনাও আসিতে লাগিল। স্কুলের মাঠ, জেলাস্কুলের বাগান ছাড়িয়া সেই যশোহর রোডের ধারে, তিনি যখন আসিলেন তখন তাঁহার মনের মধ্যে আবার বন্ধুর কথাই ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার চলার পথে সেইসব দৃশ্য যেন তাঁহার বন্ধুর স্মৃতিকে আরও জাগরিত করিয়া দিল।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার আগে আগেই চলিতেছেন, আর মাঝে মাঝে "রাধিকে আয়" বলিয়া পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন; কিন্তু রাধিকার পক্ষে সেই পথটি দ্রুত অতিক্রম করা সম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে না, তাহারই মধ্যে তাঁহার মন বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্য এত চঞ্চল হইয়া উঠিল যে রাধিকা এদিক ওদিক চাহিয়া বন্ধুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাধিকার বার বার মনে হইতেছে—"এ পথে কি বন্ধু একবার আস্‌বে না? তবে এত ভোরে আসবেই বা কেন? আর আমি যে আজ এই ভোরে বরিশালে যাব, তা সে জানবেই বা কি ক'রে? আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে, একবার বন্ধুকে দেখি।"

রাধিকার মনের ইচ্ছাটির সহিত সেই কথাগুলি লইয়া কেহ যেন এখনই বন্ধুকে জানাইয়া তাঁহাকে সেইখানে লইয়া আসে, এইরূপ তীব্র মনোভাব বন্ধুর প্রণয়মুগ্ধ রাধিকার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা কল্পনার মধ্যে থাকিয়া যায়, বাস্তবে পরিণত হয় কদাচিৎ।

তবে যেটি কদাচিৎ ঘটে সেটির 'পিছনের রহস্য কি? সে রহস্য বহু মনেই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। যেটুকু ঘটনায় প্রকাশ হয়, সেটিকে আকস্মিক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু আকস্মিকতার ভিতরও কোন অলক্ষ্য শক্তির স্পর্শ থাকে।

সেই অলক্ষ্য শক্তির প্রেরণায় রাধিকার মনের সংবেগ বন্ধুকে স্পর্শ করিয়াছে, তিনি সেখানে এই অতি প্রত্যূষে চলিয়া-যাওয়া শারীর জন্য চঞ্চল হইয়াছেন। তাহা না হইলে এত প্রত্যূষে অকস্মাৎ তিনি এখানে আসিলেন কিরূপে?

রাধিকা আরও কিছুটা আসিতেই তাঁহার মনে কেমন কৌতুহলের শিহরণ জাগিল। কেহ যেন পিছন হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, বন্ধু যেন আগাছার পাশ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন। রাধিকাকে শিস্ দিয়া ডাকিতেছেন।

রাধিকা বিস্মিত হইয়া গেলেন। এত ভোরে তাহাকে সংবাদ দিয়া কে ডাকিয়া আনিল! তাঁহার মনের প্রবল ইচ্ছা বন্ধুকে দেখিবার। কিন্তু সে কথা কে তাহাকে জানাইল?

বন্ধু খুব নিকটে আসিয়া পড়িলেন। বিস্ময় প্রকাশ করিবার অবসর নাই। সম্মুখে যতীন্দ্রমোহন, এই সময় পথে দাঁড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলিবারও সময় নাই। সেইজন্য বন্ধুই রাধিকাকে বলিলেন—"আমার মন বলছিলো তুই যেন কোথায় চ'লে যাচ্ছিস্, ভোরে তোকে স্বপ্নে দেখলাম। এই দিকেই আস্‌তে মন হলো। তুই কোথায় যাবি ?"

রাধিকারও মনের ভাষা প্রকাশ করিবার ক্ষণ আসিল না। তেমনি মৃদু স্বরেই দ্রুত বলিয়া গেলেন। বন্ধু চলিতে চলিতে শুনিতেছেন। "আমি ভেবেছিলাম তোমায় দেখি, কিন্তু দেখা হবে না জানি, সামনে দাদা, তোমার ভয়েই দাদা বরিশালে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, টোলে পড়াতে, সেখানে সেজদাদা আছেন।" বলিতে বলিতে রাধিকার মুখ বিষণ্ণ হইল। পথে আর থামিলে চলে না। তথাপি রাধিকা ধীরে ধীরেই চলিতেছেন। যতীন্দ্রমোহন দূর হইতে ডাকিলেন—"রাধিকে! একটু পা চালিয়ে আয়।"

তিনি তখন একটি খালের গর্ভে নামিয়াছেন, পথে রাধিকার সহিত বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটিবার কথা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। উপরে উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন না—কেন রাধিকার গতি দ্রুত হয় নাই। রাধিকাও উত্তর দিয়াছেন।

বন্ধু রাধিকার পাশে পাশেই চলিতেছেন। খালের একটু দূরে আসিয়া অল্পক্ষণ উভয়ে দাঁড়াইলেন। রাধিকার সহিত বন্ধুও মনে বিচ্ছেদ চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি এমন ভাবে কয়েকটি কথা বলিলেন যেন রাধিকার বরিশালে যাওয়ার পরই তিনিও কোথাও চলিয়া যাইবেন। শেষে কি জানি কি ভাবিয়া রাধিকাকে বলিলেন—"সব ঠিক হ'য়ে যাবে ভাবিস্ নে।" বলিয়াই দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া যাইবেন এমনি ভাবেই রাধিকার হাতখানি স্পর্শ করিলেন। আবার তখনই ছাড়িয়া দিলেন। রাধিকা বন্ধুর দিকে চাহিয়াই আছেন।

রাধিকা মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টির আড়াল হইবে ইহা বন্ধু চান না, সেইজন্য তিনিই আগে চলিয়া গেলেন। বন্ধুর এই আকস্মিক মিলনটি যেন রাধিকার পক্ষে কেমন মেনে হইল। তৃপ্তি ও বিস্ময়ে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন চঞ্চল হইয়া রহিল। যতীন্দ্রমোহন সেই খালের জল পার হইতে হইতে ডাকিলেন—"রাধিকে।"

রাধিকা তখন নামিতেছেন। উভয় ভ্রাতাই খাল পার হইয়া পাঁচুরিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চলিলেন। মধ্যাহ্ন হইতে তখনও বাকী। ষ্টেশনে বিশ্রাম করিয়া গাড়ী ধরিলেন। গোয়ালন্দ আসিয়া সেখান হইতে ষ্টীমারে উঠিয়া গোপালগঞ্জ হইয়া যখন হুলার হাটে পোঁছিলেন, তখন অপরাহ্ণ প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই হুলার হাট হইতে তাঁহাদিগকে পশ্চিমে আরও দুইক্রোশ হাঁটিয়া রায়কাঠি গ্রামে যাইতে হইবে। গ্রামে পোঁছিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া সেই খানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া তাঁহারা আবার রওনা হইলেন। গ্রামে পোঁছিতে সামান্য রাত্রি হইল। বীরেশ্বরবাবু আগেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, রাধিকা ও তাঁহার মেজদাদা আসিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম সুখী হইলেন। রাধিকার নূতন পরিবেশে আসা এবং সেজদাদার সঙ্গলাভ মনে নূতন সাড়া জাগাইলেও বন্ধুর কথাই বার বার মনে জাগিতে লাগিল।

—০—

সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্র।

রায়কাঠি গ্রামে আসিয়া যতীন্দ্রমোহন রাধিকাকে লইয়া দুইদিন কেবল গ্রামের পথ ঘাট ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ দৃশ্য রাধিকার ভালই লাগিয়াছে। তাঁহার সেজদাদা এই গ্রামেই বাস করেন। তাঁহার পত্নী ছাড়া বাসায় আর কেহ থাকেন না। এই গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে পিরোজপুর কোর্ট। সেইখানেই তিনি সেরেস্তাদারের কাজ করেন। এখানকার অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিই জমিদার। বহু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বাস করেন এখানে এবং সরকারী বিদ্যালয়, ছোট একটি হাঁসপাতাল, পোষ্টাফিস, থানা, বাজার, হাট এবং অনেকগুলি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। বৈদ্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বল্লালসেনী সমাজের।

যাঁহারা জমিদার তাঁহাদের আদি গোষ্ঠী—ঢাকার তেওতার রায়বংশ। সম্ভবতঃ সেই রায়পরিবারের নামেই এই রায়কাঠী গ্রাম। এখানকার গ্রামগুলির নামের সহিত কাঠি কথাটির যোগ প্রায় দেখা যায়; কারণ এই গ্রামের আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্য দিয়া কয়েকটি কাটাখালের গতি রহিয়াছে। ঝালকাঠী, কচুয়াকাঠী, বেলাকাঠী, ঈশ্বরকাঠী ইত্যাদি গ্রামের সহিত সেই কাটা খালেরও যোগ রহিয়াছে। সেখানকার অধিবাসিগণ সেই সব কাটিখাল দিয়াই গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন। সেই খালের পাশের উক্ত গ্রামগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে কোন লোকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণ শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্যই নহে; সেখানকার সমৃদ্ধির প্রাচুর্য আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

বিবাহের কিছুদিন পরেই বীরেশ্বরবাবু এখানে আসিয়াছেন। যদিও রায়কাঠীতে আসা তাঁহার চাকুরীর সূত্রেই, তথাপি তিনি যে স্বভাবে গঠিত হইয়াছেন, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁহার অনুকূল হওয়ায় এই গ্রামে বাস করিয়া তিনি প্রচুর আনন্দই লাভ করিতেন।

কিন্তু তাঁহার স্বচ্ছন্দচারী জীবন বাল্যকালে যে ভাবে গঠিত হইয়াছিল, শ্রীহরিনামের স্নিগ্ধ রসই তাহার প্রধান উপাদান। সেই উপাদান একমাত্র রাধিকার মত মরমী সঙ্গী স্নেহের অনুজকে লাভ করিয়াই।

রাধিকাও শৈশবে এই দাদার স্নেহময় সঙ্গপ্রভাবে অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শিক্ষা, সদাচার, সঙ্গীত সবই লাভ করিয়াছিলেন। যেদিন বীরেশ্বর সহরের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, সেদিন হইতে কতদিন রাধিকা লুকাইয়া কাঁদিয়াছেন। দাদাকে সহরের বাড়ীতে ফিরিয়া পাইতে মায়ের কাছে আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু সে বহু দিনের কথা, তাঁহার দাদার বিরহ ধীরে ধীরে সহিয়া গিয়াছিল এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন আবার কৈশোর জীবনে নূতন বন্ধুর সঙ্গ লাভ করিয়া সে স্মৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

বীরেশ্বর বাবুও বহুদিন রাধিকার মত একটি হরিনামানুরাগী শিশু ভ্রাতার সঙ্গহারা হইয়া মনে বহু অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন। রাধিকাকে বরিশালে রাখিয়া পড়াশোনার জন্য মাকেও পত্র লিখিয়াছিলেন। কিছুদিন পর যখন শুনিলেন, রাধিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবার সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবে, তখনও আবার মাতাকে এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে বিশেষভাবে জানাইয়াছিলেন—যেন রায়ের কাঠি গ্রামে আসিয়াই রাধিকা টোলে পড়াশোনা করে; কিন্তু সে সময় তাঁহার পত্রের কোন অনুকূল উত্তর পান নাই। তারপর এমন একটি ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, যাহাতে এখন তাঁহার মাতা এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে রায়ের কাঠীতে রাখিয়াই পড়াশোনার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই ঘটনাটি অপরের পক্ষে সুখের হউক বা না হউক, বীরেশ্বর বাবুর নিকট কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিতই। তিনি জানিতেন তাঁহার এই স্নেহের অনুজটিকে দূরে কোথাও রাখিতে মাতৃদেবীর লেশমাত্রও ইচ্ছা নাই। সেইজন্য মাতা লিখিয়াছেন "আপাততঃ থাকুক।"

বীরেশ্বরবাবু জানিতেন—রাধিকা সাময়িকভাবে এখানে আসিলেও আমার প্রতি তাহার যে বাল্যের স্বাভাবিক প্রীতি তাহা নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ আছে; অতএব এখানে থাকিতে থাকিতে তাহার মনও বসিয়া যাইবে।

বীরেশ্বরবাবুর পূর্ব্বস্মৃতি অপেক্ষা রাধিকা যে এখন আর একটি নবীন স্মৃতির মাধুরীতে বিজড়িত, তাহা তিনি ভালভাবে জানিতেন না। তিনি শুধু শুনিয়াছিলেন, ফরিদপুরে জগদ্বন্ধু নামে রাধিকারই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলের সঙ্গপ্রভাবে রাধিকা হরিনামের দলে যোগ দিয়াছেন।

ইহা যে রাধিকার পক্ষে স্বাভাবিক, ইহার অধিক আর কিছু বুঝিতে পারেন নাই। রাধিকাও বন্ধুর সহিত মেলামেশার মধ্যে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও কিছু আছে তাহা দাদাকে জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

যতীন্দ্রবাবু যেদিন তাঁহাকে টোলে ভর্ত্তি করিয়া, ফরিদপুর ফিরিয়া গেলেন, সেদিন রাধিকার পক্ষেও, টোলের সংস্কৃত শিক্ষায় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল জীবনলাভের কথা ভাবিবার অবসর ছিল না, বরং পথের ও গ্রামের মধ্যে ইতস্ততঃ প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরগুলি দেখিয়াই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এখানে খালের ধারে নির্জ্জন পথ, শান্ত পরিবেশের মধ্যে সেই সব শিব-মন্দির রাধিকার মনে যেন কোনও নূতন অনুভূতি জাগাইতে-ছিল। পড়াশোনার অবসরে এবং বাড়ী ফিরিবার সময় এই সব মন্দিরে বসিয়া গান করার বাসনা তাঁহার মনে তীব্রভাবে দেখা দিল। রায়েরকাঠিতে দাদা বীরেশ্বরের সহিত বাস ও টোলের পড়াশোনা অপেক্ষা এই স্থানের প্রাকৃতিক মাধুর্য্য এবং নির্জ্জনতাই তাঁহাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। টোলের পড়া এবং সহপাঠিগণের সঙ্গ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। তবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মধ্যে যে ভক্তিরসেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া রাধিকার যেন কিছু কিছু লোভও হইয়াছে।

তিনি যেদিন ব্যাকরণের "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে। মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥" এই প্রথম শ্লোকটির পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছেন, সেই দিনই ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ইহা যেন গ্রন্থকার বোপদেবের প্রণতি বন্দনার শ্লোক নয়—ইহা তাঁহার আশীর্ব্বাদ। তিনি পরের উপকারের জন্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে শরণাগতি জানাইয়া, অপরের কল্যাণের দিক দর্শন করাইয়াছেন। কাহারও কল্যাণের জন্য চিত্তে ব্যাকুলতা আসিলে ভগবৎকৃপা প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কল্যাণপ্রসূ দৃষ্টির উদয় হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিনের সেই স্মৃতি লইয়াই রাধিকার ব্যাকরণ অভ্যাস। ব্যাকরণের সংজ্ঞাসূত্রে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে শব্দের নীরস যোজনাতেও তাঁহার মন ক্লান্ত হয় নাই ; কারণ প্রথম দিনের আস্বাদিত ভক্তিরস তাঁহার চিত্তকে সরস করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা ছাড়া এই ব্যাকরণ পড়িবার জন্যই পথে আসিতে দেবালয় ও শিবদর্শন, নির্জ্জনতার সমাবেশ, তাহার রিক্ত মনকে অনেকখানি পূর্ণ করে। তাঁহার অভ্যস্ত জীবনের রীতিগুলি তখন যেন সজীব হইয়াই দেখা দিতে লাগিল অর্থাৎ ফরিদপুরের আরব্ধ ব্রহ্মচর্য্যের কৃত্যগুলি বরিশালে আসিয়া আরও সক্রিয় হইয়াই দেখা দিল।

টোলের অধ্যাপক মহাশয়ও এই অদ্ভুত স্বভাবের কিশোরটিকে ছাত্ররূপে পাইয়া নিজ মনের মধ্যেও ভাবান্তর উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি রাধিকার সম্বন্ধে কৌতূহলের বশীভূত হইয়া কিছু জানিবার ইচ্ছা করিয়াও কেমন এক কুণ্ঠাতে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই।

সেইজন্য একদিন অবসরমত বীরেশ্বরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাধিকার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ জানিবার ইচ্ছা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া বীরেশ্বরবাবুও মনে করিয়াছিলেন, রাধিকা সাধারণ ছাত্র হিসাবে টোলে ভর্ত্তি হইলেও তাহার বৈশিষ্ট্যের জন্যই পণ্ডিত মহাশয়ের মনে কিছু ঔৎসুক্য হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি সমাদরে প্রণতি জানাইয়া সম্মুখে আসিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ও বীরশ্বরবাবুকে পাইয়া অন্য কিছু আপ্যায়নের কথা না জানাইয়াই রাধিকার সম্বন্ধেই কথা তুলিলেন—"বীরেশ্বর বাবু! আপনার ছোট ভাইটি কি এই সংস্কৃত বিদ্যা শিখতেই এসেছে? না আর কিছু?"

বীরেশ্বর বাবু মৃদু হাসিয়াই বলিলেন—"কেন বলুন দেখি!" অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"ওর যে রকম হাবভাব দেখছি, তাতে আমার সন্দেহ হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরেশ্বর বাবু যেন যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল মনে করিয়া কৌতূহলের সহিত বিনীতভাবেই পণ্ডিত মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন—"কেন রাধিকা কি পড়ায় মন দেয় না ?"

তাঁহার কথায় সরলচিত্ত পণ্ডিত মহাশয় বিস্মিতই হইলেন। তিনি ভাবিলেন জন্মাবধি যাহার স্বভাব ইঁহারা ভালভাবেই জানেন, তাহারই সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন ? হয় ত রাধিকার স্বভাবটি স্নেহের বশে ইঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই ; সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় রাধিকার সেই ভাবগত অবস্থাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"শ্রীমান্ যেদিন ব্যাকরণের প্রথম শ্লোকটি পড়ে, সেদিন তাকে দেখে ভাগবতের প্রহ্লাদের কথা মনে হ'চ্ছিলো। প্রহ্লাদ গুরুর কাছে বিদ্যালাভ করতে গিয়ে মঙ্গলাচরণ শুনেই 'হা কৃষ্ণ' বলে কেঁদে উঠেছিলেন। ব্যাকরণের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুন্‌তেই শ্রীমান্ রাধিকার চোখে জল এসেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবিষ্ট হয়ে প'ড়লো। আমার তো মনে হয় রাধিকা কালে একটি ভক্ত হবে। আমাদের বাড়ীতেও তো ওর মত তের চৌদ্দ বছরের ছেলে আছে, কিন্তু তাদের চলাফেরা যেন অন্যরকম। এ যেন বৈদিক যুগের ঋষিবালক। যেমনই শান্ত তেমনই মধুরভাষী। যতক্ষণ পাঠ নেয়, ততক্ষণ জোড় হাত ক'রে থাকে। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে তো এ রকম দেখি না।"

রাধিকার সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দৃষ্টি যেন বীরেশ্বরবাবুর মন জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া রহিল। আবার নিজেই বলিলেন—"আচ্ছা রাধিকা বাড়ীতে কিভাবে থাকে বলুন তো ! আমার জান্‌তে ইচ্ছা হয়।"

স্নেহের ছোট ভাইটি যে অধ্যাপকের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াও তিনি যেন তাঁহার মুখে আর একটু কিছু শুনিতে চান। রাধিকার স্বভাব রাধিকার জীবনের গতিবিধির সামান্য সংবাদ পাইলে সাধারণ মানুষও যে চঞ্চল না হইয়া পারে না—ইহা ভাবিয়াই বীরেশ্বরবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত মশাই ! আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি সকাল সন্ধ্যায় এদিকে আসতে সময় পান, তবে ওর আর একটি বিশেষ গুণের খবর পাবেন। ওর মধুর সুরের হরিকীর্ত্তন বাড়ীর আশ-পাশের লোকে মুগ্ধ হয়ে শোনেন। এখানকার পাড়ার লোক সকালে সন্ধ্যায় রাধিকার মুখে হরিনাম কীর্ত্তন শোনার জন্য পাগল। পথের পথিকও দাঁড়িয়ে শোনে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, ও যেন হরিভক্ত হ'য়ে সকলকে সুখী করে। তবে বৈদ্যের ছেলে মূর্খ হ'লে তো চলে না—কিছু একটা ক'রে খেতে হবে তো? কবিরাজীটা শিখতে হ'লেও সংস্কৃত শেখার দরকার। ওর যে ধরণের স্বভাব তাতে সংস্কৃত পড়া ভালমনে ক'রেই এখানে আনা। আপনি একটু যত্ন ক'রে পড়াবেন।"

বীরেশ্বরের কথায় কি উত্তর দিবেন পণ্ডিত মহাশয় ভাবিয়া পাইলেন না। রাধিকা তাঁহার ছাত্র হইয়া আসিয়াছে কি আর কিছু আছে, ইহা তাঁহার মনে নূতন প্রশ্ন জাগাইতেছে। ইহাকে পড়াইতে পাওয়াই তো তাঁহার নিজের সৌভাগ্য। তাহাতে যদি আবার পড়াইবার জন্য সবিনয় আবেদন থাকে, তাহা হইলে তিনি আর কি উত্তর দিবেন? তিনি বীরেশ্বরবাবুর কথায় যেন অন্যমনস্ক হইয়াই উত্তর দিলেন—"আচ্ছা ও বাড়ীতে কি করে?"

বীরেশ্বরবাবু বিনীত ও কুণ্ঠিত স্বরেই বলিলেন "ওর সবই আশ্চর্য্য রকমের। ছোটবেলা থেকেই নিরামিষ আহার, দেশের বাড়ীতেও সব আলাদা, এখানেও তাই। সকলের আগে ভোরে ওঠে, ব'সে ব'সে জপ করে। মেয়েদিগকে দেখলে মুখ নীচু ক'রে থাকে। আমার পরের ভাই দেবেন, তার আমার একদিনেই বিয়ে হয়েছে; কিন্তু একদিনও দেখি নাই ওর বৌদিদের মুখের দিকে চেয়ে রাধিকা কথা ব'লেছে। তাছাড়া রাধিকার বাল্যকাল থেকেই কেমন এক স্বভাব, যেটি নিজের পছন্দ হয় না, সেটির জন্য সাক্ষাৎভাবে কারও প্রতিবাদও করে না। আবার তার জন্য এমন ব্যবহার ক'রবে, যাতে সে বুঝতে পারে—এটা আমার ঠিক হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরেশ্বরবাবুর কথাগুলি যেন একটি নূতন জগতের ছেলের কথা। এই অল্প বয়সেই যে এই ধরণের আচরণ কথাবার্ত্তা শিখিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতেও বিস্ময় বোধ হয়। পণ্ডিত মহাশয় তেমনই বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"ও খেলাধূলা করে না ?"

"আজ্ঞে হাঁ" খেলা ক'রতে যায়। এখানে এসে প্রথম প্রথম সঙ্গী পায়নি, রাস্তায় বেড়াতে যেতো, আবার টোলের ছুটি হ'লে কিংবা আমি বাড়ীতে না থাকলে, একাই শিবমন্দিরে গিয়ে ব'সে থাক্‌তো। তারপর ফরিদপুরেরই একটি ছেলে যেদিন থেকে এখানে এসেছে তারই সঙ্গে বেড়াতে বের হয়। সকলের সঙ্গে তো মেশে না। ওর বৌদি ওকে সাধু ঠাকুরপো ব'লে ডাকেন।

তাঁহার কথায় পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়াই বলিলেন—"হ্যাঁ, সাধুই বটে, কালে হয় তো মহাসাধু হবে। আচ্ছা গুপ্তবাবু! ওর কোষ্ঠী থাকে তো সেটি আমাকে একবার দেখাতে পারেন ? আমার ভারী ইচ্ছা হয় যে একবার বিচার ক'রে দেখি, ওর ভবিষ্যৎ কেমন হবে। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস ও কোন দৈবশক্তিসম্পন্ন ছেলে। আমি ওর হাতের রেখার দিকে লক্ষ্য ক'রে সাধারণ হাত অপেক্ষা ঢের বৈশিষ্ট্য আছে দেখেছি।"

পণ্ডিত মহাশয় যে স্নেহের ভাইটির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াই এত কথা বলিতেছেন, ইহা বীরেশ্বরবাবু সহজেই বুঝিয়াছেন। তিনি তাঁহার কথার উত্তরে বলিলেন—"কোষ্ঠীখানি ফরিদপুর হ'তে আনিয়ে আপনাকে দেখাবো। আপনি ওর পড়ার বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখবেন।"

বীরেশ্বর বাবুর সেই মিনতির পুনরুক্তি শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"আপনি আবার একথা বল্‌ছেন কেন ?"

তাঁহার কথায় বীরেশ্বরবাবু যেন লজ্জিত হইলেন। বিনীত-ভাবেই বলিলেন—"অন্য কিছু মনে ক'রে বলিনি—রাধিকা একটু ভাবালু স্বভাবের, প'ড়তে প'ড়তে হয়তো ভগবৎপ্রসঙ্গ মনে এলো, অমনি সেইদিকে ওর মন চ'লে যায়। বাড়ীতেও ঐ রকম। এই পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বীরেশ্বরবাবু রাধিকার বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার কথা খুবই আগ্রহের সহিত শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "তা আমি প্রথম হ'তেই লক্ষ্য করেছি। সন্ধি-সূত্র প'ড়তে প'ড়তে হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে—মুর+অরি= মুরারি। তাহলে আমরা যাকে শত্রু মনে ক'রে ত্যাগ করি, শ্রীগোবিন্দ তো তাকে ত্যাগ করেন না, বরং তাঁর নামে নিজেই নাম ধারণ করেন। আর সেই নামে প্রভুকে ডাকলে তিনি জীবেকে মুক্তি দান করেন।

আমি তো ঐটুকু বালকের কথা শুনে অবাক্। এই সব তত্ত্ব শিখ্‌লো কোথা হ'তে? আমরাও তো শাস্ত্রচর্চ্চা করি, বৃদ্ধ হ'লাম, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব ভাগবত-রহস্য তো অনুধাবন করি নাই। বীরেশ্বর বাবু! দেখবেন, ও কালে নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ ব'লে জগতে পরিচিত হবে। এ ছেলে আমাদের কোন সৌভাগ্যে এসে প'ড়েছে।"

কিছু পরেই আবার বলিলেন—"বীরেশ্বরবাবু! রাধিকার পড়ার সম্বন্ধে আমায় কিছু ব'ল্‌তে হবে না। ও যে বেশীদিন প'ড়বে না—এ কথা নিশ্চয়, তবে যে কয়দিন পড়ে, আমারই সৌভাগ্য।"

পণ্ডিত মহাশয়ের এই ধরণের কথায় বীরেশ্বরবাবু একটু কুণ্ঠিত ও দুঃখিত হইয়াই বলিলেন—"আপনি যদি ওকথা বলেন, তা হ'লে রাধিকার অকল্যাণ হবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ওর বিদ্যালাভ হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় কথাটি বলিয়াই একটু অপ্রতিভ হইলেন। রাধিকার হস্তরেখা গণনায় তাহার ভবিষ্যৎ সুবিদিত হইলেও বীরেশ্বরের কথায় নিজ মনোভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন—"দেখুন আমি সেভাবে কিছু বলিনি, তবে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে একটি প্রাচীন কবির উক্তি আছে—আত্মখ্যাতি র্নরে তৃপ্তিং দদাতি গুণকর্ম্মতঃ। কিন্তু সা বিপরীতা হি গুণবৎ পুত্রশিষ্যয়োঃ॥ অর্থাৎ এজগতে নিজের গুণকর্ম্মের জন্য সকলে আত্মখ্যাতি পাইতে চাহে, লাভ হইলে তাহা অপেক্ষা আর তৃপ্তি নাই; কিন্তু গুণবান্ পুত্র বা শিষ্যের সম্বন্ধে তাহার বিপরীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের গুণবার্ত্তা শ্রবণে, নিজ খ্যাতি অপেক্ষা বহুলাংশে অধিক তৃপ্তি বোধ করে। সেইজন্য রাধিকার সম্বন্ধে ওকথা ব'লছিলাম, কিছু মনে ক'রবেন না। শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি—শ্রীমানের কল্যাণ হোক। আর আপনাকে ওর পড়ার জন্য অনুরোধ ক'রতে হবে না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত রাধিকার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই আলাপ করিয়া বীরেশ্বর বাবু বাড়ীর ভিতর আসিলেন। পত্নীর নিকট পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি রাত্রে বলিলেন। রাধিকা পাশের ঘরেই থাকিতেন।

—০—

সেবক রাধিকা।

কিশোরচিত্তের পরিকল্পনা যত রঙ্গিন হয়, ভাবী জীবন তত সুন্দর হয় না। ইহার কারণ হিসাবে খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে তাহাদের সাধ থাকে সাধনা থাকে না, সেই সাধনাই হইল আনুষ্ঠানিক আচরণ, কিন্তু রাধিকার মানসিক-কল্পনার ভিত্তি তাঁহার আচরণের সহিত যুক্ত ছিল বলিয়া সংস্কৃত-পাঠার্থী জীবনেও প্রথমে আবরণ তাহার পর তাহার আস্বাদ এবং তাহার জন্য আরও উন্নত অবস্থা লাভ, এই ছিল তাঁহার কল্পনা ও বাস্তবের সাম্য।

এই সাম্যের মধ্য দিয়াই বরিশালে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ। সেই শিক্ষা গ্রহণের ভিতর ছিল অতীতের সুখময় স্মৃতি, আরব্ধ জীবনের সুচারু অভ্যাস এবং আরও সুন্দর জীবন গঠনের অদম্য প্রয়াস। রাধিকার সমস্ত স্মৃতিকে আবৃত করিয়া বন্ধুসুন্দরের সহিত নগরসংকীর্ত্তনের স্মৃতিই তখন বার বার জাগিয়া উঠিত। তাঁহার সহিত শ্রীহরিকথার আলাপনের প্রতি মুহূর্ত্তটি যেন অতীতের না হইয়া বর্ত্তমানের মতই অনুভূত হইতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টোলে যাইতে ও দাদার বাসায় আসিতে যতক্ষণ নির্জ্জনতা ততক্ষণই সেই কথা মনে ভাসিয়া উঠে। আসা যাওয়ার অর্দ্ধক্রোশ পথটুকু তাঁহার ভাল লাগে। খালের ধারের পথ, মন্দিরের পবিত্র গাম্ভীর্য্য রাধিকাকে স্বতই আকর্ষণ করে। আজকাল আর নূতন গান শিক্ষা হয় না, অন্য কোন খেলারও সাথী নাই, ইহাতে তাঁহার উদাসী ভাবটির সহিত বন্ধুর বিরহই অহর্নিশি ভোগ হইতেছে। বাসায় তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রুটি নাই, কিন্তু সেই স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁহার মনকে বেশী পীড়িত করে। দাদা যতক্ষণ থাকেন, তাঁহার সহিত বসিয়া কিছুক্ষণ নামকীর্ত্তন, কিছুক্ষণ পড়াশোনা, তার পরই স্নানাহার সারিয়া টোলে যাওয়া। কদাচিৎ হয় তো বাসায় আসিয়া পড়িলে বেশীক্ষণ একা থাকিতে ভাল লাগে না। সেই নির্জ্জনতার ভিতর অন্য কথা অপেক্ষা ফরিদপুরে ফিরিয়া যাইবার চিন্তাই বার বার তাঁহার হৃদয়ে জাগে। রাত্রি শেষের সাধনা, দিনের অধ্যবসায় সবই যেন গতানুগতিক হইয়া পড়িতেছে।

সেই গতানুগতিক জীবনেও যেন একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। সে আকাঙ্ক্ষাটি হইতেছে—কি উপায়ে দেশে ফিরিয়া যাওয়া যায়।

নির্জ্জন পথে আসা যাওয়ার ভিতর দেশে ফিরিবার কৌশল সৃজনের দিকটারও উন্মেষ হইতেছিল। তাহার মধ্যে যতটা শিশুত্ব ততখানি কৌতুক। পরিণাম চিন্তার দিকটাই মনে আসে এবং তাহার চিন্তা যে তাঁহার সংযত জীবনের পক্ষে একেবারে ত্যজ্য হইয়া যাইবে অথবা সেই চাপল্যটী যে বৈরাগ্যের পূত আলোড়নে দূরে সরিয়া যাইবে—তাহাও কল্পনায় আসে নাই।

কিন্তু জাগিয়া ছিল। পথে আসিলেই মনে হইত—যদি খালের জলে স্নান করি, আর বেশী ক'রে তেঁতুল খাই, তা হ'লে নিশ্চয় জ্বর হবে এবং আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে। মায়ের কাছে বলবো—ওখানকার জল হাওয়া ভাল নয়। ওখানে আর যাব না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাধিসৃষ্টি করিয়া দেশে ফিরিবার উপায় আবিষ্কার, ইহা তাঁহার মনকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল ; কিন্তু তাহার আরম্ভের সৃষ্টিতেই তাঁহার বৌদিদি বুঝিলেন—ঠাকুরপো এখানে আসিয়া অবধি একদিনও বেশ খুসী মনে নাই। নিশ্চয় এখানে থাকা তাহার ইচ্ছা নয়।

রাধিকার সম্বন্ধে বসন্তকুমারী দেবীর এইরূপ ভাবিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। তিনি দেখিতেন আহারের সময় কিছু চাহিয়া খায় না। কোনও কিছুর উপর টানও নাই। তাহার দাদা থাকিলে কিছুক্ষণ নামসংকীর্ত্তন আর পড়াশুনার সময়ে মাত্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

রাধিকার এই ব্যবহারের জন্য বসন্তকুমারী দেবী আরও কিছু ভাবিয়া একটু ভয়ে ভয়েই থাকিতেন। রাধিকাকে কোথাও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা, শাশুড়ীমাতার অভ্যাসই নাই, সর্ব্বদা অঞ্চলের নিধি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানে যদি রাধিকার মন না বসিয়া থাকে কিংবা শরীর অসুস্থ হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় মনে করিবেন—বৌমার অযত্নেই এই সব হইয়াছে।

এই শঙ্কার জন্যও তিনি এই দেবরটির কাছে একরূপ আতঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। ইহার জন্য তাঁহার অনেক সময় মনে হইত যে স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—ঠাকুরপোর এমনভাবে থাকার কারণ কি ? কিন্তু দুই একবার সেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু উত্তর পান নাই। তাহা ছাড়াও তিনি কয়েকদিন হইতে মনে করিতেছিলেন—"আমি নিজেই জানিব, দেখিই না ঠাকুরপো কি ব্যবহার করে।" সেই ভাবেই সেদিন টোল হইতে রাধিকা ফিরিয়া আসিলে তিনি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। রাধিকা পুস্তক রাখিয়া বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর পো! এখানে এসে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে ?"

তাঁহার এই জাতীয় আকস্মিক প্রশ্নে রাধিকা চিন্তিত হইলেন, উত্তর না দিয়া বাহিরে যাওয়াও অশোভন, আবার পরিকল্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে রাধিকাকে কি বলিতে হইবে সেরূপ প্রস্তুতিও তাঁহার ছিল না। বিশেষ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করার হেতু কি তাহা না জানিয়া উত্তর দেওয়াও চলে না। তাহা ছাড়া যিনি কোনদিন সাক্ষাৎ ভাবে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নাই, তাঁহার এই প্রথম আলাপটি এই ধরণের হওয়ায় রাধিকা কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া তেমনই চিন্তিত ভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—না, কষ্টের কি আছে!

দেবর যে ভাবে উত্তর দিয়াছে তাহাতে বসন্তকুমারী দেবী ভাবিলেন—আর একটু জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন—তবে তুমি অমন মনমরা হ'য়ে থাক কেন?

রাধিকার নিকট ইহা জটিল প্রশ্ন। মনমরা হইয়া থাকিলে তাহা যে কথা না বলিলেও অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, এতদিন তাহা ভাবিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া মনমরা ভাবটি যদি হইয়াই থাকে, তাহাও যে অপরের কাছে অনুসন্ধেয় হইতে পারে, তাহা রাধিকার জানা ছিল না।

সুতরাং রাধিকা তেমনই ভাবেই জানাইলেন—না, মনমরার কি আছে!

রাধিকার এই উদাস ভাবের উত্তরে বসন্তকুমারী দেবী যেন কিছু একটু সাহস পাইলেন। তাঁহার দেবরটিকে তিনি বড়ই গম্ভীর ভাবিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেন না, সে ভাবটি একটু সরিয়া গেল। জড়তাও কিছুটা দূর হইল। তিনি তেমনই স্নেহের সুরে বলিলেন—"তবে তুমি ভাল ক'রে খাও না, খেতে দিলেও আর কিছু চাও না, বল না ভাই! এখানে তোমার কি কষ্ট হয়?"

বৌদির স্নেহের আবেদনের সহিত এমন আবদার ও দৃঢ়-সম্বন্ধের সুর ছিল যে, রাধিকা যে ভাবে উত্তর দিয়া বৌদির নিকট হইতে দ্রুত সরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িল। গাম্ভীর্য্যের যে চাতুরী দিয়া মনের ভাবটিকে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও শিথিল হইল। তাঁহার আবেদনের ভাষায় মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধার ভাব আসিল। রাধিকা তথাপি একটু আবরণ করিয়াই উত্তর দিলেন—"আমার কষ্ট হয় কিনা তা কি ক'রে জানলে ?"

দেবরের এই কৌতুকের ভাষায় বসন্তকুমারী দেবী মৃদু হাসিলেন। দেবরটিকে ইহার আগে এত নিকট সম্বন্ধের বাঁধনে বাঁধিতে পারেন নাই। মাতৃস্বভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ না হইলেও কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত যে মধুর নৈকট্য লাভ হয়, তাহা হইতেও এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। রাধিকার মুখে তেমনি মিষ্টকথায় প্রশ্নমূলক উত্তর শুনিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল। তিনিও রাধিকাকে তেমনি ভাবেই বলিলেন—"কিছু কিছু জানি বৈকি, নইলে আর তোমায় জিগ্যেস ক'রবো কেন ? বল না ভাই ?"

বৌদির সেই কথায় রাধিকার আর মনের কথা চাপিয়া রাখা ততটা সম্ভব হইল না। রাধিকা যেন বিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"তোমায় কিছু ব'ল্লেই তুমি দাদাকে বলবে তো ?"

বৌদি হাসিয়া ফেলিলেন। রাধিকার স্বভাবের আবরণ যেন তাঁহার কাছে খসিয়া পড়িল। তিনিও যেন তাঁহার এই নিসর্গ-মধুর কথায় আকৃষ্ট হইয়াই বলিলেন—"না, ব'লবো না।"

রাধিকার আর গোপন করা সম্ভব হইল না—বলিলেন, "এখানে আমার মন টিক্‌ছে না।"

রাধিকার কথাটি যত সত্য ও সরল, তাহার বৌদির নিকট তাহা অন্যভাবে প্রকাশিত হইল।

তিনি একটু বিষণ্ন মনেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ভাই! তুমি তেল মাখ না কেন ?"

রাধিকা ভাবিয়াছিল—এখানে মন না টিকিবার বিশেষ কারণটাই হয় তো বৌদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু তিনি তাহার উত্তর যে ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে প্রকৃত প্রশ্ন চাপা রহিয়া গেল। সেইজন্য রাধিকাও সহজ ভাবে জানাইলেন—"তেল মাখতে আমার ভাল লাগে না।"

"এখানকার জলে যদি তোমার অসুখ করে ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেশে যাব"

রাধিকার এই উত্তরে আর কিছু প্রশ্ন আসে না। বসন্তকুমারী দেবী এইরূপ অনুমানই করিয়াছিলেন। এখানে ওই ভাবে থাকায় অসুখ হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহা যে দেবরের অনুকূল হইবে ইহাই ঠিক। অসুখের জন্য দেবরটি দেশে যাইতে পারে, কিন্তু অসুখের কারণটি যে বৌদিদির অযত্নের জন্যই সেটিই হয় তো সেখানে প্রকাশ পাইবে। এই শঙ্কাই তাঁহার মনকে যেন চিন্তিত করিল।

তিনি রাধিকাকে আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রাধিকাও বৌদিকে নিরুত্তর দেখিয়া একটু যেন সঙ্কুচিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল—হয়তো বৌদি ব্যথা পাইয়াছেন।

রাধিকাকে তেমনি মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বসন্ত-কুমারী দেবী আবার ডাকিবার ইচ্ছা করিয়াও ডাকিতে পারিলেন না; কারণ রাধিকা তাহার বন্ধু পশুপতির বাড়ী যাইতেছে। সে অসুস্থ।

রাধিকার বন্ধুটি অসুস্থ মনে হওয়াতেই তিনি যেন আরও চঞ্চল হইলেন। রাধিকাও বলিয়াছেন—শরীর অসুস্থ হইলে দেশে ফিরিয়া যাইবে। তাঁহার এই ভাবে আহার,—বিহারে অসুস্থ হওয়াটা স্বাভাবিক, অতএব স্বামীর সহিত এই বিষয় আলোচনা না করিলে পরে হয় তো তাঁহারই উপর দোষ আসিতে পারে মনে করিয়া বীরেশ্বর বাবুকে জানানই স্থির করিলেন।

রাধিকাও দাদার বাসা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। এই বন্ধুটি তাঁহার বাল্যকালের।

ফরিদপুরের বিদ্যালয় হইতে সেও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে তাহার মাতুলালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিতেছে।

রাধিকার মত হয় তো সেও জগদ্বন্ধুকে দেখিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত ততটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। বরিশালে আসিয়া সে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেও রাধিকার সহিত প্রীতির বন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরও বাড়িয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের ও বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ছাড়াও রাধিকার স্বভাব-মধুর ব্যবহারে পশুপতি মুগ্ধ হইয়াছে। রাধিকার সহিত ভ্রমণের সময় নির্জ্জনে শিবমন্দিরে বসিয়া গান শোনা এবং ভগবদ্‌ভক্তের চরিত্র-কথার আলোচনায় সেও যেন নিজের রুচিটিকে রাধিকার ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

রাধিকাও এই বন্ধুটিকে যেন নিজের মনের ছাঁচে গড়িবার ইচ্ছায় তাহাকে নিজের আচরণগুলি শিখাইতেছেন। তাহাকে রাধিকা বলিয়াছিলেন—ত্রিসন্ধ্যায় তৈলবিহীন স্নান, সকাল-সন্ধ্যায় হরিনাম জপ ও কিছুক্ষণ নামকীর্ত্তন ইত্যাদি।

পশুপতি রাধিকার সমস্ত উপদেশ সাধ্যমত পালন করিতেছিল। কিছুদিনের মধ্যে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ সে প্রথমে সর্দ্দি, পরে জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। সেই অসুস্থ পশুপতিকেই দেখিতে রাধিকা আসিয়াছেন। রাধিকা তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহার ধারণা—তাঁহার উপদেশ শুনিয়া পশুপতির এই জ্বর। রাধিকা বুঝিতে পারিয়াছেন—এই জ্বর বাত-শ্লেষ্মায় পরিণত হইয়াছে।

দুই বেলাই তাহার নিকট যাইতে হয়। এইজন্য রাধিকার পড়াশোনাও ক্রমশঃ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। যাহার ব্যাধি তাহার দুশ্চিন্তা অপেক্ষা রাধিকার চিন্তা বেশী হইয়াছে।

রাধিকা যেন সত্যই অপরাধী। তাহার জন্য রাধিকাই তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীঅনন্তদেবের চরণে অপরাধ ক্ষমাপণের প্রার্থনা জানাইতেছেন। নিজের কৃত্য ছাড়াও ইহা তাঁহার বিশেষ কাজ হইয়াছে।

একদিন দুইদিন করিয়া পশুপতির সেই জ্বর দশ দিনের মধ্যে প্রবল হইয়াছে।

বুকে পিঠে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে। রাধিকার মন আরও ব্যাকুল হইয়াছে। রাধিকা নীরবে আসিয়া তাহার সেবা করেন।

পশুপতির মামামামীও রাধিকা আসিলে নিশ্চিন্ত থাকেন। রাধিকাও টোলে যাওয়া, বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া সব বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। দুপুরে দাদার বাসায় আসিয়া কোনও রকমে যেন আহারটি সারিয়া যান, রাত্রের আহার একরূপ বন্ধই হইয়াছে।

দুপুরে বাসায় আসিবার পথটুকুও তাঁহার মন ব্যথা-বেদনায় ভরিয়া থাকে। পশুপতির পরিণাম যে নৈরাশ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া রাধিকা ব্যাকুল হইয়াছেন। পশুপতির কাছে থাকিয়া তিনি যখন দেখেন যে সে মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেছে, সে দৃশ্যে রাধিকা বিচলিত হইয়া নীরবে কাঁদিয়া ফেলেন। মনে মনে ভগবৎচরণে প্রার্থনা করিয়া পশুপতির গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেন, সান্ত্বনা দেন। ক্ষণিকের সুস্থতার মধ্যে পশুপতি রাধিকার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চাহিলে মাথায় হাত দিয়া বলেন, "ভয় কিরে! তুই মনে মনে হরিনাম কর, দেখবি তোর বুকের ব্যথা আর থাকবে না।"

কিন্তু সেই ব্যথা যন্ত্রণায় কাতর পশুপতির দিকে চাহিয়া রাধিকার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। বন্ধুটিও রাধিকার হাত দুটি লইয়া বুকে চাপিয়া ধরে, অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণার কথা জানায়।

বন্ধুটির সেবায় রাধিকা নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার বিছানা করিয়া দেন, জামা-কাপড় ছাড়াইয়া দেন, প্রত্যহ ঔষধ আনিয়া মুখের কাছে ধরিয়া দেন।

কিন্তু ক্রমশঃ পশুপতির নিজের সামর্থ্যটুকু নিঃশেষ হইতে বসিয়াছে। রাধিকাও যেন অনন্যমনে তাহার পরিচর্য্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। রাধিকার সেই সেবাপরায়ণতায় বীরেশ্বর বাবু মুগ্ধ হইয়াছেন। কোমলপ্রাণ রাধিকার সেবা-প্রীতি দেখিয়া তাঁহারও অন্তর বিচলিত হইয়াছে। পল্লীপ্রতিবেশীগণ যাঁহারাই দেখিতে আসিয়াছেন, পশুপতির মামা মামী তাঁহাদের নিকট রাধিকার সেবার কথা তুলিয়া বলিয়াছেন "রাধিকার সেবা তো নয়, যেন পশুপতির মায়ের সেবা।"

বীরেশ্বর বাবু রাধিকার জন্য একটু চিন্তিত হইয়াছেন। পশুপতির জন্য যে ভাবে তাহার বিরামহীন পরিশ্রম, তাহার ফলে রাধিকাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহাকে নিষেধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেইজন্য তাঁহাকে একটু সাবধান হইতে উপদেশ দেন মাত্র। স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সদয়-হৃদয় রাধিকার কিন্তু নিজের প্রতি কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই—পশুপতির ব্যাধির সহিত তাঁহার অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে।

সেই সংগ্রামের মধ্যেই রাধিকা যেন কিসের প্রেরণা লাভ করিলেন। রাধিকা বুঝিলেন—পশুপতির এ জগতে থাকার প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে।

সেবাকোমলহৃদয় রাধিকার মনে নূতন বল সঞ্চিত হইল; সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে আর পশুপতির শিয়র ছাড়িয়া অন্যত্র যাইলেন না। পশুপতির অন্তর্জ্ঞান তখনও অটুট রহিয়াছে জানিতে পারিয়া রাধিকা তাহার কাণে কাণে বলিলেন "তুই এখন আর অন্য কিছু চিন্তা করিস্ না, কারও কথা ভাবিস না, আমি তোর কাণে যে কথা কয়টি ব'লে দিচ্ছি, সেগুলি মনে মনে জপ কর।"

রাধিকার দৃঢ় ধারণা যে তাঁহার সমস্ত কথাই পশুপতি শুনিয়াছে। রোগযন্ত্রণা তাহাকে আড়ষ্ট করিলেও হৃদয়ে চেতনার বল নিঃশেষ হয় নাই।

রাধিকার সেই কথায় পশুপতি যেন ক্ষণিকের জন্য তাঁহার দুটি চোখের উদার দৃষ্টিতে নিজের অনুগত দৃষ্টি স্থাপন করিল। সে দৃষ্টি আত্মসমর্পণের দৃষ্টি।

রাধিকা ধীরগম্ভীর স্বরে তাহার কাণে "ওঁ হরে কৃষ্ণ রাম" এই নাম মন্ত্র তিন বার শুনাইয়া দিয়া তাহার মাথায় বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন।

পশুপতি আবার একবার চাহিল, বন্ধুর অন্তিম প্রীতি প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিল। রাধিকাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে—তাই প্রাণের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়া সে রাধিকার প্রতি চাহিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুপতি চোখ বন্ধ করিল, বন্ধু-গুরুর কৃপালাভে ধন্য হইল। তাহার দু চোখের ধার বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বন্ধু রাধিকার মুখ দেখা তাহার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল।

সে দৃশ্য তেমনি ধীরগম্ভীর ভাবেই দেখিয়া বন্ধুকে চিরতরে বিদায় দিয়া রাধিকা আর একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। পশুপতির মামা ও মামী তাঁহার এই কল্যাণকরী ঐকান্তিক সেবা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন—নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছিলেন।

রাধিকা ধীরে ধীরে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তেমনই বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। রাধিকা বাহিরে আসিতেই তাঁহাদের ক্রন্দনের রোল শুনিলেন।

তিনি যখন বাসায় ফিরিলেন তাঁহার চোখে ও মুখে স্তব্ধবেদনার ছাপ! সে রাত্রে আর আহার করিলেন না।

স্নান সারিয়া জপে বসিলেন। বীরেশ্বরবাবুও তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না।

রাধিকার এই ব্যথা তাঁহারা গভীর ভাবেই অনুভব করিলেন।

রাধিকা বন্ধুর বিয়োগ-ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

কয়েকদিন পরেই রাধিকা জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। রাধিকার জ্বর হইয়াছে দেখিয়া বীরেশ্বরবাবু ও বসন্তকুমারী দেবী চিন্তিত হইলেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু সেই চিকিৎসা রাধিকার পক্ষে যেন বিড়ম্বনারই হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই জ্বর ফরিদপুরে ফিরিয়া যাওয়ার সূত্র হইবে। তাঁহার ভাবনাটি বলবতী হইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসায় সামান্য উপশম হইলেও বীরেশ্বরবাবু তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পত্রদ্বারা ফরিদপুরে জানাইলেন। যেদিন চিঠি পাঠাইবেন, সেই দিনই রাধিকাও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাকে একখানি পৃথক্ পত্র লিখিয়া নিজের অসুস্থতা এবং এখানে থাকিবার অনিচ্ছা জানাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা ভাবিয়াছিলেন—চিঠির উত্তর আসিলেই তাহার মেজদাদা তাহাকে লইয়া যাইবেন এবং ফরিদপুরে ফিরিয়া যাইতে পারিলে বন্ধুসুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ হইবে। কিন্তু পত্র পাইয়া তাঁহার ষষ্ঠ ভ্রাতা অনুকূল গুপ্ত আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাধিকা ভাবিয়াছিলেন—হয় তো সংবাদ লইতে আসিয়াছেন—কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন সেজদার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে আপাততঃ ফরিদপুরে লইয়া যাওয়াই স্থির হইয়াছে, তখন রাধিকার তৃপ্তি বাড়িয়া গেল।

তুই এক দিন সেখানে থাকিবার মত অবসর অনুকূলবাবুর ছিল না। তখন তাঁহার কলেজে চতুর্থ বার্ষিক ক্লাশ চলিতেছে, সেইজন্য তিনি তাহার পরদিনই রাধিকাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

বন্ধুর কথাটি রাধিকার মনে পড়িয়া গেল—"কিছু ভাবিস্‌নে, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাধিকা পরদিনই দাদার সহিত যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফরিদপুরে উপস্থিত হইলেন।

—০—

পুনর্ম্মিলন।

রাধিকার ফরিদপুরে ফিরিয়া আসার সংবাদ রাত্রেই সুধন্বা মিত্র শুনিয়াছেন। সকালে বকুল বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাধিকাও ইঁহাদের দেখা পাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহাকে এমন একটি সংবাদ দিয়াছেন, যাহাতে রাধিকার হর্ষ-বিষাদের উদয় হইয়াছে।

তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাধিকা বুঝিয়াছেন যে, সেই নগরসংকীর্ত্তনের পর হইতে বন্ধুর সহিত বহু লোকের আলাপ হইয়াছে এবং এই তুই জনেও বন্ধুর ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কিন্তু রাধিকার চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়ার পর বন্ধুরও মন চঞ্চল হয় এবং তিনি কয়েকদিন পরে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের মুখে বন্ধুসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা শুনিয়া রাধিকা বাহ্যতঃ কিছু প্রকাশ না করিলেও মনে মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার জন্য এখানে আসা তিনিই নাই। তথাপি সুখের কথা এই যে এতদিন বন্ধুর প্রীতি রাধিকা একাই গোপনে ভোগ করিয়াছেন ; এবার আরও অনেকে সে সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইয়াছেন।

রাধিকার অন্তরের আরও গাঢ় সান্নিধ্য লাভ করিয়া সেই বাল্যবন্ধু দুইটি যেন নিজদিগকে প্রীতির একসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন মনে করিলেন।

সেদিনের মিলন যতই আনন্দের হউক, রাধিকার মনে কেবল বন্ধুর বিরহই জাগাইতে লাগিল।

ফিরিয়া আসার কয়েকদিন পর একটু নিয়ম ও বিশ্রামের মধ্যে থাকিয়া রাধিকার শরীর সুস্থ হইয়াছে। দেবেনবাবুও কয়েকদিনের জন্য নাটোর হইতে ফরিদপুরে আসিয়াছেন। ইহারই ভিতর রাধিকা সুযোগমত সত্যভামা দেবীর নিকট পড়াশুনার জন্য এমন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে মা কোনও রূপে আর তাঁহাকে বরিশালে না পাঠান। তিনি মাকে জানাইয়াছেন—বরিশালে পড়াশুনা ও থাকার কোন কষ্ট নাই, কিন্তু সেখানকার জলবাতাস তাহার সহ্য হয় না।

সত্যভামা দেবীর মনে যে তাঁহার সংকল্পই সমর্থিত হইবে—এ আশা রাধিকার সুদৃঢ় এবং তিনি যে দাদাদের বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে নিরস্ত করিতে পারেন ইহাও তাঁহার স্থির ধারণা। তাঁহারা যেন কোন রূপেই ভাবিতে না পারেন যে ফরিদপুরে বন্ধুর প্রতি আকর্ষণের জন্যই রাধিকা আর বরিশালে যাইতে চান না।

রাধিকার মনের ধারণা সত্যই হইল। যেদিন তাঁহারা রাধিকাকে আবার বরিশালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, সেইদিন সত্যভামা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমরা সব সময় বাড়ীতে থাক না, বীরেশ্বরও আস্‌তে পারে না, রাধিকার শরীর খারাপ হ'লে তাকে আনবে কে ? এই দেখ, সেখানে তু'মাস থাক্‌তেই জ্বরে পড়লো।"

মাতৃদেবীর উক্তি শুনিয়া তাঁহারা সকলেই মনে মনে বুঝিলেন—রাধিকাকে ছাড়িয়া মা থাকিতে চান না। পূর্ব্বেও উহাকে বরিশালে পাঠাইবার সময় মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না।

সত্যভামা দেবীর এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রমোহন বিরক্তিই প্রকাশ করিলেন, বলিলেন—"শরীর খারাপ সকলেরই হয়, সে দেশে কি লোক বাস করে না ? রাধিকা তো সেজদাদার কাছে থাকে।"

কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যথা করিতে পারিলেন না। ফরিদপুরে রাধিকাকে রাখার সম্বন্ধে সেদিন ইহাই স্থির হইল যে সংস্কৃত শিক্ষাই যখন রাধিকাকে ধরান হইয়াছে, তখন উহাকে আর বাড়ীতে বসাইয়া না রাখিয়া এখানকার টোলে ভর্ত্তি করাই উচিত। সেই হিসাবে ব্রাহ্মণকান্দার টোলে পড়িবার ব্যবস্থা করা হইল।

ব্রাহ্মণকান্দার টোলে ভর্ত্তি করার জন্য দেবেন্দ্রমোহন তত উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। তবে সাময়িক ভাবে ঐরূপ ব্যবস্থা করায় আপত্তিও করিলেন না। কারণ ব্রাহ্মণকান্দায় যাওয়ার ব্যাপারে জগদ্বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার তখন উপায় ছিল না। তিনি তাঁহার সংবাদ লইয়া জানিয়াছেন, তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছেন। পরদিনই দেবেন্দ্রমোহন রাধিকাকে সেখানকার টোলে ভর্ত্তি করিয়া আসিলেন। রাধিকার তুশ্চিন্তা দূর হইল। স্কুলে যাওয়ার মতই সকালে স্নানাহার করিয়া নয়টায় বাড়ী হইতে রওনা হইতে হইবে এবং বৈকালে আসিতে হইবে। রাধিকা যেন ইহাই চাহিয়াছিলেন।

পরদিন হইতে রাধিকা সেই নিয়মেই বাড়ী হইতে বাহির হন এবং বৈকালে ফিরিয়া আসেন। অষ্টমী প্রতিপদ্‌ তিথিতে টোল বন্ধ থাকে, সে তু'দিন রাধিকা বাড়ীতেই থাকেন।

দেবেন্দ্রমোহন নাটোরে চলিয়া গিয়াছেন এবং যতীন্দ্রমোহন কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়ীতে গিয়াছেন। রাধিকার বড় দাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা নতুন দাদা বাড়ীতে থাকিলেও তাঁহার পড়াশুনার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ রাখেন না। তাহা ছাড়া রাধিকা জানেন—তাহার সংস্কৃত পড়ার ব্যাপারে বাড়ীতে পরীক্ষা করিবার মত কেহ নাই, সেইজন্য পাঠ অভ্যাসের অভিনয়টি তাঁহার ভালই হয়। কারণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের মধ্যে যেখানে সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন এবং ভাষায় লিখিত স্থানগুলি মনে মনে পড়িয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

এই অপরূপ পাঠ অভ্যাস ছাড়াও সেই সব গ্রন্থের আলোচনা করিবার জন্য বাড়ী হইতে নিয়মিত সময়ে বাহির হইয়া যান এবং কিছুটা পথ আসিয়া সুধন্বা মিত্র ও বকুল বিশ্বাসের বাড়ী যাইয়া কোনদিন বন্ধুর কথা বা নিজেদের ইষ্টাঅভিলাষের কথা, আবার কখনও ভগবদ্‌ভক্তের চরিত্র এইসব আলোচনায় কাটাইয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা তখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেছেন। সেইজন্য তাঁহাদের সহিত সময় কাটানর অসুবিধা হইলে নির্জ্জনে যাইয়া গান করেন, কখনও বা হরিনাম জপ করেন।

এই নিয়মে থাকার মধ্যে রাধিকার মনে বন্ধুসুন্দরের সঙ্গলাভের বাসনা প্রবল হইয়া দেখা দিতে লাগিল। রাধিকার সে বাসনা উৎকণ্ঠায় পর্য্যবসিত হইল। সেই উৎকণ্ঠার মধ্যে তাঁহার মনে হইল যে বন্ধু ফিরিয়া আসার সংবাদ বোধ হয় মিত্র বা বিশ্বাস নিশ্চয় করিয়া কিছু জানে না। নিজে গিয়া জানিয়া আসিবার সংকল্প করিলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে কেমন সঙ্কোচ আসিতে লাগিল। বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহার বিশেষ যাওয়া আসা ছিল না, যে কয়দিন গিয়াছেন এবং বন্ধুর সহিত আলাপও যাহা হইয়াছে, তাহা একরূপ নির্জ্জনে। সেই জন্য রাধিকার মনে হইল "সেখানে তো আমাকে কেউ চেনে না, কি ব'লেই বা জিজ্ঞাসা ক'রবো ?" এইরূপ চিন্তা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যাইয়া বন্ধুর সংবাদ লইবার আগ্রহটি তাঁহার প্রবলই রহিয়া গেল।

পরদিন টোলের উদ্দেশে বাহির হইবার পূর্ব্ব কৃত্যগুলি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকান্দার পথ ধরিয়া বন্ধুর বাড়ীর দিকে আসিতে পুষ্করিণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীরে উপস্থিত হইলেন। রাধিকার মনে আবার যেন ঔদাসীন্য আসিল। "এত ব্যস্ততার কি দরকার? যখন আসবে খবর পাব।" ইহা ভাবিয়াও মনে হইল—"বেশ তো, এলে না হয় খবর পাব, আমি তো এতদিন ছিলাম না, এখানে এসেছি, তাই খবরটা নিয়েই বা গেলাম।"

আর একটু অগ্রসর হইয়া বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া আবার ভাবিলেন, "তাঁর দিদি তো আছেন এখানে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রবো, ও কবে আসবে? বৃন্দাবনের ঠিকানা কি?"

রাধিকা একবার এদিক ওদিক চাহিয়াই দেখিলেন—সেই দিকেই বন্ধুর দিদি আসিতেছেন। রাধিকাকে দেখিয়া তিনি যেন একটু বিস্মিত হইলেন। রাধিকাও তাঁহাকে দেখিয়া মুখ নীচু করিলেন।

কিন্তু বন্ধুর দিদির কোন সংকোচ ভাব ছিল না। ইহার পূর্ব্বেও কয়েকবার এই বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। কনিষ্ঠ সন্তানের তুল্য এই ছেলেটি। তাঁহার ভাইটির সহিত ইহার গাঢ় ভালবাসা। এত দিন হয় তো এখানে ছিল না, সেই জন্যই বোধ হয় সংবাদ লইতে আসিয়াছে।

ইহা মনে করিয়াই দিগম্বরী দেবী বলিলেন—"জগৎ তো বৃন্দাবন গেছে, কবে আস্‌বে ব'লতে পারি না।"

দিদির কথায় রাধিকার মনের জড়তা কিছু দূর হইল। কিন্তু তিনি যে তাঁহার সহিত আরও কিছু কথা কহিবেন এবং বন্ধুর ঠিকানা জানিয়া লইবেন, সে সাহস হইল না। তথাপি কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, মনটাও বিষণ্ণ।

গোপাল চক্রবর্ত্তী রাধিকার পিছন দিক হইতে আসিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন। রাধিকার সম্মুখে আসিতেই থামিলেন। রাধিকা তাঁহার দিকে চাহিলেন। তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না যে ইনি বন্ধুর জ্যেঠামশাইয়ের পুত্র, দিগম্বরী দিদির ছোট।

তিনিও রাধিকার দিকে চাহিয়া প্রথমটা হয় তো ঠিক করিতে পারেন নাই, তার পরই মনে পড়িল। তিনি মৃদু ভাষাতেই বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ও জগৎ যাকে শারী বলে।" রাধিকার আরও কাছে আসিয়া বলিলেন—"তুমি না বরিশালে গিয়েছিলে, কবে এলে ?"

রাধিকার সব জড়তা কাটিয়া গেল। বন্ধুর ডাকা নামে ইনি তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিয়াছেন। মনে তাঁহার যথেষ্ট তৃপ্তি হইল। রাধিকা তাহার উত্তরে বলিলেন "এক মাস হ'লো এসেছি।"

চক্রবর্ত্তী দেখিলেন—ইহার মনে যেন বিষাদ আসিয়াছে। তিনি মৃদু হাসিয়াই বলিলেন, "তুমি বোধহয় দিদির কাছে শুনেছো, জগৎ বৃন্দাবনে গেছে। তাকে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পেয়েছি, আবার চিঠি দিয়েছি, উত্তর আসেনি। তবে সে ভাল আছে, আসতে পারে।"

ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই রাধিকা তৃপ্ত হইলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন চক্রবর্ত্তী সেই খানেই দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন। তিনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন—দিদির মুখে জগতের আসার অনিশ্চিত সংবাদে রাধিকার বিষাদ এবং আসিবার সম্ভাবনায় প্রফুল্লতা।

রাধিকা সেইটুকু সংবাদই যথেষ্ট মনে করিলেন। বন্ধুর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনাময় সংবাদটুকুই তাঁহার কাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি এমন একটি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন—যাহা বকুল ও সুধন্বাকে চমকিত করিয়া দিতে পারেন।

এই ভাবে পথে অগ্রসর হইতে হইতে রাধিকার মনের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সম্ভাবনাময় সংবাদটি নিশ্চয় রূপ ধারণ করিয়াছে। চক্রবর্তীর "আসতে পারে" কথাটি রাধিকার উৎকণ্ঠার আবেষ্টনীতে পড়িয়া ঘূর্ণির মত ঘুরিতে ঘুরিতে সন্দেহের সব অবকাশ-টুকু নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। "আসিতে পারে" এই কালান্তরের ব্যবধানটি সান্নিধ্যের মধ্যে আসিয়াছে। তাঁহার অনিশ্চয়তার কথাটি রাধিকার নিশ্চয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া অনুভূতির সীমায় আসিল, বন্ধু আসবে।

রাধিকা বদরপুরের দিকে চলিয়াছেন—বকুলকে বলিবেন—সে আসবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদরপুরে আসিয়া দেখিলেন—বকুল স্কুলে গিয়াছে, সে পরে আসবে। রাধিকা ফিরিয়া আসিলেন। পথে আসিতে তাঁহার মনে হইল—সেই দেবদারুতলায় গিয়া বসি।

রাধিকা সেখানে আসিতেই বন্ধুর স্পর্শানুভূতি লাভ করিলেন। তখন তাঁহার মনে নিশ্চয় ধারণা হইল—বন্ধু আসিতেছে।

টোল হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। রাধিকার সুদৃঢ় ধারণায় আসিয়াছে—'বন্ধু আসিবে'। সে রাত্রিটি বন্ধুর উদ্দেশ্যে মনের আকূতি জানাইয়া কাটিল। প্রভাতের নূতন কল্পনায় তাহা আরও সুরম্য হইল; কিন্তু তাঁহার সে মনোভাব বাহিরের কেহ জানিতে পারিল না।

প্রভাতে টোলে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিয়মিত অভ্যাসেই সময় কাটিয়া গেল। যথাসময়ে টোলের দিকে রওনা হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকান্দার দিকে আসিতেই তাঁহার চিন্তিত বাসনা তাঁহাকে থামাইয়া দিল। তাঁহার গতি মন্থর হইল। নূতন সংকল্পের উদয় হইল—"আজ একবার সংবাদ জানবো কি? চিঠির কি উত্তর এসেছে? সে তো আসবে—আপনারা বলেছেন।" ইহা ভাবিয়াও কেমন সঙ্কোচ আসিল—"থাক, আজ আর যাব না।"

এইটুকু ভাবিয়াও তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয়ের আকর্ষণ তেমনি রহিয়া গেল। তেমনি গতিস্থিতির প্রেরণাতেই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল—"একবার দেখেই আসি না।"

সেই অজ্ঞাত প্রেরণাতেই বন্ধুর বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন।

বন্ধুর বাড়ীর পিছনেই আসিয়া পড়িয়াছেন।

বাড়ীর ভিতর হইতে একটু উচ্চ কণ্ঠেরই কথা শুনিতে পাইলেন। রাধিকা বিস্মিত হইয়াই দাঁড়াইলেন। সে স্বর চক্রবর্ত্তীর। তিনি বলিতেছেন—"হ্যাঁরে! তুই যে বৃন্দাবন থেকে আমাকে অত বড় একখানা চিঠি লিখেছিস—তা কি মনে ক'রে লিখলি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ প্রশ্নের উত্তর যাঁহার নিকট হইতে আসিল, সে স্বরে রাধিকা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত সংকল্পই নিবৃত্ত হইল। আনন্দে হৃদয় দুলিয়া উঠিল।

চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে শুনিলেন—"তোমার দরকার নিশ্চয় হ'য়েছিল।"

বন্ধুর কথার অর্থ বুঝিলেন না। ওঃ দরকার! তাহ'লে দাদার দরকারে এসেছে। তারপরই শুনিলেন, চক্রবর্ত্তীর কোন কথার উত্তরে বলিতেছে—হাঁ, চম্পটিও আমার সঙ্গে দেখা ক'রেছে, সে ভাল আছে, এখন আসার ঠিক নাই।

উঁহাদের কথাবার্তা শুনিয়া রাধিকার মনে হইল—এখনও ইঁহাদের সংসারের কথা হইতেছে। এখনই ভিতরে যাওয়া ঠিক হইবে না। এখন চলিয়া যাই, পরে আসিলেই হইবে।

ইহা ভাবিয়াও বন্ধুকে একবার দেখিয়া যাইবার ইচ্ছায় মনে করিলেন, "জানালার ফাঁক দিয়া শুধু দেখিয়া যাই।"

কিন্তু রাধিকা বুঝিতে পারেন নাই, জানালার পাশে আসিতে বাহিরের দরজার কাছেই আসিতে হয় এবং সেই দিকেই যে দিগম্বরী দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাও দেখিতে পান নাই। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলেন।

রাধিকাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি একটু সরিয়া গেলেন। ডাকিলেন—"ওরে জগৎ কে এসেছে ছাখ্"; তার পরই রাধিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভিতরে এসো!"

বন্ধু হাতমুখ ধুইতেছিলেন। দিদির ডাকে উঁকি দিয়া দেখিয়াই মুচকি হাসিয়া বলিলেন— "কে শারী; আয়! এরই মধ্যে কি ক'রে খবর পেলি?"

রাধিকা বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়াই কি ভাবিতে ভাবিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বন্ধু তাঁহার মনের মধ্যেই যেন প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুর কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন থাকিলেও রাধিকা কিছু বলিতেই পারিলেন না ; কারণ তিনি কাহারও মুখে শুনিয়া এখানে আসেন নাই, কিংবা বন্ধুর পাঠান সংবাদ পাইবার অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। কেমন করিয়া তাঁহার যে এখানে আসা ঘটিয়াছে, ইহা বুঝাইবার ভাষা ছিল না বলিয়া রাধিকাও বন্ধুর কথার উত্তর দিবার জন্যই যেন মাত্র মৃদু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বন্ধু ডাকিলেন—"আয় ঘরে বোস্, আমি যাচ্ছি।" রাধিকা ঘরে গিয়া চৌকিতে বসিলেন। বন্ধুকে দেখিয়া রাধিকার বিস্ময় তখনও কাটে নাই।

বন্ধুও আসিয়া বসিলেন—কিছুটা নির্জ্জন পাইয়া বোধ হয় তিনি রাধিকাকে বলিলেন—"তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, পরে হবে, এখন তো আর কোথাও যাওয়া নেই ?"

বন্ধুর সেই দ্বৈধধারার প্রশ্নটিতে রাধিকা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, অর্থাৎ উভয়েই বোধ হয় সম্প্রতি কোথাও যাইবেন না।

তাহার পরই বলিলেন—"চল না দিনকতক পাবনায় বেড়িয়ে আসি।"

বন্ধুকে ছাড়িয়া যে আর কোথাও যাওয়া চলে না এবং না যাওয়ার জন্য বরিশাল হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসা, ইহা তখনই রাধিকার পক্ষে বলা সম্ভব হইল না। বন্ধুর কথায় যেন রাধিকার মুখে কিছু অভিমানের ছায়া পড়িল। তাঁহার মনে আসিতেছিল, বলি যে "তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চাও তো অত আবেদন করা কেন ?"

বন্ধুর কথার উত্তর না দিয়া রাধিকা চুপ করিয়াই রহিলেন। বন্ধুর বোধ হয় মনে হইল—রাধিকা আমার কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই, সেইজন্যই চাহিয়া আছে। তিনি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—"আমার সঙ্গে পাবনায় যাবি ? সেখানে এক সিদ্ধ বাবাজী আছেন, আর এক বুড়ো শিব আছেন, হরিকীর্ত্তনে তাঁরা মাতোয়ারা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুর কথায় রাধিকা যেন দুঃখিতই হইলেন। বন্ধু কেন যে তাঁহাকে বারবার আবেদন করিতেছেন, ইহা রাধিকার নিকট কেমন যেন লাগিতেছে। উনি কি জানেন না—সেই নগরসংকীর্ত্তনের কথা? কেমন করিয়া তাহার আসা সম্ভব হইয়াছিল? এইটুকু প্রকাশ করিবার মৌন চেষ্টাটি তাঁহার মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু বার বার প্রশ্নের উত্তরে নিরুত্তর থাকাও চলে না মনে করিয়া রাধিকা সংক্ষেপে জানাইলেন—"চল।"

রাধিকার সেই ভাসা ভাসা চোখের আনুগত্যপূর্ণ দৃষ্টি বন্ধু লক্ষ্য করিলেন। সে দৃষ্টি বন্ধুর অন্তরে গভীর ভাবেই প্রবেশ করিল। সেই প্রসঙ্গে আরও দুই চারিটি কথার পর বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া রাধিকা বাড়ী আসিবার পথ ধরিলেন। টোল হইতে ফিরিবার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল বলিয়া অন্যপথে ঘুরিয়া চলিলেন। সেই পথে যাইতে যাইতে রাধিকা পাবনা যাওয়ার কল্পনা-পঞ্জিকা মনে মনে নির্ম্মাণ করিয়া যথাসময়ে বাড়ী ফিরিলেন।

—০—

নূতন আকর্ষণঃ

শিশুর মনে প্রলোভন আসিলে প্রলোভনের বস্তু গ্রহণ করিতে শিশুর পক্ষে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার অবসর থাকে না; কিন্তু রাধিকা তো আর শিশু নন, তিনি পূর্ণ কিশোর। আর এক বৎসর পরই যৌবনের সন্ধিকাল আসিবে। এখন শিশুর মত প্রলোভনে লুব্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে অশোভন। তথাপি তিনি বন্ধুর সহিত পাবনা যাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার বন্ধুর আবেদন গ্রহণ করার পূর্ব্বেই চিন্তা করা উচিত ছিল, বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে হইলে কতখানি অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া যে বন্ধুকে বাড়ীর কেহ দেখিতে পারেন না, তাঁহারই সহিত একেবারে দূর বিদেশে যাওয়ার অনুমতিই বা কিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যাইতে পারে? বিশেষ করিয়া অপরিচিত দেশে? মাকে ছাড়িয়া মামার বাড়ী কি সেজদাদার বাসায় থাকিতে যাহার মন চায় না, সেই রাধিকার পক্ষে হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় ভাবে কোথাও চলিয়া যাওয়া এবং টোলের শিক্ষাকে বন্ধ রাখিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করা কিরূপে সম্ভব হইবে?

এই সব বিরোধী অবস্থা যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ইহা ভাবিবার অবসরই রাধিকার ছিল না, তাঁহার ধারণা—যেমন করিয়া শত বাধার মধ্যেও বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, সকলের অলক্ষ্যে নগরকীর্ত্তনে বাহির হওয়া যায়, তেমনি করিয়াই নিশ্চয় পাবনায় যাওয়া চলিবে।

ছল, চাতুরী, মিথ্যা কথার আবরণে ঢাকিয়া দুরন্ত ছেলে যেরূপ স্বকার্য্য সিদ্ধি করে, রাধিকা যখন সে প্রকৃতির নয়, তখন ইহা তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; কিন্তু রাধিকার মনে এত কিছু কথা জাগে নাই। তাহার মনে শুধু বন্ধুসঙ্গে বিদেশে যাওয়ার লোভই প্রবল, কারণ সেখানে সিদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজী, মহাপুরুষ ও বুড়োশিব দর্শন আর শ্রীহরির কীর্ত্তন। অতএব স্মরণীয় সেই সব বস্তুর আকর্ষণই রাধিকার সকল বাধা দূর করিয়া দিবে; কিন্তু রাধিকার মনে এরূপ বিচারপদ্ধতি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বন্ধুর আবেদন গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই; তিনি মাত্র তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব পূত প্রণম্য মূর্ত্তি-গুলির স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র বসতিভূমির স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষায় পুলকিত হইয়াছেন। সেখানে শ্রীহরির কীর্ত্তন করিবার সাধও তাঁহার জাগিয়াছে।

সেইজন্যই বন্ধুর আবেদন গ্রহণের সময় তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার অবসর হয় নাই। পাবনা যাইতে হইলে সঙ্গে কি কি লইতে হইবে—এই কথাই মাত্র ভাবিয়াছেন। তাহার পর বাড়ীর কথা মনে পড়িতেই তিনি ভাবিলেন, বড়দাদা বিশেষ কিছু সংবাদও রাখেন না, মেজদাদা দেশে, নদাদা নাটোরে এবং নূতন দাদাও কিছু বলেন না। আর সেজ দাদা ত বহু দূর বিদেশে। বাড়ীতে বিশেষ অনুমতি কেবল মাতৃদেবীর নিকটই লইতে হইবে। সেইজন্য রাধিকার মানস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্জীটি একরূপ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কেবল মাতৃদেবীর অনুমতি পাইলেই তাহার প্রকাশ হইবে। সে অনুমোদনও তাহার পক্ষে সুলভ। কারণ তাঁহার মাতা বুঝিয়াছিলেন—রাধিকা বরিশাল হইতে আসিয়া অবধি বাড়ীতেই নিয়মিত থাকে এবং টোলে যাতায়াত ও পড়াশুনা করে। বাহিরে গিয়া হরিনামের দল করা কিংবা বন্ধুর সহিত সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাওয়া কোন কিছুই এখন আর করে না।

এজন্য সত্যভামা দেবী তাঁহার বড়বধূর সহিত রাধিকার স্বভাব পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন এবং কাশীতেও স্বামীর নিকট এ সংবাদ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া বীরেশ্বরকেও জানাইয়াছেন যে রাধিকার পড়াশোনায় বেশ মন বসিয়াছে।

মাতৃদেবীর সেই অকুণ্ঠতৃপ্তির জন্য রাধিকা বেশ নিশ্চিন্তই আছেন। অতএব তাঁহার ধারণা মায়ের অনুমতি অতি সহজেই মিলিবে।

রাধিকা তাহার পরদিনই টোলে যাইবার পথে বন্ধুর নিকট পাবনা যাইবার দিন কবে জানিয়া আসিয়াছেন। বন্ধু বলিয়াছেন—"তোর যেদিন সুবিধা হবে, সেইদিনই"।

একথা শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, বন্ধুকে বলেন—"এখনই" ; কিন্তু আবার মাতৃদেবীর কথা স্মরণ হওয়ায় বলিয়াছেন—কালই। অতএব আগামী কালই বন্ধুর সহিত পাবনায় যাইবার অনুমতি লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন এবং সুযোগ পাইলে মাতাকে কিভাবে জানাইবেন ভাবিতেছিলেন।

সন্ধ্যার পড়াশুনা শেষ করিবার পরও যেন তখনও পড়াশুনা বাকী আছে এইভাবে রাধিকা বসিয়াছিলেন। এতক্ষণ তাঁহার সন্ধ্যা আরতির ও প্রার্থনার পদগুলির আবৃত্তি হইতেছিল এবং আবৃত্তির ভিতর স্মরণ মনন হইতেছিল। অতএব তাহা যে টোলের পঠনীয় গ্রন্থের অভ্যাস তাহাই মাতৃদেবী বুঝিয়াছেন।

তিনি আহারের জন্য রাধিকাকে ডাকিলে রাধিকা যেন অসমাপ্ত পাঠ ছাড়িয়াই আসিতে বাধ্য হইলেন। আহারে বসিয়া সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা—কিভাবে মায়ের নিকট তাহা প্রকাশ করা যায়; কিন্তু প্রকাশ করিবার সুযোগের অভাব হইল না। মাতৃদেবীই কথা তুলিয়া বলিলেন—"তোর বন্ধু এখানে এসেছে?" এই অভাবনীয় প্রসঙ্গ উঠিতেই রাধিকা বলিলেন—"হ্যাঁ।"

মাতা—"তুই যাস্‌নি তার কাছে?"

রাধিকার মুখে নেতিবাচক উত্তর আসা অসম্ভব। সেইজন্য যেন একটু উদাসীর মত বলিলেন "হ্যাঁ"।

রাধিকার 'হ্যাঁ' উত্তরের সুরে সত্যভামা দেবী যেন তাহার কিছু চাপা মনোভাব আছে বুঝিয়া আবার বলিলেন—'তোর বন্ধু এখন থাকবে, না আবার কোথাও যাবে?"

মায়ের প্রশ্নের অর্থ জানিতে বিলম্ব হইল না। রাধিকা অনুমান করিলেন—মায়ের মনোভাব বোধ হয় এই যে, তার বন্ধু বিদেশে থাকায় পড়াশুনায় যে উন্নতি হইয়াছে, সে এখানে থাকিলে তাহাতে বাধা পড়িবে, আবার হয় তো তাহার সঙ্গেই কোন কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে মাতিয়া উঠিবে। অথচ এই প্রসঙ্গটি তাঁহার পাবনা যাওয়ার অনুমতি চাহিবার সুযোগ দান করিয়াছে, সেইজন্য রাধিকা তেমনই ভাবে বলিলেন—"না, এখানে থাকবে না, কালই হয়তো চ'লে যাবে।"

পুত্র যে তাহার বন্ধু চলিয়া যাইবার চিন্তায় বিমনা, তাহা বুঝিয়াই মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে যেতে বলেনি?"

রাধিকার পক্ষে একথা আরও অচিন্তিত; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সহিত কোথাও যাইবার কথা তুলিলে মা যে বিরক্ত ও শঙ্কিত হইবেন —ইহাও নিশ্চিত। সেজন্য একটু ভাবিয়া নীরব রহিলেন।

মাতা পুত্রের এই মৌনভাব দেখিয়া বলিলেন—"চুপ ক'রে রইলি যে?"

মায়ের মুখপানে চাহিয়া রাধিকা বলিলেন, "কাউকে যদি না বল তাহ'লে বলি।"

মাতা একটু গম্ভীর হইলেও হাসিয়া বলিলেন, "কি বল্"। "তোমাকে বললেই তো দাদাদিকে ব'লে দেবে"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্জীটি একরূপ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কেবল মাতৃদেবীর অনুমতি পাইলেই তাহার প্রকাশ হইবে। সে অনুমোদনও তাহার পক্ষে সুলভ। কারণ তাঁহার মাতা বুঝিয়াছিলেন—রাধিকা বরিশাল হইতে আসিয়া অবধি বাড়ীতেই নিয়মিত থাকে এবং টোলে যাতায়াত ও পড়াশুনা করে। বাহিরে গিয়া হরিনামের দল করা কিংবা বন্ধুর সহিত সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাওয়া কোন কিছুই এখন আর করে না।

এজন্য সত্যভামা দেবী তাঁহার বড়বধূর সহিত রাধিকার স্বভাব পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন এবং কাশীতেও স্বামীর নিকট এ সংবাদ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া বীরেশ্বরকেও জানাইয়াছেন যে রাধিকার পড়াশোনায় বেশ মন বসিয়াছে।

মাতৃদেবীর সেই অকুণ্ঠতৃপ্তির জন্য রাধিকা বেশ নিশ্চিন্তই আছেন। অতএব তাঁহার ধারণা মায়ের অনুমতি অতি সহজেই মিলিবে।

রাধিকা তাহার পরদিনই টোলে যাইবার পথে বন্ধুর নিকট পাবনা যাইবার দিন কবে জানিয়া .আসিয়াছেন। বন্ধু বলিয়াছেন—"তোর যেদিন সুবিধা হবে, সেইদিনই"।

একথা শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, বন্ধুকে বলেন—"এখনই" ; কিন্তু আবার মাতৃদেবীর কথা স্মরণ হওয়ায় বলিয়াছেন—কালই। অতএব আগামী কালই বন্ধুর সহিত পাবনায় যাইবার অনুমতি লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন এবং সুযোগ পাইলে মাতাকে কিভাবে জানাইবেন ভাবিতেছিলেন।

সন্ধ্যার পড়াশুনা শেষ করিবার পরও যেন তখনও পড়াশুনা বাকী আছে এইভাবে রাধিকা বসিয়াছিলেন। এতক্ষণ তাঁহার সন্ধ্যা আরতির ও প্রার্থনার পদগুলির আবৃত্তি হইতেছিল এবং আবৃত্তির ভিতর স্মরণ মনন হইতেছিল। অতএব তাহা যে টোলের পঠনীয় গ্রন্থের অভ্যাস তাহাই মাতৃদেবী বুঝিয়াছেন।

তিনি আহারের জন্য রাধিকাকে ডাকিলে রাধিকা যেন অসমাপ্ত পাঠ ছাড়িয়াই আসিতে বাধ্য হইলেন। আহারে বসিয়া সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা—কিভাবে মায়ের নিকট তাহা প্রকাশ করা যায় ; কিন্তু প্রকাশ করিবার সুযোগের অভাব হইল না। মাতৃদেবীই কথা তুলিয়া বলিলেন—"তোর বন্ধু এখানে এসেছে ?" এই অভাবনীয় প্রসঙ্গ উঠিতেই রাধিকা বলিলেন—"হ্যাঁ।"

মাতা—"তুই যাস্‌নি তার কাছে ?"

রাধিকার মুখে নেতিবাচক উত্তর আসা অসম্ভব। সেইজন্য যেন একটু উদাসীর মত বলিলেন "হ্যাঁ"।

রাধিকার 'হ্যাঁ' উত্তরের সুরে সত্যভামা দেবী যেন তাহার কিছু চাপা মনোভাব আছে বুঝিয়া আবার বলিলেন—'তোর বন্ধু এখন থাকবে, না আবার কোথাও যাবে ?"

মায়ের প্রশ্নের অর্থ জানিতে বিলম্ব হইল না। রাধিকা অনুমান করিলেন—মায়ের মনোভাব বোধ হয় এই যে, তার বন্ধু বিদেশে থাকায় পড়াশুনায় যে উন্নতি হইয়াছে, সে এখানে থাকিলে তাহাতে বাধা পড়িবে, আবার হয় তো তাহার সঙ্গেই কোন কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে মাতিয়া উঠিবে। অথচ এই প্রসঙ্গটি তাঁহার পাবনা যাওয়ার অনুমতি চাহিবার সুযোগ দান করিয়াছে, সেইজন্য রাধিকা তেমনই ভাবে বলিলেন—"না, এখানে থাকবে না, কালই হয়তো চ'লে যাবে।"

পুত্র যে তাহার বন্ধু চলিয়া যাইবার চিন্তায় বিমনা, তাহা বুঝিয়াই মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে যেতে বলেনি ?"

রাধিকার পক্ষে একথা আরও অচিন্তিত ; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সহিত কোথাও যাইবার কথা তুলিলে মা যে বিরক্ত ও শঙ্কিত হইবেন —ইহাও নিশ্চিত। সেজন্য একটু ভাবিয়া নীরব রহিলেন।

মাতা পুত্রের এই মৌনভাব দেখিয়া বলিলেন—"চুপ ক'রে রইলি যে ?"

মায়ের মুখপানে চাহিয়া রাধিকা বলিলেন, "কাউকে যদি না বল তাহ'লে বলি।"

মাতা একটু গম্ভীর হইলেও হাসিয়া বলিলেন, "কি বল্"। "তোমাকে বললেই তো দাদাদিকে ব'লে দেবে"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"না না ব'লবো না। তুই কি কোথাও যেতে চাস্?"

মায়ের এই উক্তিতে তাহার মুখে এবার স্বচ্ছ হাসি দেখা দিল। তাঁহার উজ্জ্বল চোখের উপর মাতার দৃষ্টি পতিত হইল।

রাধিকা তাঁহার একান্ত মনের মত বন্ধুর সহিত কোথাও একটু বেড়াইতে যাইতে চায় এবং সেই জন্য সে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে—স্নেহময়ী জননী তাহা বুঝিয়াই বলিলেন "কোথায় রে?

রাধিকা অতি উল্লাসে উত্তর দিল—"পাবনায়"।

মাতা—"সেখানে কি আছে?"

এইবার রাধিকার মহাসমস্যা; কারণ তাহার যে জন্য সেখানে যাওয়ার আকর্ষণ, অন্যে তাহা উপলব্ধি না করিতেই পারে। সেইজন্য তিনি বলিলেন—"কিছু নয়, বন্ধুর ভগ্নীপতির বাড়ী সে যাবে, তাই আমাকে ব'ল্‌ছে—চল্ বেড়িয়ে আসি। সেখানকার জলহাওয়া খুব ভাল। কিছুদিন থাকলে শরীর ভাল হবে।"

পুত্রের সব কথাই মাতা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। শরীর ভাল থাকিবে শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। জগদ্বন্ধুর সঙ্গে যাওয়ার কিছু এমন আপত্তি নাই, তবে যতীন, দেবেন শুনিলে কি অনর্থ ঘটিবে—ইহা ভাবিয়া তখন কিছু বলিলেন না।

মাতাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া রাধিকা বিমর্ষ হইলেন। তাহাতে মাও যেন একটু ব্যথিতা। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিলেন "কদিন দেরী হবে, জানিস?

"খুব বেশী হ'লে পনর দিন।"

পুত্রের কথায় যেন কিজন্য দিন গণিয়া বলিলেন—"সঙ্গে আর কে যাবে?"

"আর কে? ও আর আমি।"

রাধিকা যে সেখানে যাওয়া একরূপ স্থির করিয়াই রহিয়াছে, এ সময় বাধা দিলে মনে শুধু কষ্ট নয়—শরীরও অসুস্থ হইতে পারে, এবং এ অবস্থায় পড়াশুনাও হইবে না—এইসব ভাবিয়া মাতা বলিলেন—"সেখানে গেলে কোথায় থাক্‌বি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা সোৎসাহে বলিলেন—"ওর ভগ্নীপতি প্রসন্ন লাহিড়ী ম'শায়ের বাড়ীতে। ওর দিদি গোলোকমণি এখানে যখন ছিলেন, আমাকে বিশেষ ক'রে যেতে ব'লেছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণকান্দায় আসেন।"

পাবনায় কিভাবে থাকিবে, রাধিকা তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছে, মাতার ইহাই বোধহয় জ্ঞাতব্য ছিল, এইবার হয়তো সম্মতি দিবেন ভাবিয়া তিনি মায়ের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

আবার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যাওয়া স্থির হয়েছে?"

"তুমি যদি যেতে দাও, তাহ'লে কাল সকালেই ওর ওখানে যেতে হয়, তারপর ওদের বাড়ী হ'তে রওনা। সন্ধ্যার পরই পাবনা পৌঁছান যাবে।"

এই বলিয়াই রাধিকা কাতর দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু মা যেন চিন্তিত হইয়াই রহিলেন। বোধহয় অন্যান্য পুত্রদের কথাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া রাধিকা অধীর হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মনোভাব যেন প্রকাশ করিয়াই বলিলেন, "বড়দা তোমার কথার উপর কিছু ব'লবেন না, মেজদা ও ন'দাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল্‌বে।"

রাধিকার কণ্ঠস্বরে আকুলতা! মাতা বুঝিলেন। সম্মতি না দিয়া কি আর করিবেন? "টোলের পড়াশুনা স্কুলের মত নয়, আর পাবনার জলহাওয়া ভাল, দশ পনরদিন সেখানে থাকিলে এমন কিছু আপত্তিও হয় না এবং রাধিকা আমাকে ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার আবদার কখনও করে নাই।" এইরূপ কিছু বোধহয় ভাবিয়া মা বলিলেন—"পনরদিনের বেশী থাক্‌লে আমার কিন্তু ভাবনা হবে, শরীর খারাপ হ'লে চ'লে আস্‌বি।"

মায়ের সর্ত্তমূলক সম্মতি পাইয়া রাধিকা সানন্দে মায়ের সকল কথাই স্বীকার করিয়া লইলেন। সম্মতি পাইবার পরই আহার শেষ হইল। রাত্রির মধ্যেই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিনই প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাধা করিয়া রাধিকা বন্ধুর বাটী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার আসিবার অপেক্ষায় বন্ধু উদ্বিগ্ন। তাই তাঁহাকে দেখিয়াই উল্লাসের সহিত এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যথাসময়ে উভয়ে প্রস্তুত হইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন।

—০—

দীনবন্ধু বাবাজীর আশ্রম, নূতন উন্মেষ।

বন্ধুর সহিত পথে আসিতে আসিতে রাধিকা পাবনার কথা প্রসঙ্গে দীনবন্ধু বাবাজীর কথা এবং এই ভ্রমণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি কি সবই শুনিয়াছেন; কিন্তু আর একটি কথা যেন বন্ধু গোপন করিয়াছেন। সেটী বুড়ো শিব।

তাঁহারা যখন সেই বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের আরতি শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু কীর্ত্তন তখনও হইতেছিল। রাধিকার সহিত বন্ধু সতর্ক ও নীরব হইয়াই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

আশ্রম বলিতে দুইখানি টিনের চালাঘর। অনুরূপ আর একটি ঘর শ্রীবিগ্রহের মন্দির। সম্মুখে কিছু জায়গা উঠান। শ্রীমন্দিরের ভিতর তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছে। বাহিরে কেরোসিনের বাতি। আশ্রমের আবাসিক ঐশ্বর্য্য বলিতে কিছুই নাই; কিন্তু দীনবন্ধুর সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন মন্দিরের মধ্যে অতুলনীয়-দর্শন শ্রীবিগ্রহযুগল।

বন্ধুর মুখে রাধিকা এই আশ্রমের ও এই বাবাজীর বহু কাহিনী শুনিয়াছেন। এই বাবাজী পাবনাবাসীর চক্ষে সিদ্ধ মহাপুরুষ, ইঁহার করুণায় তাঁহারা ধন্য। তিনি শ্রীহরিনামের একান্তনিষ্ঠ সিদ্ধসাধক।

অশীতির উপর বয়স পাইয়াও ইনি যুবোচিত নিরলস শক্তিতে পূর্ণ। এই বয়সেও তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আশ্রমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাকার্য্য করিতেছেন। সর্ব্বদা শ্রীহরিনামের পূত সীধূতে তাঁহার হৃদয় মাতোয়ারা হইয়া আছে।

আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অবধি রাধিকাও সেই দৃষ্টিতে বাবাজীকে দেখিতেছেন। স্তিমিত আলোর মধ্যেও উদ্‌ভাসিত সেই উজ্জ্বলকান্তি শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের বিগ্রহ যুগলের সম্মুখে তিনি পরম আবিষ্ট-ভাবে ঢুলিয়া ঢুলিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার একটু দূরে এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী করতালি বাজাইয়া তাঁহার সহিত কীর্ত্তনের সহযোগিতা করিতেছিলেন। এই বৃদ্ধাই বাবাজীর গার্হস্থাশ্রমের সহধর্ম্মিণী, নাম—বিন্দুমতী। বৃদ্ধ স্বামীর সেবিত শ্রীবিগ্রহসেবার আনুকূল্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

রাধিকার মনে মন্দিরের সব কিছুই বিচিত্র বৈভব সৃষ্টি করিল। বন্ধু তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখানকার পরিবেশ রাধিকার জীবনে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে। বিগ্রহদ্বয় যেন বাঙ্‌মুখর স্বরূপেই তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাহার সহিত বাবাজীর কীর্ত্তন পদাবলীও তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি পরম বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন।

বন্ধুর প্রতি রাধিকা একবার চাহিয়া দেখিলেন—বন্ধুও যেন এখানে প্রবেশাবধি ভাব-চঞ্চল হইয়াছেন। তিনিও একবার রাধিকা আর একবার শ্রীবিগ্রহপানে চাহিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। বৃদ্ধ বাবাজী সাষ্টাঙ্গে প্রণত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অপরাধক্ষমাপণ স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাধিকা ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইলেন। বন্ধু একটু দূরে সরিয়া গিয়া প্রণাম করিয়া রাধিকার নিকটে আসিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন, যেন বাবাজী সর্ব্বাগ্রে রাধিকাকেই দেখিতে পান। রাধিকার মনে কৌতুক বোধ হইল।

বৃদ্ধা বৈষ্ণবী ইঁহাদিগকে দেখিয়াও ক্ষীণ দীপালোকে বোধহয় বন্ধুকে চিনিতে পারেন নাই। বাবাজীর প্রণামাদি শেষ হইলে উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াইতেই রাধিকাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি এই অপরিচিত মুখখানি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য দীপটি লইয়া অগ্রসর হইতেই দেখিলেন—পশ্চাতে বন্ধু। বৃদ্ধ যেন বন্ধুর এই প্রকার কৌতুকে পরিচিত, এমনিভাবে তাঁহার হাতখানি ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। বন্ধুকে পরম উল্লাসে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্নেহের আলিঙ্গনে তন্ময় হইয়া গেলেন। তারপর রাধিকাকে বুকে টানিয়া নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া যেন আরও স্থির, আরও গম্ভীর হইয়া রহিলেন। রাধিকা এই সিদ্ধ মহাপুরুষের আলিঙ্গনে কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহার চরণে যেন আত্মসমর্পণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধ বাবাজীটি বন্ধুর চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "কতক্ষণ ?" বন্ধু ইঙ্গিতেই বলিলেন—"আমরা অনেকক্ষণ এসেছি, এই নবাগতটিকে দেখুন।" রাধিকা তখন সেই মহাত্মার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন।

বৃদ্ধ সেই বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া অতি আগ্রহভরে বলিলেন—"ও রে জগৎ এসেছে ছ্যাখ্, আমাদের জগৎ।" আবার বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"জগৎ ! সঙ্গে এ কাকে এনেছিস্ ?"

বন্ধু অতিদ্রুত উত্তর দিলেন—"ও আপনারই জিনিষ।" তাঁহার আপন জনের ভাষায় বাবাজী তখন স্নেহভরে রাধিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই ক্ষীণ দীপালোকে রাধিকার দিকে দৃষ্টি দিয়া যেন কিছু অনুভব করিলেন। রাধিকাও স্নেহমুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ যেন বৃদ্ধের মনে আর কিছুই আসে নাই। আনন্দাতিশয্যে তিনি অতিথি দুইটির আতিথ্য করিতেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আনন্দাবেশ কিছু শিথিল হইতেই বন্ধুকে বলিলেন, "মুখ হাত ধো, বোস্।"

বন্ধু ও রাধিকা দালানে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরমন্দিরের ভিতর হইতে বাবাজী দুটি কলাপাতায় কিছু বাতাসা মুড়কী এবং নারিকেল কোরা লইয়া উভয়কে খাইতে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার কাছে সবই অপরূপ মনে হইতেছে। আশ্চর্য্য এই দীনবন্ধুর সম্পৎসুখ। বন্ধুও যেন সব ভুলিয়া বৃদ্ধের প্রণয়ডোরে আবদ্ধ। রাধিকার আরও বিস্ময়ের কারণ যে বন্ধু কোন কথাই বলিতেছেন না। বৃদ্ধ বাবাজী যাহাই করিতেছেন, বন্ধু অনুগত হইয়া তাহাই মানিয়া লইতেছেন। তাঁহার সহিত আলাপ বা কুশল প্রশ্নাদি বন্ধু যেন কত নিজ জনের মতই করিতেছেন—এতটুকুও সঙ্কোচ নাই। আশ্রমে রাত্রিকৃত্যের ব্যবস্থা দেখিয়া রাধিকা আরও আশ্চর্য্য হইলেন। আহার, শয়ন, সবই এখানে তাঁহার জীবনে এই নূতন মনে হইতেছে। এই আশ্রমের সহিত বন্ধুর ব্যবহার চিন্তা করিতে করিতে অবশিষ্ট রাত্রি সামান্য নিদ্রার বশে কাটাইয়া প্রভাতের সহিত তাঁহারও জীবনে নূতন প্রভাতের উদয় হইল।

দিবালোকে আশ্রম, পথ ও পল্লী দেখিয়া বন্ধুর সহিত তিনি কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং স্নানাহার নিত্যকৃত্য প্রভৃতি সমাপন করিয়া দিনের শেষে দুইজনে সেই মন্দিরে সান্ধ্য কীর্ত্তনের পূর্ব্বেই শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাওয়ায় দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ সারাদিন শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগাদি রন্ধন প্রভৃতি নিজ হাতেই সমাধা করিয়া এই সন্ধ্যা-আরতির জন্য যেন অবসর রাখিয়া দেন। এই সময়টি যেন তাঁহার প্রভুর সহিত প্রীতি-নিবেদনের শ্রেষ্ঠ অবসর।

বন্ধুও যেন এই সন্ধ্যার অবসরের প্রতীক্ষায় ছিলেন। রাধিকার মধ্যে এমন এক অপূর্ব্ব মাধুরী বিকাশ পাইবে, যাহার জন্যই তাঁহার এখানে আসা। যথাসময়ে দীনবন্ধু বাবাজী শ্রীবিগ্রহের আরতি আরম্ভ করিলেন। বন্ধু আরতি দর্শন করিয়া রাধিকার দিকে চাহিলেন। তাঁহার সহিত ইসারায় দৃষ্টিবিনিময় করিয়া একবার মন্দিরের ভিতর চাহিলেন। রাধিকার পাশে আসিয়া বলিলেন, “শারী! তুই সেই কীর্ত্তনটি ধর, আর আমি মৃদঙ্গ বাজাই।”

বন্ধুর এই আবেগপূর্ণ আবেদনের অপেক্ষাতেই যেন রাধিকা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন নয়, যেন কত আকূতির আবদার! শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে বন্ধুর আবদার তাঁহার মনে যেন অন্য রাজ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার মন এতক্ষণ যে অপার্থিব-রাজ্যে নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে যেন তরঙ্গিত করিয়া দিলেন। রাধিকার হাতে করতাল দিয়া বন্ধু মৃদঙ্গ লইলেন। বৃদ্ধ বাবাজী তখন বাহিরে আসিলেন। নিমীলিত-নেত্র রাধিকার করতাল-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরও মৃদঙ্গ ধ্বনিয়া উঠিল। বন্ধুরই স্বরচিত গানে রাধিকার সুধা-কণ্ঠধ্বনির বিকাশ হইল—

নবদ্বীপ নিশীথ মঙ্গল
অম্বর আবরি বাজে মধুর মাদল ॥
রস মধুর রে ॥
পারিষদ বেষ্টিত গায় বিশ্বম্ভর রায়
জয় জয় জয় রে ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ ঢলিয়া ঢলিয়া গায়
আহা কিবা আনন্দ রে ॥

গানের বিকাশের সহিত রাধিকারও মনোরাজ্যের বিভব বিকশিত হইল। তাঁহার পিককণ্ঠের সুরধারা শতধারে ঝরিয়া পড়িল। কীর্ত্তন-বিনোদীর স্বচ্ছন্দচারী জীবনের কৈশোর রূপ নব-লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

মৃদঙ্গবাদনরত বন্ধু রাধিকার সেই ভাবাবিষ্ট রূপে আকৃষ্ট হইয়া সেই সুমধুর সুরে যেন এক দিব্য জগতের সঙ্গীত-মাধুরীতে অবশ হইয়া গিয়াছেন। এই মরমী বান্ধব গন্ধর্ব্ব-বিনিন্দি-কণ্ঠ শারীকে পাইয়াও এতদিন বুঝি এমন প্রগাঢ়ভাবে তাঁহাকে উপভোগ করিতে পারেন নাই।

রাধিকার গানে তাঁহার মৃদঙ্গধ্বনিও মধ্যে মধ্যে স্তব্ধ হইতেছে। গাহিতে গাহিতে রাধিকা যেন বন্ধুর গীতি-কবিতার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিকে ধরার বক্ষে অবতীর্ণ করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। তাঁহার মুদ্রিত দুটি নয়নের কোণ বহিয়া জলধারা নামিয়াছে।

সেই কীর্ত্তনে বৃদ্ধ দীনবন্ধু বাবাজীও যেন এ পৃথিবীর সব কিছুই বিস্মৃত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট নিতাই-গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনলীলা-মাধুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগে বিভোর হইলেন। তিনি মাঝে মাঝে আবেশের আবেগে কম্পিত হইয়া "গৌর, গৌর" শব্দে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতেছেন। সে কীর্ত্তনের স্বরলহরী মন্দিরের প্রতি ধূলিকণাকে কম্পিত করিয়া পল্লীবাসীর কর্ণেও মোহন আকর্ষণ আনিয়াছে। তাঁহারা চুম্বকাকৃষ্টের মত মন্দিরের সেই স্বল্পায়তন প্রাঙ্গণে আসিয়া সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব-বিহ্বল মূর্ত্তি রাধিকাকে দেখিলেন।

সন্ধ্যার ক্ষীণালোকের মধ্যেই রাধিকার উজ্জ্বল শ্যাম লাবণ্যভরা দেহটি সকলের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। কীর্ত্তনান্তে পল্লীবাসীগণ এই নবাগত কিশোরের পরিচয় জানিতে সমুৎসুক হইলেন। বৃদ্ধ বাবাজীও যেন অন্য কিছুই বলিতে চান না—কেবলই বলিতেছেন "ও আমার ছেলে, পরিচয় আর কি ?"

রাধিকাও ভাবস্নিগ্ধ হৃদয়ে বৃদ্ধ বাবাজীর স্নেহময় কণ্ঠের বাণী-গুলিকে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেছেন। বন্ধু এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই যে শারীর কীর্ত্তনের সহিত মৃদঙ্গ বাজাইতে গিয়া প্রগাঢ় সুখাবেশে কখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফাটিয়া গিয়াছে। বিশ্রামের সময় কথাপ্রসঙ্গে তাহা জানিতে পারিলেন। কীর্ত্তনবিরতির পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে রাত্রি তখন এগারটা। বৃদ্ধ বাবাজী তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া নিজেরও ঠাঁই করিলেন। প্রসাদ বলিতে কিছু অন্ন আর ডালের সহিত কিছু তরকারী। পরম তৃপ্তির সহিত তাঁহারা এই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

রাধিকা বিস্মিত হইয়াই এই আশ্রমে বন্ধুর ব্যবহার লক্ষ্য করিতে-ছেন। যাঁহাকে এতদিন একাহারী এবং হবিষ্যগ্রাহী দেখিয়াছেন, তিনিই আজ বুভুক্ষুরূপে প্রসাদভোজী। আহারের পর বিশ্রাম। সে বিশ্রামের আয়োজনও অতি বিচিত্র। একটি দড়ির খাটিয়া, তাহার উপর শতচ্ছিন্ন ও মলিন একটি কন্থা, হস্তই উপাধান। সেই খাটিয়া শয্যাটি বন্ধুযুগলকে দিয়া, বৃদ্ধ বাবাজী মাটিতে নিজের শয়নের প্রস্তাব করিলেন। রাধিকা একান্ত আপত্তি করিলেন, অমর্য্যাদা-দোষ তাঁহার চিত্তকে বিব্রত করিল কিন্তু সেই বৃদ্ধ বাবাজীর একান্ত আগ্রহে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাটিয়াতে তাঁহারা শয়ন না করিলে তিনি অধিকতর দুঃখিত হইবেন—এইভাব প্রকাশ করায় অগত্যা সেইভাবেই শয়ন করিতে হইল। বৃদ্ধ দীনবন্ধু বাবাজীও খাটিয়ার পাশে একটি ছিন্ন কম্বল পাতিয়া দিব্য আরামে শয়ন করিলেন।

বন্ধুযুগল ঊষার আহ্বান শুনিবার বহুপূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া নিশান্তকৃত্য সমাপন করিলেন। বৈরাগ্যের নূতন ভূমিতে এই প্রথম পদক্ষেপ রাধিকার ভাবী জীবনের পূর্ব্বাভাষ। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া তাঁহারা যখন আশ্রমের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিলেন, তখনও দীনবন্ধু বাবাজীর প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই।

রাধিকাকে লইয়া বন্ধু বাহিরে আসিলেন। রাধিকাও যেন নব কৌতূহলের বশে বন্ধুর যে সকল আচরণ গতকল্য হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহার কারণ জানিবার অবসর পাইলেন। বন্ধু বাহিরে আসিয়া পথের একটি উঁচু জায়গায় বসিলেন।

রাধিকা তখনই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখানেই থাকবে?" রাধিকার এই প্রশ্নে বন্ধু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"কেন বল দেখি?"

রাধিকা গাঢ় প্রীতির বন্ধনীর মধ্যে বন্ধুকে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন "তুমি তো কারও হাতের রান্না খাও না, এখানে তো দিব্যি খেলে! আর ঐ বিছানায় শুলেও তো আরামে। তোমার যে দিনরাত গায়ে চাদর ঢাকা থাকে, তাও তো দেখছি না।"

রাধিকার এই প্রশ্নে বন্ধু কিছু বলিলেন না। তেমনই ভাবে রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার দৃষ্টিতে আনমনা ভাব দেখা দিল। তিনি যেন কিছু চঞ্চল হইয়াছিলেন, অসতর্কভাবেই দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি মাটিতে রাখিয়া কি যেন আঁকিতে আঁকিতে বলিলেন,—"বাবাজী দ্বাপর যুগের যুধিষ্ঠির। আমার সঙ্গে পূর্ব্ব হ'তেই সম্বন্ধ। আমি ওঁর ছেলে ভেবে নে না।"

বন্ধুর এই উক্তিতে তাঁহার পূর্ব্বের স্বভাব রাধিকার মনে পড়িয়া গেল। তিনি মাঝে মাঝে এইরূপ অসংলগ্নভাবে এক বলিতে আর এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন। তাই রাধিকারও মনে হইল—বন্ধুর মাথায় আবার ছিট্ দেখা দিয়াছে, রাধিকা বন্ধুর কথার গতি ফিরাইবার জন্য বলিলেন—"এখানে এলে কেন ?"

বন্ধু রাধিকার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। উদাসীনের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি সেই ভাবেই বলিলেন—"হ্যারে শারী ! তুই কৃষ্ণবলরাম দেখেছিস্ ?"

আবার অসামঞ্জস্য ভাব। রাধিকা বুঝিল বন্ধুর মানসিক পরিশ্রম অধিক হইলে তিনি এমনই ধরণের কথা বলেন। তাঁহার সেই ভাবটিকে অনেকে অন্যরূপ মনে করে। রাধিকা যেন সেকথা শুনিয়াও শুনিলেন না। সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে পাবনায় এসে এখানে থাক, তা তো বলনি কখনও !"

বন্ধু নিজের স্বভাবে তখনও' দৃঢ়—তিনি রাধিকার কথা কি ভাবে শুনিতেছেন, তাহা বুঝিতে না দিয়াই বলিলেন—"দেখবি আমার দ্বারা আরও কত কি হবে ?"

তাঁহার এই সব কথা রাধিকার পক্ষে অশ্রুতপূর্ব্ব নয়। ভাবালু প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া নিজের কোন ঐশ্বর্য্য-প্রতিভার কথা বলিলে রাধিকার ভাল লাগে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। এমন অবস্থা আসিলে রাধিকা নীরবই থাকেন। আজও বন্ধুর সেই অবস্থা হওয়ায় রাধিকার যেন অন্য কথা মনে হইল। রাধিকার পক্ষে ইহা বিদেশ। কোন উত্তর না দিয়াই কেবল বলিলেন—"চল, একটু বেড়িয়ে আসি।"

বন্ধু যেন সে কথায় সুস্থ বোধ করিলেন। রাধিকার হাত ধরিয়া কিছু পথ আসিতে আসিতে বলিলেন—"আর একটু চল না, তা হ'লে তোকে একটি জিনিষ দেখাবো।"

রাধিকা বুঝিলেন, বন্ধুর সে ভাবটির অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, তাই একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন—"চল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কিছুদূর আসিয়া রাধিকার মনে হইল, বন্ধুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রাধিকার এই জিজ্ঞাসা আকস্মিক নয়, পূর্ব্ব-চিন্তিত। তিনি বন্ধুকে বলিলেন, "তোমার গুরু আছে ?"

হঠাৎ এই ভাবে প্রশ্ন করায় বন্ধু মনের কোন্‌খানে যেন বাধা পাইলেন, তাঁহার গতি মন্থর হইল। বাহ্যতঃ কিছু বাধাপ্রাপ্তের মতই উত্তর করিলেন—"গুরুর কথা কে তোকে বল্‌লে ?"

রাধিকা মৃদু হাসিলেন, যেন কোন গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে জাগাইয়াছেন, সেই ভাবেই বলিলেন—"কেউ বলেনি, এমনই জিজ্ঞাসা ক'রছি।"

রাধিকার কথায় বন্ধু যেন সঙ্কুচিত হইয়াই কিছু গোপন করিবার চেষ্টায় বলিলেন—"নিশ্চয় তোকে কেউ শিখিয়েছে আমার গুরুর সংবাদ জান্‌তে।"

রাধিকা কাহারও প্ররোচনায় একথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়ে যাহা জাগিয়াছে অকপটে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; কিন্তু বন্ধু যেন ইহা রাধিকার বিশেষ অনুসন্ধিৎসা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাধিকা কতকটা সপ্রতিভ হইয়াই বলিলেন, "না না, কেউ আমায় কিছু শিখিয়ে দেয় নি।"

"তবে তুই গুরুর কথা জান্‌লি কি ক'রে ?"

বন্ধুর এ কথার জবাবে—রাধিকার সরল মনের যাহা ধারণা তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"শুনেছি যারা ভক্ত, তারা গুরু ক'রে মন্ত্র নেয়।"

রাধিকার উত্তরে বন্ধু বুঝিলেন—অকপটহৃদয় এই শারী। তাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"গুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

এই হেঁয়ালীর অর্থ বুঝিতে রাধিকার বিলম্ব হইল না। সেই কথায় বন্ধু কিসের ইঙ্গিত করিতেছেন এবং নিজেকে কোন্ আসনে রাখিতে চাহিতেছেন, তাহাও তাঁহার অগোচর রহিল না। তা ছাড়া এই কথার ভিতর গুরু এবং জগৎ নামে যুবকটি এক পর্য্যায়ভুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া রাধিকার মনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই যদি বন্ধুর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রাধিকার কাছে তাহা অসহনীয়; কারণ তিনি শুধু জানেন, বন্ধু। পথে, প্রান্তরে, খেলায়, হরিনাম-গানে, স্নেহ-প্রীতিতে তিনি শুধু বন্ধু।

—০—

সাতাত্তুরে নিত্যানন্দ

আর একটু আসিয়া বন্ধু দাঁড়াইলেন এবং রাধিকাকে বলিলেন,—"এখানে দাঁড়া, আমি ঐ গাছটার কাছে যাব, তারপর তোকে ডাক্‌বো। তুই কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছু বলিস্ না। সেখানে একটি বুড়ো আছে, ভারী রাগী; কিছু বলেছিস্ কি মারধোর ক'রবে।"

রাধিকা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বন্ধু পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিলেন, একটু দূরেই একটা শিমুল গাছ। তাহার তলায় একটা ছোট কুঁড়ে, তাহার মধ্যে বন্ধু প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাহিরে আসিয়া হাতছানি দিয়া রাধিকাকে ডাকিলেন। রাধিকা সেই কুঁড়ের ভিতর আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে খুব ভয় পাইবার কথা।

এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথায় কতক চুলে জটা বাঁধিয়াছে, কতকগুলি খোলা—সবই কাঁচা পাকায় মিশান, আলুথালু ও রুক্ষ। মুখেও কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়ি, চোখ দুটি ভয়ঙ্কর রাঙা, দৃষ্টি অতি তীব্র, হাত পায়ের নখগুলি বড় বড়। শরীরটা একটি শতছিন্ন ময়লা কাঁথায় জড়ান। সেটি দুর্গন্ধময় ও রঙবেরঙের। কটিতে একটুমাত্র ছিন্ন বস্ত্র। পাশে কয়েকটা ভাঙ্গা মাটির খুরী, দুটি কানা ভাঙা কলসী। বাঁশের কঞ্চি দিয়া বেড়া। সেই বেড়ার গায়ে এক গাছা তুলসীর মোটা মালা ঝুলিতেছে। নারিকেল পাতা দিয়া ঘরের ছাউনী। বৃদ্ধের গায়ে জড়ান সেই ছেঁড়া কাঁথা হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে মুহূর্ত্তকালও সেখানে দাঁড়ান যায় না। কিন্তু কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্য ! বন্ধু সেই কাঁথার ভিতর কখনও পরমানন্দে শুইতেছেন, কখনও বৃদ্ধের পায়ের তলায় বসিতেছেন, আবার বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া কি যেন শুনিতেছেন। রাধিকাকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারে রাধিকা ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাধিকার মনে হইল—গল্পে শোনা নরঘাতী কোন কাপালিকের হাতে পড়িয়াছেন। শরীরে তাঁহার প্রবল কম্প হইতেছে। আর একটু দাঁড়াইলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

বৃদ্ধ সেই কাঁথা ঠেলিয়া উঠিয়া আসিতে আসিতে তুই হাত বাড়াইয়া রাধিকাকে ডাকিলেন—"আয় আয়, আরে আমার সাতাত্তুরিয়া নিত্যানন্দ রে আয়, আয়, তোর লাইগাই, এই ত্যাহ লইয়া এখানে আছি, আমি জান্‌তাম তোর দ্যাহা পাইমু।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, তিনি সমাধিস্থ হইলেন। তুই চোখের কোণ হইতে পিচকারীর ধারায় জল ঝরিতে লাগিল, বন্ধুও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। রাধিকাকে ইঙ্গিত করিলেন—"তুই স'রে যা।"

রাধিকা ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহার বুক কাঁপিতেছে। পায়ে যেন বল নাই। শিমুলতলা ছাড়িয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, পথে তুই একজন করিয়া লোক চলিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া রাধিকা যেন কতকটা শান্ত হইলেন। এখানে তাঁহাকে নবাগত দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি বুড়ো শিবের কাছে যাবে ?" রাধিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—'না'। লোকটির কথায় রাধিকা বুঝিলেন—ও বুড়োটিকে এখানে লোকে বুড়ো শিব বলে।

একটু পরে একজন মুসলমান সেখানে আসিয়া বুড়ো শিবের নিকটে যাইবার ইচ্ছায় রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি হারাণ ফকিরের কাছে যাইবেন ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা আরও বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে পুনরায় মুসলমানটি জিজ্ঞাসা করিল—"ওখানে কেউ আছেন নাকি ?"

রাধিকা জানাইলেন—"হ্যাঁ"।

লোকটি যেন খুব দুঃখিত হইয়াই বলিল, "এত সকালে এসেও খালি পেলাম না।" বলিয়াই চলিয়া গেল।

রাধিকার বিস্ময় আরও বাড়িল। "হারাণ ফকির বুড়ো শিব, কি ব্যাপার। ওই বুড়োটিই কি সেই মহাপুরুষ নাকি! তা হোক্, আমি আর যাচ্ছি না।"

একটু পরেই বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুকে দেখিয়া রাধিকার মন শান্ত হইল ; কিন্তু মাথার মধ্যে ঐ বৃদ্ধ আর বন্ধু সম্বন্ধে কেমন একটা রহস্যের ঘূর্ণি চলিতে লাগিল। বন্ধু রাধিকার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"চল্ এবার ফিরে যাই।"

বন্ধুর মুখে কেমন তৃপ্তির ভাব। চলিতে চলিতে বন্ধু বলিলেন— "তোর খুব ভয় হ'য়েছিল নাকি ? ওতে আর ভয়ের কি আছে। ওর ওমনি চলন বলন।"

রাধিকার মনে তখনও বৃদ্ধের ব্যবহারের কথা জাগিতেছে। আস্তে আস্তে বন্ধুকে বলিলেন—"ও কি ব'ল্লে যেন আমায় ?"

মৃদু হাসিয়া বন্ধু বলিলেন—"ওর কথাবার্ত্তা তুই বুঝবি না। পরে ব'ল্‌বো তোকে। আজকের এ সব কাণ্ড কাউকে বলিস্ না। ও বুড়ো আর বেশী দিন থাকবে না।"

রাধিকার মনে হইল, বন্ধু যেন কোন কথা চাপিয়া গেলেন। রাধিকা সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। কথোপকথনের ভিতর দিয়া তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন।

দীনবন্ধু বাবাজী আশ্রমের দুয়ারে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। বোধহয় তাঁহাদের আসার পথ চাহিয়া। উভয়কে দেখিয়া পিতার মত গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ? বেলা হোলো, ঠাকুরের বাল্যভোগ হ'য়ে গেছে, খাবে এস।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু যেন আবদারে বালকের মত আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, "উঃ, বড্ডো খিদে পেয়েছে, দিন দিন আমাদের খেতে দিন।"

রাধিকার পক্ষে সবই যেন বিস্ময় লাগিতেছে। তাঁহারা পূর্ব্ব রাত্রের মতই বাল্যভোগের প্রসাদ পাইলেন। ইহাতে বন্ধুরও তৃপ্তি যত, বৃদ্ধ বাবাজীও তত সুখী। ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছে আয়োজনের কি আছে? আজ রাধিকার চোখে সবই নূতন।

—০—

পথে পথে কীর্ত্তন ও দুর্ব্বৃত্তের প্রহার।

পিপাসাকাতরকে ধরাধরের কন্দরে আঘাত হানিয়া ঝরণার সন্ধান করিতে হয়, আবার ধরণীর কঠিন বক্ষে ঘাত সৃজনও করিতে হয় কিন্তু অতলস্পর্শী ক্ষারবারিধি সম্মুখে থাকিলেও তাহার কণা-মাত্রও স্পর্শ করে না! আবার মানব চেষ্টার বাহিরে থাকিয়া অলক-নন্দা যখন আপনার সুশীতল সলিলরাশি স্বত উৎসারিত করিয়া প্রাণী কুলের জীবন মনের সব পিপাসা দূর করিয়া দেয়, তখন তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে একমাত্র দুর্ম্মদ মনের দুরন্তগবর্বী জীবনের দল। তাহারা তাহাকে কলুষিত আহত করিয়াই খুসী হয়, একবার ফিরিয়াও চায় না, এ ধারা কত করুণার অমিয় ধারা, এ ধারায় আছে শুধু করুণা আর ক্ষমা। তেমনি করুণা আর ক্ষমা লইয়া যাঁহারা আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা আহত ও উৎপীড়িত হইয়াও শুধু দানই করিয়া যান। সে পীড়নের প্রতিক্রিয়া আর থাকে না।

তেমনি দানেই উদ্বুদ্ধ দয়াল বন্ধুযুগল যেদিন পাবনা আসিয়াছেন, তাহার পর একটি দিন মাত্র সেইভাবে থাকিয়া। বাবাজীর আশ্রমে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন ছাড়াও বৈকালে নগরকীর্ত্তন বাহির করেন। স্কুলের ছুটির কিছু পূর্ব্বেই কীর্ত্তন বাহির করিয়া এবং স্কুল ছুটির পরে ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে পথে ভ্রমণ। এইভাবে প্রথম সপ্তাহটি তাঁহাদের কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যেও দু'একটি বাড়ী হইতে কীর্ত্তন করিবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। বন্ধুর ইচ্ছা থাকিলেও রাধিকার তাহাতে সম্মতি ছিল না, কারণ পথে পথে কীর্ত্তনানন্দ তাঁহার ভাল লাগে। বন্ধুও বুঝিয়াছেন—তাঁহার আকর্ষণ কোন্‌দিকে।

স্কুলের ছেলেরা এই মধুকণ্ঠ গায়ক ও মৃদঙ্গ বাদকের কীর্ত্তনভঙ্গীতে এমনই মুগ্ধ হইয়াছে যে বৈকাল হইলেই তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোন্ পাড়ায় ওঁরা বেরিয়েছেন। সংবাদ লইয়া সেদিকেই দল বাঁধিয়া ছুটিয়া যায়। পাবনায় যেন হরিনাম-সংকীর্ত্তনে দুই যাদুকরের আবির্ভাব হইয়াছে।

ইহাতে শহরবাসীর তৃপ্তি হইবারই কথা; কিন্তু ছেলের দল তাহাতে যোগ দিয়াছে জানিয়া অভিভাবকগণ বিশেষ সুখী হন নাই এবং স্কুলের শিক্ষকগণও যেন বিরক্তিবোধ করিয়াছেন। বন্ধু পাবনা সহরের বিশিষ্ট উকীল রণজিৎ লাহিড়ী এবং প্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয় শুনিয়া ছাত্রগণের অভিভাবক ও শিক্ষকগণ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন এই আগন্তুক ছেলে দুইটি পথে পথে কীর্ত্তন করিয়া ছেলেদের পড়াশোনার ক্ষতি না করে।

লাহিড়ী মহাশয় জগদ্বন্ধুর স্বভাব জানিতেন। কোন বিষয় বারণ করিলে তাহাতে তাহার জেদ বাড়ে। তথাপি তাঁহাদের অনুরোধে জগৎকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি বাবাজীর আশ্রমে ও আমার বাড়ীতে কীর্ত্তন কর।

লাহিড়ী মহাশয়ের নিষেধ জগদ্বন্ধুকে আরও উদ্দীপ্ত করিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সে কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া বন্ধু তাহার পরদিন বৈকালের কিছু পূর্ব্বে রাধিকাকে বলিলেন—"শারী! চল্ বেরিয়ে পড়ি,।"

রাধিকাও প্রস্তুত। বন্ধু মৃদঙ্গ কাঁধে লইয়া,আশ্রমের দুয়ারে আসিয়া রাধিকার কাণে কাণে বলিলেন "ধর,—আবার বল্ হরিনাম, আবার বল।"

সেই ধুয়াতেই রাধিকা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বন্ধু আগে চলিতেছেন মৃদঙ্গ বাজাইয়া, আর রাধিকা পিছনে। যেদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠশালা স্কুল সেদিকের পথেই বন্ধু চলিতেছেন। বন্ধুর মৃদঙ্গ ও রাধিকার কণ্ঠধ্বনি দূরের পথিককেও টানিতে লাগিল। সে সুরের আকর্ষণে স্কুলের ছেলেরা শিক্ষকের বারণ না শুনিয়া এই দলে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া শিক্ষকগণ স্কুল বন্ধ করিলেন। তাঁহাদেরও মনে কেমন আকর্ষণ আসিল। শিক্ষকগণের মধ্যে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে কেহ কেহ দলেই যোগ দিলেন। কি অদ্ভুত এই বালকের কণ্ঠধ্বনি! তাহাতে আবার মধুময় ভাবের তরঙ্গে যখন "আবার বল হরিনাম, আবার বল" এই ধুয়াটি বলিতেছেন, তখন কেহ আর পিছনে থাকিতে চাহেন না, অগ্রসর হইয়া সকলে তাঁহার ভাবমাখা মুখখানি দেখিতেছেন।

ছেলেদের মন তো আকৃষ্ট হইবেই। তরুণ এবং বৃদ্ধেরাও কৌতুক-বশে আসিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতেছেন। রাধিকার হাতে করতাল, বন্ধুর কাঁধে মৃদঙ্গ। বাহিরের সুরের সহিত হৃদয়ের সুরও এক হইয়া গিয়াছে। অন্য কোন পদাবলী নয়—কেবল ওই "আবার বল হরিনাম আবার বল।"

এমনি ভাবেই তাঁহারা শহরের পথে পথে সন্ধ্যার পরও কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। এই কীর্ত্তনের হেতু কি, তাঁহাদের প্রয়োজনই বা কি, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। 'ইহাতে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনামের প্রচার এবং তাহার দ্বারা জনগণের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধন হইতেছে, শ্রীহরিনামের এই নিগূঢ় মর্ম্ম যাঁহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই প্রাণের প্রকৃত কাম্যবস্তুর সন্ধান পান।

পাবনা শহরের পথে পথে ওই দুই বন্ধুর কীর্ত্তনধ্বনি যাহাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিল, তাহাদের ধারণা হইল, ইহাদের মনে কোন অভিসন্ধি আছে। গৃহস্থের ছেলেদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে চায়।

সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সেদিন সন্ধ্যার পরে তাহারা এমন একটি স্থানে কয়েকটি দুষ্ট প্রকৃতির লোককে লুকাইয়া রাখিল, যেখান দিয়া এই কীর্ত্তনকারী বন্ধুদ্বয় অবশ্যই ফিরিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক গ্রাম্য দেবতার পীঠে আসিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি হইল। বন্ধুযুগল সেই পথটি ধরিলেন। কিছুদূর আসিয়াই দেখিলেন—কয়েকজন মাতাল লাঠি হাতে ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতেছে। বন্ধু খোলখানি কাঁধে লইয়া আগে আগে আসিতেছেন, রাধিকা পিছনে। সেইস্থানে আসিতেই দুইজন মাতাল পরস্পর রসিকতার সুরে হাসিতে হাসিতে আসিয়া বন্ধুর গায়ে পড়িয়া গেল। বন্ধু বুঝিলেন—ইহা কৃত্রিম অসাবধানতা। একজন পড়িতেই অন্য মাতালটি তাহাকে টানিবার ছলে বন্ধুকে শাসন করিয়া "ব্যাটা চোখে দেখ না? ভদ্রলোকের গা মাড়িয়ে চল্‌ছো" বলিয়াই বন্ধুর গালে চড় মারিল। বন্ধুর উপর আঘাত দেখিয়া রাধিকা তাহার পায়ে পড়িলেন; কিন্তু তাহার ফলে তাঁহার ভাগ্যে মাতালের পদাঘাতই লাভ হইল। বন্ধু তাড়াতাড়ি আসিয়া রাধিকাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

মাতাল দুইটি বোধ হয় তাঁহাদের নীরব সহিষ্ণুতায় চম্‌কিয়া উঠিল; কিন্তু পিছন হইতে দ্রুতপদে আসিয়া কে যেন তাহাদিগকে আবার উত্তেজিত করিয়া গেল। মাতাল দুইজন উন্মত্তের মত অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে করিতে বন্ধুকে প্রহার করিল, রাধিকা আবার তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলে তাঁহার উপরও প্রচণ্ড লাথি চড় মারিতে লাগিল। দুই বন্ধুই নীরবে সহিতেছেন। দুইজনেরই মুখ পিঠ ফুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নীরবতায় বোধহয় বিরক্ত হইয়াই মাতাল দুইজন তাঁহাদিগকে লাথি মারিয়া পাশের নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া বিজয়-গর্ব্বে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। বন্ধু তখনও রাধিকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন। মাতাল দুইটি চলিয়া যাইলে নর্দ্দমা হইতে উঠিয়া তাঁহারা পথের পাশে বসিয়া রহিলেন। একটি ঘোড়ার গাড়ী সেই সময় সেখান দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া দুই বন্ধু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

গাড়ীর ভিতর বসিয়া বন্ধু বলিলেন—"শারী! সংকীর্ত্তনে তাহ'লে ওদের প্রাণে ছোঁয়া লেগেছে, বল্।" এইটুকু বলিয়া বন্ধু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকাও বন্ধুর কথায় কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বন্ধু বলিলেন—"ছ্যাখ্, যখনই নিঃস্বার্থ মহৎ কাজে বাধা আসবে, তখনই বুঝবি কাজ এগুচ্ছে। দরিদ্ররা অত্যাচারিত হ'লে বেপরোয়া হ'য়ে ধনীর বাড়ী লুঠ ক'রতে আসে। ধন পেলে লুটে নেয়, নইলে মারধোর ক'রে পালায়। প্রাণের সম্পদে যারা দরিদ্র, তারা প্রাণবানের কাছে লুটতে আসে, ভাঁড়ারের সন্ধান না পেলে, মারধোর করে না কি? তাহলে প্রাণে প্রাণে সাড়া জেগেছে বল্।"

আশ্রমে পৌঁছান পর্য্যন্ত বন্ধু প্রাণের উল্লাসে আরও কত কি বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে তাঁহার শারীকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বে বন্ধু বলিলেন "ছ্যাখ্ এসব কথা কাউকে বলিস্‌নে। হ্যাঁ আর এক কথা, আমি সকালেই এক জায়গায় যাব, অল্পক্ষণ পরেই ফিরে আসবো, তুই ভাবিস্ না।"

রাত্রের অন্ধকারে রাধিকা বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বন্ধু আবার কাণে কাণে বলিলেন—'খোল খানা তো স'রেছেন, একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?'

রাধিকা বুঝিলেন বন্ধুর ব্যথা কোথায় লাগিয়াছে। আশ্রমে তখনও বৃদ্ধ বাবাজী জাগিয়া বসিয়া আছেন। দরজায় গাড়ী থামিতেই ব্যস্ত হইয়া তিনি উঠিয়া আসিতেছিলেন। বন্ধু দ্রুত নামিয়া বলিলেন—"আমরা এসেছি, আপনাকে আসতে হবেনা।" বন্ধু জানিতেন বৃদ্ধ বাবাজী তাঁহাদের শরীরের ও জামা কাপড়ের অবস্থা দেখিয়া প্রশ্ন করিবেন, হয়তো কাঁদিয়াও ফেলিবেন। তাই রাধিকাকে লইয়া পুকুরে গিয়া স্নানাদি সারিয়া আসিলেন।

সখ্যকুঞ্জের নিভৃত বিলাসের চিত্রগুলি রাধিকার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তড়াসে নবভাবের উদয় ঃ

'আজ্ঞে, আপনার গাড়ী থামালেন কেন ?' পথিক বলিল।

না, না, আর কলেজে যাব না, গাড়ী ফিরে যাক্, এইখানে দাঁড়াই।

সে কি ? আপনি হ'লেন তড়াসের জমিদার-কুমার, আপনি কলেজে যাবেন না, ওই কীর্ত্তনের দল ঠেলে, সে কি হয় ? আপনার গাড়ী গেলে ও ভীড় থাকবে না, ওরা পথ দেবে।

'নাঃ।' বলিয়া কুমার বনমালী রায় পথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়ীটি ফিরাইয়া দিলেন। পথে তখন প্রমত্ত সংকীর্ত্তনের দল আসিতেছে। ইঁহারা কোথা হইতে কবে আসিয়াছেন, কি নাম সব সংবাদই লইলেন।

বনমালী বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কলেজের সমপাঠী কয়েকটি যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। রায় কুমার সম্মুখে দেখিতেছেন—একটি তের চৌদ্দ বৎসরের উজ্জ্বল শাম বর্ণের কিশোর ভাবোন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, আর তাঁহার পিছনে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের এক যুবক মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। উভয়েই ভাবাবিষ্ট। কীর্ত্তনগায়ক কিশোরটির গায়ে পিরাণ, গলায় কাঁধে সাদা চাদর, মাথায় ছোট কয়িয়া ছাঁটা চুল, হাতে করতাল, মুখে নাম, আর চোখের জলে মুখবুকে ধারা নামিতেছে। যাহারা অনুগামী তাহারা প্রায় সবই স্কুলের ছেলে। তাহাদের মন কে যেন আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে আনিয়াছেন।

কিশোরটি পথে এক এক বার থামিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, আর তাহার সহিত উদ্দাম নৃত্যের ছন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই কীর্ত্তনকে আরও প্রাণস্পর্শী করিতেছেন। রায়কুমার সমপাঠীকে বলিলেন— "দেখ, দেখ, কি অদ্ভুত ওই ছেলেটি, ওর কণ্ঠে কি অফুরন্ত মধুময় সুরের ঝরণা !"

তিনি মুগ্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া আছেন। কীর্ত্তনের দল প্রায় কাছেই আসিয়া পড়িল। বনমালীর বোধহয় ইচ্ছা হইল ইহাদিগকে এমনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাই। সেইজন্য তিনি পথের মাঝখানে আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। কীর্ত্তনের দল সেইখানে উপস্থিত হইল।

শ্রীরাধিকার অবস্থা তখন অন্যপ্রকার হইয়াছে, কোন্ দিকে যাইতে হইবে, কোথায় থামিতে হইবে কিছুই ঠিক নাই। বন্ধুই মাঝে মাঝে আগাইয়া আসিতেছেন, রাধিকাও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন। কুমারকে দেখিয়া বন্ধু সেইখানেই উন্মত্তভাবে মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকারও উন্মত্ত দশা যেন আরও বাড়িয়া গেল। কুমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনোভাব বোধহয় বন্ধু বুঝিয়াছেন, সেইজন্য তিনিও তাঁহার সহিত তেমনই ভাবে চলিতে লাগিলেন।

মাঝে আর না থামিয়া কীর্ত্তন সেই পথেই চলিতে লাগিল। কিছুটা পথ আসিয়া বন্ধু একবার থামিলেন। সম্মুখে কুমারের গুরু-পুত্র শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী ভূনত হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

কীর্ত্তনের রোল আরও বাড়িয়া গেল। শ্রীরাধিকার হৃদয়ক্ষেত্রে ভাববারিধি যেন উথলিয়া উঠিল। দুটি বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বন্ধুও রাধিকার এই অবস্থা দেখিয়া ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই কীর্ত্তনে যেন অদৃষ্টপূর্ব্ব নামময় জীবনের প্রকট বিলাস হইতেছে।

রায়কুমার বনমালী বাড়ীতে সংবাদ দিবার জন্য গুরুপুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। কুমারের ইচ্ছা নাই—এই কীর্ত্তন ছাড়িয়া যান। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া বন্ধুর কাছে বিনীতভাবে কি বলিলেন।

বন্ধুও হাসিয়া ইসারায় স্বীকৃতি জানাইলেন। তাঁহারা তড়াস-রাজের বাড়ী পর্য্যন্ত পথটি তেমন ভাবে নামের উচ্চ ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া রাজপরিবারের কুলদেবতা শ্রীবিনোদজীর, মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাধিকার কণ্ঠে তখনও সেই নাম "আবার বল হরিনাম, আবার বল"। বেলা তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রম করিয়াছে। এই কীর্ত্তনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের দর্শন উন্মুক্ত করা হইল। শ্রীবিনোদজীউর অপূর্ব্ব বিগ্রহ দর্শন করিয়া রাধিকা যেন কীর্ত্তনে আরও গভীরভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে তখন প্রচুর জনসমাগম হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আজ কিশোর গায়কের অদ্ভুত কীর্ত্তনের ধ্বনি সমাগত জনবৃন্দের মনে এক নূতন আকর্ষণ জাগাইয়াছে !!

রাধিকার দিকে বন্ধু চাহিতেছেন। রাধিকাও একবার সেই অবস্থায় বন্ধুর দিকে চাহিলেন। চোখে চোখে কি ইসারা হইয়া গেল। মন্দিরের অঙ্গনেই আবার নূতন উদ্যমে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; কিন্তু বন্ধুর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের হইল রাধিকার স্বতন্ত্র কীর্ত্তনের প্রবাহ।

তাঁহার প্রাণের শারিকা যেন জনগণের মনে এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আনিয়া দিতেছেন। বন্ধুর আরব্ধ কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া রাধিকার মুখে অশ্রুতপূর্ব্ব অক্ষররাশির স্ফুরণ হইতে লাগিল। রাধিকা জন-মণ্ডলীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া গাহিতেছেন—

আবার বল হরিনাম আবার বল—
এই ঘোর কলি কালে, আর কোন সাধন নাই ভাই—
আবার বল……
হরিনাম বিনা ভাই আর কোন উপায় নাই—
এই নামই সাধন নামই জপন,
আবার বল……
অন্য সাধনে কি বা কাজ,
অন্য সাধন বিচার করে,
জাতি কুল বিদ্যা বৈভব
অন্য সাধন বিচার করে
কাল অকালের বিচার করে,
শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করে,
ক্ষেত্র সীমার বিচার করে,
ফলোদয় হয় অনেক পরে
কত জন্ম জন্মান্তরে, ফলোদয় হয় অনেক পরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাও হয় সব অনিত্য
এত কষ্টের সাধনবলে, ফল হয় সব অনিত্য,
নাম সাধনে কোন বিচার নাই।
সাধ্য সাধন সবই হরিনাম
শ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ দান
আবার বল হরিনাম, আবার বল।······

বন্ধু বিস্মিত হইলেন। বারবার রাধিকার মুখের দিকে চাহিতেছেন। রাধিকার ভাবাবস্থা-প্রশমনের উপায়ও চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু আবেগপূর্ণ অবস্থাটিকে থামাইবার পথ না পাইয়া তিনিও তেমনই ভাবে মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেছেন।

গুরুপুত্রের সহিত বালক বনমালী মন্দিরের অঙ্গনে করযোড়ে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। সকলের চোখে 'বিস্ময় লাগিতেছে। সকলে দেখিতেছেন—কিশোর রাধিকা সেই কীর্ত্তনের মধ্যেই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন।

বন্ধু অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনিতে শ্রীরাধিকা চোখ খুলিয়া দেখিলেন—বন্ধু যেন মিনতির দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া আছেন। রাধিকার মনে হইল--- কীর্ত্তনের বিশ্রাম করিতে হইবে।

ধীরে ধীরে তাঁহার সহজ ভাব ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

একটু পরেই কীর্ত্তন সমাপ্তির পদাবলী ধরিলেন---

"খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন
গৌর নিত্যানন্দ ব'লে নাচ অনুক্ষণ
শ্রীরাধা গোবিন্দ জয় বল সর্ব্বক্ষণ
রাধাকৃষ্ণ নামরসে হও নিমগন
অষ্টপাশ কারাবাস হবে রে মোচন
বন্ধু বলে অবহেলে এড়াবি শমন।"

কীর্ত্তন বিরতির পর বন্ধু ও রাধিকা ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিলেন। কুমার ও গুরুপুত্র এই নবাগত বন্ধু দু'টিকে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈঠকখানা বাড়ীতে আসিলেন। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া গেলেন "আপনারা এখানে প্রসাদ না পেয়ে কেউ যাবেন না।"

জমিদার বাড়ীতে আজ শ্রীবিনোদের নব-বৈভবের উদয় হইয়াছে। সেখান হইতে কেহ কি আর রিক্তভাবে ফিরিয়া যাইতে পারে? যথাসময়ে সমাগত ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কুমার ও তাঁহার গুরুপুত্র সেদিন বন্ধুদ্বয়কে কিন্তু আর ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। সেই বন্ধুযুগলও উভয়ের পারমার্থিক ভাব সম্পদের প্রতিরূপের মত নব সঙ্গ দানে তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিলেন।

তাঁহারা এই প্রীতি-নিকেতন ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেও পারিলেন না।

—০—

রায় বনমালী ও গোস্বামী রঘুনন্দনের সমীপে।

ঊষার আরতি কীর্ত্তন শেষ হইয়াছে, রাধিকা তখনও শ্রীবিনোদের মন্দিরে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। বন্ধুও প্রণামাদি সারিয়া বনমালী বাবু ও গোস্বামিজীর নিকট বিদায় লইতেছেন।

বনমালীবাবু বয়সে বন্ধু অপেক্ষা বিশেষ বড় না হইলেও জমিদার কুমার বলিয়া গাম্ভীর্য্যে তাঁহাকে প্রবীণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গুরুপুত্র প্রায় তাঁহার সমবয়স্ক। তিনিও বন্ধুর সহিত বিনয়-নম্রভাবে কথা বলিতেছেন।

বনমালীবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমাদের আশা মিটলো না, আবার কবে দেখা হবে জানি না, আপনার বন্ধুটির কীর্ত্তন শুনে অন্তরে বড় আনন্দ পেয়েছি। ওঁর চাল-চলন দেখে মনে হয়—উনি বোধহয় সংসার করতে পারবেন না। সর্ব্বদা উদাসীনের মত থাকেন। আপনার সঙ্গে বরং দুচারটি কথা হয়েছে, উনি তো সেই কীর্ত্তনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর থেকে এক রকম চুপচাপই আছেন। এখানে কোন অসুবিধা হোলো কি না বুঝলাম না।”

রায়ের কথায় বন্ধু হাসিয়া উত্তর দিলেন “ও কথা কয় কম, তবে ভগবৎপ্রসঙ্গ হ’লে, কীর্ত্তন হলে সেখানে বসে।”

ইহাদের কথায় গোস্বামিজী বলিলেন—আপনার বন্ধুটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক’রেছি, গত রাত্রে নিশা-কীর্ত্তনের সময় তিনি প্রবীণ ভক্তের মত প্রত্যেকটি পদাবলী বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে শুন্‌ছিলেন। উনি কি বাড়ীতে এখনও পড়াশোনা করছেন ?

বন্ধু বলিলেন—হ্যাঁ পড়াশোনা করে, তবে স্কুল কলেজে নয়, টোলে।

গোস্বামিজী আনন্দিত হইয়াই বলিলেন, “হ্যাঁ, ওরকম ভক্তিমান্ ছেলে স্কুলে না প’ড়ে টোলেই পড়েন।”

রায় বলিলেন—“ওঁর পক্ষে টোলে পড়াই ভাল, তবে মনে হয় পড়াশুনা বেশী দিন করতে পারবেন না।”

বন্ধু সে কথায় তৃপ্তি পাইয়াই যেন বলিলেন “পড়াশোনা করা ওটা নামে মাত্র।”

গোস্বামী—আপনার বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। তাঁর কীর্ত্তনে শ্রীহরিনাম যেন মূর্ত্ত হ’য়েই প্রকাশ পান।

তাঁহার কথার উত্তরে বন্ধু বলিলেন—“আপনি গোস্বামি-সন্তান, ওকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ওর হৃদয়ের জিনিষ রক্ষা ক’রতে পারে।”

বন্ধুর কথায় গোস্বামিজী বলিলেন—ওঁরা সাধারণ বালকের মধ্যে নন্। একদিন হয়তো উনি সংসারত্যাগী হ’য়ে দেশে দেশে নাম প্রচার ক’রবেন। যাঁরা ভবিষ্যতে বিশেষ ব্যক্তি হন, তাঁহাদিগকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

তাঁহার কথায় বন্ধু তৃপ্তি পাইলেন। পরে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া মন্দিরে রাধিকাকে ডাকিতে গেলেন। বনমালী বাবু ও গোস্বামী প্রভু তাঁহার সহিত আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুর আহ্বানে রাধিকা মন্দিরে প্রণাম করিয়া, শ্রীবিনোদের শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন, "আবার যেন তোমায় দেখতে পাই" এমনই ভাব।

বন্ধুও প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সহিত বাহিরে আসিলেন। দরজায় গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। রাধিকা গাড়ীতে বসিবার পূর্ব্বে গোস্বামিজীকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বনমালী বাবুকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইলেন। বন্ধুও অভিনন্দন জানাইলেন। গোস্বামিজী উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এইটুকু দেখায় সুখ হোলো না, আবার আশা রাখি।"

তাঁহার কথায় রাধিকা উত্তর না দিয়া লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া করজোড়ে বিদায় লইলেন। বন্ধু বলিলেন—"এ আসা তো আমার ইচ্ছায় নয়, যে এনেছে তাঁকেই বলুন। সময়ে আবার দেখা হবে।"

বন্ধুর কথায় রাধিকা মৃদু হাসিয়া গাড়ীতে বসিলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে বন্ধু বলিলেন, "হাঁরে শারী! তুই যে কাল ওখানে কীর্ত্তন ক'রলি, তা অত কথা পেলি কোত্থেকে?"

রাধিকা বন্ধুর কথায় চমকিয়া উঠিলেন। মনে বোধ হয় লজ্জা হইয়াছে। তিনি যে কিছু বলিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা তো নয়, তাঁহার মুখে কে যেন ওগুলি যোগাইয়া দিয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া লাভ কি?—ইহাই রাধিকার মনের ভাব, তিনি তেমনি সহজ ভাবেই বলিলেন,—"ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? কেউ দিয়েছিল, তাই ব'লেছি।"

রাধিকার কথায় বন্ধু গম্ভীর হইলেন। গত কালের কীর্ত্তনের অক্ষররাশি শুনিয়া অবধি রাধিকার সম্বন্ধে বন্ধু যেন বিশেষ ভাবেই ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুটা পথ উভয়ে নীরবে আসিলে হঠাৎ বন্ধু গাড়োয়ানকে থামিতে বলিলেন। রাধিকা দেখিলেন সেইখানে আসিয়াছি, যেখানে সেই বুড়োশিব থাকেন। উভয়ে নামিলেন। গাড়োয়ানকে গাড়ী লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বলিলেন—"তুমি যাও, আমি যাব না।"

বন্ধু বোধহয় বুঝিলেন—রাধিকার শুদ্ধ মাধুর্য্যের স্বভাব, ঐশ্বর্য্যের গন্ধও ভাল লাগে না। সেইজন্য তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া একাই গেলেন।

রাধিকা ভাবিতেছেন—যদি আবার আমায় ডাকে! একটু সরিয়া দাঁড়াই।

একটু পরেই শুনিলেন সেই বুড়ো শিবের হাসি। আরও কিছুক্ষণ পরেই দেখিলেন বৃদ্ধ বাহিরে আসিতেছেন। রাধিকা আরও সরিয়া গেলেন। তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া সেই কুঁড়েই আবার প্রবেশ করলেন।

বন্ধু বাহিরে আসিলেন। রাধিকার কাছে আসিয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেলি নাকি? ভয়ের কি আছে? ও হোলো বুড়ো শিব, ওর বাইরের ব্যবহারই অমন। শিবের কথা শুনেছিস তো, ও হোল তাই।"

বন্ধুর কথায় রাধিকার যেন জড়তা আসিতেছিল। মৃদু-স্বরে বলিলেন, "তোমার শিব তোমারই ভাল, আমার শরীর হিম হ'য়ে যায়।"

বন্ধু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"চল্ আশ্রমে যাই। কালই ফরিদপুরে যেতে হবে তো, তাই দেখা ক'রে গেলাম।"

বন্ধুর কথায় রাধিকার যেন হুঁস হইল—সত্যই তো, মাকে পনের দিনের কথা ব'লে এসেছি। রাধিকার মন চঞ্চল হইল।

উভয়ে বাবাজীর আশ্রমে ফিরিলেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ-গঞ্জনা ঃ

যেদিন সন্ধ্যার কিছু আগেই রাধিকা বাড়ী ফিরিলেন সেদিনের সারা পথটি সেই দীনবন্ধু বাবাজীর বাৎসল্য স্নেহে অভিঘাত পাওয়া মুখের বিদায়ের কথাগুলি রাধিকার কাণে বাজিতেছিল। এই কয়দিন যেন তিনি কত অলভ্য লাভই করিয়াছিলেন। "কত পুরাতন কত আপনার জনকে কেমন করিয়া বক্ষ হইতে নামাইয়া দিয়া আবার ফিরিয়া যাইব" এই চিন্তাই যেন রাধিকাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। শিরে হাত দিয়া বারবার মুখচুম্বন ও শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা প্রার্থনা যেন সমাপ্ত হইতে চায় নাই। তারপর যখন বাবাজী মন্দিরের বিগ্রহের দিকে চাহিয়া কিছু প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া স্থির হইয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়।

সেখানের স্মৃতি মুছিবার নয়, তথাপি রাধিকাকে আসিতে হইয়াছে ; কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন আরও ভয়ে আক্রান্ত হইল। মাত্র দুই দিন বেশী হইয়াছে। ইহার মধ্যে মা নাটোরে, বরিশালে, কুমারপুরে সংবাদ দিয়া তাঁহার দাদাদিগকে আনিয়াছেন। পাড়ার অনেকেই শুনিয়াছে—"রাধিকা আর বাড়ী ফিরিবে না, সে সন্ন্যাসী হ'য়ে পালিয়েছে।" দুটি দিনই মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় সংবাদ লইয়াছেন—সত্যই রাধিকা পাবনায় গিয়াছে কি না। পাবনায় যাওয়ার সংবাদ সত্য মনে করিয়া কালই সকালে দেবেন্দ্রমোহন রওনা হইতেন এবং যতীন্দ্রমোহন হয়তো কাশীও রওনা হইতেন।

রাধিকা বুঝিতে পারেন নাই যে মায়ের হৃদয়ে সব জ্বালাই সহ্য হয়, কিন্তু পুত্রের নিরুদ্দেশ অদর্শনে ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। সেইজন্য রাধিকা আরও কষ্ট পাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বলিলেন—"তুমি যাও, আমি যাব না।"

বন্ধু বোধহয় বুঝিলেন—রাধিকার শুদ্ধ মাধুর্য্যের স্বভাব, ঐশ্বর্য্যের গন্ধও ভাল লাগে না। সেইজন্য তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া একাই গেলেন।

রাধিকা ভাবিতেছেন—যদি আবার আমায় ডাকে! একটু সরিয়া দাঁড়াই।

একটু পরেই শুনিলেন সেই বুড়ো শিবের হাসি। আরও কিছুক্ষণ পরেই দেখিলেন বৃদ্ধ বাহিরে আসিতেছেন। রাধিকা আরও সরিয়া গেলেন। তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া সেই কুঁড়েই আবার প্রবেশ করলেন।

বন্ধু বাহিরে আসিলেন। রাধিকার কাছে আসিয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেলি নাকি? ভয়ের কি আছে? ও হোলো বুড়ো শিব, ওর বাইরের ব্যবহারই অমন। শিবের কথা শুনেছিস তো, ও হোল তাই।"

বন্ধুর কথায় রাধিকার যেন জড়তা আসিতেছিল। মৃদু-স্বরে বলিলেন, "তোমার শিব তোমারই ভাল, আমার শরীর হিম হ'য়ে যায়।"

বন্ধু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"চল্ আশ্রমে যাই। কালই ফরিদপুরে যেতে হবে তো, তাই দেখা ক'রে গেলাম।"

বন্ধুর কথায় রাধিকার যেন হুঁস হইল—সত্যই তো, মাকে পনের দিনের কথা ব'লে এসেছি। রাধিকার মন চঞ্চল হইল।

উভয়ে বাবাজীর আশ্রমে ফিরিলেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ-গঞ্জনা।

যেদিন সন্ধ্যার কিছু আগেই রাধিকা বাড়ী ফিরিলেন সেদিনের সারা পথটি সেই দীনবন্ধু বাবাজীর বাৎসল্য স্নেহে অভিঘাত পাওয়া মুখের বিদায়ের কথাগুলি রাধিকার কাণে বাজিতেছিল। এই কয়দিন যেন তিনি কত অলভ্য লাভই করিয়াছিলেন। "কত পুরাতন কত আপনার জনকে কেমন করিয়া বক্ষ হইতে নামাইয়া দিয়া আবার ফিরিয়া যাইব" এই চিন্তাই যেন রাধিকাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। শিরে হাত দিয়া বারবার মুখচুম্বন ও শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা প্রার্থনা যেন সমাপ্ত হইতে চায় নাই। তারপর যখন বাবাজী মন্দিরের বিগ্রহের দিকে চাহিয়া কিছু প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া স্থির হইয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়।

সেখানের স্মৃতি মুছিবার নয়, তথাপি রাধিকাকে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন আরও ভয়ে আক্রান্ত হইল। মাত্র দুই দিন বেশী হইয়াছে। ইহার মধ্যে মা নাটোরে, বরিশালে, কুমারপুরে সংবাদ দিয়া তাঁহার দাদাদিগকে আনিয়াছেন। পাড়ার অনেকেই শুনিয়াছে—"রাধিকা আর বাড়ী ফিরিবে না, সে সন্ন্যাসী হ'য়ে পালিয়েছে।" দুটি দিনই মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় সংবাদ লইয়াছেন—সত্যই রাধিকা পাবনায় গিয়াছে কি না। পাবনায় যাওয়ার সংবাদ সত্য মনে করিয়া কালই সকালে দেবেন্দ্রমোহন রওনা হইতেন এবং যতীন্দ্রমোহন হয়তো কাশীও রওনা হইতেন।

রাধিকা বুঝিতে পারেন নাই যে মায়ের হৃদয়ে সব জ্বালাই সহ্য হয়, কিন্তু পুত্রের নিরুদ্দেশ অদর্শনে ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। সেইজন্য রাধিকা আরও কষ্ট পাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইজন্য রাধিকা মায়ের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "এমন করে আর থাক্‌বো না।"

সত্যভামা দেবী তাহাতে শান্তই হইয়াছেন, কিন্তু মনের শঙ্কা তখনও তেমনি রহিয়া গেল। তাঁহার মনে হইয়াছে—রাধিকা যদি পড়াশুনা না করে, নাই করুক, তবু আমার কাছে থাকুক।

রাধিকারও মনে বোধহয় সে চিন্তায় অন্য একটি কারণে অনুকূলতাই হইয়াছে। হয় নাই কেবল তাঁহার দাদাদের মনে। বিশেষ করিয়া দেবেন্দ্রমোহনের।

তিনি সেই রাত্রেই মাকে বলিয়াছেন, "তোমার প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে বারবার যদি আমাদিগকে এইভাবে অপমানিত হ'তে হয়, তবে অন্ততঃ আমি আর এ বাড়ীতে আসবো না।"

পুত্রের কথায় সত্যভামা দেবী কিছু বলেন নাই। দেবেন্দ্রমোহন তাঁহার গাম্ভীর্য্য রাধিকাকে শাসন করিবার পক্ষে সহায় হইয়াছে ভাবিয়া বলিলেন, "সকালে ব্রাহ্মণকান্দায় খবর নিতে যাচ্ছি—গুরুচরণ পেয়াদার সঙ্গে দেখা; সে ব'ললে, 'ছোটবাবু তো টোলে যান না, আমারই গোয়ালে ব'সে জপ তপ করেন, কাঁদেন। ভোরে জগতের সঙ্গে টহল কীর্ত্তন ক'রে বেড়ান।' শুনে আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল, টোলেও খবর নিয়ে জানলাম; পণ্ডিত মশাই তো প্রথমটা রাধিকাকে চিন্‌তেই পারলেন না, তারপর ব'ল্‌লেন—সেই সেদিন ভর্ত্তি করে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তো সে আর আসে নাই।

ওকে জিজ্ঞাসা কর দেখি—এ সব সত্যি কি না। কালই জগার ওখানে যাচ্ছি! যা করবার ক'রে আসবো। ছি ছি! লোকের কাছে মুখ দেখান যাচ্ছে না, ছোট জাতের লোকও বলে কিনা আমার গোয়ালে ব'সে জপ তপ করে, টহল কীর্ত্তন করে। আচ্ছা দেখা যাক্‌, শোধরাতে পারি কি না।"

বলিয়াই দেবেন্দ্রমোহন রাধিকার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। সত্যভামা দেবী বুঝিলেন—শাসন করিলে ও যদি বাড়ীতে থাকে, আমার তাই ভাল। কাজ নাই আর লেখাপড়া শিখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন সকালেই দেবেন্দ্রমোহন ব্রাহ্মণকান্দায় জগদ্বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুর কয়েকজন অনুরাগী তখন সেইখানে ছিলেন। দেবেনবাবুকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া তাঁহারা একটা কিছু অনুমান করিলেন, তথাপি সম্মানের সহিত তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। দেবেনবাবু সেই বাহিরের বারান্দায় একটি বাঁশের খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিলেন। পরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে দেখিয়া বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তাঁহাদের উত্তরে বুঝিলেন—ইঁহাদের সহিত কথা বলিলেই হইবে। তাহাতে দেবেনবাবু যেন অপমানই বোধ করিলেন অর্থাৎ জগৎ এতবড় মহাপুরুষ হ'য়েছে যে ভক্তরাই তাহার হইয়া কথা কয়। ভক্তের কথা ভিন্ন তিনি বোধহয় কাহারও কথা শোনেন না।

দেবেনবাবু যতটা সম্ভব ক্রোধ চাপিয়া বলিলেন—"আপনাদের হরিনামের দলটি কি জগতের তৈরী? না আর কারও?"

বন্ধুর ভক্তবৃন্দ .দেবেনবাবুকে চিনিলেও অপরিচিতের মতই উত্তর দিলেন, "আপনার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য"? দেবেনবাবু.বলিলেন, 'উদ্দেশ্য জানাবার জন্য আসি নাই, আপনাদিগকে যা জিজ্ঞাসা ক'রছি উত্তর দিন।

"যদি উত্তর না দিই।"

"তাহ'লে আপনাদের গুরুঠাকুর জগাকে ডাকুন।"

বন্ধুর প্রতি এইরূপ কর্কশোক্তি শুনিয়া ভক্তবৃন্দ চঞ্চল হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে রজনী পাশাই দেবেনবাবুর এই কথার জবাব দিতে আসিয়া তেমনই কড়া সুরে বলিল—"আপনি সম্‌জে কথা ব'লবেন, প্রভু আপনার স্নেহের পাত্র হ'তে পারেন, অশ্রদ্ধার নন।"

ইহার কথায় দেবেনবাবু আরও ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিলেন—"শ্রদ্ধা পরে দেখা যাবে, জগৎকে ডেকে আনুন"।

'বেশ তো, কি ব'লতে হয় বলুন, আপনার কথা তিনি শুন্‌তে পাবেন।

রজনী পাশার এই উপেক্ষাপূর্ণ কথায় দেবেনবাবু বেশ কড়া সুরেই বলিলেন—"আপনারা ভেবেছেন কি? ভদ্রলোকের ছেলেদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথা খাবার জন্যে একটা দল পাকিয়েছেন ? জগৎ কি মনে করে নিজে বাপমা মরা ছেলে ব'লে কি সব ছেলেদেরই মাবাপ দাদা ভাই কেউ নেই ? নিজে ছন্নছাড়া হয়েছে ব'লে সব ছেলেদিগকে তাই ক'রতে চায় নাকি ? এই যে রাধিকাকে আপনারা ভুলিয়েছেন, ওর জন্য দায়ী কে ? যতসব ছোট জাতের বৈরাগী বৈষ্ণবকে নিয়ে জগৎ যে পাগলামি ক'রে বেড়াচ্ছে, তা সে নিজেই করুক না, আর আর ভদ্রলোকের ছেলের মাথা খাবার কি দরকার ?"

"আমরা ঐ দলের লোক নাকি ? লেখাপড়ার দরকার আপনাদের না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের জাতের ওসব চলবে না। বৈদ্যের ছেলে ছোট জাতের ছায়াও মাড়ায় না।"

তিনি ঝড়ের মত যত কথা বলিলেন, সবই যে ক্রোধবশতঃ তাহা রজনী পাশা বুঝিয়াছে ; তথাপি জাতি তুলিয়া অপরকে ঘৃণা করার ভাবটিকে রজনী পাশা সহ্য করিতে পারিল না।

সে কর্কশ স্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভিতর হইতে শিষ দেওয়ার আওয়াজ শুনিয়া চুপ করিয়া গেল।

দেবেনবাবু তখন আবার বন্ধুর উদ্দেশেও বলিলেন, "জগৎ বুঝি ভয়ে লুকিয়ে আছে, আসুক না আমার সামনে। তার মাথার ছিট্ কতটা দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু তাহারও কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া তেমনই উত্তেজিত ভাবে উঠিতে উঠিতে বলিলেন "বেশ আজ আমি চ'ল্লুম, কিন্তু কোন দিন যদি শুনি রাধিকাকে আপনারা দলে টেনেছেন, তাহ'লে পুলিশ কেস্ ক'রতে বাধ্য হব"।

আরও কয়েকটি কথা বন্ধুর উদ্দেশে বলিতে বলিতে দেবেনবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় ভিতর হইতে শুনিতে পাইলেন, "ওটা কে রে ?"

সে স্বরে দেবেনবাবু বুঝলেন, "ছোঁড়াটা ছিটগ্রস্ত, মনে ভয় ঢুকেছে, সামনে না এসে ভেতর থেকে দম্ভ করা হচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বাড়ীর বাহির হইতেই বন্ধুর ভক্তগণ পরস্পর মুখ চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলে—"ইনি নাটোরের দেওয়ান সাহেব, তাই অত দম্ভ।"

দেবেনবাবু বাড়ী আসিয়াই সত্যভামা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

পুত্রের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মাতা বুঝিলেন—নিশ্চয় জগতের সহিত কলহ করিয়া আসিয়াছে। তখনই কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। দেবেন্দ্রমোহনই বলিলেন—"পরের সঙ্গে কত ঝগড়া ক'রবো? তুমিই সমস্ত মাটি ক'রছো, ওকে আদর দিয়ে দিয়ে একটা হনূমান ক'রছো। পরের কি দোষ? ও যদি মেশে তারা কি ক'রবে! আমি জানি তারাও ওমনি একটা কিছু দল করছে, কিন্তু তারা তো ঘর থেকে রাধিকাকে ধ'রে নিয়ে যায় না।"

আজ তোমাকে ভালভাবে শুনিয়ে দিচ্ছি, ওর জন্য আর আমাদিগকে ডেকোনা, তোমার আদর ও পাক্ আর ওরও যা ভাল লাগে করুক, আমার সামনে প'ড়লে সইবো না।"

রাধিকা ঘরের ভিতর ছিলেন, দাদার তর্জ্জনাদি সবই শুনিতেছেন। দাদা যদি এইরূপ উপেক্ষার ভাবই দেখান, তবে তাঁহার পক্ষে মন্দ কি? তিনি তাহাই চাহিতেছেন। যাঁহারা সংসারের আত্মীয়-স্বজন তাঁহারা যদি উপেক্ষাই না করেন, তবে পরমাত্মীয় শ্রীহরির করুণা হইবে কি করিয়া?

দেবেন্দ্রমোহনের কাছে রাধিকা যতটা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, মায়ের নিকট ততটা হন নাই, কারণ তিনি তো অনুমতি লইয়াই গিয়াছেন। তবে দুই দিন বেশী দেরী হইয়াছে। মনে ধৈর্য্য মানে নাই, তাই পুত্রদিগকে সংবাদ দিয়াছেন। সেইজন্য সত্যভামা দেবী দেবেন্দ্রমোহনের কথার কিছু উত্তর দিলেন না। সেদিনের ঘটনা এই খানেই ক্ষান্ত হইল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতন্ত্র স্বভাবের সমালোচনা

রাধিকার বড় বৌদিদি তাঁহার শাশুড়ী মাতার নিকট অভিযোগ করিয়াছেন—"মা, ঠাকুরপোর জন্য যদি আলাদা রান্নাই ক'রতে হয়, তা হ'লে সেটি আপনাকেই ক'রতে হবে।"

বড় বৌমার কথায় সত্যভামা দেবী বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ এমন কি হোলো ?"

কাদম্বিনী দেবী আমূল ঘটনাটি জানাইয়া বলিলেন যে—"পাবনা থেকে ফিরে আসার পর ঠাকুরপো সেই একদিনই আপনার রান্না খেয়েছে, তারপর ও মনমরার মত খেতে বসে, বোধ হয় মনে কিছু সন্দেহ হয়, ব'সেই নিবেদন করার আগে কি ভাবে, গন্ধ লাগলে উঠে পড়ে, না হয় তরকারী বাদ দিয়ে খায়, জিজ্ঞাসা করলে উত্তরও দেয় না, আর যেদিন দুটি কম খায় সেদিন আরও দরকার কিনা বলেও না। সত্য মিথ্যা জানি না, শুনছি গুরুচরণ পেয়াদার গোয়াল বাড়ীতে মাঝে মাঝে রান্না ক'রে খায়। তাই বলছিলাম—যদি আমার হাতে নাই খায়, তাহ'লে আপনিই রেঁধে ওকে খেতে দিন। এমন ব্যবহার করলে আমার কষ্ট হয়, যাকে কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি, তার কাছে এ ব্যবহার পেলে কি মনে হয় বলুন ত ?"

তাঁহার সব কথা শুনিয়া সত্যভামা দেবীর মন বোধহয় চঞ্চল হইল, বড়বধূমাতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার দুটী চোখ সজল হইয়াছে, তিনি বলিলেন—"আচ্ছা রাধিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, তাই যদি ওর ইচ্ছা হয়, তবে আমিই রেঁধে দেবো, তবে কথা কি জান, ওর খুঁত খুঁতে মন ছোট থেকেই, তা তো জান, আজকাল সেটা একটু বেড়েছে, তারপর ওর দাদারা ওই নিয়ে শাসন ক'রছে, ওতে ওর গোঁ বেড়ে গেছে। দুদিন ক'রছে, করুক, আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তখনকার মত এইভাবে তাঁহাকে শান্ত করিলেও মনে তাঁহার একটা সন্দেহ জাগিয়া রহিল। সেই জন্য তিনি গুরুচরণ পেয়াদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের আহ্বান শুনিয়া বৈকালে গুরুচরণ আসিয়াছে। রাধিকার আচরণ সম্বন্ধে সত্যভামা দেবীর প্রশ্নে পেয়াদা বলিল—"বড়মা যা ব'লছেন সবই ঠিক, বরিশালে যাবার কিছুদিন আগে থেকে ছোটবাবু আমার বাড়ীতে যাতায়াত করেন। বাড়ীর ভেতরে যান না, গোয়ালে এসে বসেন। লুকিয়ে কখন আস্‌তেন জানি না।"

একদিন সকালে গোয়ালে ঢুকে দেখি—ছোটবাবু সারা গাটিতে গোবর আর গোচনা মাখছেন, আমি তো অবাক্ হয়ে গেলাম! তাঁর এই ব্যাপার দেখে জিজ্ঞাসা করায় ব'লেন—'এতে শরীর মন ভাল থাকে, আমায় কুস্তি করতে হয়।' তাতে আর কি বল্‌তে পারি বলুন ?

তেমনি আসা যাওয়া করেন, কখন যান কখন আসেন বুঝতাম না। তারপর উনি বরিশাল থেকে এসে বৈকালে আমাকে ডেকে জগদ্বন্ধুর ছোটবেলার কথা, তাঁর হরিনামের কথা সাধুভাবের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেন।

এবার দেখছি রাতটি বোধহয় বাড়ীতে থাকেন, বাকী আমার গোয়ালেই বেশী, মাঝে মাঝে কি সিদ্ধ ক'রে খাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা ক'রলে বলেন 'বাড়ীতে বলো না'।

তা আপনাকে মা এতদিন কিছু বল্‌তে পারিনি। এখন শুন্‌ছি ছোটবাবুর মতলব সাধু হওয়া। নইলে সেখানে ব'সে হরিনামের মালা জপ করেন আর ভাল ভাল সাধুদের বই বা পড়েন কেন ?"

গুরুচরণের কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন—"না রে না, মালা জপ করলেই আর ভাল ভাল বই পড়লেই কি সাধু হয় ? ওসব কিছু নয়।"

তিনি গুরুচরণকে যদিও ঐ কথা বলিয়া সাধু হওয়ার ব্যাপারটিকে উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু মনে মনে বোধহয় শঙ্কিত হইয়াই রহিলেন। একবার ভাবিলেন—উহাকে কাশীতে রাখিয়া আসিলে হয় তো এরূপ শঙ্কার কিছু থাকিবে না, আবার বরিশালে রাখার কথাও ভাবিলেন, কিন্তু যেখানেই রাখা হউক না কেন, রাধিকাকে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোখের আড়ালে রাখাই সম্ভব হইবে না, ইহা ভাল ভাবেই জানিতেন। তথাপি তিনি সতর্ক হইলেন, নিজেই তাহার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন।

এইভাবে স্বতন্ত্র রান্নার আয়োজন হওয়ায় বাড়ীতে অন্যরূপ সমালোচনা হইতে লাগিল অর্থাৎ ছেলের আবদারকে মা এতই প্রশ্রয় দিয়াছেন যে মাতৃসমা বড়বৌদিকে উপেক্ষা করার জন্য যে দোষ সেইটিও মা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার এইরূপ ব্যবহারের জন্য সেই আলোচনা যখন গুরুতর হইল, তখন সত্যভামা দেবী প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—"আমার কি ইচ্ছে ও আলাদা খাবে? তোমরা ব'ল্‌ছো ওকে বাইরে রাখতে, তাও তো পাঠিয়ে দেখা গেল, আর বাড়ীতেও ঢের শাসন হ'লো, ওর মন্দের তো কিছু পাওনি, একটু আলাদা ক'রে নিরামিষ খেতে চায়।"

সত্যভামা দেবীর কথায় কেহ প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু গিরীন্দ্র মোহন তাঁহাদের সমস্যার সমাধান করিয়া বলিলেন—"ওকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় না, তাই অভিমানে ওই সব ক'রছে। দুদিন পরেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

বাড়ীতে এইভাবে সমস্যা ও তাঁহার সমাধান সবই রাধিকার অনুকূল হইয়া গেল। তাঁহার ধারণা, শ্রীহরিনাম স্মরণ করিলে কোন বাধাই থাকে না। ইহা যেন সেই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের কথা—

য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন চাত্রাস্তি বিচারণা॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাবেরীর জলে।

পাবনা হইতে আসিয়া রাধিকা কতদিন বন্ধুকে দেখিতে যান নাই। বৈকালে বা অন্য সময়ে বেড়াইতে যাওয়ায় পূর্ব্বের মত তাঁহার কোন বাধা নাই, কিন্তু আজকাল কোথাও তাঁহার যাইতে ইচ্ছাও হয় না। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, নিয়মিত ভক্তিগ্রন্থপাঠ—এই সবই বেশ ভাল লাগে।

টোলে পড়িতে যাওয়া বহুদিন বন্ধ হইয়াছে। বাড়ীতে সকলেরই যেন তাহার প্রতি উপেক্ষার ভাব। কিন্তু এই উপেক্ষাটি যে তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য, ইহা রাধিকা বুঝিতে পারেন নাই। দাদা, বৌদি এবং মায়ের যে রাধিকার সম্বন্ধে শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা করার ইচ্ছা, সেটি তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কোন একটি পাকাপাকি ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা কতকটা শৈথিল্যই দেখাইতেছেন।

দেবেন্দ্রমোহন, বীরেশ্বর ও যতীন্দ্রমোহন যে তাঁহার পরোক্ষে একটি কড়া বাঁধনের আয়োজন করিতেছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। রাধিকার মতই সত্যভামা দেবীও তাহা জানিতেন না। তাঁহাদের বংশে এইরূপ ছন্নছাড়া স্বভাবের একটি ভাই থাকিবে, ইহা কি সম্ভব? কিন্তু রাধিকা বুঝিয়াছিলেন—শ্রীহরির কৃপায় আমার কোন বাঁধনই থাকিবে না। সেই মুক্তবন্ধন অবস্থা ভাবিয়াই তিনি অনেকটা স্বাধীনভাবেই বাড়ীতে থাকিতে পারিয়াছেন।

কয়েকদিন পর তাঁহার ইচ্ছা হইল—একবার বন্ধুকে দেখিয়া আসি। তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন. তিনি একাই রহিয়াছেন। এমন একা থাকা তাঁহার হইত না। রাধিকাকে দেখিয়াই বন্ধু যেন বিস্মিতই হইলেন, তিনি বলিলেন, "হ্যাঁরে শারী! তুই এতদিন আমাকে ভুলেছিলি? আসিস্‌নি কেন?

বন্ধুর মুখে অভিমানের কথা শুনিয়া রাধিকা কিছু বলিতে পারিলেন না। একটু পরে বন্ধু প্রস্তাব করিলেন—"বাকচরে যাবি? চল সেখানে কাবেরীর ধারে বেড়িয়ে আসি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা জানিতেন—কাবেরী মানে বাকচরের পাশ দিয়া খলিলপুর হইয়া ছোট একটি নদী। বন্ধু তাহার নাম দিয়াছেন কাবেরী। তিনি মাঝে মাঝে সেখানে স্নান করিতে যান।

বন্ধুর ইচ্ছায় রাধিকা স্বীকৃতি জানাইলেন। আর বিলম্ব না করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে দুজোড়া করতাল লইলেন। রাধিকা বুঝিলেন ইহা কেবল ভ্রমণ নয়। পথে যাইতে যাইতে কথাপ্রসঙ্গে বন্ধু বলিলেন—"নদীর স্বভাব কেমন জানিস্ তো? একবার পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলে তাকে আর ফেরান যায় না, বাঁধ দিয়ে তাকে আটকালে থ'মকে যায়, আবার উপ্‌চে গিয়ে নিজের পথ করে আর বাঁধকেও ভেঙ্গে দেয়। নদী যায়, দুদিকের তীরকে রসাল ক'রে যায়, তার বুকে কত কিছু ভেসে আসে, সব নিয়ে সমুদ্রে চ'লে যায়। মানুষের জীবনও নদীর মত। উপরের ধারা যে নদীতে কম তাকেই লোক বেঁধে ফেলে, আর যার গোড়ায় পাহাড়ের ঝরণা থাকে, তাকে বাঁধতে গেলে সে নদী ভয়ঙ্কর হয়। আর যে সব নদী অন্য নদী থেকে বেরিয়েছে তারা হোলো সংসারী মানুষের মত।"

বন্ধুর কথাগুলি যে রাধিকারই জীবনধারাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহা তিনি ভালভাবেই বুঝিলেন। বন্ধুও বুঝিয়াছেন—এ প্রসঙ্গটি রাধিকা উপলব্ধি করিয়াছে।

তাঁহারা তখন নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন। বন্ধু রাধিকার খুব কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শারী! আজ রাত্রে আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা নাই, তুই আমায় ছেড়ে যাস্‌নি!"

এ আবেদনে রাধিকার মন ভরিয়া গেল, বলিলেন—"তুমি যদি তাই চাও তো মন্দ কি?"

রাধিকার এই বক্রোক্তি বন্ধুর বড় ভাল লাগিত। তিনি হাসিলেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া কাবেরীর গর্ভে আসিলেন। সেখানে একটি ছোট শালতির নৌকা বাঁধা ছিল, সম্ভব ইহাতে চড়িয়া বন্ধু মাঝে মাঝে জলভ্রমণ করিতে যান। সে দিনেও জলভ্রমণের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ছিল। রাধিকাকে পাইয়া তাঁহার মনে আর একটি উদ্দীপনা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সেই নৌকাটির বাঁধন খুলিয়া রাধিকাকে বলিলেন, "উঠে বোস, এই নে করতাল।"

রাধিকা হাসিলেন। বন্ধু নৌকা চালাবেন।

কাবেরী ছোট নদী হইলেও তাহার স্রোত খুব ক্ষীণ নহে। স্থানটি শুধু নির্জ্জন নয়, মনোরমও বটে, একদিকে উচ্চ তীর, অপর দিকে বালুর চর। দুই দিকেই লতাকুঞ্জ—মাঝে মাঝে বড় গাছ। শুক্লপক্ষের রাত্রি, স্থানটি গম্ভীর হইলেও চাঁদের আলোতে নিভৃত বিলাসীর পক্ষে আমোদপ্রদ।

নদীর গর্ভে অল্প স্রোতে নৌকাটি ধীরে ধীরে চলিতেছে। বন্ধু মাঝে মাঝে বৈঠা ধরিতেছেন, তাঁহার মুখের দিকে রাধিকা চাহিয়াছিলেন, বন্ধু যেন সময় বুঝিয়া ইসারা করিলেন। রাধিকার হাতে করতাল ধ্বনিত হইল। তাঁহার মুখখানি প্রশান্ত হইল। তিনি বেহাগ সুরে গাহিলেন—

দেখ দেখ দেখ নিত্যানন্দ।
ভুবনমোহন রূপ প্রেম-আনন্দ॥
প্রেমদাতা মোর নিতাইচাঁদ।
জগজনে দেয় প্রেমের ফাঁদ॥
নিতাই বরণ কনক চাঁপা।
বিধি দিয়াছে রূপ অঞ্জলি মাপা॥
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়।
ধরিয়া কোল দিতে সবারে বোলয়॥
নিতাই ব'লে সবে মিলি বল গৌরহরি।
হরি বলি ধাওল উর্দ্ধবাহু করি॥
নাচত নিতাই গৌর রসে।
বঞ্চিত রহল এ দীন দাসে॥

গানখানি গাহিতে গাহিতে রাধিকার কণ্ঠস্বর কখনও সপ্তমে কখনও মধ্যমে ওঠানামা করিতেছে। নদীতীরবর্ত্তী কুঞ্জসমূহেও সেই সুরের প্রতিধ্বনি হইতেছে। সে প্রতিধ্বনি উভয়কে আরও মাতাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলিল। সেই পরিবেশে রাধিকার মন আরও উল্লসিত হইল। একই পদ বার বার গাহিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। রাত্রি যত গভীর হইতেছে, রাধিকার হৃদয়াবেগও তত বাড়িতেছে। তাঁহার স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে বন্ধুও মাঝে মাঝে অবশ হইয়া পড়িতেছেন।

রাধিকা আবিষ্ট হইয়া সেই গানখানি বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার জিহ্বায় নিত্যানন্দের রূপগুণের কথা যেন বসতি স্থাপন করিয়াছে ; যতবারই তিনি "হরি বলি ধাওল উর্দ্ধবাহু করি" এই অংশটির আবৃত্তি করিতেছেন, ততবারই তাঁহার ভাবান্তর হইতেছে, মাঝে মাঝে কাবেরীর কালো জলের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছেন। ইহাতে বন্ধু বোধহয় কোন কিছুর আশঙ্কা করিয়া তাঁহার শারীর মুখের দিকে চাহিতেছেন।

রাধিকার কীর্ত্তনে ক্রমশঃ আর্ত্তিময় করুণ সুর আসিতে লাগিল— "নিতাই বলে সবে মিলি বল গৌরহরি, নিতাই আমার কেঁদে বলে, বল বল ভাই গৌরহরি। হরিবলা সেই বদন স্মরি। সেই শচীনন্দন গৌরহরি। গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হরি। ধাইছে আমার নিতাই সুন্দর। জীবের দশা মলিন দেখে, ধাইছে আমার নিতাই সুন্দর। ছুটিল উর্দ্ধ বাহু করি। (আয় আয় আয় ব'লে) ছুটিল উর্দ্ধ বাহু করি।"

এইটুকু বলিতে বলিতেই রাধিকা অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তারপর তাঁহার চোখে যেন কি এক আশ্চর্য্য রূপের ছটা লাগিল, নদীর স্বচ্ছ কালো জলের দিকে চাহিয়া 'ঐ' 'ঐ' বলিয়াই নৌকা হইতে জলের উপর ঝাঁপ দিলেন।

বন্ধু এতক্ষণ তাঁহার ঐ অবস্থা ব্যাকুল ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন "রাধিকা বুঝি জলে তলাইয়া গেল।"

সেই উন্মত্তকে তুলিবার জন্য তিনিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। একটু পরেই রাধিকাকে বুকে লইয়া ভাসিয়া উঠিলেন। রাধিকা তখন মূর্চ্ছিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৌকাটি ভাসিতে ভাসিতে একটু দূরে গিয়া নদীর ধারে অল্প জলে থামিয়া গেল। রাধিকাকে মাটিতে শোয়াইয়া আবার সাঁতার দিয়া নৌকাটি এপারে আনিলেন। রাধিকার সম্বিৎ তখনও ফিরে নাই। 'শারী' 'শারী' বলিয়া ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে আবার নৌকায় উঠাইয়া এপারে আনিলেন। বন্ধু রাধিকার কাণের কাছে "স্মর রে মন রোহিণীনন্দন হাড়াই পণ্ডিত কুমার রে। জীবশরণ পাপহরণ গোলোকপ্রেমধন ভাণ্ডার রে" গাহিতে লাগিলেন। প্রভাতী সুরে সেই পদ শুনিতে শুনিতে রাধিকার জ্ঞান ফিরিল। বন্ধু তখনও সেই স্বরচিত সুমধুর পদটি গাহিতেছেন।

রাধিকার ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। নদীর চরে শুইয়াই আছেন, বন্ধুও তাঁহার পাশে অর্দ্ধশায়িত হইয়া আবেগে সেই পদটি গাহিতেছেন। উভয়ের চোখে চোখ পড়িল। বন্ধুর মুখে হাসি ফুটিল। রাধিকা উঠিয়া বসিলেন।

বন্ধুর সহিত তাঁহার কতক্ষণ কাটিয়াছে বুঝিলেন না। রাধিকা মুখ নীচু করিয়া নীরবে রহিলেন। বন্ধুও তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না।

উভয়ের কাপড় চাদর ভিজিয়া গিয়াছে, রাধিকাকে জামা কাপড় খুলিতে বলিলেন এবং নিজেও চাদরটি পরিলেন।

দুটি কাপড়ের কোণ বাঁধিয়া তাঁহারা দাঁড়াইয়া ভোরের হাওয়ায় শুকাইতে লাগিলেন। তখনও সকাল হইতে কিছু বাকী। আধ-ভিজা কাপড় পরিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন।

এতক্ষণ নীরব থাকিয়া বন্ধুই রাধিকাকে বলিলেন—"শারী! বাড়ী গিয়ে কি ব'লবি?"

রাধিকা বন্ধুর কথায় বুঝিলেন তিনি চিন্তিত হইয়াছেন। সে কথার উত্তর দিয়া বলিলেন—"দাদারা বাড়ীতে নাই।"

বন্ধু যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন—"নবদ্বীপ যাবি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কবে ?"

"শীগ্‌গীর—"

"আমায় আগে জানিও।"

বন্ধু তৃপ্তির সহিত বলিলেন—"আচ্ছা।"

রাধিকা বাড়ী ফিরিয়াছেন। ভিজা জামাটি ছাড়িতেছেন, বড় বৌদির দৃষ্টিতে পড়িল। ইচ্ছা থাকিলেও তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না। শাশুড়ী মাতাকে জানাইলেন। সত্যভামা দেবী আসিয়া রাধিকার চোখমুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"রাত্রে কি তোর বন্ধুর বাড়ীতে ছিলি ?"

"হ্যাঁ—"

"জামা ভিজ্‌লো কিসে ?"

"রাত্রে ঘুম হয় নি—স্নান ক'রে এসেছি, অমনি বাসি জামাটাও কেচেছি। আজ আর এ বেলা খাব না। শরীরটা ভাল নেই। মা আর কিছু বলিলেন না।

—০—

দয়ালুর অনুগ্রহে চোরের বিপত্তি।

কুমারপুর হইতে তারিণীবাবু সংবাদ দিয়াছিলেন—বৌমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন এই বৎসর নবান্নের দিন শ্রীঅনন্তদেবকে লইয়া সহরের বাড়ীতেই যাইতেছি।

সেই ব্যবস্থামত তাঁহারা সহরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এমনই কোন কোন উৎসব উপলক্ষে শ্রীঅনন্তদেবকে সহরের বাড়ীতে আনা হয় এবং দুই একমাস তাঁহার পূজা এইখানেই হয়।

নবান্নের জন্য রাধিকার অন্যান্য দাদারা যাঁহারা বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারাও আসিয়াছেন। অগ্রহায়ণ পৌষ দুই মাস শ্রীঅনন্তদেব থাকিবেন। তাঁহার নিত্যপূজার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে রাধিকারই আনন্দ বেশী। বৎসরের মধ্যে এমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে বাড়ীতে কখন কখনও তাঁহার ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়। বাড়ীর লোকেও তৃপ্তি পান। রাধিকার মনে আর বিমর্ষ থাকে না।

সেদিন নবান্নের উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। রাত্রির আহারাদির পর সকলে শয়ন করিয়াছেন।

সত্যভামা দেবীর ঘরেই রাধিকার বিছানা হয়। রাধিকার শয়ন জাগরণ "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" অর্থাৎ দেবতারাও জানেনা—মানুষের কি কথা! রাত্রির গভীরতায় ভগবদ্‌গ্রন্থপাঠে তাঁহার মন গভীরভাবেই নিবিষ্ট হয়। সেদিনও তেমনই গ্রন্থপাঠ শেষ করিয়া মাত্র শুইতে যাইবেন, তাঁহার মনে হইল—উত্তর দিকের জানালাটির পিছনে কেমন খস্ খস্ শব্দ হইতেছে তিনি কৌতূহলবশেই জানালার কপাটে কাণ রাখিয়া শুনিলেন—তেমনি শব্দই হইতেছে।

অল্প শীতের সময় এবং মধ্যরাত্রি বলিয়া বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রিত। জানালার ধারে শব্দ শুনিয়া রাধিকার মনে ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভয় না হইয়া কৌতুকই হইল। ঘরের আলোটি তখন সম্পূর্ণ নিবিয়াছে। ধীরে ধীরে জানলার একটি কপাট খুলিতেই দেখিলেন—একটি লোক কদম গাছের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

রাধিকার দৃষ্টি আরও স্থির হইল। সত্যই একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রের সামান্য আলো ও গাছের ছায়ার আড়ালে আর বিশেষ কিছু দেখা গেল না। ইত্যবসরে ঘরের ভিতরেও খুট্ করিয়া শব্দ হইল। রাধিকার মনে হইল ঘরের খিলটি কেহ যেন সযত্নে খুলিতেছে। জানালা ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। কৌতূহল বিস্ময়ে পরিণত হইল। খিল্ খোলা সম্পূর্ণ হইলে দরজার কপাট সরিয়া গেল। তারপরই কেহ যেন ঘরে ঢুকিল। বাসনের ঝন্-ঝন্ শব্দ হইল। রাধিকার হাসি পাইল, মনে হইল বলিয়া ফেলি—"জাগিয়া আছি"।

কিন্তু বাসনের শব্দে মা জাগিয়া উঠিলেন এবং 'কে' 'কে' করিয়াই 'চোর' 'চোর' বলিয়া চীৎকার করিলেন। রাধিকা ইচ্ছা করিয়াই শুইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িলেন। তখন বাড়ীর অনেকেই জাগিয়াছেন। বেশ কোলাহল হইতেছে, মা আলো জ্বালিয়া বাহিরে আসিলেন, গিরীন্দ্রমোহন, দেবেন্দ্রমোহন প্রভৃতি বাহিরের দালানে আসিয়াছেন।

রাধিকা তখনও চুপ করিয়া আছেন। সকলে এঘর ওঘর খুঁজিয়া বাহিরের বাড়ীতে আসিলেন। রাধিকা কি ভাবিয়া সেই ফাঁকে বাসনগুলি গুছাইয়া সকলের অলক্ষ্যে খিড়কীর দরজা দিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছে—"আহা! বেচারী বাসনও নিতে পারে নাই, আর বাইরের বাড়ীও নিশ্চয় পার হ'তে পারে নাই। মেজদাদার হাতে নিশ্চয় ধরা প'ড়েছে। বাইরের কদম গাছের কাছে তো একটি লোক দাঁড়িয়েছিল, নিশ্চয় দুজনে এসেছে, সে এখনও আছে।"

ভাবিয়াই বাসনের গোছাটি লইয়া ধীরে ধীরে খিড়কী দিয়া বাহিরের বাগানের সেইখানে আসিলেন। সমস্ত বাড়ীতে তখন হৈ হৈ শব্দ, চোর ধরা পড়িয়াছে। বাহিরের বাড়ীতেই তাঁহারা আছেন। এই সুযোগেই রাধিকা বাসনগুলি মাথায় বহিয়া সেখানে আসিয়াছেন; কারণ তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছে। 'গরীব মানুষ, বড় কষ্টে প'ড়ে চুরি ক'রতে এসেছে, যে লোকটি সঙ্গে আছে সে যদি এগুলি নিয়ে যেতে পারে, তাহ'লে মারধোর ক'রে ওকে ছেড়ে দিলে ও বাড়ীতে গিয়ে বাসন পেয়ে সব কষ্ট ভুলে যাবে। মেজদা লোকটিকে খুব মারবেন', —এইটুকু ভাবিয়াই রাধিকা মনে বড় ব্যথা পাইতে লাগিলেন।

কিন্তু আসিয়া দেখিলেন—সেখানে লোকটি নাই। একটু দাঁড়াইলেন। সেই সঙ্গী চোরটি বোধহয় নিজের লোক আসিয়াছে ভাবিয়া শিষ্ দিল। রাধিকা সেইদিকে চলিলেন।

অকুতোভয় রাধিকা সেই ঝোপের ভিতর দিয়াই ছুটিলেন। শরীরের কোথাও কোথাও ছড়িয়া গেল; কিন্তু অতটা লক্ষ্য নাই, বাসনগুলি তাড়াতাড়ি তাহাকে দিতে পারিলেই হয়।

আগে আগে শিষ্ দিয়া চোরটি দ্রুত ছুটিতেছে, রাধিকাও পিছনে ছুটিতেছেন। সামনে একটা চওড়া নর্দ্দমার মত নালা। বাসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া তাহা পার হইতেই রাধিকা পড়িয়া গেলেন। দুর্গন্ধে ভরা পচা কাদা ময়লার নালা। রাধিকা পড়িয়া যাইতেই বোধহয় চোরটি বুঝিতে পারিয়াই কাছে আসিয়া বাসনগুলি তুলিয়া দিল। সবই দ্রুত হইতেছে, অন্ধকারে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে না।

রাধিকার হাঁটুতে আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সেদিকে লক্ষ্য নাই। কোন রকমে বাসনগুলি দিতে পারিলেই হয়। চোরটি আরও দ্রুত চলিল, রাধিকাও তাহার পিছনে চলিলেন। কিছু পথ যাইয়া সরু গলির মধ্যে একটি ভাঙ্গা খোলার বাড়ীর দরজায় আসিয়া চোর দাঁড়াইল, রাধিকাও পিছনে দাঁড়াইলেন।

বাসনগুলি তাড়াতাড়ি তাহার দরজায় নামাইয়া দিয়াই ফিরিবেন, কিন্তু চোরটি তাঁহার হাত ধরিল এবং অশ্লীল ভাষায় কি বলিল। রাধিকা তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া আসিতে চান, কিন্তু পারিলেন না। চোরের ঘরে বোধহয় প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার সামান্য আলোতে রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া চোরটি তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। রাধিকাও তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলেন "এযে ইউসুফ! পাড়ার সম্পর্কে কাকা।" দুইজনেই স্তব্ধ।

রাধিকা একরূপ ছুটিয়াই চলিয়া আসিলেন। কাণে আসিল— "আরে আমাগো ছোটবাবু রাধিকারঞ্জন।" উত্তর দিবার তো কিছু ছিল না তাঁহার—তাই রাধিকা ছুটিয়া বাড়ীতে আসিতেছিলেন।

বাড়ীতে তখন পল্লীর লোকও কয়েকজন আসিয়াছেন। রাধিকা তাঁহার জামাকাপড় ছাড়িতে যাইবেন—দাদাদের দৃষ্টি পড়িল। মেজ দাদা বলিলেন, "তুই বোধ হয় বাইরে চোর ধ'রতে গিয়েছিলি? এদিকে ও বেটা যে বাড়ীতেই ধরা প'ড়েছে! যা যা, কাপড় জামা ছাড় গিয়ে, কাদায় পড়ে গিয়েছিলি বোধহয়?"

দাদার কথায় রাধিকা মনে মনে হাসিলেন। চোর লইয়া সকলেই তখন বেশ আন্দোলন করিতেছেন। সত্যভামা দেবী ইতোমধ্যে একবার শুইবার ঘরে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন—বাসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলি নাই। তিনি বাহিরে গিয়া বলিলেন 'বাসন চুরি করেছে, ঘরে বাসন নাই।'

সকলে মিলিয়া চোরকে আরও প্রহার দিলেন এবং বাসন সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন। সে সকলের পায়ে পড়িয়া বলিতেছে "বাসন নিই নাই"।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়াছে। রাধিকা ভাবিতেছেন—জানি ওকে সকলে খুব মারধোর ক'রবে, তবে দাদারা ছেড়ে দেবেন। নিশ্চয় বাড়ী গিয়ে ওর মনে অতটা কষ্ট থাকবে না।

রাধিকা কিন্তু ভাবিতেই পারেন নাই যে, তাহার প্রতি দয়া করায় কি বিপত্তি ঘটাইয়াছেন। করুণায় তাঁহার বিচারশক্তিও যেন লোপ হইয়াছে।

সকাল হইল, আরও অনেকে সেখানে আসিলেন, চোরকে পরিচিত বলিয়াই মনে করিলেন। তথাপি তাহাকে লইয়া থানায় দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার বাড়ীতে অনুসন্ধান আসিল। ইউসুফের বাড়ীও বাদ পড়িল না; কিন্তু বেচারী ইউসুফ বাসনগুলি কোথাও সরাইতে পারে নাই তাহার ছিন্ন কাঁথার ভিতর জড়াইয়া রাখিয়াছিল। তাহাকেও থানায় লইয়া যাওয়া হইল।

সমস্ত সংবাদই রাধিকা পাইয়াছেন। তাঁহার দয়াই যে তাহাদিগকে এরূপ বিপন্ন করিবে, রাধিকা তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার ভাবনা "আহা! ও বেচারী তো বাসন নেয় নাই—আমিই ওর বাড়ীতে দিয়ে এসেছি; এখন উপায়? আমার দোষেই বেচারীর বিপদ হ'য়েছে।"

রাধিকা আরও শুনিয়াছেন যে তখনও ইউসুফ বাসনচুরির সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই, কিন্তু রাধিকার ধারণা হইল—দারোগার শাসনে সে নিশ্চয় বলিতে বাধ্য হইবে। প্রকৃত ঘটনাটি জানিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না এবং করিলেও এ সম্বন্ধে আমাকেই টানিয়া লইয়া যাইবে। ফলে সকলের কাছে লজ্জা এবং বেচারী ইউসুফের শাস্তিই হইতে পারে, বাসনও পাইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা খুবই চিন্তিত হইলেন। শ্রীঅনন্তদেবের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—"ঠাকুর ইউসুফকে রক্ষা কর, ওর কোন দোষ নাই।" ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া তাঁহার মনে হইল—এ সম্বন্ধে মাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলাই ভাল। তাহাই করিলেন। মা সমস্ত শুনিয়া হাসিলেন। রাধিকার কাতর মনের অবস্থা বুঝিয়া বোধহয় তাঁহারও মন পুত্রের জন্য ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন, "তুই বড্ডো ছেলেমানুষ, অমন ক'রে দয়া করে? আচ্ছা দেখি দেবেন কি বলে?"

মায়ের সান্ত্বনায় রাধিকা শান্ত হইল। আবার দেবেন্দ্রমোহনকেও জানাইবেন শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। মায়ের মুখে দেবেন্দ্রমোহন সবই শুনিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে থানায় গিয়া শুনিলেন যে থানার দারোগা ইউসুফকে দেখিয়া বিস্মিতই হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামেই ইউসুফের মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। তাঁহার পত্নীর সহিত পল্লীবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই সূত্রেই ইউসুফ্ পরিচিত।

থানায় আসার ব্যাপারে তাহার মুখে সমস্ত ঘটনাই তিনি শুনিয়াছেন; কিন্তু দুর্গাচরণবাবুর পুত্র যে তাহার ঘরে বাসন রাখিয়া আসিয়া তাহাকে চোর সাব্যস্ত করিতে চায়—এরূপ প্রমাণ করা কঠিন। যদিও তিনি সেই ছেলেটির সাধুতা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছেন। তথাপি দারোগা কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রমোহনের মুখেও যখন সেই কথা শুনিলেন, তখন হাসিলেন।

তিনি এইবার ভাল করিয়া বুঝিলেন—এই বালরেক দয়াই এই অবস্থা ঘটাইয়াছে; কিন্তু রক্ষার বিষয় এই যে তখনও চোরকে চালান দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য কিছুটা হাসাহাসির পর দেবেন্দ্রমোহনের অনুরোধে চোরদুটিকে মুক্তি দিলেন এবং দেবেন্দ্রমোহনের ইচ্ছায় তাহাকে বাসনগুলি দান করিবার আদেশও দিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে দরিদ্র ইউসুফের মুখে সে কাহিনীটি পল্লবিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। ইউসুফের পাওনায় শুধু দামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসন লাভই হইল না, রাধিকার দানে তাহার হৃদয় আনন্দ-ভারে নত হইয়া পড়িল। আরও একটি চমৎকার ব্যাপার হইল এই যে রাধিকার সেই দয়াই তাহার চৌর্য্যপ্রবৃত্তিকে চিরতরে চুরি করিল। সে অনেকের কাছে ছোট বাবুর দয়ার কথা গৌরবের সহিত বলিয়া বেড়ায়।

—০—

দরিদ্র পতিতের বন্ধু।

কয়েকদিন পরের কথা। রাধিকা বাড়ীতে জানাইয়াছেন—"আমার শরীর ভাল নাই, তিন বেলাই দুধসাগু খাব।"

ইহাতে বাড়ীর লোকের আর আপত্তির কি থাকিতে পারে? প্রায় চার পাঁচ দিন এই ভাবেই চলিতেছে। দুধসাগু লইয়া নিজের ঘরে যান, কখন খান কেহ দেখেন না। সন্দেহ করারও কিছু ছিল না। খেয়ালী ছেলে, যা ভাল লাগে তাই করে।

ইহারই মধ্যে বদরপুরের বকুল বিশ্বাস একদিন রাধিকাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। রাধিকা বাড়ীতে ছিলেন না, সত্যভামা দেবী বলিলেন—"দেখ, গুরুচরণের ওখানে আছে কিংবা ব্রাহ্মণকান্দায় গেছে। আজ কদিন তার শরীর খারাপ।"

বিশ্বাস বলিলেন—"শরীর খারাপ? কবে থেকে? কাল যে আমার সঙ্গে দেখা! কই শরীর খারাপ তো দেখি নাই?"

মা—হ্যাঁ, আজ চার পাঁচদিন শরীর ভাল নেই, সাগু খাচ্ছে।

মায়ের কথায় বকুল হাসিলেন। তাঁহার হাসিতে সত্যভামাদেবী যেন একটু উৎসুক হইয়াই বলিলেন—'হাসলে যে?'

বকুল—ও সাগু খাচ্ছে কেন তা বোধহয় আপনারা জানেন না, আমি কাল জেনেছি।

মা তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। বকুল বলিলেন—"কাল সন্ধ্যার পর রাধিকার কাছে এসেছিলাম, পাইনি, বাড়ী ফিরছি, দেখি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—রাধিকা হাতে একটা বাটি নিয়ে গায়ের চাদর ঢাকা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। ডাক্‌লাম, সাড়া দিলে না। মনে সন্দেহ হোলো। পিছনে চ'ল্‌ছি—দেখলাম, ও এগিয়ে গিয়ে বলাই মেথুয়ার বাড়ী ঢুক্‌ছে।

ছোট ঘর, তারই ভেতর একটা চ্যাটাইর ওপর বলাই শুয়ে আছে, মিট্ মট্ ক'রে আলো জ্ব'ল্‌ছে। বলাইএর বৌ বিছানায় ব'সে কাঁদ্‌ছে। রাধিকা ঢুকতেই সে সরে গেল। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছি—রাধিকা কি করে! ঘর থেকে তখন একটা বিশ্রী গন্ধ আস্‌ছে। রাধিকা ঘরে ঢুকে বাটিটি নামিয়ে রাখ্‌লে। কোঁচার খুঁট খুলে কি বের ক'রে তার বুকে মাথায় বুলিয়ে দিলে। চোখ বুঁজে কি ভাবলে। আবার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে।

উঃ কি পচা গন্ধ, এই এত বড় বড় বসন্ত। চোখ মুখ ফুলে গেছে; মনে হোল চোখ থেকে পুঁজ বের হচ্ছে। তারপর বলাই-র বৌ একটা ভাঙ্গা বড় বাটি এনে দিলে, রাধিকা তাতে ওর বাটির দুধ সাগুটা রেখে, বলাইএর মুখে ধীরে ধীরে ঢেলে দিলে। বলাই তো তাকাতেই পারে নি, রাধিকার হাতে দুধসাগু খেয়ে বোধহয় আরাম পেল। ভাঙ্গা গলায় কি বল্‌লে—শুনতে পেলাম না।

রাধিকা বেশ খুসী মনেই তার কাছে ব'সে থাক্‌লো। একটু পরেই উঠে বাইরে আস্‌তে আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই হেসে ব'ল্লে—"ও বকুল দা! তুমি কি ক'রে এখানে এলে?"

আমি বল্লাম—"সব দেখেছি তোমার, কিন্তু এত বড় ব্যাপারটা তুমি সামলাবে কি ক'রে?"

রাধিকা ব'ল্লে, "তাতে কি হ'য়েছে? ওতো ভাল হ'য়ে এসেছে। আর দুএকদিন পরেই সেরে যাবে। হরিতলার মাটিতে সব রোগ সেরে যায়।"

আমি তো অবাক্! জিজ্ঞাসা ক'রলাম—দুধসাগু কোত্থেকে আন? ও ব'ল্লে বাড়ী থেকে।

আমি আরও অবাক্ হ'লাম—বাড়ীতে দুধসাগু ক'রে তোমার হাতে পাঠিয়েছেন? এখানে এই রোগ ব'লে জানেন না তাঁরা?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বল্লে—'জানলে কি তাঁরা আস্‌তে দিতেন, না পাঠাতেন ?'

"ও ! তা হ'লে তুমি লুকিয়ে আন বল !"

রাধিকা উত্তর দিলেন না। ব'ললাম—"আমার কিন্তু ভয় হ'চ্ছে, তোমার যদি কিছু হয় ?"

রাধিকা অম্লানবদনে ব'ল্লে—"হরিতলার মাটি খেলে কোন রোগ কাছেও ঘেঁষতে পারে না। বলাইএর কাছে কে আস্‌বে বল ? ওকে তো কেউ ছোঁবে না।"

তার কথায় আমার মনে যে কি হোলো, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

বলিয়াই বকুল বিশ্বাস ছল ছল দৃষ্টিতে সত্যভামা দেবীর দিকে চাহিলেন। সত্যভামা দেবীও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার তখন সজল দৃষ্টি। তিনি একবার শ্রীঅনন্তদেবের ঘরের দিকে চাহিয়া উদ্দেশে মাথা নত করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর ! তুমিই রক্ষা কর।"

সত্যভামা দেবী যেন আপন মনেই বলিলেন—"ও ! তাই বুঝি রাধিকার তিন বেলা দুধ সাগু খাওয়া ? নিজে বোধহয় দুপুরেরটি খায়, আর দুবেলারটি দিয়ে আসে। সেইজন্যে সকাল বিকাল এই কদিন কোথায় বেরিয়ে যায়।"

সত্যভামা দেবীর সহিত বকুল বিশ্বাসের কথা হইতেছে এই সময় রাধিকা বাড়ীতে আসিলেন। উভয়কে দেখিয়া রাধিকা অন্য দিক দিয়া ঘরে গেলেন। বোধহয় বুঝিতে পারিলেন—মা সব শুনিয়াছেন।

এ ঘটনাও বাহিরে চাপা রহিল না।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাটুরিয়ার মেলা ঃ

ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনা অঞ্চলের মধ্যে 'পাটুরিয়ার' বার্ষিক মেলাটির বড় আকর্ষণ। অন্যান্য জেলার বহু লোক এ মেলা দেখিতে আসেন। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে বা নৌকায় আসিয়া 'আরিচা ঘাটে' নামিয়া পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই গ্রাম।

গোয়ালন্দের পূর্ব্ব পারে ইচ্ছামতী ও আর একটি নদী আসিয়া যেখানে মিলিত হইয়াছে, তাহারই মাঝখানে পাটুরিয়া গ্রাম। সেখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এখানকার প্রবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণের সময় গোয়ালন্দ পার হইয়া ঐ গ্রামে কিছুদিন ছিলেন এবং সেইখানেই টোল খুলিয়া বিদ্যাদান করিয়া ছিলেন। সেই স্মৃতিতেই মাঘী পূর্ণিমার দিন হইতে প্রায় একমাস সেখানে মেলা বসে।

বহু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব মেলায় উপস্থিত হইয়া নানা উৎসবাদি করেন। ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনা হইতে বহু গৃহস্থও সেই মেলা দেখিতে আসেন। সেখানে তখন সাময়িক ভাবে বহু ছাউনি করা হয়।

পৌষের শেষাশেষি একটি দিনে রাধিকার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুধন্বা মিত্র আসিয়া বলিলেন, "রাধিকা! পাটুরিয়ার মেলায় যাবে?"

রাধিকার মন তো একেই বৈরাগী, তাহাতে আবার সাধুসমাগমের মেলা দর্শন করার কথা শুনিতেই বলিলেন, "তুমি যাবে নাকি?"

মিত্র বলিলেন—"বন্ধু তো এখানে নেই, রাঁচি গেছে, চল না কিছুদিন সেখানে বেড়িয়ে আসি।"

রাধিকা বলিলেন—"তুমি সন্ধ্যায় একবার অবশ্য এসো, ব'লবো।"

সুধন্বা চলিয়া গেলেন। রাধিকাও সে কথা সত্যভামা দেবীকে জানাইলেন। মা বলিলেন, "বেশ তো, তা হ'লে আমাকেও নিয়ে চল্।"

মাতাপুত্রের সিদ্ধান্ত হইয়া গেল যে সুধন্বা যখন সঙ্গে থাকিবে, সে তখন আগের দিন গিয়া সেখানে একখানি ছাউনি ঘরের ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে, পরদিন তাঁহারা রওনা হইবেন। বাড়ীতে কেবল গিরীন্দ্রমোহন ও অনুকূল থাকিবেন।

দুই দিন পূর্ব্বেই তাঁহারা সংক্রান্তির মেলায় উপস্থিত হইলেন। একখানি ঘরেই তিন জনের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। মা দুই বেলা রান্না করেন এবং দুই বন্ধু দোকান বাজার করেন। প্রচুর অবসর। সে সময়ে সাধুদের দর্শন ও তাঁহাদের গান কীর্ত্তন শোনাই উভয়ের একমাত্র কার্য্য হইল।

সেখানে বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব আসিয়াছেন। বাহ্যতঃ সকলের বেশ-ভূষা আর কীর্ত্তনের ধরণ প্রায় একই ; কিন্তু আহার-ব্যবহারের রীতি পৃথক্। মেলার মোহান্তের নিকটও সমাগত সাধুদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মেলা দেখায় রাধিকার তৃপ্তি হইতেছে না। সহরেও মেলা আছে। তিনি বৈষ্ণবদের কাছে যাইতে চান। বৈষ্ণবদিগের প্রতিটি আখড়ায় যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শনাদি করিতে চান। যেন ভাবিজীবনের আদর্শ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইতেছে ; কিন্তু তখন বুঝিতে পারেন নাই যে মেলায় সমাগত বৈষ্ণবদের মধ্যেও আবার আভিজাত্য আছে, কৌলিন্য আছে।

মেলার মধ্যস্থলে একটি বৃদ্ধ বাবাজীর আখড়া বসিয়াছে। রাধিকা তাঁহার নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবাজীটী কোনরূপ প্রতিপ্রণাম না করিয়া "জয় গৌরাঙ্গসুন্দর" বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক, একটি শিখা, কপালে দুটি সাদা রেখার তিলক ; কণ্ঠে মালা। নিকটে একটি বৈষ্ণবী, তাঁহারও মুড়ান মাথা এবং শিখা।

তিনি রান্না করিতেছিলেন।

রাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে তো মোহান্তের ওখানে প্রসাদ পান অনেকে ?"

সে কথায় বাবাজী বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা ! । অনেকেই প্রসাদ পান, তবে আমরা কোথাও পাই না। আমরা "স্পষ্ট-দায়ক-সম্প্রদায়ী"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের গুরু ভাই ভগ্নী ভিন্ন অন্য কেউ রান্না ক'রলে প্রসাদ পাই না। আমার এখানে ওই ভগ্নীই পাক করেন। আমরা তো গৃহীর শিষ্য নই। ওখানে ওঁরা সব গৃহী বৈষ্ণবের শিষ্য, ওঁদের গুরুদেব ভগবান্। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কারও ভগবত্তা স্বীকার করি না। ওই ভগ্নীর কয়েকটি শিষ্যও এসেছেন, তাঁরাও এখানে প্রসাদ পাবেন।"

শ্রীরাধিকার মনে বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আভাস এই প্রথম হইল। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল—ইঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি—বৈষ্ণবের মধ্যে আবার সম্প্রদায় কেন? সকলেই তো শ্রীহরির উপাসনা করেন; কিন্তু ইচ্ছা হইলেও সাহস হইল না। চুপ করিয়াই রহিলেন।

এই বয়সের ছেলের মধ্যে এতখানি বিনয় ও শ্রদ্ধা দেখিয়া সাধুটির মনে বোধহয় প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। সেই জন্য রাধিকাকে অনুসন্ধিৎসু দেখিয়া তিনিই বলিলেন, "বাবা! তুমি ছেলে মানুষ, বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝ্‌তে পারবে না, ওই দূর থেকে প্রণাম ক'রে কৃপা প্রার্থনা করবে, সব কিছু বুঝতে গেলে গোলমালে প'ড়ে যাবে।"

ওই যে পশ্চিম দিকের মেলাটি দেখ্‌ছো, ওটি বাউলদের আখড়া। ওঁরা মহাপ্রভুকে আদিগুরু বলেন। ওটা ভুল। মহাপ্রভুর হোলো বিশুদ্ধ পথ। তিনি বাউল ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। বাউলদের সাধন-প্রণালী সহজে কেউ জান্‌তে পারে না। আমি ও সম্প্রদায়ে কিছুদিন যাবৎ ছিলাম, তাঁদের আচার ব্যবহার দেখে ঘৃণা হোলো, ছেড়ে চ'লে এসেছি।"

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে রাধিকার মন সঙ্কুচিত হইল। প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন আবার দুপুরের আহারের পর, অন্য দিকে সাধুদের নিকট গেলেন। সকালে সাধুসঙ্গ করিয়া তাঁহার তেমন তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহার ধারণা—মেলায় যত সাধু বৈষ্ণব আসিয়াছেন, সকলেরই বেশভূষা প্রায়ই একই ধরণের, অথচ সাধন ভজনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তফাৎ কেন ? বৈকালটি সাধুদের দর্শনাবেশে কাটাইয়া সন্ধ্যার দিকে আরতি দেখিতে বাহির হইলেন। উঁহাদের আশে পাশেই বহু আখড়া বসিয়াছে। রাধিকার পক্ষে একাই বাহির হইতে ভাল লাগে। সুধন্বাকে সঙ্গে লইয়া সত্যভামা দেবী দর্শন করিতে যান।

রাধিকা একজায়গায় দেখিলেন—কাপড়ের ছাউনির ভিতর ছোট একটি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তির সম্মুখে আরতি হইতেছে, সেখানে আর কোন মূর্ত্তি নাই। কয়েকটি সাধু "গৌর গৌর" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাদের কটিতে ডোর কৌপীন। পরিবেশটি বড় শান্ত। রাধিকা আরতি দেখার পরে দেখিলেন—গৌর নামের ধ্বনির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহারা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিলেন। কিছু কিছু প্রসাদও বিতরণ করিলেন। রাধিকাও গ্রহণ করিলেন।

রাধিকা প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একটি সাধু তাঁহাকে ডাকিলেন। বোধহয় তাঁহার দৃষ্টিতে রাধিকার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়াছে।

রাধিকা যে মেলা দেখিতে আসিয়াছেন, তাহা জানিয়া এবং তাঁহার নানা কথার প্রশ্ন শুনিয়া সাধুটি বলিলেন এটি "গৌরবাদী" সম্প্রদায়ের আখড়া। এঁদের মূল মন্দিরেও নিত্যানন্দের বা অন্য কারও বিগ্রহ নাই।

এ সম্প্রদায়টি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের।

সাধুর কথায় রাধিকা যেন বিস্মিতই হইলেন; কারণ সকলেই বলিতেছেন—আমরা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব, কিন্তু পরস্পরের সহিত মিল নাই।

রাত্রে রাধিকার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল। "ঠাকুর এখানে আমাকে কেন আনলেন, কিছু বুঝতে পারছি না।"

হে ঠাকুর! বিশুদ্ধ পথ কি, কিছুই জানি না।

প্রশ্নের সমাধানে মন স্তব্ধ হইয়াই রহিল, কিন্তু সাধুসঙ্গের আকর্ষণও রহিল। পরদিন সেই ভাবেই আবার দর্শন করিতে বাহির হইয়া দেখিলেন—কয়েকজন সাধু বেশ গানকীর্ত্তনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোল তুলিয়াছেন। একটু নূতন ধরণের বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

এই সব দেখিতে শুনিতে রাধিকার মনে এক অদ্ভুত ভাব আসিতেছে। গৃহ-ত্যাগীদের মধ্যেও যে উপাসনাগত তারতম্য এত আশ্চর্য্য রকমের আছে, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। এইটাই বোধহয় তাঁহার নূতন লাভ।

নিজেদের ছাউনিতে আসিতে তিনি দেখিলেন—একটি বৈষ্ণব ও একটি বৈষ্ণবী গান করিতে করিতে ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিলেন—"আমরা আউল সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। তিনি তরজা কীর্ত্তনের আদি রচয়িতা। সকল সম্প্রদায় হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ, আমাদের সাধন ভজনের পদ্ধতি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুরই প্রবর্ত্তিত। যোগ আর তন্ত্র-মার্গেই আমাদের সাধন।"

রাধিকার পক্ষে এই সব সম্প্রদায়-রহস্য তেমনই অজ্ঞাত রহিয়া গেল; কিন্তু এই সব জানিবার জন্যই যে তাঁহার এখানে আসা—ইহা তিনি আদৌ ভাবেন নাই। তবে সবই যেন অজ্ঞাত কারণে জানা হইতেছে।

এই কয়দিন তিনি তেমনই একাই ঘুরিয়াছেন। সুধন্বা বোধহয় ইহার পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনিই সত্যভামা দেবীকে সঙ্গে লইয়া মেলাটি দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। রাধিকা মেলা দেখিয়া যে বেশ খুসী হইতেছেন, তাহা মনে হইতেছে না বলিয়াই বোধহয় সেদিন সত্যভামা দেবী বলিলেন—

"কদিন তো হ'য়ে গেল, এবার ফরিদপুরে ফিরলে হয় না।" মায়ের কথায় রাধিকা জানাইলেন—"বেশ তাই হবে, আসছে কাল যোগ আছে, স্নান সেরে পরশু গেলেই হবে।" সেই ব্যবস্থাই রহিল।

বৈকালে সুধন্বাকে সঙ্গে লইয়া রাধিকা দর্শন করিতে গেলেন। মা আর যাইতে চাহিলেন না। রাধিকা লক্ষ্য করিয়াছেন—এখানে যে সব সাধু আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মায়ের শ্রদ্ধা আসে নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কি কোথাও যে প্রণাম করিয়াছেন, তাহাও দেখেন নাই; অতএব তাঁহাকে আর সঙ্গে লইতে রাধিকার ইচ্ছা ছিল না।

একটি জায়গায় দেখিলেন—কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানকার ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতেছেন, ধূলি লইয়া কাপড়ের খুঁটে যত্ন করিয়া বাঁধিতেছেন। সুধন্বা ও রাধিকা দাঁড়াইলেন। সমাগত ভক্তদের সম্মুখে একটি মঞ্চের উপর একখানি বড় চিত্রপট। তাহাতে একটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ফুলের মালায় স্থানটি ও চিত্রপটখানি ভরিয়া গিয়াছে।

রাধিকা বিমল আনন্দে ভক্তদের সহিত প্রণাম করিলেন। সুধন্বা হাসিয়া বলিলেন—"এ কাদের তা জান কি?"

ইতিহাস জানার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়াই রাধিকা বলিলেন, "না।"

মিত্র বলিলেন—"এটি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের।"

সুধন্বার মুখে ইঁহাদের কাহিনী শুনিতে শুনিতে রাধিকা খুবই বিস্মিত হইয়া কৌতূহলবশেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতগুলি সম্প্রদায় এসেছেন?"

রামবল্লভী, সাহেবধনী, দরবেশ ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়া মিত্রের মুখে হাসি দেখা দিল, রাধিকা গম্ভীর হইলেন। তথাপি সমাগত সাধুদের বৈরাগ্যের মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে প্রচুর শ্রদ্ধা হইল।

রাধিকা মিত্রবন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে আরও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর ছাউনিতে ফিরিলেন। এই কয়দিন সাধুদর্শন করিয়া তাঁহার চিত্তে কেবলই ভাসিয়া উঠিতেছিল—বৈরাগীর প্রোজ্জ্বল রূপ। বাসনা হইতেছিল—"কবে করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া তেয়াগিব সকল বিষয়।" "কাঙ্গাল হইতে না পারিলে কাঙ্গালের ঠাকুর দেখা দিবেন না। শুধু দেহে কাঙ্গাল নয়, মনেও কাঙ্গাল হইতে হইবে। অন্তরে বাহিরে দৈন্য না আসিলে দীনবন্ধুর দয়া হইবে না। গৃহপরিজন হইতে দূরে সরিয়া না গেলে করুণাময়ের করুণা হইবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই রাত্রেই সত্যভামা দেবীর কথায় স্থির হইল "চল কালই ফরিদপুর যাওয়া যাক্।"

সকালের কৃত্য সারিয়া রাধিকা অতি দীনের মত মেলার মধ্যে একা যাইয়া সাধুদের উদ্দেশে ধূলিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে জানাইলেন—আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অচিরেই আমার গৃহ কারাগারের বন্ধন ছিন্ন হয়।

রাধিকার হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ যেন সাধুদর্শনের শক্তিসঞ্চারে অঙ্কুরিত হইল। কিছু পরেই তাঁহারা নৌকায় চড়িয়া ফরিদপুরের দিকে রওনা হইলেন।

—০—

মায়ের বৈষ্ণব-অপরাধ-মোচন।

ফরিদপুরের বাড়ীতে ফিরিয়া দুই চারিদিন পর সত্যভামা দেবীর সামান্য জ্বর দেখা দিল। সকলে ভাবিলেন—মেলার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এবং আহারাদির অনিয়মেই জ্বর হইয়াছে। এক সপ্তাহ ঐ ভাবেই থাকিলেন; কিন্তু সে জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসাও আরম্ভ হইল।

মায়ের জ্বরে রাধিকাই বেশী চিন্তিত হইলেন। কারণ—তাঁহার ধারণা অন্যরূপ। সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না। মাকে ছাড়িয়া আর অন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না।

মায়ের জন্য বাড়ীতে সকলেই চিন্তিত হইলেন। ডাক্তারী চিকিৎসাও করান হইল; কিন্তু সাময়িকভাবে জ্বর ছাড়িয়া পথ্য করিলেও বৈকাল হইলেই জ্বর আসে। মাথা ধরা, হাতে পায়ে চোখে জ্বালা, ভোরের দিকে ঘাম, কাসি, দুই কাঁধে ব্যথা ছিল। তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় রাখা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিলোখী হইতে ভরতচন্দ্র সেন মহাশয় আসিলেন। আরও কয়েকজন কবিরাজ মিলিত হইয়া স্থির করিলেন—ইহা সাধারণ জ্বর নয়, এবার ক্ষয়মূলক জ্বর দেখা দিয়াছে।

কাশীতে দুর্গাচরণবাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। সকলের মনে দুশ্চিন্তা হইল। কয়েকদিনের মধ্যে সত্যভামা দেবীর মনেও দুশ্চিন্তা দেখা দিল। তিনি আর রাধিকাকে একদণ্ডও চোখের আড়ালে রাখিতে পারেন না। এই জ্বর হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ হইবে না, হয় তো দীর্ঘ দিন ভুগিতে হইবে—এই ভাবিয়া একদিন রাধিকাকে ডাকিয়া সত্যভামা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাধিকে! আমি যদি ম'রে যাই, তুই কি ক'রবি?"

মায়ের কথায় রাধিকা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মা আবার বলিলেন—"তুই বাড়ীতে থেকে সব করিস, কোথাও যাস্‌নে।"

রাধিকা মনে করিলেন যে, এই সব কথা মায়ের শেষ আদেশ, কিন্তু এখন নীরব থাকিলে তাহাই তো পালন করিতে হইবে। এসময় শিথিল হইলে চলিবে না। দৃঢ়তার প্রয়োজন।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সাধুসঙ্গে যদি থাকি, তাহলে ঘরে আর বাইরে থাকা তো একই কথা।

রাধিকার উত্তরে মা বুঝিলেন—রাধিকার টান কোথায়। তিনি রাধিকাকে আরও কাছে টানিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "না রে না, আমি এখন ম'রবো না, তোকে ফেলে আমি ম'রতে পারি না, আমি সেরে উঠবো।"

তারপর তিনি আবার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গ্যাখ্, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি যেন সেই মেলায় একটি জায়গায় মাটিতে শুয়ে আছি, আর সেখানকার সাধু বৈষ্ণবেরা আমায় ঘিরে নাম ক'রছেন। আমার ইচ্ছা হোলো তাঁদের জন্য খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করি, কিন্তু শরীরে বল নাই, উঠ্‌তে পারছি না। এমনই ভাবছি আর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা শুনিয়া রাধিকার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। তাঁহার মনে ধারণা—"সাধুদের উপর অবজ্ঞা করায় মায়ের এই জ্বর; যদি বাড়ীতে সাধুবৈষ্ণবের সেবা হয়, তবে নিশ্চয় মা সুস্থ হবেন।"

রাধিকার দিকে মা চাহিয়া আছেন। রাধিকা তখনও মায়ের কথাগুলি ভাবিতেছেন। তাঁহার মনে পড়িল, মামা বলিতেন—

মাতৄণাং পিতৄণাং ভক্ত্যা গুরূণাং পূজনেন চ।
জ্বরাদ্ধি মুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ॥

রাধিকাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সত্যভামা দেবী বলিলেন—"হাঁরে! এ স্বপ্ন কি ভাল?"

রাধিকা তেমনই হাসিমুখে বলিলেন, "ভালই তো, বাড়ীতে সাধু-বৈষ্ণবের সেবা হোক, দেখবে শরীর ভাল হয়ে যাবে।"

রাধিকার কথায় মা খুবই তৃপ্তি পাইলেন। তিনি রাধিকার হাতখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"তা হ'লে তাই করবি? আমার যেন প্রাণটা কেমন ক'রছে। বৈষ্ণবের মেলায় গিয়ে আমার বোধহয় অপরাধ হয়েছে।"

রাধিকাও পূর্ব্বে এই কথাই ভাবিয়াছিলেন এবং এখন বৈষ্ণব-সেবার অনুকূলে অনেক কথাই বলিলেন। সত্যভামা দেবী সেই কথা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তা হ'লে তোরও তাই ইচ্ছা বল্।"

রাধিকা মৃদু হাসিয়া বলিলেন; "বেশ তো! তা হ'লে কি ভাবে আয়োজন হবে?"

সে কথার উত্তর মা দিবেন কেমন করিয়া? বাড়ীতে বৈষ্ণবের সেবা ব্যাপারে কাহার কাছেই বা প্রস্তাব করিতে পারেন?

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রাধিকা বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাক।"

পরদিন ঐ ব্যবস্থা-সম্পর্কে রাধিকাকে কিছু উপহাস ভোগ করিতে হইল। তবে এমন স্পষ্ট করিয়া কেহ কিছু বলেন নাই। কারণ, সত্যভামা দেবীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহারা একরূপ নিশ্চিত ধারণা করিয়াছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ শেষদশায় আর তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিই কেন, এই ভাব। আর রাধিকাও যে বৈষ্ণব-পাগল এটিও তাঁহারা জানিতেন।

বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সেইজন্য মাতাপুত্রের এই আয়োজনে বাধা দিলেন না, তবে বিশেষ কোন উৎসাহও দেখাইলেন না।

মায়ের ইচ্ছাটিকে পূর্ণ করিবার জন্য রাধিকা মিত্রও বিশ্বাসের সহিত গিয়া কয়েকজন বৈষ্ণবকে তার পরদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা তারপর দিন আসিয়া বাড়ীতে কিছুক্ষণ নামকীর্ত্তন করিবেন এবং রান্না করিয়া প্রসাদ পাইবেন। বৈষ্ণববৃন্দের আগমনে এবং হরিকীর্ত্তনে পাড়ার মধ্যে বেশ একটি কৌতুকের সৃষ্টি হইল। গুপ্ত বাড়ীর রাধিকার পরামর্শে এক উদ্ভট কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে!

রাধিকা সত্যভামা দেবীকে বৈঠকখানার পাশের ঘরে শোয়াইয়াছেন। তিনি সকাল হইতে জলগ্রহণ করেন নাই, রাধিকাও উপবাসী। বৈষ্ণবগণের মুখে নাম শুনিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সত্যভামা দেবীর মনে হইল—এইবার বোধ হয় আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল, প্রচুর ঘাম হইতেছে।

বাড়ীতে তখন বৈষ্ণবসেবা লইয়া রাধিকার আর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার পঠিত ভক্তিগ্রন্থের অনেক কথাই মনে জাগিতেছে—

বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥

সকাল হইতেই বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইতেছে, বকুল বিশ্বাস, গুরুচরণ পেয়াদা, সুধন্বা মিত্র আরও কয়েকজন রাধিকার বন্ধুও সেই আয়োজনে পূর্ণ উদ্যমের সহিত কাজ করিতেছেন। বাহিরের উঠানে পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোকও আসিয়াছেন। তাঁহারা এই আয়োজনকে কৌতুকের সহিত দেখিতেছেন। তাঁহারা রাধিকার পাগলামি দেখিয়া এবং তাঁহার কার্য্যে গুপ্তবাড়ীর কাহারও অমত নাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারটি যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাহাও চিন্তা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার আচরণ দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তিনি সদরের দুয়ারে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। যে কয়জন বৈষ্ণব আসিলেন, রাধিকা প্রত্যেকের কাছে গিয়া পদধৌত করিবার অনুমতি দিতে বিনীতভাবে জানাইতেছেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া রাধিকার দিকে চাহিতেছেন। কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। যে দেশের লোক তাঁহাদিগকে সামান্য বৈরাগী মাত্র মনে করিয়া উপেক্ষা করে, সেখানে এইভাবে উচ্চ জাতের ছেলে হইয়া তাঁহাদের পা ধোয়াইয়া দিবে, ইহা কম বিস্ময়ের নয়। যদিও তাঁহারা জানিতেন যে—

অবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজানামপি—
বৈষ্ণবানাং শ্রেষ্ঠং নির্দ্দিশ্যতেতরাং।

তথাপি সামাজিক রীতিতে সে জাতীয় কোন ব্যবহারই নাই। তাঁহারা রাধিকার দৈন্য-বিনয়ে মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইতেছেন।

বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিয়া রাধিকাও এমনভাবে কাতর দৃষ্টিতে চাহিতেছেন যেন তাঁহার মনে জাগিতেছে—

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যদ্ যূয়ং গৃহমাগতাঃ।
দুর্ল্লভং দর্শনং নৃণাং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ॥

যাঁহারা আসিয়াছেন সকলেই প্রায় স্থানীয় সাধু। পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়ও অনেকের জানা আছে, কিন্তু রাধিকার তো তাহা মনে জাগিতেছে না, তিনি ভাবিতেছেন বৈষ্ণব যে শ্রীহরিপ্রিয়। তাঁহাদের দেহ শ্রীগোবিন্দের বিলাসভূমি। তাঁহাদের চরণধূলি ভিন্ন সব কৃত্যই বৃথা।

ইহাই ভাগবতীয় চিন্তা—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

মহাপুরুষের চরণরজে মস্তক অভিষিক্ত না হইলে এই ভাগবতধর্ম্ম—তপস্যা, যজ্ঞ, দান, সন্ন্যাস, বেদপাঠ, কিংবা জল, অগ্নি ও সূর্য্যাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারনায় লাভ হয় না। রাধিকার পঠিত ও অনুভূত বাণীগুলি যেন মূর্ত্ত হইয়া তাঁহার চোখের সামনে দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণবগণও রাধিকার এই বিনীত স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সকল চেষ্টাকেই স্বীকার করিলেন। এই সময়ই বাড়ীর ভিতর হইতে একটা কোলাহল শোনা গেল। (ওগো এসো গো এসো গো।)

কোলাহল শুনিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। রাধিকা তখনও ধীর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সাধুদের দর্শন করিতেছেন। তাঁহার বন্ধুগণ ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সাধুদের প্রসাদ পাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাধিকা তাঁহাদের হাতে জল দিতেছেন। মন চঞ্চল হইল। মায়ের কথাই মনে পড়িল।

রাধিকার সহিত কয়েকজন বৈষ্ণবও বৈঠকখানার পাশের ঘরের দরজায় আসিলেন। রাধিকা ভিতরে গেলেন। সত্যভামা দেবী তখন মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। নাভি হইতে মৃদু শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। রাধিকাকে দেখিয়াই তাঁহার বড়দাদা ও বড়বৌদি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। মায়ের এই ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীর, তাহার উপর সকাল হইতে তাহাকে নিরম্বু করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু রাধিকার কোন দোষ ছিল না, মা তাহাকে বলিয়াছিলেন—"বাড়ীতে বৈষ্ণবসেবা না হ'লে আমি কেমন ক'রে মুখে জল দেবো !"

রাধিকা বিস্মিত হইয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। হৃদয়ে তাঁহার চাঞ্চল্য আসিয়াছে, কিন্তু মনে মনে শ্রীহরি ও বৈষ্ণবের চরণ চিন্তা করিয়া ভাবিতেছেন—'মায়ের শেষ বিপদ নিশ্চয় কাটিয়া যাইবে।' সত্যভামা দেবীর অন্তিম দশার আভাস বুঝিয়া গিরীন্দ্রমোহন চিকিৎসক আনিবার জন্য পূর্ব্বেই সংবাদ পাঠাইয়াছেন। মায়ের চোখে মুখে জল সেচন করিয়া ব্যগ্র হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের অপেক্ষা করিতেছেন।

যে সব বৈষ্ণব আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন নিতান্ত সঙ্কুচিত মনেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। গৃহস্থের বাড়ীতে আনন্দ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া এই বিপদের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন খুব বিনীত ভাবেই বলিলেন —"আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলি, মাকে নিয়ে যদি একটু বাইরে শোয়ান, তা হ'লে ভাল হয়।'

তাঁহার কথায় রাধিকা খুসী হইলেন। মাকে বাহিরের উঠানে আনিয়া তুলসীতলায় রাখিতে তাঁহারও ইচ্ছা। কি ভাবিয়া গিরীন্দ্রমোহন সেই কথায় সম্মতি জানাইলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া আনিয়া তুলসীতলায় তাঁহাকে শোওয়ান হইল। ইতোমধ্যে রাধিকা সকলের অলক্ষ্যে বৈষ্ণবগণের চরণরজঃ কুড়াইয়া মায়ের বুকে মাথায় বুলাইয়া দিয়াছেন।

একটু পরেই স্থানীয় প্রবীণ কবিরাজ রাজীবলোচন সেন মহাশয় উপস্থিত হইলেন। তিনি সত্যভামা দেবীর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন— "আপনারা চিন্তিত হবেন না, বিপদটা কেটে গেছে, বোধহয় হঠাৎ কোন দুশ্চিন্তায় এঁর নাড়ীর গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

তাঁহার কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু রাধিকার প্রচুর আনন্দ হইল, যেহেতু তিনি সকলের অলক্ষ্যে যে ঔষধ মাকে দিয়াছিলেন—তাহার ফল ফলিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে সত্যভামা দেবী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। আরও কিছুক্ষণ কাটিবার পর তাঁহার সহজ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। তাঁহাকে ভিতর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। রাধিকাই তখন কাছে বসিয়া আছেন। মা রাধিকার দিকে চাহিয়া তাঁহার ডান হাতখানি বুকে চাপিয়া ধরিলেন। মা কিছু দুধ পান করিলেন। বৈকালের দিকে মা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।

সন্ধ্যায় সকলকে কাছে দেখিয়া সত্যভামা দেবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"ওঃ আমার যে কি হ'য়েছিল, তা মনে করলেও শরীর শিউরে ওঠে।" অতি দুর্ব্বলতার জন্য রাধিকা মাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। মা চুপ করিয়া রহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন—তাহা শুনিয়া সত্যভামা দেবী বলিলেন —"হ্যাঁ চিন্তারই কথা, আমাতে আমি ছিলাম না। সেই যে রাধিকার সঙ্গে পাটুরিয়ার মেলা দেখতে গিয়েছিলাম, আমি যেন আবার সেখানে গিয়েছি, সেখানে আমাকে দেখে সাধু বৈষ্ণবেরা খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করছিলেন, আমি ভয়ে কেমন হয়ে গেলাম! আমি যত ক্ষমা চাইছি, ততই তাঁরা আমাকে তাড়না ক'রছেন, তারপর সেইখানেই তাঁদের পায়ের তলায় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। তারপর কি হোলো আমার মনে নাই।"

সত্যভামা দেবীর কথায় অনেকেই মন্তব্য করিলেন—"তোমার নূতন জন্ম হোলো।" সত্যভামা দেবীও সে কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, এ আমার নূতন জন্ম।"

মায়ের মুখে কাহিনীটুকু শুনিয়া রাধিকার মনে পড়িল—বৈষ্ণব-অপরাধ কেবল শ্রীহরিবিস্মৃতিই আনে না, ত্রিবিধ তাপও দান করে। আজ মায়ের বৈষ্ণব-অপরাধ মোচন হোলো।

মায়ের সেবাতেই রাধিকার মন সমর্পিত ছিল। তিনি মাকে সুস্থ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সত্যভামা দেবীও ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন।

—০—

ভারতীর ভ্রাতৃ-প্রেম ঃ

সেদিন বাড়ীতে বৈষ্ণবসেবার আয়োজন দেখিয়া যে সব প্রতিবেশী নাসিকা কুঞ্চন করিয়াছিলেন, সত্যভামা দেবীর মুখে সেই বিচিত্র ঘটনাটি শুনিয়া তাঁহারাও বিস্ময়ে কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহাতে রাধিকার কৃতিত্ব যে কেমন করিয়া লুকাইয়া রহিল, সে তথ্যের রহস্য উদ্ঘাটনও আর কেহ করিতে পারিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা যখন মায়ের প্রতি বৈষ্ণবকৃপার সাক্ষাৎ প্রভাব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন, তখন গৃহবন্ধন ছেদন এবং বৈষ্ণবচরণের একান্ত আশ্রয় করিবার জন্য ব্যাকুলও হইলেন।

মায়ের আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাধিকা সেই তত্ত্বটির অনুধ্যান করিতেছেন। বৈষ্ণবের জীবন সর্ব্বজন-হিতায়, বৈষ্ণব বিষ্ণুজন, বিষ্ণু ব্যাপক, যাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে বিষ্ণুর বসতি, তাঁহাদের হাত হইতে পলাইবার কোন উপায় নাই।

যাঁহারাই বৈষ্ণব সম্পর্ক হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চান, তাঁহারাই অকল্যাণের হাতে পতিত হন।

এই সব অনুভূতি যে তাঁহার কেমন করিয়া হইতেছে, এই অনুভূতির ভিতর একান্ত সত্য আছে কিনা, সে কথা ভাবিতেও তাঁহার মনে হয় যে কোন কল্যাণকামীর কাছে ছুটিয়া যাই—তাঁহাকে জানাই ইহা কি সত্য?"

রাধিকার কেবলই মনে হয় বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাই। কিশোর রাধিকার চিত্তে উহা এক বিষম উপসর্গের সৃষ্টি করিয়াছে। বন্ধুও নাই যে তাঁহার কাছে জানাইয়া আসেন। আর বন্ধু শুনিলেই বা কি ভাবিবেন?

রাধিকার মন ঘরের বাহিরে যাইতে চায় না, ভক্তিগ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে আবার সেই সব চিন্তায় উন্মনা হইয়া পড়েন। তাঁহার কেবলই মনে হয়—বাড়ীতে থাকলে "বোধহয় এই সব তত্ত্ব উপলব্ধি হবে না। তা না হ'লে মুনি ঋষিরা সাধক ভক্তরা বাড়ী ছেড়ে যেতেন কেন? তবে বাড়ী ছেড়ে যারা পালিয়ে যায়, তারাই যে সাধু, তাও তো মনে হয় না। দৈন্য, শোক, কলহ, বঞ্চনা, স্বাধিকারবোধ, অপমান, পানদোষ, ব্যভিচার, দ্যূতাসক্তি, প্রলোভন আর মোহ এই বারটির যে কোন একটি কারণেও লোকে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তাদের কাছে গিয়ে আমার কি দরকার?"

যারা বৈষ্ণবের তত্ত্ব, বৈষ্ণবের শক্তি জানতে চায়, তারা বোধহয় বাড়ীতে থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিশোর রাধিকার মন ক্রমশঃ আরও গম্ভীর হইতেছে, বাড়ীতে থাকিয়াও বাড়ী ভাল লাগে না।

তাঁহার সহজ গতির জীবন হইলেও সেই ভাগবতী গাথার প্রতীক হইয়াছে।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥

"গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের মতি অন্যলোক হইতে কিংবা আপনা হইতে অথবা পরস্পর সঙ্গে কখনও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উন্মুখী হইতে পারে না, কেননা তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্দান্ত এবং তদ্দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ বিষয়রসের আস্বাদনেই রত থাকে।"

তাঁহার অনুভূত সত্যের দ্বার যেন আপনা আপনিই খুলিয়া যাইতেছে।

প্রহ্লাদের কথাটি প্রায়ই মনে জাগিতেছে—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গৃহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

"আমি, আমার" এইরূপ মিথ্যাভিনিবেশ হেতু সর্ব্ব সময়ের জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত জীবের পক্ষে আত্মবিনাশের কারণ ও অন্ধকূপের মত ভয়াবহ অসৎ গৃহত্যাগ করিয়া বনে গিয়া শ্রীহরিচরণাশ্রয়ই সর্বোত্তম বলিয়া আমি মনে করি।"

রাধিকার মনে কে যেন বলিয়া দিতেছে—আর ভাল নয়, বেশীদিন সংসারে থাকিতে নাই। মনুষ্য জীবন দুর্ল্লভ, এখন আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মানুষ জন্মলাভ করিয়া কৌমার হইতেই, ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির যাজন করিবেন, যেহেতু মনুষ্যজন্ম দুর্ল ভ, তাহাতেও আবার তাহা অস্থায়ী। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই পুরুষার্থ লাভ হয় না। এই লোকে পুরুষের পক্ষে ইহাই পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, যাহাতে শ্রীনাম-গ্রহণাদি সহযোগে শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ বিহিত হয়।

এইসব মনে করিয়া রাধিকা যখন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখনই তাঁর মনে হয়—"আর না, লুকিয়ে চলে যাই।"

কিন্তু চলিয়া যাই বলিলেই কি যাওয়া যায়? ধান্য বপন করিলেই কি অঙ্কুর হয়? কৃষকের পূর্ণশক্তি থাকিলেই কি ধান্যের রাশি দেখিতে পাওয়া যায়? বৃষ্টির ধারা চাই। তিনটি সম্মেলনের শুভোদয় হওয়া চাই। মহৎকৃপা বর্ষণ না হইলে দৈব এবং পুরুষকারও নিঃশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

রাধিকারও তাহাই হইল। চিত্তে বৈরাগ্য-বীজের বপন হইলেও লুকাইয়া কোথাও চলিয়া যাইতে পারিলেন না, সময় হয় নাই। তাঁহার আনমনা ভাবই আসিতে থাকে।

সেই অবস্থাতেই একদিন সবেমাত্র বাড়ীর বাহির হইয়াছেন—বেলা তখন আটটা নয়টা হইবে। তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্র তাঁহাকেই বোধহয় খুঁজিতে আসিতেছিলেন। পথে রাধিকাকে দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তোমার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, মায়ের সেবা ক'রতে ক'রতে এমন ঘরমুখো হ'য়েছো যে, আর বাইরেই তোমাকে দেখতে পাই না। আজ যখন বেরিয়েছো, চল একটু বেড়িয়ে আসি। আজ রবিবার। আমার কলেজ নাই।"

রাধিকা উন্মনা থাকিলেও মিত্রের কথায় আগ্রহ আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায়?"

মিত্র বলিলেন—"ব্রাহ্মণকান্দায়"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বিস্মিত হইয়াই চাহিলেন। বন্ধু তো এখন আসে নাই। আসিলে নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম। তবে ব্রাহ্মণকান্দায় কি আছে?

রাধিকাকে বিস্মিত দেখিয়া মিত্র বুঝিয়াছেন—ব্রাহ্মণকান্দার নাম শুনিয়াও রাধিকার মন সেখানে যাইতে চাহিতেছে না। তিনি হাসিয়াই বলিলেন—ওখানে ভারতী মশাই এসেছেন! তিনি একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ!

ভারতী বলিতে কাহাকে বুঝায় রাধিকা ঠিক করিতে পারিলেন না; কিন্তু সাধু মহাপুরুষ এইটুকু শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল দেখিয়া আসি। মিত্রের সহিত সেই পথেই চলিলেন। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। রাধিকা একটু আসিয়া সুধন্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কে?"

মিত্র বলিলেন—"বন্ধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ভারতী মশাই। শ্রীকৃষ্ণকে 'কানাইয়া' ব'লে ডাকেন, এত আবিষ্ট পুরুষ। এঁর বাড়ী ছিল ঢাকা জেলায়। আগেকার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ছোটবয়সেই বারদীর ব্রহ্মচারীর কৃপা পেয়েছেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিলেন। ক'লকাতার খ্যাতনামা জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। ব্রহ্মচারীর কৃপায় অল্প বয়সেই সংসার-বাঁধন খুলে গেছে।"

মিত্রের মুখে সংসার-বাঁধন খুলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া রাধিকা যেন লোভাতুর মনেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্লে?" মিত্র হাসিয়া বলিলেন—'খুব অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ ক'রেছেন, ব্রহ্মচারীজীর কৃপায়'।

সে কথায় রাধিকার মনে উদ্বেগ বাড়িল। খুব ছোট বয়সে সংসার ত্যাগ করেছেন!

মিত্র আরও বলিলেন—"কাশীতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছেন, এখন নাম হয়েছে—প্রেমানন্দ ভারতী। বহু তীর্থ ঘুরেছেন।"

রাধিকা প্রত্যেকটি কথাই যেন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতেছেন। এমনি আগ্রহভরে শুনিতে শুনিতে চলিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিত্র আবার বলিলেন—"তিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবানে আবিষ্ট হ'য়ে থাকেন। নবদ্বীপে গিয়ে শুনেছেন বন্ধুর কথা, তাঁকে দেখতে এসেছিলেন এখানে, বন্ধু তো এখানে নেই—আবার পাবনায় গেছেন, কবে আসবেন ঠিক নাই; কাল তাই উনি ব্রাহ্মণকান্দায় ছিলেন, আজ পাবনায় যাবেন।"

উভয়ে তখন প্রায় বন্ধুর বাড়ীর নিকটে আসিয়াছেন। রাধিকা কাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন। মনের ভাবটি এই যে, "এসব মহাপুরুষের দর্শন কি যে সে ভাগ্যে হয়? বন্ধু তো বন্ধু, কিন্তু তাকেও তিনি দর্শন করতে এসেছেন, বন্ধু কি তবে তাঁর চেয়েও আরও কিছু নাকি?"

তাঁহারা যখন বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকজন বন্ধুভক্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, আর ভারতী মহাশয় ধ্যানগম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ, কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়ান চুল। সেগুলি পরিপাটি করিয়া সাজান। প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাট। মহাপুরুষোচিত উন্নত দীর্ঘ দেহ, মুক্ত কচ্ছ, গৈরিক বসন, পাশে একটি কমণ্ডলু আর একটি দণ্ড।

তাঁহার আশে পাশে কয়েকটি সন্ন্যাসী শিষ্যও রহিয়াছেন। যাঁহারা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, রাধিকাকে দেখিয়া সমাদর করিয়া কাছে বসাইয়া এক যোড়া করতাল তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। সুধন্বা মিত্র খোল ধরিলেন।

মুরলীর ছিদ্রে যেমন সুর বাঁধিতে হয় না, তাহার সুর বাঁধাই আছে—কেবল ফুৎকারের অপেক্ষা, রাধিকারও তেমনই কণ্ঠ সাধিতে হয় না, সাধাই আছে, কেবল অপেক্ষা শুধু প্রেরণার। এইখানে এইকালে, এইভাবে এমনই করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে এই ভাবনা তাঁহার নাই, সেখানকার পরিবেশের স্পর্শ তাঁহার অন্তরে সহজেই ভাসিয়া উঠে।

ভারতী মহাশয়ের অন্তর সখ্যরসে বিভাবিত আর রাধিকার সহজ আবেশ শ্রীনিত্যানন্দরসে; অতএব অনুরাগী বন্ধু যেমনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"রাধিকা কীর্ত্তন ধর" অমনিই শ্রীরাধিকার কোকিলকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজ আনন্দ কন্দ
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলি যায়।
ভাইয়ের ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ত্ব
হরি বলি অবনী লোটায়॥
(নিতাইর) গোরাপ্রেমে গঢ়া তনুখানি।
ভাইয়ার মুখ হেরি ফুলিয়া ফুলিয়া পড়ি
ধারা বহে সিঞ্চয়ে ধরণী॥
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ হেরি নিতাই মুখচন্দ
হুঙ্কার পুলক শোভে তায়।
হরিবোল বোল করে (সদা) গৌর গৌর বলে
প্রিয় পারিষদ গুণগায়॥
গোলোকের প্রেমবন্যা অবনী করিল ধন্যা
অতুল অপার রসসিন্ধু॥
মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য করি
রায় অনন্ত মাগে বিন্দু।"

তখন অপূর্ব্ব সমাবেশ হইল। রাধিকার কীর্ত্তনে সখ্যরস মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার দুইটি চক্ষু মুদ্রিত আর জলধারায় গণ্ড দুটি প্লাবিত হইল। হাতে দুটি করতাল, বহু অনুরাগিজন তাঁহার দোহারকি করিতেছেন। নিমেষের মধ্যে যেন নদীয়াবিহারীর প্রকট বিলাস হইল। কীর্ত্তনের মাঝে মাঝে তাঁহার দুই একটি করিয়া আঁখর প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সেই কীর্ত্তনের আবেশ তাঁহাকে এতই চঞ্চল করিল যে আর বসিয়া কীর্ত্তন করা হইল না। উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার হাতের করতাল থামিয়া যাইতেছে।

রাধিকার সেই মধুকণ্ঠের কীর্ত্তন শুনিয়া ভারতী মহাশয় এতই ভাবাবিষ্ট হইলেন যে, তিনি একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন—সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থাতেই তিনি যেন কোন দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

এতন্মুহুঃ কীর্ত্তয়তোঽনুশৃণ্বতো
নরিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ।
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং
সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্॥

"শ্রীভগবানের লীলাবিনোদ যিনি মুহুর্মুহু কীর্ত্তন করেন এবং যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার ভগবদ্‌বিষয়ক সর্ববিধ চেষ্টাই সফল হইয়া থাকে, যেহেতু শ্রীহরির গুণানুবাদ সংসারের (জন্মমৃত্যু-প্রবাহের) যাবতীয় ক্লেশই নাশ করিয়া দেয়।"

কীর্ত্তনের রসাবেশ সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। ভারতী মহাশয়ের নর্ত্তন আরম্ভ হইল। রাধিকাকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রতিক্ষণই যেন মধুময় সংসদে মধুক্ষরণ হইতেছে। সকলেরই বাসনা —এ কীর্ত্তনের যেন বিরতি না হয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ যখন কাটিয়া গিয়াছে, তখন ভারতী মহাশয়ের শিষ্যগণ দেখিলেন—প্রায় দুইটা বাজে; স্নানাহার সারিয়া এখনি তাঁহাদিগকে রওনা হইতে হইবে, আর বিলম্ব করা চলে না।

সেইজন্য তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীভারতী মহাশয়ের পদতলে পতিত হইয়া কীর্ত্তন-বিরতির প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার সংবিৎ আসিল। তিনি আবার রাধিকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার সুধানিষ্যন্দি সুরেরই শুধু প্রশংসা করিলেন না, তাঁহার কীর্ত্তনে যে ভগবদনুভূতি লাভ হয়, একথাও তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনবিরতির পর রাধিকার সহিত তিনি সখ্য স্থাপন করিলেন। রাধিকাও তাঁহার অঙ্গস্পর্শলাভে যে নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন এবং তাঁহার মত তিনিও যে এমনই সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়া পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে চান, সেই ভাবটিই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন—"আজ ভাই তোমার সঙ্গে সাময়িক বন্ধন ছিন্ন করে চলে যেতে হবে, কিন্তু একদিন তোমার সঙ্গে যেন মহাবন্ধনে আবদ্ধ হই, সেদিন তুমি ও আমি একজনের সুরে গাঁথা হ'য়ে যাব।"

ভারতী মহাশয় সেই আবেশেই তাঁহাকে বলিলেন—"ভাই! তোমার দান কানাইয়া গ্রহণ ক'রেছেন, অধরামৃত তোমাকে দান ক'রলেন—তুমি ভাই সকলকে কণা কণা করে বেঁটে দিও। এ সুখ কানাইয়া একা ভোগ ক'রে সুখী হয় না। এখানে যদি আবার আসি তবে তুমি ভাই আমাকে দেখা দিও।"

রাধিকা তাঁহার চরণধূলি লইয়া প্রণাম করিতে যাইতেই তাঁহার হাত দুটি নিজের বুকে স্থাপন করিলেন। প্রণাম করিতে দিলেন না। রাধিকা যেন নূতন কিছু অনুভব করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ভারতী মহাশয়ের মুখের উপর পড়িল।

রাধিকাকে স্নেহাশিস দান করিয়া তিনি বলিলেন—"ভাই, কি ব'লে তোমায় সম্ভাষণ করি—"শ্রীগুরৌ মতিরস্তু"

এই অসম্ভাবিত আশিস-বাণী রাধিকার মর্ম্মে প্রবেশ করিল, আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যের সন্ধান আনিয়া দিল, তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

ভক্তবৃন্দ কিছু মিষ্টান্ন ফল প্রসাদ আনিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। রাধিকা মিত্রের সহিত দুই এক পা চলিয়া আসিতেই ভারতী মহাশয় ডাকিলেন—"ভাই! তুমি কখনো নবদ্বীপ গিয়েছো?"

রাধিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—"না।" ভারতী মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা ভাই! এখানকার কাজ সেরে নাও, নবদ্বীপে তোমায় যেতে হবে, কাজ আছে।"

বিস্মিত রাধিকার উদাসীন দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আর রাধিকার কাণে বাজিতে লাগিল—"এখানকার কাজ সেরে নাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা ফিরিয়া আসিলেন। পথে মিত্রের সহিত আসিতে আর কথা কহিতে পারিলেন না। কেবলই মনে হইতেছে—"কি কাজ ? আমার আবার কি কাজ বাকী আছে ?"

এইরূপ সংকল্প বিকল্প করিতে করিতে তিনি স্তব্ধ মনেই নীলটুনি ফিরিলেন। মিত্রও জানিতেন—রাধিকার কোমল মনে কোন ব্যথা প্রবেশ করিলেই তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন। তিনিও মৌন হইয়া সঙ্গে আসিলেন। রাধিকার সহিত কেবল কথা হইল—বন্ধুর আসার আগে কোথাও বেড়াইতে যাইব।

—০—

বদান্য রাধিকা।

বিষয়াসক্ত হইয়া যাহাদের জীবন স্বার্থপরতারই পোষণে অতিবাহিত হয়, তাহাদের প্রাণে মহতের বাণীর প্রভাব বিস্তার হয় না, প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু কিশোর রাধিকার প্রাণ সেই উপাদানে গঠিত হয় নাই।

সেই যে ভারতী মহাশয় বলিয়াছেন "এখানকার কাজ সেরে নাও, নবদ্বীপে তোমায় যেতে হবে", সেই কথাটির অলক্ষ্য আকর্ষণ রাধিকাকে প্রতীক্ষা করাইতেছে।

বন্ধুও বলিয়াছেন—"নবদ্বীপে যাব, তুই সঙ্গে যাবি," কি আশ্চর্য্য ! দুই জনের কথা এমন একরূপ হইল কি করিয়া ? রাধিকার গম্ভীর চিন্তাধারায় যেন আরও বেশী কল্লোল সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ কেন যে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

বন্ধু আসিলে যা হয় হইবে, এই সংকল্পেই দিন যাইতেছে। বিকল্প কিছু নাই।

তেমনই ভাবে দিন যায়। সেদিনও বৈকালে বাড়ীর বাহির হইয়াছেন। অনেকদিন পর মনে হইল স্কুলের সেই মাঠে বেড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসি, যেখানে আমাদের প্রথম দেখা। একটু আসিতেই জলধর ঘোষ, দুখীরাম ঘোষ, সুধন্বা মিত্র ও বকুল বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা কোথাও গিয়াছিলেন, নীলটুনি আসিতেছিলেন, বোধহয় রাধিকাকে ডাকিতে, পথে দেখা হইল। তাঁহাদিগকে লইয়া রাধিকা স্কুলের সেই মাঠে বেড়াইতে আসিলেন।

'এইখানে দেখা' অস্ফুট স্বরে এইটুকু মাত্র বলিতেই তাঁহারা বুঝিলেন—রাধিকা কেন এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত কতদিন দেখা হয় নাই, তাই ইহার এই স্মৃতিসুখ। তাঁহারা পরস্পর চোখে ইসারা করিলেন। সেইখানেই তাঁহারা কিছুক্ষণ বন্ধুর কথায় কাটাইলেন। বন্ধু একদিন মাত্র আসিয়া পাবনা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত দেখা হয় নাই, কবে আসিবেন কেহ জানেন না।

এ প্রসঙ্গ রাধিকার বেশীক্ষণ ভাল লাগিল না। বাড়ী ফিরিবার পথ ধরিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিছুটা পথ আসিয়া মোহান্ত পাড়ায় উপস্থিত হইলেন। জলধর ঘোষের মিষ্টির দোকান, তাহাকে দোকানে যাইতে হইল। অন্যান্যদের মধ্যে সুধন্বা এবং রাধিকাই এক পথে ফিরিতেছেন। সহরের মুখে আসিয়াই তাঁহারা দেখিলেন—একটি ভাঙ্গা গোয়াল ঘরের দালানে দুই তিনটি ছোট ছেলে একটি বধূর আঁচল ধরিয়া বায়না করিতেছে—"খেতে দাও।" আর দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে একটি লোক। সেখানে আলো নাই, পথের যাত্রীদের আলোতেই তাহাদিগকে মাঝেমাঝে দেখা যাইতেছে।

চালা দেখিলে শঙ্কা হয়, দেওয়ালে ফাটল, আশে পাশে কোন আড়াল নাই, পথ হইতে মাত্র দেড় দুই হাত উঁচু দাওয়া; উপর হইতে খসিয়া পড়িতেছে গোল পাতার ছাউনি। ভিতরে প্রবেশ করাই চলে না। যাঁহাদের এই গোয়াল তাঁহারা প্রায় থাকেন না। এদিকে দৃষ্টি দিবারও প্রয়োজন ছিল না। আশে পাশে যাঁহাদের বাড়ী সকলের বাড়ীরই প্রায় পিছন দিক। একটু রাত্রি হইলে এই পথ দিয়া কোন যাত্রীই চলে না। সেইখানে আসিয়া ইহাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অবস্থায় দেখিয়া রাধিকার মনে কেমন কৌতূহল হইল। ইহারা তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি তাহাদের নিকটে আসিলেন। মিত্রও সঙ্গে আছেন।

এই দুইজনকে আসিতে দেখিয়া বধূটি মাথায় কাপড় টানিয়া একটু সরিয়া গেলেন। ছেলেদের আবদারও কমিয়া গেল। যে লোকটি বসিয়াছিলেন, তিনি ইঁহাদের নিকট আসিলেন। পরণের কাপড়খানির বহু জায়গা রিপু করা, গায়ে একটি ফতুয়া, হাতে হরিনামের মালা।

পথের ক্ষীণ আলোকেও তাঁহাকে দেখিয়া রাধিকার মনে হইল—লোকটি নিঃশঙ্ক ও প্রফুল্ল। রাধিকা দাঁড়াইয়া আছেন, মিত্রই তাঁহার সহিত কথা বলিলেন—"আপনারা এখানে কেন ?"

ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে আর কোথাও থাক্‌তে জায়গা পেলাম না। যে দুয়ারে যাচ্ছি, অপরিচিত ব'লে কেউ ঠাঁই দিচ্ছে না।"

রাধিকা শুনিলেন—তিনি বড় উদাসীর মত কথা বলিতেছেন; কিন্তু করুণ। সুধন্বা বলিলেন—"আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ?"

ভদ্রলোকটি সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন—"আজ কদিনই এসেছি, আমাদের বাড়ী ছিল বরিশালে, নানা দুর্দ্দৈবে প'ড়ে বাড়ী ছাড়া হয়েছি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া মিত্র কিছু বলিতে পারিলেন না, রাধিকা যেন চিন্তিত হইয়াই তাঁহার কথা শুনিতেছেন। ছেলেগুলি ও বধূটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাধিকার মনে ব্যথা লাগিয়াছে। শিশুদের ক্ষুধাচঞ্চল দৃষ্টি তাঁহার অন্তরকে বিদ্ধ করিয়াছে। একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মিত্র বলিলেন—"আপনারা এখানে কি ভাবে থাক্‌বেন ?" ভদ্রলোক তেমনই ভাবে উত্তর দিলেন—"যেমন ক'রে প্রভু রাখবেন।"

এই সময় রাধিকা মিত্রের কাণে কি বলিয়া দিলেন। সুধন্বা আবার বলিলেন—"যদি আপনাদিগকে অন্য জায়গায় রাখা হয়, কোন অসুবিধা হবে কি ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রলোক সে কথায় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন—"অসুবিধা কি বাবা! পথের ভিখারী আমি, দীনবন্ধু যেখানে রাখেন সেই উত্তম"।

'আপনার নামটি জানতে পারি কি?'
ভদ্রলোক কুণ্ঠিত হইয়াই বলিলেন—মতিলাল চাকী।

ইহাদের কথার ভিতর রাধিকা মিত্রকে একটু টানিয়া আনিয়া কি বলিলেন। মিত্র আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনাদের সঙ্গে কি আছে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চাকী বলিলেন—"কি আর থাক্‌বে বাবা, এই আমরা, আর এই যে কয়েকটি পুঁটলি।"

ইহাদের কথা হইতেছে, রাধিকা দেখিলেন শিশুগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহাদের মায়ের কাছে আবার বায়না ধরিয়াছে, খেতে দাও। রাধিকা চঞ্চল হইলেন। মিত্রকে ইঙ্গিত করিলেন, 'আর দেরী কোরো না।' মিত্র আর কিছু না বলিয়া তাহাদের পুঁটলীগুলি চাহিলেন। চাকী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দুটি পুঁটলী তাঁহার হাতে দিলেন। রাধিকা জোর করিয়া মিত্রের হাত হইতে একটি লইয়া নিজের মাথায় তুলিলেন।

মিত্রও আর দুইটি লইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—"আপনি ওঁদিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন।

চাকী বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সকলেই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তথাপি তাঁহাকে বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত মনে হইল।

মিত্র মাঝে, রাধিকা আগে, পিছনে চাকী পরিবার। একটু আসিয়া রাধিকা যাহা বলিলেন, তাহার উত্তরে মিত্র বলিলেন—"নিশ্চয়।"

তাঁহারা আসিয়া সুধন্বা মিত্রের বৈঠকখানা ঘরে উঠিলেন। পুঁটলীগুলি নামাইয়াই রাধিকা আর কিছু বলিলেন না। কোথায় চলিয়া গেলেন। মিত্র সেই খানেই থাকিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু পরেই রাধিকা আসিলেন, তাঁহার মাথায় একটি ধামা। তাহাতে কিছু চিড়া, গুড় দুধ ছিল। সেগুলি নামাইয়া মিত্রের হাতে দিলেন। নিজেকে যেন কৃতার্থ মনে করিলেন। এতক্ষণে চাকী মহাশয় রাধিকার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

মিত্রের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া রাধিকার পরিচয় লইতেছেন। রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মিত্র তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

একটু পরে মিত্র বাহিরে আসিয়া রাধিকাকে ধরিলেন। রাধিকাকে বলিলেন—"ইহাদিগকে যে এখানে আন্‌লে, এবার কি হবে?" রাধিকা হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি ভোরে তৈরী থেকো, টহল কীর্ত্তনে বের হয়ে তোমায় ডাক্‌তে আসবো; সেই টহল সেরে একটু বের হবো, কীর্ত্তন ক'রে ভিক্ষা ক'রবো।"

মিত্র—"আমার যে কলেজ আছে!"

রাধিকা—"আছে তো কি হয়েছে, আটটা পর্য্যন্ত, ব্যস্! তারপর তুমি চ'লে যাবে, ওতেই হবে।"

উহাতে যে কেমন করিয়া কি হইবে মিত্র বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আবার বলিলেন—"এমন ক'রে কদিন চ'লবে?"

রাধিকা—"কদিন আর, একটু স্থির ক'রে দিয়ে আমাদের কাজ শেষ।"

মিত্র—"সে আবার কি? উহাদিগকে স্থির কর'তে কত লাগবে জান?"

রাধিকা—"সে ভাবনা তোমার কেন? ওঁরা কি তোমার আমার উপর ভরসা ক'রে এসেছেন? যাঁর ভাবনা, তিনিই ভাববেন।"

রাধিকার এই ভাবুকতাপূর্ণ কথায় মিত্র চিন্তিত হইলেন। একটি বাস্তুহারা পরিবারকে এমনিভাবে ভিক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যে সহজ নয় এবং রাধিকার যে সাধারণ বিষয়বোধও নাই, ইহা ভাবিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিত্রের মন চঞ্চল হইল। রাধিকার অন্তরে আছে কেবল দয়া, কিন্তু দয়া করিতে গিয়া নিজেকে বিপন্ন করিলে দয়ার পাত্রটিও বিপন্ন হয়—এ বোধ রাধিকার নাই। মিত্র এই সব ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাধিকার হাসি পাইল। তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বার্থের দিকটা চাহিয়া দয়া করিলেই যে বিপন্ন হইতে হয়, মিত্র অতটা তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাই চুপ করিয়া আছে ভাবিয়া রাধিকা মিত্রের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন।

"শুধু শুধু তুমি ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে ; কালই সকাল থেকে কীর্ত্তনে যেতে হবে।"

রাধিকার কথায় বিশেষ শক্তির প্রেরণা ছিল, তাহাতেই মিত্র অনুপ্রাণিত হইলেন। আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনিও রাধিকার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! ঠাকুরের কৃপায় কি হয় দেখি।"

রাধিকা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। মিত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন—কি অদ্ভুত এই রাধিকা। আপন পর নাই, চেনা অচেনা নাই, পরের দুঃখে ওর মন এতই ব্যাকুল !

মিত্রের মনে পড়িয়া গেল সেই পাঠ্যপুস্তকের শ্লোক—

যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে।
ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ ! সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।
বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা ॥
পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্ বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা ॥

হে ব্রাহ্মণ ! দয়া তাহাকেই বলা হয়, যাহাতে যত্নসহকারে হৃদয়ে পরের ক্লেশনাশের ইচ্ছা জাগে ; যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রাণীর হিতে ও শুভানুষ্ঠান-বিষয়ে বর্ত্তমান থাকেন ও আত্মবৎ ব্যবহার করেন, তাহার ক্রিয়াই দয়া বলিয়া কথিত হয়। শত্রুতে, বন্ধুবর্গে, মিত্রে বা দ্বেষকারীর প্রতি সদা আত্মবৎ ব্যবহারকেই দয়া বলা হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্যকাল হইতে রাধিকার সহিত মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা। তিনি ভাল ভাবেই জানেন—রাধিকার স্বভাব যেন স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত।

যেমনই লাজুক তেমনই গম্ভীর। তাঁহার উৎসাহও যত, ধৈর্য্যও তত। নিশ্চয় ও সংসারে থাকবে না।

মিত্রের মনে আজিকার রাধিকা আরও বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছেন। তিনি আবার বাড়ীর ভিতরে গেলেন। মা ও দাদাকে বুঝাইয়া বলিলেন—একটি অসহায় পরিবারকে কিছুদিনের জন্য রাখা হ'য়েছে, একটু ব্যবস্থা হ'লেই ওঁরা চলে যাবেন।"

রাধিকাও বাড়ী ফিরিয়া কিছুক্ষণের জন্য পূজার ঘরে বসিলেন। তাঁহার যাহা কিছু বলিবার সব যেন এইখানে আসিয়াই বলিয়া দেন। তারপর প্রাণে প্রেরণা আসিলে সেই কাজে অগ্রসর হন। সেদিন রাত্রেও তেমনি পূজার ঘরে বসিয়া অনন্তদেবের চরণে মনে মনে আবেদন জানাইলেন। আগন্তুক এই পরিবারটির ভার তো রাধিকার নয়, সে ভার তো শ্রীঅনন্তদেবের, যিনি রাধিকার অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়াছেন।

তাঁহাকেই অন্তরে জানাইতে হইবে। হে ঠাকুর! সবাই তো তোমার জন, কেউ গৃহসংসার ছাড়তে চায়, কেউ বা বাঁধতে চায়, কারও বা নির্ম্মূল হ'লেও আবার প্রতিষ্ঠা করে। এর রহস্য কি তুমিই জান—

তব ইচ্ছায় জীব সব ইতি উতি ধায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তোমার মায়ায়॥
কর্ম্মফল ভুঞ্জিবারে ধরায় আসিয়া।
সব কর্ম্ম করে কিন্তু তোমা পাসরিয়া॥
আলোক আঁধার সম সুখ দুখ গতি।
স্বার্থ রতি তাহে, নাই তব পদে মতি॥

রাধিকা আরও কত প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গেল। প্রণাম করিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতেই, সত্যভামা দেবী প্রশ্ন করিলেন—"আজ এত রাত ক'রলি কেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার মনে কষ্ট হইল। এই সেদিন মা বিপন্মুক্ত হইয়াছেন, এখনও দেহ তাঁর তুর্ব্বল। রাধিকার যে বলিয়া যাওয়া উচিত ছিল, তাহা স্মরণ হয় নাই। মা জাগিয়াই ছিলেন। রাধিকা সংক্ষেপে বিলম্বের কারণ বলিলেন।

সত্যভামা দেবীও ছেলের কথাটি শুনিলেন, কিন্তু ততটা গুরুত্ব দিলেন না।

কয়েকদিন হইতে রাধিকা মায়ের ঘরেই শুইতেছেন। তিনি অনেকক্ষণ জাগিয়াই রহিলেন। চাকী পরিবারটির কথাই মনে জাগিতেছে।

রাত্রি শেষ হইতে তখনও বাকী ছিল। নিজের অভ্যস্ত কাজ সারিয়া করতাল জোড়াটি লইয়া বাহির হইলেন। প্রতিদিনের টহল কীর্ত্তন সারিয়া সুধন্বাকে ডাকিতে গেলেন। মিত্রও প্রস্তুত ছিলেন।

চাকী পরিবার তখনও নিদ্রিত। মিত্র ও রাধিকা বাহির হইয়া গেলেন। গলির মুখে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া কোন্ দিকে যাইতে হইবে ভাবিয়া লইলেন।

আজ যেন রাধিকার নূতন ধারায় কীর্ত্তন-গীতি আরম্ভ হইল। ধনীর দানশৌণ্ডতা চাই আবার ভিক্ষুকের ভিক্ষাও চাই। রাধিকা দরিদ্রও নয়, কৃপণও নয়। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—

"দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি অসন্তুষ্ট তিনিই দরিদ্র, যিনি অজিতেন্দ্রিয় তিনিই কৃপণ। রাধিকা কীর্ত্তন ধরিলেন—

"জাগ রে সব জীব অচেতন
গৌরাঙ্গ চরণ ভজরে।
আশায় কাটালি দিন খোয়াইলি
মোহ সুখ তব ত্যজ রে॥
দ্বারে ডাকে আয় গৌরাঙ্গ নিতাই
কলঙ্ক কালিমা ঘুচাও রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিত কালিমা থাকবে না রে
নিতাই গৌরাঙ্গ নাম স্মরিলে
পতিত কলঙ্ক থাক্‌বে না রে—
হা গৌর হা নিতাই ব'ললে
পতিত কলঙ্ক থাকবে না রে—
জীব দুখে দুখী নিতাই আমার
(তার) হৃদয়ের ব্যথা মুছাও রে
তার বুকে যে বড় ব্যথা।
পতিত ব'লে থাক্‌লে প'ড়ে
তার বুকে যে বড় ব্যথা।

রাধিকার কীর্ত্তনে পল্লীবাসী জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কাণে যেন কিসের ইঙ্গিত আসিল। ইহাই কি সেই ডাক? দরিদ্র পতিতের দুঃখে যিনি পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, এই কি সেই স্বর?

পল্লীবাসী মুগ্ধ হইয়া রাধিকার এই অদ্ভুত কীর্ত্তন শুনিলেন, অন্যান্য দিনও তাঁহারা টহল কীর্ত্তন শুনিয়া জাগিয়া উঠেন। তাহার মুখখানি একবার দেখিয়া যান, আজও দেখিয়াছেন; কিন্তু এ আবার আর এক দৃশ্য। রাধিকার সঙ্গে আরও একটি পল্লীছেলে, তাঁহার কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা।

রাধিকা কীর্ত্তন করিতেছেন আর সুধন্বা তাহার দোয়ারকি করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে "কেন ইহাদের ভিক্ষার আয়োজন?" তাঁহাদের মনের প্রশ্নে মনেই জবাব আসে।

তাঁহাদের ভিক্ষার ঝোলা পূর্ণ হইয়া গেল। রাধিকা সুধন্বা তো ভিখারী নয়, তথাপি তাঁহারা ভিক্ষা করিতেছেন, নিশ্চয় কিছু উদ্দেশ্য আছে। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন—এ ভিক্ষার রহস্য কি?

এইভাবে তাঁহারা প্রতিদিন প্রত্যুষে প্রতীক্ষা করেন। আরও একটি ছেলে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে। বদরপুরের বকুল বিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উষার পরে পল্লীবাসীর উৎকণ্ঠা হয় কখন আসিবে, হয়তো বা অন্য পাড়ায় গিয়াছে, রাধিকার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া থাকেন। শুনিলেই তাঁহারা কিছু দিয়া আসেন।

ইঁহারা সংকীর্ত্তনের পুরোহিত সেই শ্যাম কিশোর রাধিকার চাঁদ-মুখ দেখিতে যান কিংবা তাঁহার কণ্ঠস্বরে আর প্রাণস্পর্শী ভাষায় আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া যান—বুঝা যায় না। অন্যপাড়ায় স্বর শুনিলে তাঁহারা ভাবেন—আমাদের এদিকে আস্‌বে নাকি? কিন্তু রাধিকা নিয়ম করিলেন যে, প্রতিদিন ভিন্ন পল্লীতে যাইতে হইবে।

এইভাবে প্রায় পনরদিন যাবৎ পল্লীভিক্ষার পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, চাকী পরিবারকে আপাতত প্রতিষ্ঠিত করা চলে। মাধুকরী মিত্রের কাছেই থাকে। তাঁহার বাড়ীতে অতিথি পরিবারটী জানেন না কি উদ্দেশ্য লইয়া সম্মানিত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলেরা ভিক্ষায় বাহির হন।

এতদিন তাঁহাদের সংসার চলিতেছে মিত্রপরিবারেরই একটি অংশ-ভাগী হইয়া। যেদিন তাঁহারা এ বাড়ীতে প্রথম আসেন, সেইদিন সন্ধ্যায় সেই ছেলেটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তারপর যেদিন গুপ্তবাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে পাঁচ কাঠা ভূমির স্বত্ব পাইলেন, সেইদিন সুধন্বার সহিত তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলেন।

রাধিকার অসাধারণ বদান্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার চোখ ভরিয়া জল আসিল। আনন্দ প্রকাশের ভাষা আসিল না। তিনি তো জানিতেন না যে ব্যথার ব্যথী ঐ কিশোরটীর স্বভাবই হইল অকৈতব বদান্যতা। তাহা ছাড়া ঐ পল্লীর লোকই কি কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন? শুধু সত্যভামা দেবীই জানিতেন।

যে দিন রাধিকা আবদারের সুরে মায়ের কাছে বলিয়াছিলেন—"আমাদের তো ঐ অত জায়গা প'ড়ে আছে। তারই কিছুটা ওকে দান কর না। লোকটির থাকার একটুও ঠাঁই নাই।"

রাধিকার কথা শুনিয়া সত্যভামা দেবীর হৃদয়ে যেন কিসের আলোড়ন আসিল। তিনি রাধিকার মুখের উপর দীন-শরণ শ্বশুরের ছবি দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন। "ঠিক এই ভাবেই ত একদিন তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পথের কাঙাল একটি পরিবারকে কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে স্থান দিয়া চিরতরে তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের কোলে আমার রাধিকা মানুষ হইয়াছে। সেই পরিবারের শ্যামার বুক জুড়িয়া রাধিকা খেলা করিয়াছে। রাধিকাও শ্যামাকে আপন পিসিমা বলিয়া জানে।" পরপর সমস্ত স্মৃতি সত্যভামা দেবীর মনে ভাসিয়া উঠিল। সেই স্বর্গীয়-রশ্মিই যেন রাধিকার মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সেইজন্যই রাধিকার আবদারে মা আর কোন কথা বলেন নাই, স্বচ্ছন্দেই অনুমতি দিয়াছিলেন। বাড়ীতেও তাঁহার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ উঠে নাই, সকলেই রাধিকার আবদার সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই গুপ্তবাড়ীর সেই স্থানটীতে একটি চালাঘর নির্ম্মিত হইল। একটি শুভ দিন দেখিয়া চাকী পরিবার গৃহপ্রবেশ করিলেন। অভাব কিছু রহিল না। রাধিকার কৈশোর চাপল্যের অদ্ভুত আকর্ষণেই পল্লীবাসীর মন যেন চাকী পরিবারের প্রতিষ্ঠার সহিত আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কাজ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সাধ্যমত উপাদান ও আর্থিক সাহায্য করিলেন।

এইভাবে তিনি দরিদ্র ও নিরাশ্রয় পরিবারকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কাজই যেন সারিয়া লইতে লাগিলেন। এই কিশোরের ত্যাগশীলতায় এবং অকুতোভয় স্বভাবে সকল পল্লীবাসীই বিমুগ্ধ হইলেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকদিয়ার গোয়াল ঘরে।

প্রাণে প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়াই ঠাকুর সেই দুঃস্থ পরিবারটি তাঁহাকে দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, এই বোধই ছিল রাধিকার, কিন্তু তাহা যে ঠাকুরের একটি পরীক্ষার ভঙ্গী, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন ?

কুসুমের মালা মলিন হইয়া যায়, তাহাকে বিসর্জ্জনও দেওয়া হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠার মালা দিনের পর দিন যশঃসৌরভ বাড়ায় আরও উজ্জ্বল হয় এবং তাহাকে মন হইতে ফেলিয়া দিলেও জনগণ তাহাকে কুড়াইয়া আনে। রাধিকার কণ্ঠেও সেই প্রতিষ্ঠার মালাটি তেমনি করিয়া দুলিতে লাগিল। ইহা এক বিষম জ্বালার কারণ হইল। মতিলাল সর্ব্বত্র এই রাধিকার দয়ালু স্বভাবের কথা গাহিয়া বেড়ায়, ফলে রাধিকার যেন বাহিরে যাওয়াও একরূপ বন্ধই হইল। পথে বাহির হইলেই তাঁহার মুখপানে অনেকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। রাধিকাও ভাবেন 'ইহাতে আমার কি ?'

তাঁহার গুপ্ত ভাবনা—"বন্ধু কবে আসিবে। সে তো বলেছিলো "নবদ্বীপে যাব।" এবার আর ছাড়ছি না। বন্ধু যদি নাই যায়। আমি একাই যাব।" কল্পনার চোখে তিনি নবদ্বীপ দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাইয়ের পদরজঃপূত ভাগীরথীতীরে সেই পবিত্র ধাম নবদ্বীপ। সর্ব্বদাই সেখানে শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতেছে, আর ভক্ত বৈষ্ণবের আনন্দ-কোলাহলে ধামটি সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া আছে। সকলেরই কণ্ঠে তুলসীর মালা, হাতে নামের ঝোলা। মহামহোৎসবের আনন্দে উন্মত্ত তীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ সেখানে। কত সাধু, কত মহাপুরুষ সেই পুণ্য ভূমিতে আসিতেছেন, আর মহাসংকীর্ত্তনে উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন। পথের দুই পাশে সারি সারি বিপণি, মাঝে মাঝে দেবমন্দির,. কত বিদ্যাপীঠ শ্রীধাম নবদ্বীপে দেশী বিদেশী বিদ্যার্থীর দল শাস্ত্রপ্রসঙ্গে রত। আহা কবে যাব সেখানে। কে আমায় নিয়ে যাবে ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে এমনই কত কিছু ভাসিয়া উঠে আর বন্ধুর উপর অভিমান জাগে। বন্ধু গিয়াছেন পাবনা, কবে আসিবেন ঠিক নাই।

দিনের পর দিন রাধিকা ওই কথাই ভাবিতেছেন, "সে কথা কি সে ভুলে গেছে? যদি না নিয়ে যায় তাহ'লে একা যেতে পারবো না? না, না, সে ব'লে গেছে যখন, নিশ্চয় আস্‌বে। যদিই বা ভুলে যায়, মনে করিয়ে দেব। আসুক না, বলবো—তুমি নবদ্বীপে যাব বলেছিলে কি হলো?"

রাধিকার মনে এখন অন্য কথা ভাল লাগে না। রাত্রিশেষ হইতে পুনরায় শয়ন পর্য্যন্ত অভ্যস্ত কৃত্য আচরণ করিয়াও মাঝে মাঝে ঐ ভাবনা—'কবে নবদ্বীপে যাব'।

এই ভাবে তাঁহার আরও কয়দিন কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যায় সুধন্বা মিত্র সংবাদ আনিলেন—"আজই দুপুরে বন্ধু বাক্‌চরে এসেছেন।" ইহাদের কথা হইতেছে। বকুল বিশ্বাস ব্যস্ত হইয়া সেখানে আসিয়াই বলিলেন "এখুনি যেতে হবে বন্ধুর কাছে।"

রাধিকা বলিলেন, "চল যাই, তবে মাকে জানিয়ে আসি।" মাকে জানাইতে বাড়ী আসিলেন।

বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে মাকে জানান প্রয়োজন—এটা পূর্ব্বে তত ছিল না, কিন্তু পাবনা হইতে ফিরিয়া আসা অবধি এই অভ্যাসটি করিয়াছেন। তিনি মায়ের কাছে কথা দিয়াছেন—'এবার থেকে কোথাও যেতে হলে তোমাকে না জানিয়ে যাব না।'

রাধিকার কথা শুনিয়া মা তাঁহাকে বাক্‌চরে যাইতে অনুমতি দিতে আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিলেন, তবে বলিয়া দিলেন "দেরী কোরো না।"

রাধিকার মন চঞ্চল হইয়াছে, বহুদিন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। মিত্র ও বিশ্বাসের মুখে শুনিয়া অবধি তাঁহার মন সেখানে চলিয়া গিয়াছে তবে দেহটি যায় নাই। বিশ্বাসের মুখে শুনিলেন, বন্ধু ভাল আছেন, তবে খেয়ালটি যেন আরও বেশী হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা যখন বাক্‌চরে বন্ধুর নিকট পেঁাছিলেন, বন্ধু তাহার প্রতীক্ষায় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত তাঁহার নিকটে ছিলেন। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হইতেই বন্ধু মৃদু হাসিয়া ভিতরে গেলেন। রাধিকা বিস্মিত হইলেন—বন্ধু কোন কথা বলিলেন না !

বন্ধু পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কৌতুকের জন্যই রাধিকার সম্মুখে ভক্তদের একজনকে ডাকিয়া বলিলেন—"পরশু নবদ্বীপ যাব।"

যাঁহারা তাঁহার একান্ত অনুরাগী, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সাথী হইবেন জানাইয়া দিলেন। রাধিকা আরও বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—'বন্ধু সকলকেই সঙ্গে নেবে। আমি যে কাছে আছি, আমাকে যেতেও ব'ল্লে না, কোন কথাও না। আমাকেই ও আগে ব'লেছিল নবদ্বীপে যাবে, এখন নিজেই যাচ্ছে, সঙ্গে এদের নিয়ে যাবে। আচ্ছা দেখি।' রাধিকার অভিমান হইল। আর কিছু না বলিয়া, সেখান হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছায় দুএক পা করিয়া বাহিরে আসিতেছেন। বন্ধু তাহা দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। রাধিকার মনে হইল—বন্ধুকে বলিয়া আসি।

যাঁহারা বন্ধুর কাছে ছিলেন, বন্ধু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"সন্ধ্যা হ'য়েছে, বাড়ী যাও, কাল ঠিক সময়ে রওনা হোয়ো।"

রাধিকা তখনও যান নাই ; ইচ্ছা, এই ইঁহারা চলিয়া গেলে বন্ধুকে বলিয়া আসিবেন। সকলে চলিয়া গেলেন। কেবল মিত্র ও বিশ্বাস রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, রাধিকার সঙ্গেই যাইবেন।

বন্ধু হাত নাড়িয়া ইসারায় ডাকিলেন। রাধিকা কাছে আসিতেই মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"শারী ! তুই যে আমাকে না ব'লে চ'লে যাচ্ছিস্ ?"

রাধিকার অভিমান আরও গাঢ় হইল। বন্ধুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না তবু কাছে আসিলেন। বন্ধু হাত ধরিয়া বলিলেন—"আয় ভেতরে আয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার মন গম্ভীর থাকিলেও বন্ধুর আহ্বানের রসিকতা বুঝিয়া তাঁহার হাসি পাইল। বন্ধু যেন প্রস্তুতই ছিলেন। রাধিকার প্রতি তাঁহার ব্যবহারটি পূর্ব্বকল্পিত এবং তাহার পরিণামে যে এইরূপ হইবে তাহা জানিতেন। তিনিও আর কিছু না বলিয়া কিছু ফল ও বাতাসার দুটি থালা দেখাইয়া তাহার একটি লইতে বলিলেন।

রাধিকার অভিমান তরল হইল। বন্ধুর কাজের হেঁয়ালীটির পিছনে আরও কিছু আছে ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"বকুল, সুধন্বা বাইরে আছে।" সে কথা শুনিয়া বন্ধু আবার বাহিরে আসিলেন। মিত্র বিশ্বাসকে কি বলিয়া দিলেন, তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন।

বন্ধু ভিতরে আসিয়া কেবলই রাধিকার দিকে চাহিতেছেন, আর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। রাধিকা কিছু বলিলেন না।

ইঁহাদের আহার শেষ হইয়াছে, বন্ধু রাধিকাকে বলিলেন,—"আজ তোর বাড়ী যাওয়া হবে না, ব'লে পাঠিয়েছি।" রাধিকা উত্তর দিলেন না, কেবল হাসিলেন। কাবেরীর কথা মনে পড়িল। বন্ধু দেওয়ালের নিকট গিয়া একটা কিছু লইয়া চাদর ঢাকা দিলেন। রাধিকাকে বলিলেন "চল বাইরে যাই।" রাধিকা বিস্মিত হইলেন। "পরশু নবদ্বীপে যেতে হবে আর আজ আবার কি ক'রবে?"

উভয়ে গ্রামের বাহিরে কিছুটা পথ অতিক্রম করিয়া একটা বিলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাত্রি হইয়াছে; চারিদিক অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোকে পথ দেখা যাইতেছে!

ক্রমশঃ সেই বিলের নিকটেই আসিলেন।

সে এক বিস্তীর্ণ বিল। এপার ওপার দেখা যায় না। মাত্র এই দুইজন সেখানে দাঁড়াইয়া! সে স্থানটি অতি নির্জ্জন।

চারিদিক আগাছায় ভরা এবং অন্ধকারময়। এখানে নিরাপত্তা কিছু মাত্র নাই। কোন বিপদ ঘটিলে সহায় মিলিবে না। সমগ্র বিলটি কাদায় পূর্ণ। চৈত্র মাসেও কিছু জল শুকাইয়াছে, কাদা আছে, শৃগাল পেচক শকুনির শব্দে আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। চারিদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিতেও ভয় হয়, বিকট হাসি ভয়ঙ্কর শব্দে বা আকস্মিক উৎপাতে মূৰ্চ্ছিত হওয়া স্বাভাবিক, মৃত্যুও অসম্ভব নয়।

কিন্তু কেন এখানে আসা? কি উদ্দেশ্য বন্ধুর। তবে কি বন্ধুর মাথায় আবার পাগলামি দেখা দিয়াছে? রাধিকা ভাবিতেছেন।

বন্ধু গায়ের চাদরটি খুলিলেন। রাধিকাকে বলিলেন—"চাদরটি কোমরে জড়া, জামাটা খুলে ওটাও বাঁধ, দৌড়তে হবে, পারবি তো?" রাধিকার শরীর কোমল হইলেও পরিশ্রম-সহিষ্ণু, মন নমনীয় হইলেও সংযত। এই বিভীষিকাময় স্থানে আসিয়া রাধিকার মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তথাপি প্রীতিময় রাজ্যের তিনি নির্ভীক যাত্রী। বন্ধুর কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাবীরের ন্যায় তিনি প্রস্তুত হইলেন। বন্ধু তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, নিজে আগে দাঁড়াইলেন, চাদরটি খুলিয়া কোমরে জড়াইলেন। তাঁহার পিছনে রাধিকা।

বন্ধু আর কিছু না বলিয়া কেবল 'জয় হনুমান' বলিয়াই প্রবল বেগে দৌড়িলেন, রাধিকাও তাঁহার সহিত দৌড়িলেন। আঁকা বাঁকা পথে সেই অতবড় বিলের উপর দিয়া উভয়ে ছুটিতে লাগিলেন।

বিলের পারে 'আলোকদিয়া' গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া ইঁহারা থামিলেন। কাছে দুই তিনটি তমাল তরু। তাহারই তলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। উভয়েই মৌন। রাধিকার মনে নানা জল্পনা কল্পনা জাগিতেছে। খেয়ালী মানুষের সবই উদ্ভট!

গ্রামের পথও তেমনই আগাছা অরণ্যে পূর্ণ। ইঁহারা তাহারই ভিতর দিয়া চলিলেন। নিস্তারিণীর বাড়ীতে যাইতেছেন। ইনি বন্ধুর বাল্যসাথী। বন্ধু তাহারই বাড়ীতে আসিলেন। বৈঠকখানার বা শুইবার ঘরে থাকা চলে না। বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন। তখনও বন্ধুর গায়ে কোন আবরণ নাই, কোমরে চাদরটি জড়ানই আছে। রাধিকা বন্ধুর ব্যবহারে কত কিছু ভাবিতেছেন।

আলো লইয়া নিস্তারিণী আসিলেন। আসিবামাত্র বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—"কথা ক'সনি, আগে কিছু খেতে দে। এও খাবে। অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু নয়, দুধ আন্। তুই খেয়েছিস তো? আলো দেখা, তোর গোয়াল ঘরে থাকবো।”

নিস্তারিণী জানিতেন এই অদ্ভুত বান্ধবটির চরিত্র। তিনি যাহা বলিতেছেন, সবই মানিয়া লইতেছেন।

বন্ধু আবার বলিলেন—“পাশের বাড়ীর মোহিনীকে খবর দে, আমার দরকার আছে।” নিস্তারিণী আলো রাখিয়া শ্রীনাথ ভাদুড়ীর ছেলে মোহিনীকে ডাকিতে গেলেন। আশ পাশের আর কেহ জানিলে চলিবে না—বন্ধুর আবির্ভাব হইয়াছে।

রাধিকা নূতন রাজ্যের নূতন অতিথি হইয়াছেন। যাঁহার সহিত তাঁহার আসা, তিনি যে বেশী রকমের খেয়ালী তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তখনও অত্যদ্ভূত খেয়ালীর কথা ভাবিতে পারেন নাই।

সেই গোয়ালঘরেই বন্ধু ও রাধিকার দুগ্ধ পান হইল। নিস্তারিণীর আরও কিছু খাওয়াইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার বাল্যবান্ধবটি তাহাতে আপত্তি করিয়া হয় তো চলিয়া যাইবেন এই ভয়ে কিছু বলিলেন না।

আর একটি আলো লইয়া মোহিনী ভাদুড়ী আসিলেন। তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বন্ধু মুখে আঙ্গুল দিয়া ইসারা করিলেন—“চুপ”।

রাধিকার পক্ষে মূকের সংসারে বাস এই প্রথম, এমন মৌন ইঙ্গিত যে বন্ধুর এ বিষম হেঁয়ালী, ইহা তিনি স্থির করিলেন।

ইহাতে তাঁহার কৌতূহল যত, অনাসক্তিও তত; কিন্তু বন্ধুর চপল চেষ্টা তাঁহার মনে প্রচুর তৃপ্তি দিতেছে।

রাধিকাও বন্ধুর নিকট উন্মুক্ত-হৃদয়। বন্ধুর সহিত তাসখেলা তাহার ছেলেখেলারই মত কয়েকবারই হইয়াছে; কিন্তু এইভাবে একটি অদ্ভুত পরিবেশে পাকা খেলোয়াড়ের মত খেলিতে হইবে ইহাই তাঁহার সঙ্কোচের কারণ।

রাত্রি গভীর হইয়াছে, মানেই খেলারসে ডুবিয়াছেন। রঙের গোলামটি ইসারা করিলেন। কিন্তু উহা কি সেই ইসারা? হয় তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই হইবে, কিন্তু সেই ইসারার সহিত তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রাধিকার কোলের উপর। কিসের একটা কালো দাগ। বন্ধু ভাবিলেন—রাধিকার কাপড়ের কালো ফিতা পাড়। প্রথমটা হয় তো তাহাই ভাবিলেন, নিজের তাসের দিকে মন দিলেন। আবার সেইদিকেই চাহিলেন, মনে তাঁহার সন্দেহই হইল। তিনি বলিলেন—"শারী! তোর কোলে ওটা কালো পাড়, না দড়ি রে?"

রাধিকা তাঁহার কথা শুনিয়া মনে করিলেন—বন্ধু বোধহয় কালো রঙের চিড়িতনটি খেলিতে ইঙ্গিত করিতেছেন।

তাঁহার অপর পক্ষও সেই কথাই ভাবিলেন—ইহা চোখে চোখে ইসারা করিবার ছল। ভাহুড়ী বলিলেন—"হুঁ বুঝেছি, ইসারা হচ্ছে।" বন্ধু তখনও রাধিকার কোলের উপর চাহিয়া আছেন দেখিয়া রাধিকা বলিলেন—"দড়ি, দড়ি!" তথাপি বন্ধু চাহিয়া আছেন। হঠাৎ ভীতির সুরে বলিয়া উঠিলেন—"সাপ সাপ।"

রাধিকাও অনুদ্বিগ্ন সুরেই বলিলেন "সাপ সাপ।" মোহিনী ভাহুড়ী রাধিকার বাঁ পাশেই ছিলেন, বন্ধুর কথা শুনিয়াই রাধিকার কোলের দিকে চাহিয়া তাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সাপের মাথাটা তাঁহারই দিকে ছিল। আলো দেখিয়া বোধহয় কোথাও সরিয়া যায় নাই। নিস্তারিণী এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বন্ধু কিন্তু রাধিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মারধোর করিস্‌নে। আলোটা সরালেই ও চলে যাবে।"

রাধিকা বন্ধুর দিকেই চাহিয়া আছেন, চাঞ্চল্য নাই। হেরিক্যানটি তুলিতেই সাপটি দ্রুত চলিয়া গেল। এতক্ষণ কেন যেন বিক্রমহীন হইয়াছিল, একটি গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিতেই তাহার গর্জ্জন শোনা গেল। আলো লইয়া তুইজনে সেই গর্ত্তের কাছে ছুটিয়া গেলেন। ভাহুড়ী লাঠি আনিয়াছেন। এদিকে অন্ধকারে বন্ধু ও রাধিকা বসিয়া রহিলেন। বন্ধু বলিলেন—"হাঁরে শারি! আমি দড়ি ব'লতে তুইও বল্লি দড়ি, সাপ্ বলতে বল্লি সাপ্। তোর মনে ভয় হোলো না? তোর কোলে সাপটা এতক্ষণ থেকে চ'লে গেল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বক্রোক্তির সুরে বলিলেন—"তুমিই বল্লে, তুমিই জান। কৈ তুমিও তো স'রে গেলে না ? ওরা তো উঠে গেল।"

রাধিকার কথায় বন্ধু স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সেই অন্ধকারেই বন্ধু রাধিকার গলার দুইদিক হইতে হাত জড়াইয়া মুখখানি তাঁহার বুকে রাখিয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিলেন। রাধিকা বন্ধুর আচরণে বিমুগ্ধ হইয়া বন্ধুকে আনমনেই জড়াইয়া ধরিলেন।

বন্ধু মুখ তুলিয়া আদরের সুরে বলিলেন—"পরশু নবদ্বীপ যাব, তুই যাবি না ?" বন্ধুর আদরে রাধিকার মান ও গর্ব্বের সুর যেন চাপা পড়িল।

"সবাইকে যেতে বল্লে, আমাকে তো বলনি তখন !"

বন্ধু বুঝিলেন সে স্বর। আবেগের সহিতই বলিলেন—"যাবি বল্ ?" রাধিকাও ক্ষুব্ধ সুরে বলিলেন—"তোমার বলায় আমি কি অসুখী ?"

ভাদুড়ী আলো লইয়া আসিয়া দেখিলেন—দুইজনেই বসিয়া আছেন। তাহাদিগকে অন্ধকারে থাকিতে দেখিয়া বোধ হয় লজ্জিত হইলেন। নিস্তারিণীও আসিলেন। উভয়ে তখনও হাঁপাইতেছেন।

ভাদুড়ী বলিলেন—"জলার ধারে গোয়াল ঘর, সাপ আসাটা অসম্ভব নয়। ছোট একটা কেউটে এসেছিল, গর্ত্তে ঢুকে গেল, ভারী ভয় হচ্ছিল। হরিঠাকুর খুব রক্ষা ক'রেছেন আজ।"

আরও অনেক কথাই বলিলেন, তাঁহার বিশেষ কথা ছিল—রাধিকার অদৃষ্ট খুব প্রসন্ন।

রাত্রি তখন প্রায় তিনি প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বন্ধু বলিলেন "আজ আসি।"

তাঁহার কথায় সকলেই বিস্মিত হইলেন। এত রাত্রে যাবে কি ক'রে। কিন্তু বন্ধুটি এমন অদ্ভুত প্রকৃতির যে একবার যাহা বলে তাহা সে করিবেই ! প্রতিবাদ করা বৃথা। সেই জন্য ভাদুড়ী ও নিস্তারিণী বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কেবল নিস্তারিণী বলিলেন "আর একটু পরে গেলে হয় না, ভোরেই না হয় যেও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু তাঁহার বান্ধবীর দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। তেমনি ঘাড় নাড়িয়াই বলিলেন—"না থাক্‌বো না। "পরশু নবদ্বীপে যাব। ফিরে আবার আসবো।"

তাহার উত্তরে বলিবার থাকিলেও কেহ কিছু বলিলেন না। যেহেতু ইহার আসা যাওয়া সবই খেয়ালের উপর।

বন্ধু রাধিকার হাত ধরিয়া সেই পথেই বাহির হইলেন। এবার আর দৌড়িয়া বিল পার হইলেন না। তাই একটু বিলম্ব হইল।

তখনও ভোর হইতে অল্প কিছু বাকী। বন্ধু ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরিয়া রাধিকাকে বলিলেন—"বাড়ী যা, বিকেলে আসিস্, কখন সব যাবে, শুনে যাস্।"

রাধিকা মৃদু হাসিয়া বক্র দৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

—০—

রাধিকার নবদ্বীপ যাত্রার পূর্ব্বাভাস।

সুযোগ সুবিধা মনুষ্যের ভাগ্যে সচরাচর আসে না বটে, কিন্তু যাঁহাদের মনপ্রাণ শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত, তাঁহার কৃপায় যাঁহারা আত্ম-নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বদা সুযোগ লাভ করেন। আগামী কাল নবদ্বীপে যাইতে হইবে, তাহার জন্য অনুমতি লইতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে মাতার, তিনি আবার অন্যান্য ছেলেদিগকে জানাইবেন, তাঁহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে মায়ের পক্ষেও অনুমতি দেওয়া সম্ভব-পর হইবে না।

কিন্তু অনুমতি লইতে তাঁহার সুযোগ ঘটিল। বাড়ীতে তখন পুরুষ বলিতে একমাত্র রাধিকাই ছিলেন। বড়, মেজ, ন, ছোট কোন দাদাই ফরিদপুরে ছিলেন না।

নবদ্বীপ যাইবার কল্পনা ছিল, সেখানকার মাধুরী ভোগ করিবার অদম্য বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের নিরূপণ ছিল না। এমন সময়-নির্দ্দেশ রাধিকা অকস্মাৎই পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর কথাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে পড়িয়াছিল, সেইজন্য তিনি গর্ব্বভরে বন্ধুকে বলিয়াছিল—"তোমার বলায় আমি কি অসুখী ?"

সুখের চিন্তাই ছিল তবে সুখভোগ ছিল না, এখন তাহাও আসিয়াছে। দুপুরে মাকে তেমনই সুখে বলিলেন নবদ্বীপে যাবার কথা। মা বোধহয় আনমনা ছিলেন, তাই বলিলেন—"আবার পাবনা কেন ?"

রাধিকার হাসি পাইল। মা বোধহয় সেই পাবনা যাওয়ার পর হইতে এখনও সেই কথা ভাবেন। প্রস্তাবের রূপ বদলাইয়া বলিলেন—"মা ! তুমি কখনও নবদ্বীপে যাও নি ?"

সত্যভামা—"কে নিয়ে গেছে যে যাব, তুই হ'বার আগে একবার কাশী বৃন্দাবন দর্শন হ'য়েছে।

তারপর থেকে আর কোথায় বা গেছি ? এই এত দিনে তুই একবার পাটুরিয়ায় সাধুদের দর্শন করাতে নিয়ে গিয়েছিলি। তাও তো এক কাণ্ড ঘটে গেল।"

রাধিকা বুঝিলেন—মায়ের মন প্রসন্নই আছে, তবে নবদ্বীপ যাইবার নাম করিলেই উনিও যাইতে চাহিবেন। কিন্তু সে কি করিয়া হয় ? রাধিকা ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমার ভারী ইচ্ছা হয় নবদ্বীপ দর্শন ক'রে আসি।"

পুত্রের কথায় মা খুসী হইলেন। তথাপি তিনি যেন কিছু শঙ্কা করিয়া বলিলেন—"যাবি তার কি হ'য়েছে। আমাকেও সঙ্গে নিবি তো ?"

মায়ের কথাটি রাধিকার পক্ষে এইরূপই হইবে তাহা পূর্ব্বেই ভাবিয়াছেন। কিন্তু এইবার তো মেলা দেখা নয়। এইবার যে দূর পথের যাত্রী হইয়া গোপনে সব কিছু নিরীখা করিয়া আসা সেই বন্ধুর সাথে যেতে হবে তো ! তাহা না হইলে তাঁহার যে সবই আটকাইয়া যাইবে। তেমনই বিনীতভাবে বলিলেন—"হ্যা, নবদ্বীপ তো খুব দূরের নয়। তবে নূতন জায়গায় যাওয়া, আমি যদি একবার গিয়ে দেখে আসি তা হ'লে তোমাকে নিয়ে ধুলোটে গেলে ভাল হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানকার ধূলোট খুব প্রসিদ্ধ। সে তো দেরী আছে। তাই ব'লছিলাম, যদি তুমি বল তো ওদের সঙ্গে গিয়ে নবদ্বীপ ঘুরে আসি।"

রাধিকা যে মাকে লইয়া যাইতে চায় ইহা সত্যভামা দেবী বুঝিলেন। যদি সেখানকার পথঘাট এবং থাকিবার ব্যবস্থা জানিয়া আসে তাহা হইলে ভালই হইবে। আর রাধিকাও তো ছেলে মানুষ নয়। চৌদ্দ-পনর বছর বয়স হইয়াছে। মা সেই ভাবিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধূলোটের আর কত দেরী ?"

রাধিকা বুঝিলেন এই সুযোগ। একটু কৌশল করিয়া বলিলেন—"ধূলোট তো একদিনের নয়—একমাস হবে। এর আগেই আমি গিয়ে ঘুরে আসি, তুমি তৈরী থেকো, দাদাদের বো'লো, আমি এসেই তোমাকে নিয়ে যাবো।"

"কবে যাবি ?"

"কাল ?"

"কে কে যাচ্ছিস্ ?"

বন্ধু, বকুল, মিত্তির তারপর বদরপুরের অনেকে।

তথাপি মা বলিলেন—"ওরা সব কবে আসবে ?"

"কবে আর, এই দু'চার দিন থেকেই চ'লে আসবে।"

মায়ের অনুমতি লাভ সহজেই হইল। তথাপি রাধিকার চিন্তা রহিল ; বন্ধু যদি বলে—"আর বাড়ী ফিরিস্ না, তবে ? তা হোলে তো ভালই হয়, কিন্তু লুকিয়ে কোথায় থাক্‌বো ? দাদারা গিয়ে ধ'রে নিয়ে আসবে। নাঃ, বন্ধু যদি বলে তা হ'লে ব'লবো—এখন থাক্। মা কাঁদবেন, দাদারা হয়রান হবেন। তার চেয়ে বরং এ বারটা যাই, ফিরে আসবো ওদের সঙ্গে, তারপর এঁরা যখন বিশ্বাস ক'রবেন—রাধিকা যায় কিন্তু পালায় না, তখন খুব দূরে চ'লে যাব।"

রাধিকার মনের ভাব এই ভাবে সিদ্ধান্তিত হইল। তথাপি তাঁহার মনে যেন সুখ নাই। নবদ্বীপে যাইবেন, কিন্তু বাড়ী হইতে এই বারেই তাঁহার শেষ বিদায় হইবে না ; এই অভিনব ব্যথায় মনে শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন না। ভক্তসঙ্গে যাওয়া ও ভগবদ্-ধামের স্পর্শ পাওয়ার স্মরণেই সে ব্যথার লাঘব লইল।

তিনি দুপুরেই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গুছাইয়া প্রস্তুত হইলেন। করতাল, ভক্তিগ্রন্থ এবং একখানি মাত্র পিরাণ ও চাদর কাপড়। সেখানে কেবল নামপ্রসঙ্গ আর ধাম পরিক্রমা—ইহার জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই।

সত্যভামা দেবীও রাধিকাকে বার বার বুঝাইলেন "—কিছুতেই যেন দেরী না হয়, ব্রাহ্মণকান্দায় গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কতদিন দেরী হবে।"

রাধিকা বৈকালে বন্ধুর বাড়ী গিয়া মোটামুটি সমস্ত সংবাদ আনিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরদিনই রওনা হইবেন।

—•—

শ্রীধাম নবদ্বীপে ঃ

কতদিনের সঞ্চিত সাধ পূর্ণ হইয়াছে, বন্ধুকে লইয়া রাধিকা নবদ্বীপে আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে নবদ্বীপের কত রূপই না তিনি কল্পনার চোখে দেখিয়াছেন! আর্ত্তি আর ব্যাকুলতায় চিত্ত এতদিন ভরিয়াছিল। নবদ্বীপের পবিত্র চিত্রগুলিকে তিনি নামগানের মধুস্রাবি আনন্দে পূজা করিতেছিলেন।

সেখানকার ধূলিতে ধূসরিত হইয়া রাধিকার মন প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীগৌরাঙ্গনামের মধুর ধ্বনিতে নৃত্য করিবে, ভক্তসঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া দিব্য আনন্দে ঢলিয়া পড়িবে। সর্ব্বত্রই গৌরগণের মূর্ত্তি স্ফুর্ত্তি পাইবে—এ আশা তাঁহার সফল হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপের ভূমির প্রথম স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিলেন—সপ্ততি বর্ষের বৃদ্ধ মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় লাঠিভর করিয়া পুত্র শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন।

বৃদ্ধের সে কি উল্লাস! বন্ধু আর রাধিকাকে পাইয়া কোথায় রাখিবেন সেই যেন তাঁহার ব্যাকুল চেষ্টা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিছনের নৌকায় বন্ধুর অন্যান্য অনুরাগিবৃন্দ আসিতেছেন।

রাধিকা দেখিলেন যে এই বৃদ্ধের হৃদয় গৌর-অনুরাগে গড়া। বন্ধুর সহিত মৃদু ভাষায় আলাপ করিয়া রাধিকা ইহাদের পরিচয় লইয়াছেন।

নৌকাটি থামিতেই বৃদ্ধ পদরত্ন মহাশয় বন্ধু ও রাধিকার হাত ধরিয়া নামাইলেন। বন্ধু তাঁহার কানে রাধিকার পরিচয় বলিয়া দিলেন। রাধিকা ভাগীরথীর জল স্পর্শ করিয়া সেইখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বৃদ্ধকে ও তাঁহার পুত্রকে প্রণাম করিলেন। বন্ধুও প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ আঙ্গিলন করিলেন।

বন্ধুর ইঙ্গিতে রাধিকা সেইখানে দাঁড়াইয়াই কীর্ত্তন ধরিলেন। আজ ধামে আসিয়াছেন—তাই ধামেশ্বরের গানে সেখানকার আকাশ ধ্বনিত করিলেন। বন্ধু দোহারকি করিতে লাগিলেন, ইতোমধ্যে তাঁহার অনুরাগীগণের নৌকাও পৌঁছিয়াছে। তাঁহারাও আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। বৃদ্ধ পদরত্ন এবং তাঁহার পুত্রও কীর্ত্তনদলে যোগ দিলেন।

রাধিকার হৃদয় অন্য এক রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার চোখে ধামবাসীর করুণা-অঞ্জন লাগিয়া গিয়াছে, সেখানকার ভূমি জল সবই তাঁহার কাছে গৌররাগে রঞ্জিত হইয়াছে, সে ভূমির স্পর্শে তাঁহার মনে ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিত্যানন্দের সহিত পারিষদ-গণকে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন! সেই ভাবেই তাঁহার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

জয়জয় শ্রীনবদ্বীপ সুধাকর প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতী নন্দন পঁহু মঝু শ্রীবসুজাহ্নবা সব॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখদ শান্তিপুরচন্দ।
জয় জয় প্রাণ গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দকন্দ॥
জয় মালিনীপতি সদয়হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌরভকত জয় পরমদয়াময় শিরে ধরি চরণ সবার॥
ইহ সব ভুবনে প্রেমরস সিঞ্চনে পূরল জগজন আশ।
আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনটি এত আকর্ষণের হইবে বন্ধু তাহা জানিতেন না, আরও কতদিন রাধিকার কণ্ঠে কীর্ত্তন শুনিয়াছেন, কিন্তু আজিকার কীর্ত্তনে যেন নদীয়াবিহারীর প্রকট রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ; বন্ধু এদিক ওদিক চাহিতেছেন—যেন তাহার কাঁধে কেহ একটি খোল আনিয়া দেয়। তিনি চাহিয়া দেখিলেন—সুধন্বা খোল বাজাইতেছে। তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা সুধন্বা ইঙ্গিতেই বুঝিলেন। বন্ধুও ক্রমশই উন্মনা হইলেন।

গঙ্গার স্নানার্থী জনবৃন্দও এই অপূর্ব্বদর্শন কিশোরের কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া সেইখানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ক্রমশ লোকসমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গার ধারে অল্পবিস্তর কীর্ত্তন প্রায়ই শুনা যায়। কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য কীর্ত্তন, এমন মধুর কণ্ঠের ধ্বনি বহুদিন শোনা যায় নাই। সুরধুনীতীর যেন আজ লীলা বিগ্রহের প্রত্যক্ষ বিলাসস্থান হইয়াছে।

রাধিকার তখন আশে পাশে চাহিয়া দেখিবার অবসর নাই। চোখে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বন্ধুর করতালধ্বনি ও মৃদু-গম্ভীর হুঙ্কার অনুসরণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, জনমণ্ডলীতে যে ঠেলা ঠেলি সুরু হইতেছে তাহা কি রাধিকার কিম্বা তাহার কণ্ঠনিঃসৃত সুরলহরীর আকর্ষণে ?

বৈশাখ মাস, ক্রমশঃ রৌদ্রের তাপ বাড়িতেছে দেখিয়া বন্ধুই সকলকে পথ করিয়া দিতে বলিলেন। কীর্ত্তন এইবার মন্থরতা ছাড়িয়া আর একটু দ্রুত গতিতে শ্রীহরিসভার দ্বারে আসিলেন।

সেই কীর্ত্তনের ধূয়া ধরিয়াই সকলে সেখানে আসিলেন। হরি-সভার নাটুয়া গৌরের সম্মুখেও আবার কীর্ত্তনবিলাস হইল। ভাবাবেশ তাঁহার আরও বাড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ পদরত্ন মহাশয়ের আজ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। কোথায় যে তাঁহাদিগকে রাখিবেন, কোথায় তাঁহাদের বিশ্রামস্থান করিয়া দিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে পুত্রের ইচ্ছায় সেই হরিসভারই নাটমন্দিরে বন্ধুর অনুরাগিবৃন্দের জন্য এবং পাশের মাধবী কুঞ্জের কাছে একটি ছোট ঘরে রাধিকা আর বন্ধুর জন্য স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেন। ঐ ঘরেই তাঁহাদের পাক ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল।

উভয়ে গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিলেন। বোধহয় পূর্ব্ব হইতে বন্ধুর মনে একটি নূতন উল্লাসের বাসনা জাগিয়া ছিল। দিবসীয় কৃত্যের শেষে বন্ধু রাধিকাকে ডাকিয়া খুব গোপনীয় কথা বলার ভঙ্গীতে বলিলেন—"শারী! তুই রান্নাকর, আমি তোকে জোগাড় দিই।"

রাধিকার বিস্ময় হইল। তাঁহার জীবনে এক নবরসের সঞ্চার হইল। বন্ধু হবিষ্যান্ন করেন, তিনি মাঝে মাঝে তাহার কাছে বসিয়া থাকেন। যেদিন ভাল লাগে রাধিকার হাতে তুলিয়া দেন, পরিমাণ বেশী হইলে ফিরাইয়া দেন। আজ একি ব্যবহার! খাইয়া খাওয়ান বন্ধুর রীতি, আজ তাহার বিপরীত, রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে! কিন্তু তিনি তো ভাল রাঁধিতে জানেন না। বাড়ীতে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে গুরুচরণ পেয়াদার গোয়ালে যাইয়া সিদ্ধপক্ক রাঁধিয়া খাইয়াছেন, তাই বলিয়া কাহাকেও খাওয়াইবার মত রাঁধিতে জানেন না। রাধিকা বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন দেখিয়া বন্ধু আবার বলিলেন—"নে, দেরী করিস্ নে। আমার ক্ষিদে পাচ্ছে।" রাধিকা হাসিয়া ফেলিলেন। বন্ধুর আজ অভিনব চেষ্টা। রাধিকার মনে কৌতুকও যত, তৃপ্তিও তত হইতেছে।

বন্ধুর জিদ কি জিনিষ রাধিকা জানেন। তাছাড়া ক্ষুধা পাইয়াছে বলায় ব্যগ্রতাও আসিল।

রাধিকা নিরুপায় হইয়াই প্রস্তুত হইলেন। বন্ধুও তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিতে লাগিলেন। এক একটি সামান্য কাজের অছিলায় বারবার 'শারিকা শারিকা' ডাকিয়া বন্ধুর যেন তৃপ্তি হইতেছে না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কখনও শারি কখনও শারিকা বলিয়া রান্নার যোগাড়ের হুকুম লইতেছেন।

বন্ধু বলিলেন—"শারি! শুক্তা রাঁধবিনে?"

রাধিকাও অমনি পুরাতন গৃহিণীর মত বাম হাতের তর্জ্জনীটি মুখের কাছে লইয়া, বলিলেন—"চুপ্! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে কথা কইতে নেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু হাসিয়া ফেলিলেন—খুব ধীরে কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—"কাঁচা কলা ভাতে দে, মটরের ডাল ভাতে দে—সাপিতে বেঁধে, বুঝ্‌লি ?"

রাধিকাও হাসিয়া বলিলেন—"তুমি পটোলগুলি ছাড়িয়ে দাও, আমি জীরে বেঁটে নিই।"

কি অদ্ভুত এই রসোক্তি। বাহির হইতে কাহারও দেখিবার শুনিবার উপায় নাই, ঘরে কি উজ্জ্বল রসের আবির্ভাব হইয়াছে। দরজাটি বন্ধ ছিল।

রান্না শেষ হইয়াছে। পোস্ত আর জীরা বাঁটা দিয়া শুক্‌তা রান্না হইয়াছে। গাওয়া ঘি, দৈ, ডালসিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, আর ঘি দিয়া বড়ি ভাজা। তেলের স্পর্শও নাই। ছুটি থালায় অন্নের নৈবেদ্য সাজাইয়া তুলসী অর্পণ করিয়া ভোগসমাপন হইল। তুই বন্ধুর মনে প্রচুর উল্লাস।

রাধিকা বলিলেন—"তুমি পাতে কিছু রাখতে পারবে না, সব খাবে।"

বন্ধু বলিলেন "কেন রে !"

"হুঁ ! তুমি তো কিছু ব'লবে না কিন্তু তোমার পাতে যারা খাবে তারা যে রান্নার দোষ ধ'রবে !"

বেশ ! তবে সব দিয়ে দে, কিছুই রাখবো না।

রাধিকা নিজের থালারও তরকারী অন্ন দিতে গেলেন। বন্ধু বলিলেন "আচ্ছা, তোর মত তুই রাখ, আমারগুলি সব শেষ ক'রে দেবো ! তুইও খেতে বোস্‌, একসঙ্গে খাব।"

রাধিকা বলিলেন—"তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে খাব।" বন্ধু কুটিল হাসি হাসিয়া রাধিকার দিকে চাহিলেন। মনে তাঁহার নূতন প্যাঁচ জাগিল। তিনি শুক্‌তা তরকারী মুখে দিয়াই বলিলেন—"আহা ! কি রান্নার ছিরি।" খেয়ে ছ্যাখ ! এমনি ক'রে কেউ রাঁধে নাকি ? ব'ললেই পারতিস্‌ ! আমি রাঁধবো না।" বলিয়াই মৃদু মধুর হাসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলমতি রাধিকার মুখ শুকাইয়া গেল,—রান্না খারাপ হইল, একটি মাত্র তরকারী, বন্ধু তাহাও খাইতে পারিলেন না। তিনি বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়াই আছেন।

বন্ধু বলিলেন—"তুই মুখে দিয়ে ছাখ্ না, মুখে দেওয়া যায় না।"

বন্ধুর কথায় রাধিকাও ভয়ে ভয়ে কিছু অন্ন ও তরকারীর গ্রাস মুখে তুলিলেন।

বন্ধু তাহার ডান হাতটি ঠেলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তুই যে ব'ল্লি—আমার খাওয়া হ'লে খাবি, তবে খেলি কেন ?"

বন্ধুর চাতুরী রাধিকা প্রথমে ধরিতে পারেন নাই। অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার মনে নিবিড় কৌতুকের সঞ্চার হইল। আহারকালে সরস প্রসঙ্গে উভয়ের মনই স্বচ্ছ সখ্যরসে ডুবিয়া গেল। খাইবার সময় শব্দ হইবে না, তর্জ্জনীর স্পর্শ লাগিবে না, দক্ষিণ বাহুর কক্ষস্থান দক্ষিণ জানুর উপরে থাকিবে, ইহাই হইল উভয়ের আহার-রীতি।

সেই ভাবেই সব হইল—আজ কেবল ব্যতিক্রম হইল—আহারের সময় কথা কহিয়া। কিন্তু সে কথা আজ যেন প্রীতির নিকুঞ্জে বসিয়াই হইল। বন্ধুর মনে আজ বিপুল তৃপ্তি হইয়াছে। শারিকা তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছে।

আচমনের পূর্ব্বেই পরামর্শ হইল,—নবদ্বীপে থাকার কয়দিনই সকালে কোন দিন রাধিকা, কোন দিন বন্ধু রাঁধিবেন, রাত্রে দুধ খই।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিসভা ও বড় আখড়া।

দুই দিন পরেই বৈকালে হরিসভার প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়াছে। বহু মহাত্মাও আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত অতুল চম্পটি, ব্রজবালা, প্রেমানন্দ ভারতী, জয় নিতাই প্রভৃতি তৎকালের প্রসিদ্ধ সাধুগণও আসিয়াছেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন— ফরিদপুর হইতে জগদ্বন্ধু আসিয়াছেন, সঙ্গে বন্ধুর অতিপ্রিয় একটি কিশোরও আসিয়াছেন। ধূলোটের অবসান হইলেও বন্ধু এবং তাঁহার মরমী সঙ্গী রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহারা রহিয়াছেন।

হরিসভায় সংবাদ আসিল—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আগমন করিবেন।

এই সংবাদ পাইয়া তথায় বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। বন্ধু রাধিকাকে লইয়া আসিয়া বসিলেন। সম্মুখে নাটুয়া গৌরের নূতন ছাঁদের অপূর্ব্বদর্শন মূর্ত্তি আর অঙ্গনে বসিয়াছেন মহোল্লাসী পরিকরবৃন্দ।

বৃদ্ধ পদরত্ন মহাশয় দূর হইতে এই সব মহাত্মাদিগকে দেখিতেছেন আর করযোড়ে থাকিয়া কাঁদিতেছেন। মাঝে মাঝে কম্পিত হইয়া বলিতেছেন "এ সৌভাগ্য কি কোন সুকৃতিতে লাভ হয়? এ যে গৌরের করুণার বিভূতি প্রকাশ। সাধুসেবা ছাড়া আর কি পরমার্থ আছে এ জগতে? দেব-আরাধনায় কি কাজ আমার?

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ॥

ভাঃ ১০।৪৮।৩০

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবগণের পক্ষে আপনাদের ন্যায় পূজাস্পদ মহাভাগ্যবান্ মহাজনগণই নিত্য সেব্য, যেহেতু দেবগণ স্বার্থপর, কিন্তু সাধুগণ পরার্থেই জীবনোৎসর্গ করিয়া থাকেন। এই আনন্দময় বাসরের কি তুলনা হয়?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদরত্ন মহাশয় তেমনই ভাবে সকাতর দৃষ্টিতে আসিয়া রাধিকাকে সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাধিকাও সেই বৈষ্ণব-সভার প্রান্তে থাকিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বসিলেন।

সকলেই শুনিয়াছেন—আজ এই নব ভাবের আবিষ্ট বালকটির কীর্ত্তন হইবে। কিন্তু অকস্মাৎ প্রচণ্ডবেগে ঝড় আসিল। সকলেই আনমনা হইলেন। সভার মাঝেই স্থির হইল—কাল প্রত্যূষে টহল কীর্ত্তন বাহির হইবে। সেই কীর্ত্তন লইয়াই মন্দিরে মন্দিরে যাওয়া হইবে। সকলে চলিয়া গেলেন।

রাধিকার অন্তর দিব্য আনন্দে ভরপূর হইয়াছিল। সেই সব ভক্তবৃন্দের এক পাশে দৈন্য ও বিনয়ের খনি রাধিকা দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ কৃপাপাত্র স্বরূপে ইঁনি সকলের কাছে পরিচিত হইলেন।

সন্ধ্যায় হরিসভায় শ্রীগৌরের আরতি দর্শনান্তে বাহির হইলেন। আরও তুই একটি মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বন্ধুর সহিত রাধিকা হরিসভায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাধিকা দেখিলেন,—বন্ধু সর্ব্বাঙ্গে চাদর ঢাকা দিলেন ; চোখ তুটি শুধু খোলা রহিল।

রাধিকাকে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—"চল্ আমার সঙ্গে।"

রাধিকার মনে আর কোন প্রশ্ন নাই,—কোথায় যাইতে হইবে ? তিনি বন্ধুর অনুসরণ করিলেন। বন্ধুও হরিসভার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া এ-গলি সে-গলি ঘুরিয়া বড় আখড়ায় আসিলেন।

আখড়াটি বেশ বড় বাড়ী। সিদ্ধ তোতারাম দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি আছে ; শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা হয়। তখন সেখানে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

রাধিকা কীর্ত্তনের একপাশে বসিলেন, আর বন্ধু বসিলেন কিছুটা দূরে একটি কোণ ঘেঁসিয়া। তাঁহাদের উপস্থিতিতেই আখড়ার বৈষ্ণবগণ সবিশেষ পরিচয় পাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্র প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেষের পয়ারটি "গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়।" এইটুকু মাত্র শুনিয়া রাধিকার মনে এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল।

তিনি ভাবিতেছেন—কি চমৎকার প্রীতি! কেউ গৌরকে ভালবেসে এমনি আর্ত্ত জানিয়েছেন। আহা, সেই ভালবাসা যিনি পেয়েছেন, তাঁর দেখা কবে পাব? গৌর ভালবেসে যে অন্তরে চেপে রাখতে পারেন নাই, তা এই পদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছে। নইলে কেন ব'লবেন—"প্রাণ মোর যায়।" কিন্তু প্রাণ যাবে, গৌর তাকে না দেখা দিয়ে থাক্‌বেন? তা কি হয়? নিশ্চয় দেখা তাঁর পেয়েছেন।"

রাধিকার একেই সরস চিত্ত এবং স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল; যে কোনও সঙ্গীত শ্রবণ করিলেই সেই গেয় বস্তুটির বিশুদ্ধ ছবি তাঁহার চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া পরিস্ফুট হয়। তারপর তিনি আবার শুনিলেন যে, কীর্ত্তনীয়া গৌরচন্দ্র শেষ করিয়া শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের একটি পদ ধরিয়াছেন।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবারে
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হইল।…

গায়কের মুখে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদটির প্রতিটি শব্দ রাধিকার মনে প্রাণে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও রসপ্রবাহের সৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি শ্রীরাধিকার ভাবসাজাত্যে নিজেকে তাঁহার আনুগত্যে রাখিয়া প্রাণ সমর্পণ করিয়া পদটি শুনিতেছেন এবং প্রতি অক্ষরে অপূর্ব্ব ভোগও পাইতেছেন।

পূর্ব্বরাগ কীর্ত্তন তাঁহাকে গুপ্তপথের সন্ধান দিতেছে। তিনি মাঝে মাছে থমকিয়া উঠিতেছেন। ভালবাসার মধুর সম্পদের সন্ধান পাইয়াও তাঁহার নন বিমর্ষ হইতেছে। এ সুখের স্পর্শ পাইয়াও তাঁহাকে আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনই রাধিকার স্বচ্ছ মনে আকৃতির কান্না আসিল। এদিকে পূর্ব্বরাগের কীর্ত্তনেও তখন খুব মাতামাতি চলিতেছে। বন্ধুও শুনিতেছেন আর মাঝে মাঝে রাধিকার দিকে চাহিতেছেন। রাধিকা তাহা দেখিয়াও অস্থির মনেই প্রার্থনা করিতেছেন। কখনও প্রার্থনা, কখনও দৈন্য, কখনও বা অভিমান জাগিতেছে। এদিকে কীর্ত্তনীয়া একটির পর একটি করিয়া পদ গাহিয়া চলিয়াছেন। রাধিকার প্রাণে গভীর আবেগ ভরপূর হইল। তিনি তখন এতই অধীর যে সে সময়ের পদটি তাহার অন্তরে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছিল।

না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। রাধিকার উৎকণ্ঠাও যেন চরমে উঠিয়াছে। বন্ধু কখন উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া ডাকিয়া আনিলেন, তিনি জানিতেই পারিলেন না। যখন হরিসভায় ফিরিয়াছেন, রাত্রি তখন গভীর। রাধিকা কোন কথাই আর বলিতে পারিলেন না। নিভৃত কুঞ্জে শ্রীরাধিকার অভিসারোৎকণ্ঠাই তখনও তাঁহার চোখে ভাসিতেছিল।

—০—

কীর্ত্তনশ্রোতা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঃ

বন্ধুর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ উষার পূর্ব্বেই টহল কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে রাধিকাও গিয়াছেন। টহল দিয়া ফিরিয়া আসিতেই বন্ধুও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়াছেন। প্রভাতী সুরে হরি-সভায় আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কীর্ত্তন করিতে করিতে রাধিকার প্রাণে এক অভিনব উৎসাহ জাগিয়াছে। রাধিকার কীর্ত্তন ধ্বনি শুনিতেই পল্লীবাসী এবং তীর্থ যাত্রিগণের সমাগম হইতে লাগিল। নবদ্বীপে সমাগত এই কিশোরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠধ্বনি আজ বড় করুণ শুনাইতেছে। যিনিই তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে আসিতেছেন, তিনিই মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিতেছেন। ফলে "ন স্থানং তিলধারণে" এর মত অবস্থা হইল। রাধিকা তখন প্রার্থনার পদ ধরিলেন—

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ॥
বহুযোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজগুণে দয়া কর অধম তারণ॥
ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি॥

রাধিকার যেন ইহা প্রার্থনার গীতিই নয়—ভুবনের পতিকে নিজের হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া তাঁহারই চরণে আত্মনিবেদন করিতেছেন।

রাধিকার কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের ধারায় মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। এক এক সময় কীর্ত্তন ছাড়িয়া কেবলই কাঁদিতেছেন। সে কীর্ত্তন শুনিয়া বন্ধুও চঞ্চল হইয়াছেন, একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রাধিকার হৃদয়ের দৈন্য ও আর্ত্তিভরা ভাব দেখিয়া তিনিও করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—"প্রভু! আমার শারীকে রক্ষা কর; ওর বাসনা পূর্ণ কর।"

সর্ব্বদাই তিনি যেন ছায়ার মত তাঁহার কাছে কাছে ফিরিতেছেন। রাধিকাও তীব্র উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। ইত্যবসরে সেখানে কোলাহল উঠিল—"ঐ যে এসেছেন।"

রাধিকার সম্বিৎ আসিল। কীর্ত্তন করিতে করিতেই চাহিয়া দেখিলেন,—গতকাল সন্ধ্যায় যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছেন তিনি সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার উন্নত ও আয়ত স্থূল দেহ। জটামণ্ডিত শির, ললাটে বট-পত্রাকৃতি শ্রীহরিমন্দির, আরক্ত নয়ন, প্রশান্ত মুখ।

তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, এই সেই মহাত্মা যাঁর নাম "শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"। সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন অনুচর। রাধিকা ভাবিয়াছিলেন,—সুযোগমত বন্ধুর সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবেন। কিন্তু কি করুণা! স্বয়ং দর্শন দিতে আসিলেন। রাধিকার সেই প্রার্থনাটি পরম আর্ত্তিভরে গীত হইতে লাগিল।

গোস্বামীজীও এই পরম ভাগবত বালকটির দিকে ধীর স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। হঠাৎ তিনি আত্মসমাধিতে মগ্নের মত আবিষ্ট হইয়া তুলিতে তুলিতে উন্মত্তের দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে সরিয়া গেলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া অস্ফুট স্বরে 'হরিবোল' ধ্বনি করিলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়াই রাধিকারও যেন ভাবান্তর হইল। কীর্ত্তনের আবেশ আরও বাড়িয়া উঠিল।

বন্ধু লক্ষ্য করিতেছেন—রাধিকা বোধহয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। তাঁহার তুইটি চরণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শরীরটি শিহরিয়া উঠিতেছে। সঘন হুঙ্কার ও উল্লম্ফনে কীর্ত্তনের গুরুগম্ভীর ধ্বনি তখন আরও ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল। তাঁহার তুই চোখের জলধারায় গায়ের কাপড় ভিজিয়া গেল। প্রত্যেকেই রাধিকার সেই অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইলেন—যেন চিত্রপুত্তলিকা।

গোস্বামীজীও ব্যাকুলচিত্তে উচ্চ চীৎকার করিয়া রাধিকাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

বন্ধু সে দৃশ্য দেখিয়া ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া গেলেন। রাধিকার হৃদয় স্তব্ধ হইল। কীর্ত্তনও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইল।

সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে রাধিকার হৃদয় ও মন জুড়িয়া অভিনব ভাবোল্লাস সঞ্চারিত হইল এবং নয়নে দিব্য করুণার অঞ্জন লাগিয়া গেল। নবদ্বীপের ধূলিকণা, নবদ্বীপের তীর্থযাত্রী, দেবালয়, সেখানকার আলোবাতাস সবই কেমন এক নূতন রূপে রাধিকার কাছে প্রতিভাত হইতে লাগিল। কে যেন সেই দিব্যমাদক রসের আস্বাদ দান করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া দিল। কীর্ত্তনের বিশ্রান্তি হইল।

রাধিকা সাষ্টাঙ্গে ভূনত হইয়া সেই মহাত্মার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনিও রাধিকাকে সেই আবেশে আলিঙ্গন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশীর্ব্বাদ করিলেন। সহচরবৃন্দের সহিত শ্রীগোস্বামীপাদ নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

রাধিকা তখন প্রেমমদিরা পানে উন্মত্ত। কোন কথাই আর কানে আসিতেছে না, মৌন হইয়াই বন্ধুর কাছে ফিরিয়া গেলেন। বন্ধু বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিলেন। কতক্ষণ এমনই অবস্থায় উভয়ের কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

মধ্যাহ্নের আহারাদি সারিয়া রাধিকার ইচ্ছা হইল—বন্ধু যদি কোথাও যায় তবে আমিও সঙ্গে যাব, নইলে একাই একবার এদিক ওদিক ঘুরে আসব।

রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কোথাও বেড়াইয়া আসিতে বন্ধুরও ইচ্ছা হইল, কারণ, পথে বাহির হইলেই যদি কীর্ত্তনপ্রসঙ্গ আসে। মিনতি করিয়া তিনি বলিলেন—"শারি! একটা গান লিখেছি, ছাখ তো!" বলিয়াই রাধিকার হাতে একটা কাগজ দিলেন। রাধিকা দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে—

কে ঐ সুরধুনীতীরে দেখে আয়লো সই!
আমি নেহারিয়ে হেন রূপ কেমনে বা ঘরে রই।
(তার) হেমকষিত বরণ করে মন হরণ
কটাক্ষ কুটিল বাণে নিল গো সকলি ঐ।

রাধিকার মনে হইল,—গানের ভাবটি গত রাত্রের কীর্ত্তন শুনিয়া আসার পর জাগিয়াছে। গানখানি রাধিকার মনে বড় তৃপ্তি আনিল। সেখানে দাঁড়াইয়াই সেটিকে মৃদু স্বরে গাহিতে লাগিলেন।

বন্ধু হাসিলেন। রাধিকার পিকবিনিন্দি কণ্ঠের সঙ্গীতমধু পান করিয়া বন্ধুর মন যেন ভ্রমরের মত তাঁহার কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। নিজের লেখা গান তাঁহার মানসপটেই অঙ্কিত থাকে। তাহার রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে, সে রূপ বিকশিত হয় রাধিকার সুরে, বন্ধু সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈকালের কিছুপর দুই বন্ধু নবদ্বীপের পথে ভ্রমণে বাহির হইলেন। রাধিকার সেই ভাবময় অবস্থা, ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন, মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া করযোড়ে প্রণাম করিতেছেন। ধূলোটের ভাঙ্গা হাট, তখনও তীর্থযাত্রীর যাতায়াত খুব। মাঝে মাঝে বাউল বৈষ্ণবেরও সাক্ষাৎ হইতেছে, কোথাও আবার পাগল পাগলীর কোলাহল। বন্ধু থামিলেন, রাধিকাও থামিলেন, বন্ধু ইসারা করিলেন এরা কে ?

বন্ধুর কথায় রাধিকা তাহাদিগকে যাহা মনে করিয়াছেন সহজ ভাবে তাহাই বলিলেন, "পাগল পাগলী।"

রাধিকার কথায় বন্ধু হাসিলেন। বন্ধুর হাসিতে রাধিকার মনে যেন কিসের স্পর্শ আসিল। তাহাদিগকে ছাড়িয়া পথে চলিতে রাধিকার মনে জাগিতে লাগিল,—অল্প সুকৃতিতে কি এঁরা এখানে এসেছেন ? না অল্পভাগ্যে ধামেশ্বরের কৃপালাভ হয় ?

রাধিকা বন্ধুর সহিত চলিতে চলিতে আপামর সকলকেই প্রণাম করিতেছেন। চোখে সেই করুণা-অঞ্জন লাগিয়া আছে। কোথাও দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন, "আমার কবে এমন দিন হবে, কবে আমার ধামে বাস হবে।"

ক্রমে তাঁহারা বুড়ো শিব, পার ডাঙ্গার শিব, সিদ্ধেশ্বরী, এলানে শিব, পোড়ামা, ভবতারিণী, ওলা দেবী, আগমেশ্বরী, ব্রহ্মাণীদেবী, মঙ্গলচণ্ডী, রামসীতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। বন্ধুর অন্যান্য অনুচরগণও দর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহারাও ফিরিয়াছেন। সে রাত্রে আর কোথাও কীর্ত্তন শুনিতে যাওয়া হইল না।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পোড়ামায়ের মন্দিরে দেবদর্শন ও শ্রীধরের জন্মভূমির স্পর্শ।

গতকাল রাধিকা পাঠ শুনিয়া আসিয়াছেন। প্রথমে তিনি একাই গিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরিবার সময়ে দেখিলেন—সঙ্গে বন্ধুও রহিয়াছেন।

রাধিকা একা কোথাও যায়, ইহা বন্ধুর ইচ্ছা নয়। সেইজন্য যখন তিনি জানিলেন যে রাধিকা পাঠ শুনিতে গিয়াছেন, তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, বড় আখড়ায় গিয়াছে। সেইজন্য তিনি সকলের অগোচরে আসিয়া রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া একটু পৃথক্‌ভাবেই একটু গোপনে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার আসা এবং পথে রাধিকার সঙ্গ গ্রহণ সবই গোপনভাবে ঘটিয়াছিল।

রাধিকার মনে তখনও সেই পাঠের প্রসঙ্গটি ভাসিতেছে। যেখানে সেই ধাম ও ধামবাসীর চিন্ময়ত্বের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে।

ধামের গুল্মলতাগুলি প্রাকৃত তৃণগুচ্ছের রূপ ধারণ করিলেও তাহারা প্রাকৃত নয় ; ধামের গ্রহনক্ষত্রাদিও প্রাকৃত নয়।

"প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়স্তু তে।
লীলাপুষ্টৈরেনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব॥"
"অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্যচ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটম্॥" (লঘুভাঃ)

"শ্রীধামস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদি প্রাকৃত গ্রহনক্ষত্রাদি হইতে পৃথক্ হইলেও লীলাপুষ্টির জন্য প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান হন। সুতরাং প্রভু ও তাঁহার পরিকরগণ ধাম ও তত্রত্য সময়ের অবিচিন্ত্য প্রভাব বশতঃ এসব কিছুই অসম্ভব নহে।"

পাঠের প্রসঙ্গে রাধিকার মন নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বার বার মনে হইতেছে, সে দৃষ্টি মহৎকৃপাতেই লাভ হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তা ধারার মধ্যেও আবার এই ধাম ত্যাগ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়ায়, তিনি অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন।

পথে আসিতে আসিতে কেবলই প্রার্থনা জাগিতেছে—"তোমরা আমায় কৃপা কর, আমার গৃহকারাগারের বন্ধন ছিন্ন কর। কেউ তোমরা সামান্য নও, সকলেই তোমরা ধামেশ্বর গৌরসুন্দরের পরিকর। আমার জীবনে কোন সুকৃতি নাই, হৃদয়ে বল দাও।"

বন্ধুও তাঁহার এইভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি হরিসভায় ফিরিবার পথে কোন কথা বলেন নাই, মন তাঁহার বিষণ্ণ। বন্ধু ভাবিতেছেন—"এখন কি উপায়! ও কি কেবল তাঁর দর্শন ক'রতে এসেছে, তা তো নয়। আরও কিছু অভিনব রসে মন ওর পূর্ণ হ'য়ে আছে। কিন্তু ওকে তো বাড়ী ফিরে যেতেই হবে।"

রাত্রে উভয় বন্ধু মৌন হইয়াই রহিলেন। পরদিন সকালে টহল কীর্ত্তনের পর প্রভাতী কীর্ত্তনের সময় রাধিকা তাঁহার হৃদয়ের সঞ্চিত-ভাব প্রবল উদ্বেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ধামের প্রতিধূলিকণার কাছেও হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। রাধিকার সেই বেদনাব্যঞ্জক প্রার্থনায় বন্ধুও মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। দৈনন্দিন কৃত্য তাঁহাদের যথানিয়মেই সমাধা হইল। সন্ধ্যা ও রাত্রের স্মরণীয় কৃত্যের অন্তে বিশ্রান্তির সময় বন্ধু মনের কোন গোপন কথা জানাইবার জন্য একান্তে রাধিকাকে ডাকিলেন; রাধিকা বিহ্বল হইয়াই বন্ধুর সেই কথাগুলি শুনিলেন। সে কথার ভিতর যে উদ্দীপনা ছিল, তাহা রাধিকার মনে পরম উদ্বিগ্ন অবস্থার সৃষ্টি করিল। বন্ধু শুইয়া পড়িলেন, রাধিকা জাগিয়া রহিলেন।

রাত্রি আরও গভীর হইল। রাধিকার হৃদয়ও কোন এক অলক্ষ্য আকর্ষণে চঞ্চল হইল। তিনি বিছানা ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন, মনে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে—শাস্ত্রবাণী, মহান্তের বাণী, কলিযুগ, ধাম, মহৎকৃপা প্রত্যেকটি যেন তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে—"যাচাই ক'রে নাও উপলব্ধি করে নাও।" রাধিকার আর দাঁড়াইবার সময় রহিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, সেই শুভক্ষণে তিনি নিস্তব্ধ রাত্রির জনশূন্য পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাধিকার মন ও দৃষ্টিকে কে যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে—কিছু পথ আসিয়াই তিনি ভাবিলেন "ঐ তো সেই পোড়ামাতলা, ইনিই তো ধামবাসীর জননী, ইনিই তো সেই যোগমায়া দেবী, ধামেশ্বর গোবিন্দ গৌরাঙ্গের ইনিই লীলা-বিধায়িনী। ধামেশ্বর যেখানে দেবীও সেখানে। মায়ের করুণা না হ'লে ধামের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি হবে না। তাঁর কৃপা ব্যতীত কারও এমন স্বাতন্ত্র্য নাই যে সেই লীলাময়ের লীলাকুঞ্জে প্রবেশ করে। মায়ের করুণা হ'লে নিশ্চয় দর্শন দেবেন সেই লীলা-পরিকরগণ।"

রাধিকা উন্মত্তের মত পথে চলিতেছেন। পোড়ামাতলায় আসিয়া থামিলেন। চোখে তাঁহার উজ্জ্বল আলোর ছটা লাগিল। রাধিকা দেখিতেছেন—মায়ের মন্দিরে দ্বার খোলা। ভিতরের আলোকমালার কিরণাবলী বিচ্ছুরিত হইয়া বাহিরে আসিতেছে। আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি সম্মুখে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন।

দিনের আলোকে যাঁহাদিগকে পাঁগল পাগলী বলিয়া ভাবিয়া ছিলেন, তাঁহারাই এই পোড়ামাতলায় দিব্য কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যাঁহাদের শৃঙ্খলাহীন কথাবার্ত্তায় উন্মাদ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাঁহারাই এখানে দেবীবন্দনায় শ্রুতিস্তুতি গাহিতেছেন। যাঁহাদের চপল চেষ্টা পথের পথিকের চোখে উপেক্ষার বস্তু হইয়াছিল, তাঁহারাই এখানে দেবউদ্দেশে দিব্য জগতের নৃত্যগীতের আসর বসাইয়াছেন। আঃ কি মধুর! কি অপরূপ লাবণ্য !!

রাধিকা সেই দিব্য অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ, স্তব্ধ, ব্যাকুল ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আর ভাবিতেই পারিলেন না কেমন করিয়া রাত্রিশেষে হরিসভায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কোন কথাই আর স্মরণে আসিতেছে না। মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার গম্ভীর, হৃদয় আলোড়িত, চঞ্চল। তখনও যেন দিব্যানুভূতির গন্ধে তিনি মত্ত হইয়া রহিয়াছেন।

হরিসভায় মঙ্গল আরতিধ্বনিতেও তাঁহার কানে সেখানকার দেবাঙ্গনাদের কঙ্কণধ্বনি শুনা যাইতেছে।

রাধিকার এই মত্ততায় বন্ধুর সহযাত্রিগণ চিন্তিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। বন্ধু তাঁহাদিগকে রাধিকার সহিত কোন প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে নিষেধ করিলেন।

বন্ধুও রাধিকার নিকট তখন কিছু জানিতে চাহিলেন না। রাধিকার সেই আবেশ দূর হইতে বহুক্ষণ লাগিল। গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যা, আহ্নিক অভ্যাসের বশে সবই করিয়াছেন কিন্তু মৌনভাবে। মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন আজ বন্ধু নিজ হাতেই করিয়াছেন। আহারের পর বন্ধু রাধিকাকে শুধু বলিয়াছেন—"কেমন ?"

রাধিকা তখনও কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল সজল দৃষ্টিতে তিনি বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তখনও তাঁহার মানসপটে যেন সেই দিব্য জগতের মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। রাধিকার উদাসীন দৃষ্টিতে বন্ধু বুঝিলেন—আবেশ এখনও দূর হয় নাই।

মধ্যাহ্নের বিশ্রামের পর বন্ধু কৌতুক বশেই আবার সেই প্রসঙ্গ তুলিতেই স্বচ্ছ-সরল-হৃদয় রাধিকা গত রাত্রের দিব্য দর্শনের কথা আবিষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন।

বন্ধু রাধিকার সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখ হইতে তাহার দৃষ্ট দিব্য স্বরূপের কথাই শুনিতে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই আনন্দ ভোগের অংশভাগী হইবার লোভ তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছিল। তিনি তাঁহার শারীর মুখে শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে চাদর ঢাকা দিয়া সেইখানেই পায়চারী করিতে লাগিলেন। রাধিকার পক্ষে বন্ধুর এই আবরণ লক্ষিত হইলেও তাঁহাকে বিস্মিত করিল না। যোগমায়ার করুণাধারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া প্রশস্ত করিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা বন্ধুর নিকট হইতে সরিয়া সেই ঘরের দালানে বসিলেন। কি মনে হওয়ায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থখানি লইয়া তেমনই উদাসীন মনেই গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন।

গ্রন্থের আদি লীলাপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে তাঁহার মনোনিবেশ হইল, "নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই" এই পংক্তিতে কেন যেন মন থামিয়া গেল। প্রতিটি অক্ষর যেন তাঁহার মনে আলোড়ন আনয়ন করিল। চক্ষুর সম্মুখে গ্রন্থের পয়ার থাকিলেও রাধিকার মন কিন্তু কোনও অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিল। রাধিকার মনে জাগিতেছে—"এই তো সেই নবদ্বীপ, ইহাই ত প্রভুর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের লীলাভূমি।"

লীলাভূমি ভাবিতে ভাবিতেই শ্রীধরের প্রসঙ্গ ভাসিয়া উঠিল। গ্রন্থপাঠে আর মন নাই, তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখে প্রভুর সেই কৈশোর লীলার শ্রীধরপ্রসঙ্গ ভাসিয়া উঠিল,—প্রভুর পূর্ব্বলীলার মধুমঙ্গলই নদীয়ায় শ্রীধর।

তিনিই এই গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শাকসব্জি, থোড়মোচা প্রভৃতি পণ্য বিক্রয়ের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভু আমার স্বাভাবিক সখ্যবশে কৌতুকরঙ্গে তাঁহার হস্ত হইতে জোর করিয়া খোলা মোচা লইয়া আসিতেন। আহা! যেদিন শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর মহাপ্রকাশ, সেই দিন তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীধরকে সঙ্গে লইয়া ভক্তগণ প্রভুর সম্মুখে আসিলেন। প্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিয়া অনন্যা ভক্তির বলেই শ্রীধর শ্রীগৌরসুন্দরের চরণযুগলে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন— "প্রভো! অষ্টসিদ্ধি নবনিধির লোভ দেখাইয়া আমাকে মোহিত ক'রো না।"

"প্রভু আমার শ্রীধরের একটি ভগ্ন কলসীর জল পান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।"

এই ভাবনায় রাধিকার দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল, প্রভু আর তাঁহার কৃপাময় ভক্তগণের কথা স্মরণ করিতে করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে বার বার যেন সেই কথাটিরই আবৃত্তি হইতে লাগিল—

"খোলা বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস।
যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস।"

শ্রীধরের স্মরণই তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিল। আর পড়িতে পারিলেন না। মনে নূতন অভিলাষ জাগিল—"পথে, যাই কাউকে জিজ্ঞাসা করি; প্রভুর প্রিয় দাসের জন্মভূমি কোথায় ?"

গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া রাধিকা বিপুল আবেগ লইয়া হরিসভা হইতে পথে বাহির হইলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে শ্রীধরের আবির্ভাবস্থলী কোথায় ?

কিন্তু চিত্তের প্রেরণা যাহাদের ভগবৎস্মৃতি হইতে উত্থিত হয়, তাঁহাদের নিকট পথপরিচয় জানা এমন কি বিচিত্র ?

রাধিকার সম্মুখ দিয়া একটি প্রবীণ বৃদ্ধ বৈষ্ণব যাইতেছিলেন। তিনি রাধিকার দিকে পরিচিতের মতই চাহিলেন। রাধিকা তাঁহার নিকট শ্রীধর-অঙ্গনের পথপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধটি তাহার উত্তরে বলিলেন—"বাবা! এইমাত্র তাঁতিপাড়া থেকে আসছি। তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁতিপাড়ার পথ জেনে যাও, সেইখানেই শ্রীধরের জন্মভূমি।" বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। রাধিকাও তাঁতিপাড়ার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন।

স্থানটি প্রায় জনবিরল। দুই একঘর কুম্ভকারের বাস, কয়েক ঘর বৈষ্ণবও রহিয়াছেন। রাধিকা তাঁহাদের নিকট ভালভাবেই স্থানটির পরিচয় জানিয়া লইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া শ্রীধরের অঙ্গনে পৌঁছিলেন। নীরবে ভূমিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আকুল প্রার্থনার সুরে সেই জন্মভূমিকে বন্দনা করিয়া সেখানে নিজের গৃহপাশ-ছেদনের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

সেখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার সময় নাই, সন্ধ্যা হইয়াছে, আবার প্রণাম করিয়া যখন হরিসভায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যা আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধু চঞ্চল হইয়া পায়চারী করিতেছিলেন। রাধিকাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাধিকার অন্তরে তখনও সেই স্মরণের আবেশ ভরপূর হইয়া রহিয়াছে। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রাত্রে শয্যা-গ্রহণের পূর্ব্বে বন্ধু রাধিকাকে জানাইলেন, "কাল রওনা হ'তে হবে।" সেকথার উত্তরে রাধিকা কিছু বলিতে পারিলেন না।

তাঁহার কান্না আসিল। বন্ধু সন্ধ্যার পর তাঁহার অনুগামীদের শুনাইয়া রাখিয়াছিলেন যে কালই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বন্ধুর মুখে দেশে ফিরিবার কথা শুনিয়া অবধি রাধিকার মনে নিদারুণ আক্ষেপ আসিল। "শ্রীধাম ছেড়ে আবার গৃহ-কারাগারে নিজেকে আবদ্ধ হ'তে হ'বে! কিন্তু উপায় কি? এই কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে তাতে আমার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? তবে কি প্রভুর চরণে আমার প্রার্থনার লেশও পেঁছায় নাই? কিন্তু প্রভু যে দয়াময়, তিনি কাহারও কিছু দোষ দেখতে পান না, তবে আবার আমায় সংসারে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আমার দুর্দ্দৈব কি এতই প্রবল? প্রভুর করুণা-রজ্জুতে কি আমায় বাঁধা যায় না? হা নিতাই! হে পতিতপাবন!"

এইরূপ প্রার্থনা ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে রাধিকার মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল।

—o—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপ হইতে বিদায় বিরহ।

রাধিকা রাত্রিশেষের পূর্ব্বেই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। বন্ধুও তাঁহার সহিত উঠিয়াছেন। মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া রাধিকা সেই-খানে দাঁড়াইয়াই প্রাণের আর্ত্তি জানাইতেছেন। কিছু পরেই শিতি-কণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুও তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিকটে আসিলেন।

পদরত্ন মহাশয় বন্ধু ও রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ তাঁহার বাড়ীতে আনন্দের মেলা বসিয়াছিল। সেই মেলা আজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ব্যথায় যেন তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাধিকাও বৃদ্ধের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরের কথা—নিজেই এই আনন্দ-মেলার সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। উভয়ের একই অবস্থা—"কেমনে বিদায় দিই, কেমনে বিদায় নিই।"

এই কয়দিন বৃদ্ধের শরীরে যেন যৌবনের বল আসিয়াছিল। আবার কতদিনে ইঁহাদের সঙ্গ লাভ হইবে, আয়ু আর বেশীদিন থাকিবে কি না সন্দেহ। এই ভাবেই তাঁহার পুত্র পিতার অবস্থাটি জানাইতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বার বার কেবল জানাইতেছেন—"আপনাদিগকে পেয়ে বাবার শরীরে বার্দ্ধক্যের অবসাদ ছিল না। এই কয়দিন সর্ব্বদা আপনাদিগকে নিয়ে মেতেছিলেন।"

পদরত্ন মহাশয়ের অন্তরের বেদনা যে কত গভীর হইয়াছে, তাহাই বুঝিয়া বন্ধু অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বন্ধুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া পদরত্ন মহাশয় গদ্‌গদ কণ্ঠে কাতর ভাবে নিজের মনের অবস্থাটি বিশ্লেষণ করিতেছেন—এই কয়দিন তাঁহাদের সঙ্গ পাইয়া তিনি ভাবিতেই পারেন নাই, আবার দিবায় দিতে হইবে। সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই চিন্তা ছিল—কি ভাবে ইঁহারা সুখে থাকিবেন। কিন্তু সে চিন্তায় বড় সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। একবার রাধিকার মুখখানি দেখিয়া তাঁহার দুটি কথা শুনিয়া তিনি যেন এই রাজ্যেই থাকিতেন না।

সমগ্র জীবন শাস্ত্রসেবা করিয়া তিনি যে ভোগ পান নাই, তাহাই এই মহৎ সঙ্গে ও রাধিকার গন্ধর্ববিনিন্দি ভাবদীপ্ত কণ্ঠের কীর্ত্তনে আস্বাদন করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছেন, কত অমিয়াসিন্ধু মন্থন করিয়া রাধিকার হৃদয় মন গঠিত হইয়াছে।

বৃদ্ধের সেই আবেগময়ী ভাষা এবং বিদায়কালীন মর্মস্পর্শী বেদনা বন্ধুকেও চঞ্চল করিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি কথা আপন হৃদয় দিয়াই গ্রহণ করিতেছিলেন।

বৃদ্ধ রাধিকাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেই রাধিকা তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ আবার তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আর বার বার তাঁহার মুখখানি দেখিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কাঁদিতেছেন। তিনি যেন আর নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"বাবা! ভুলো না আমায়, আর কত দিনই বা বাঁচবো, তুমি বোধ হয় আমার অন্তিম সময়ে এসেছো, বাবা! তোমার মধুকণ্ঠে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনে আমি কৃতকৃতার্থ হ'য়েছি। কি ব'লে তোমায় বিদায় দিব!"

বৃদ্ধের আর্ত্তি শুনিয়া রাধিকা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই মধুময় সঙ্গ ছাড়িয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। আবার কতদিনে যে এখানে আসা হইবে তাহার স্থিরতা নাই। বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ ও ভাবাবেগ রাধিকার মনকে দ্বিগুণতর চঞ্চল করিয়া দিল। তিনি তখন কেবলই ভাবিতেছেন, "আমি কি চাই যে আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে যাই? কিন্তু কি জানি কোন্ আকর্ষণ আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।"

প্রভাতের পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে রওনা হইতে হইবে, তখন বন্ধুর অনুরাগী ভক্তগণ প্রস্তুত হইলেও ইঁহাদের বিদায়-দৃশ্য দেখিয়া চঞ্চল হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকাও অবশের মত দাঁড়াইয়া আছেন, বন্ধু একবার তাঁহাকে ইসারা করিলেন। শিতিকণ্ঠ তাঁহার পিতাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। রাধিকা তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিয়াই করযোড়ে জানাইলেন—"আপনি কৃপা করুন, যেন শীঘ্র শীঘ্র সব বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে আসতে পারি।"

রাধিকার মুখে এই প্রার্থনা শুনিয়া বৃদ্ধ বিস্মিতই হইলেন। তিনি বন্ধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

একি আশ্চর্য্যের কথা—সংসারের বন্ধনে মুক্ত হইবার বাসনা কেন? এই তো পড়াশুনার বয়স। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সকলেই সংসারে আছেন, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের সন্তান, কিন্তু পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাষা ইহার মুখে? নিশ্চয় ইনি প্রভুর চিহ্নিত দাস।

সেই ভাবেই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"প্রভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, এই বালক রাধিকার কণ্ঠে তোমার নামগুণ মহিমা কীর্ত্তিত হ'য়ে বিশ্ববাসী তোমার চরণে উন্মুখ হোক্! তুমিই তোমার আপন জনকে অঙ্গীকার কর প্রভু!"

বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন না, রাধিকাকে আবার বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। পদরত্ন মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বন্ধু ও রাধিকাকে বিদায় দিলেন।

সমবেত কণ্ঠে "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনি উঠিল। বৃদ্ধ মন্দির-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া ইঁহাদিগকে পথে বিদায় দিলেন। ধামবাসিগণ গঙ্গা-স্নানে আসিতেছিলেন। হরিসভায় ইঁহাদের বিদায় দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইলেন। রাধিকা পথে নামিয়া শ্রীধামের রজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া বন্ধুর সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া নৌকায় চড়িলেন।

আর একখানি নৌকায় বন্ধুর ভক্তগণ উঠিলেন। ভাগীরথীর স্রোতে নৌকা দুইখানি ভাসিয়া চলিল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্য-বাতুল।

"কি চেহারাই হ'য়েছে রাধিকার! আমি তার ঐ রকম বেশ দেখতে পারি? কেন কোন্ দুঃখে সে মাথা মুড়িয়ে গলায় মালা প'রে মাথায় শিখা রেখে অমন করে বেড়াবে? ওর বৌদিদের হাতে না হয় নাই বা খেলে? আমি না হয় রান্না ক'রে দেবো, ওর ঐ সন্ন্যাসী রূপ আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না!"

রাধিকার ছোট ভগ্নী শারদেন্দুর সহিত সত্যভামা দেবী কথা বলিতেছেন। রাধিকা তাঁহার পাশের ঘরে থাকিয়া মায়ের কথা শুনিতেছিলেন। মা যে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আজ চারিদিন যাবৎ নবদ্বীপ হইতে আসিয়া প্রথম দিনে সেই যে মাতৃদেবীকে প্রণাম করিবার সময় তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে সত্যভামা দেবীর পাশ দিয়া রাধিকা আসা যাওয়া করিলেও কাছে যান না। তিনি দেখিয়াছেন, মা গম্ভীর হইয়া আছেন।

সত্যভামা দেবীও কোন কার্য্যের জন্য এদিক ওদিক আসা যাওয়ার সময়ে রাধিকাকে সম্মুখে দেখিলেই দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। তিনি রাধিকার নবদ্বীপ যাওয়ার পর হইতেই এইটি শঙ্কা করিতেছিলেন। তবে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, পুত্রের এই বেশভূষা ও বৈরাগীর মত আচরণ ছাড়াইবার জন্য রাধিকাকে কিছু বলি, কিংবা দেবেন্দ্রকে সংবাদ দিই; কিন্তু তাহা পারেন নাই। দেবেন্দ্র বা যতীন্দ্র আসিয়া পড়িলে রাধিকার আরও অশান্তি সৃষ্টি করিবে। সেই জন্য তিনি সংবাদ দিতেও পারেন নাই।

তবে যদি অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে 'রাধিকার এই আচরণটি সাময়িক খেয়াল মাত্র' এই বলিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

এতকিছু ভাবিয়াও রাধিকার বর্ত্তমান আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তিনি দুঃখই ভোগ করিতেছিলেন। রাধিকা মায়ের মনের অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিয়াও বৈরাগীর বেশ ছাড়িতে পারিলেন না। এই বেশটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে।

একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহার মনে সেই শ্রীধামের সব কিছু জাগিয়া উঠে। জপে বসিলেই তাঁহাদের কথা ভাবিয়া তৃপ্তি পান। কেবলই মনে হয়—"শ্রীধামে যাঁরা কৃপা ক'রে দর্শন দিলেন, তাঁদের কি মনোরম স্বরূপ—কি অপূর্ব্ব দৈন্য, কি বিনয়। প্রভু তাঁদের বাহিরে মাত্র কাঙ্গাল সাজিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের অন্তরে দিয়েছেন অপ্রাকৃত মহাধনসম্পদ্, আর বাস দিয়েছেন নিজ নিকেতনে। কিন্তু মা তো সে সম্পদ্ চান না, তিনি চান আঁচলে আমায় বেঁধে রাখতে।

সকলের ছেলে যেমন হেসে খেলে বেড়ায়, আমিও যেন তেমনই থাকি।"

এইরূপ ভাবনা তাঁহার ক্ষণিকের জন্য নয়, সর্ব্বদাই হয়, কিন্তু শীঘ্র যে তাহার কোনও সমাধান হইতে পারে তাহাও বুঝিতেছেন না। তাহা ছাড়া তিনি যে গোপনে পলায়ন করিবেন সেরূপ সাহসও আসিতেছে না। বন্ধুকে জানাইলেই বা তিনি কি করিতে পারেন? অবশেষে রাধিকা ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, যতদিন না কোন উপায় দেখা যায় ততদিন এই ভাবেই চলিতে থাকুক।

কিন্তু তাহার আর একটি সমস্যা হইল, টোলের পড়াশুনার জন্য। তাঁহার এই ভাবে টোলে যাওয়া বন্ধ থাকিলে দাদারা নিশ্চয় সুখী হইবেন না, পীড়ন শাসনও হইবে এবং হয়তো এরূপও হইতে পারে যে, এখান হইতে তাঁহাকে সরাইয়াও দিতে পারেন। তবে রাধিকার পক্ষে বর্ত্তমানে একটু সুখের আশা এই যে সম্প্রতি দাদারা বাড়ীতে আসিবেন না।

সেইজন্য রাধিকা স্থির করিলেন যে, ইহার মধ্যে যদি কোন সুযোগ আসিয়া যায়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে এবং মা যখন আহারাদির সম্বন্ধে কোন বাধা নিষেধ আরোপ করেন নাই, তখন উহার আর পরিবর্ত্তন করা হইবে না। তবে এইভাবে মুণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মস্তক রাখাটা চলিবে না। যদি আহারাদির সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হয়, তখন অসুখের ছলে তাহা বন্ধ করা যাইবে।

এইভাবে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাধিকা নবদ্বীপের বৈরাগ্যবেশ রাখিয়া অন্যান্য অবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তন করিলেন। তাহার ফলে সত্যভামা দেবীও দেখিলেন—"রাধিকা আমার তেমন ছেলে নয়; আমার দুঃখ দেখে ওর মনে নিশ্চয় কষ্ট হ'য়েছে, তাই রাধিকা আবার ভালভাবে চ'লছে।"

রাধিকাও নবদ্বীপ হইতে আসিয়া সত্যভামা দেবীর মনের অবস্থা বুঝিয়া নিজে অশান্তি ভোগ করিলেও মাকে সুখী করিবার জন্য এখন তাঁহার মনোমত ব্যবস্থাতেই চলিতেছেন।

রাধিকার অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া সত্যভামা দেবী বৈশাখের সংক্রান্তির দিনে তাঁহার কল্যাণের জন্য সত্যনারায়ণ পূজার যে মানত করিয়া ছিলেন, তাহার আয়োজন করিলেন।

যেদিন সত্য নারায়ণের পূজা হইতেছিল, রাধিকা সেদিন কোথাও যান নাই। পূজার সময় নিকটে না বসিয়া অন্য ধারে বসিয়া শুনিতেছেন, আর তাঁহার মনে পড়িতেছে—"একদিন কাহারও বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা হইলে দাদাদের সহিত তিনি যাইতেন। পূজার পর দাদাদের সহিত হরিনাম গান করিতেন, কিন্তু আজ!"

পূজাশেষে সত্যভামা দেবী সত্যনারায়ণের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, আর রাধিকাও সেই খানে বসিয়া অনেক কিছুই ভাবিতেছেন। তাঁহার ভাবনার ভিতর এমন সব ব্যাকুলতা ও উদ্দীপনা আসিতেছে যে, নিজেই মনে মনে বিস্মিত হইতেছেন। ভাবী জীবনের গতি তাঁহার নিকট যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে—বাড়ীতে থাকিবার আকর্ষণ কেন? মন একক্ষণের জন্যও থাকিতে যে চায় না, তথাপি কেন থাকা!

কাহার স্নেহের আকর্ষণে তাঁহার থাকা? পিতৃদেব কাশীতে আছেন। দাদারা তাঁহাদের মত করিয়া আমাকে পাইতে চান। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার যে কিছু ভাল লাগে না। ইহাদের ছাড়িয়া যাওয়া কি অপরাধ ?

রাধিকার এই চিন্তায় যেন নূতন ইঙ্গিত আসিল। ভগবান্ গৌর-সুন্দরের চরিত্রমাধুরীর কথা তাঁহার মনে জাগিল। তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তো পথের সন্ধান মিলিবে। দরিদ্র পরিবার, বিধবা মাতা, যুবতী পত্নী, বংশে আর কেহ নাই, তথাপি তিনি ইহাদিগকে রাখিয়া সংসার আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

রাধিকার ভাবনা আরও গভীর হইল। তাঁহার মনে সেই ভাগবতীয় সত্যের উদয় হইল। এই জগতের মায়ার আকর্ষণ তো আত্মকল্যাণের সহায় হয় না, মৃত্যুর পথও রোধ করে না, তবে আমার আকর্ষণের কি আছে ?

তাহার মনের সেই চিন্তায় ভাগবতীয় রূপ ফুটিয়া উঠিল—

গুরু র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

সেই দিনটি রাধিকার নিকট আশ্চর্য্য ভাবে উপস্থিত হইয়াছে। বাহিরে সত্যনারায়ণের পূজা হইতেছে আর ঘরের মধ্যে রাধিকার মনে তখন বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে !

রাধিকার বিচার-বিচক্ষণ মন তখন আরও গভীর ভাবে আত্ম-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হইতে হইতে এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে রাধিকা যেন গৃহে থাকিয়াও নিজেকে ভাবিতে পারিতেছেন না যে, উহা তাঁহার সংসার আশ্রমে বাস। তাঁহার মনে জাগিতেছে—"ভগবৎস্মরণ ব্যতীত বৈরাগ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না ব্রহ্মচর্য্যের স্থিতি মূল সুদৃঢ় না হইলে দেহ ইন্দ্রিয় পবিত্র হয় না। শ্রীভগবানের চিন্তায় মন আসক্ত না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, জ্ঞানলাভ হয় না, এ সংসারে বৈরাগ্যও আসে না। আমার ভগবৎ স্মরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে না, সেইজন্য আমার মন কিসের ভয়ে, কিসের আকর্ষণে আবার এই গৃহপরিবারে ফিরিয়া আসিতেছে।”

পূজার পর নিমন্ত্রিতগণ চাহিতেছিলেন—রাধিকাকে দেখিয়া যাই, সত্যভামা দেবীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ইসারা করিয়া সেই ঘরের দিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারাও রাধিকার মনন-গম্ভীর মুখখানি দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে সত্যভামা দেবী রাধিকাকে বাহিরে ডাকিলেন। রাধিকা প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইলেন। সত্য নারায়ণের স্মরণ করিতে করিতে রাধিকার মনে হইল “প্রভু! আমায় বল দাও, সংসারের মায়া কাড়িয়া নাও।

রাধিকা গম্ভীর মনে প্রসাদ পাইতে পাইতে ভাবিতেছেন—“ভগবৎ-প্রসাদ লাভ! কৈ আমার কি প্রসাদ লাভ হ'য়েছে? তাঁর প্রসাদে তো সর্ব্ব বাধা দূর হ'য়ে যায়। আমার তো বাধা দূর হ'চ্ছে না।”

রাধিকার মন পূর্ব্ব চিন্তায় ফিরিয়া আসিল। মনে হইল—একটু বাহিরে বেড়াইয়া আসি। বন্ধুর নিকটও যাইব না।

বাড়ীর বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সময় সুধন্বা মিত্র আসিয়া তাঁহার মাকে রাধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন!

সত্যভামা দেবী একটু গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—“ঘরে আছে।”

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহিরে আসার জন্য নিষেধের কিছু ছিল না, সুধন্বাকে দেখিয়া রাধিকার আনন্দ হইল। রাধিকা চোখ ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা তোমায় আর কিছু ব'ললেন না?”

সুধন্বা তাঁহার প্রশ্নের অর্থ বুঝিয়াই বলিলেন—“নবদ্বীপ থেকে এসে আর আমি মাথা কামাইনি, চুল বড় হ'য়ে গেছে, গলার মালাও ঢাকা আছে।”

মিত্রের কথায় রাধিকা মৃদু হাসিলেন। সুধন্বার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলেন। বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে সুধন্বার একটি প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইল। রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বন্ধু বলেন —“ভক্তি ছাড়া শক্তি নাই।” আবার তিনি নিজে কিন্তু যোগ অভ্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তোমার কি মনে হয়? ভক্তিযোগে আনন্দ লাভ কি ঠিক ঠিক হয় না?

এ প্রশ্নে রাধিকা বিস্মিত হইলেন, এত দিন যাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন তিনি এরূপ বলিলেন কেন?

রাধিকার মনে হইল ইহা সুধন্বার প্রশ্ন নয়, তাঁহাকে জানাইবার জন্যই উহার মুখে এই প্রশ্ন। রাধিকা তখন নিজের অনুভূত সত্যটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"দেখ, আমার মনে হয়, মহা মহা সাধুশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কথা শুনে যখন আনন্দ লাভ হয়, তখন তাঁদের যিনি আরাধ্য তাঁর লীলাকথায় যে আনন্দ লাভ হবে এতে আর সন্দেহ কি? সেই আনন্দ পাবার জন্য যে চেষ্টা তাই ভক্তি, তাই আনন্দ। বন্ধু যে যোগ অভ্যাস করেন ওটি তাঁর শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে।

রাধিকার কথাটি শুনিয়া সুধন্বা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—ভক্তি-যোগের এত নিগূঢ় মর্ম্মকথা রাধিকা কেমন করিয়া জানিল? উভয়ে আর কিছু দূর আসিয়া একটু নির্জ্জন স্থানে বসিলেন। রাধিকা একটু হাসিয়া বলিলেন,

"ব'সো, একটা গান মনে এল", বলিয়াই রাধিকা সুধন্বার দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

কবে হবে সেই প্রেমের সঞ্চার।
(কবে) পূর্ণ হবে কাম ব'লবো হরিনাম
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন
কবে যাব আমি প্রেম নিকেতন
সংসার বন্ধন হইবে মোচন
প্রেমাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করব পরশন
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন
লুটাইব ভক্তিপথে আনবার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবে যাবে আমার ধরম করম
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম
পরিহরি অভিমান লোকাচার ॥

রাধিকার দুই চোখের পাশ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সুধন্বাও তাঁহার গান শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

রাধিকার যেন কোন কথা বলিতেই আর ভাল লাগিতেছে না। সুধন্বাও তাঁহার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"গোয়াল চামট যাবে?" রাধিকা গম্ভীর হইয়াই বলিলেন "না থাক্"। কিছুক্ষণ পরই তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন। রাত্রি বাড়িলেও রাধিকার চোখে নিদ্রাও যেন কুণ্ঠিত গতিতে আসিতেছে। সত্যভামা দেবীর ঘরেই রাধিকা শয়ন করিয়াছেন।

মন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াই আছে। বিরাট নগরকীর্ত্তন, পাবনার কীর্ত্তন, দুর্বৃত্তের প্রহার, ভারতীর আশীর্ব্বাদ, নবদ্বীপের দর্শন, পোড়ামা তলার দেবদর্শন সবই তাঁহার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সেই ভাবনার মধ্যেই মনে হইল—"বৈরাগ্য চেষ্টা ক'রে আসে না, বৈরাগীর জীবনে সুখ দুঃখের বোধ থাকে না। তাঁরা মনে করেন—এই ইন্দ্রিয়ের সুখ দেহধারণ করলেই লাভ হয়, দুঃখও যেমন অনায়াসে আসে, সুখও তেমনই সহজে আসে, সুখদুঃখ দেহেরই ধর্ম্ম, তাহলে সুখের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার কি দরকার? ওতো পরমায়ু-ক্ষয়।

গোবিন্দচরণস্মরণে যে আনন্দ, যে কল্যাণ লাভ হয় তা কি ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ছুট্‌লে হয়?" রাধিকার মনের অগোচরে শ্রীব্যাসদেবের উক্তিই যেন অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রাধিকার অনুধ্যান যেন সেই প্রহ্লাদের কথারই রূপান্তর—

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥
তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেহ ধারণ করিলে যেমন অনায়াসে নিজের ইন্দ্রিয়-জনিত দুঃখ আসে সেই প্রকার সুখও অনায়াসে অদৃষ্টক্রমে লাভ হয়। সুতরাং সুখলাভের নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করায় মাত্র আয়ু ক্ষয়ই হয়; আত্যন্তিক কল্যাণ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দের চরণকমল লাভ হয় না।"

অনিচ্ছাতেও বিষয়ের চিন্তা এলে সেইটিই ধীরে ধীরে ভোগের পথে নিয়ে যায়; আর ভগবৎচিন্তা অনুবন্ধ হ'লে মন শ্রীভগবানেই তন্ময় হয়ে থাকে।

মধ্যরাত্রিও কাটিয়া গেল। ভগবৎস্মরণের সময়টীতে তাঁহার চিত্তের আরও একটি দ্বার খুলিয়া গেল। রাধিকার একান্ত ধারণা—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিয়য়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥

রাধিকার নিয়মিত সময়ের নিয়ন্ত্রিত অভ্যাস আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব-অভ্যস্ত নিয়মাবলীতে তাঁহার মন আর বসিতে চায় না। শ্রীহরির স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার মনে কেবল গৃহপরিত্যাগের চিন্তাই আসিতেছে। "একান্তমনে গোবিন্দচরণ চিন্তাতেই আমার বৈরাগ্যলাভ হবে।" সেই যে ধামবাসী বৈরাগিগণ সংসারের সব জ্বালা থেকে মুক্ত হ'য়ে ধামের আশ্রয় লাভ ক'রেছেন, তাঁহারা কি বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে স্তব্ধ ক'রে তবে বৈরাগ্য লাভ ক'রেছেন? তা কখনও হ'তে পারে না, ওসব ক'রে বৈরাগ্য ক'রতে হ'লে প্রচুর আয়ুর দরকার, তা তাঁদের কোথায়; কত যুবক বৈরাগীও ত দেখলাম। না কখনই নয়।

গোবিন্দ স্মরণ ক'রলেই তিনি কৃপা ক'রে সব ছাড়িয়ে দেবেন।"

রাধিকার এই আশ্চর্য্য অনুভূতিই যেন তাঁহাকে ঘরের বাহিরে টানিতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে রাধিকা শ্রীহরিস্মরণে অতিবাহিত করেন, তিনিই আজ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া তাহার বহু পূর্ব্বেই আসন ছাড়িয়া বদরপুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

উন্মনা রাধিকার বৈরাগ্য-বাতুল চেষ্টা যেন তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও স্থির হইতে দিতেছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাতকালীন শ্রীহরি স্মরণের সময় তাঁহার মনে যে অনুভূতি জাগিয়াছিল, তাহাই চিরকালের সত্য, চিরদিনের সমাধির ফল।

বদরপুরে গিয়া বকুল বিশ্বাসকে ডাকিয়া রাধিকা সেইখানেই কিছুক্ষণ টহল কীর্ত্তন করিলেন। বকুলও নবদ্বীপ হইতে আসিয়া দেখিতেছেন যে আর সে রাধিকা নাই। তিনি বন্ধুকেও রাধিকার অবস্থার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বন্ধু মৃদু হাসিয়াছেন।

রাধিকাও নবদ্বীপ ধাম হইতে এমন কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, যাহা তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাহারই অমোঘ শক্তির ফলে তাঁহার নিসর্গ-স্বচ্ছ চিত্তটি যেন দিবারাত্র বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

সেই অভিনব বস্তুটির মহনীয় শক্তিই তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পক্ষান্তরে মাতৃদেবী ও অন্যান্য গুরুজনদের মনে নানা আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে, এবং সেই শঙ্কার জন্য রাধিকাও তাঁহার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা পাইতেছেন।

কিভাবে রাধিকার সেই চঞ্চল বৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারা যায়, সেই চিন্তা সত্যভামাদেবীকে যেন ভাবাইয়া তুলিল। তিনি সেদিন সত্যনারায়ণের পূজায় নিলোখীতে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। এতদূরে নিমন্ত্রণ পাঠাইবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ভরতচন্দ্র আসিলে হয় তো রাধিকার সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করা যায়, কিংবা তাহার একটা সন্ধানও মিলিতে পারে। কিন্তু সেদিন তিনি আসিতে পারেন নাই। সেন মহাশয় জানাইয়াছেন—দুচার দিন পরেই আসিবেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার পরে :

ভরতচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার দিদির নিকট হইতে ফরিদপুর যাইবার সংবাদ পাইলেও নানা কারণে সেদিন আসিতে পারেন নাই। অনেকদিন যাবৎ রাধিকা নিলোখীর বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ভাগিনেয়ের যথেচ্ছ স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, বরং নিজেই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই কতদিনের ভিতর রাধিকার সম্বন্ধে তিনি অনেক আশ্চর্য্যজনক সংবাদ পাইয়াছেন, অন্ততঃ সেই কৌতূহলেও তাঁহার দেখিতে আসিবার কথা।

তিনি লোকপরম্পরায় শুনিয়াছেন—রাধিকা বৈরাগী হইয়া গিয়াছে। পড়াশুনায় কিছুমাত্র মন দিলে না। শুধু নিলোখী গ্রামেই নয়—অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেও রটিয়াছে যে রাধিকা বৈষ্ণব হইয়াছে।

যে কয়দিন রাধিকা সেখানে ছিলেন তাহারই মধ্যে অনেকেই রাধিকাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাধুস্বভাব রাধিকা গ্রামের পার্শ্বে যে সব বৈষ্ণবের আখড়া আছে, রাধিকা সেখানেও যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন—রাধিকা বাবাজী হইয়াছে।

সেন মহাশয় নিজে যতখানি সংবাদ পাইয়াছেন, সেই সব অত্যদ্ভুত কাহিনী তাহাকে ছাপাইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর সম্প্রতি সত্য ঘটনা রাধিকার নবদ্বীপে যাওয়া এবং ফিরিয়া আসিবার ঘটনার উপর আরও কিছু রঞ্জিত হইয়া এই হইয়াছে যে, রাধিকা বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে এবং বাড়ীতে আনিবার পর রাধিকা প্রায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। বাড়ীতে রাধিকার জন্য অনেক কিছু তুক তাক করা হইয়াছে। মাদুলী কবচও ধারণ করান হইয়াছে। বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। সত্যভামা দেবী রাধিকার জন্য সত্যনারায়ণের মানত করিয়াছিলেন এবং তাহার উদ্‌যাপনের দিন সহরের বহু ব্যক্তি তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া আরও গুজব রটিয়াছে যে, রাধিকা কোন সাধু যোগীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ বিদ্যা লাভ করিয়াছে। যাহাকে যাহা বলিতেছে তাহার তৎক্ষণাৎ তাহাই ফলিতেছে, কোন মহিলারই মুখ দেখে না। কোন কোন দিন রাত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া শ্মশানে বসিয়া জপতপ করে।

এই জাতীয় আরও অনেক কিছু সম্ভব-অসম্ভব ঘটনা শুনিয়া অবধি সেন মহাশয়ের মনে কেমন বিচিত্র ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। এই সব কাহিনীর সহিত সত্যনারায়ণের পূজা এবং যোগী বা ভক্ত সাধক জগদ্বন্ধুর সহিত রাধিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সত্য ঘটনাগুলি মিশাইয়া সেন মহাশয় কিছুটা চিন্তিত হইয়াছেন এবং মনে মনে তাঁহার জন্য নিজেকেও কতকটা লজ্জিত মনে করিতেছেন।

ভাগিনেয়টি পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় কুলেই যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াও সেন মহাশয়ের মনে আর একটি ধারণা ছিল যে, এখন রাধিকার মাত্র চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স।

এখনও হয় তো কিছু কড়া শাসনে রাখিলে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। যদি সত্যই কোন কিছু দৈব ঘটনার বশেই তাহার ঐরূপ স্বভাবের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা করিলেও শান্ত হইতে পারে।

ফরিদপুরে রাধিকার সেরূপ ব্যবস্থার অসুবিধা হইলে নিলোখীতে রাখার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। এই ধারণা লইয়াই সেন মহাশয় জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি শুভ দিনে সস্ত্রীক ফরিদপুরে আসিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহারা আসিয়াছেন, রাধিকা তখন বাড়ীতেই ছিলেন, মামা মামীকে আসিতে দেখিয়া রাধিকা বাহিরে আসিলেন। উভয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি মাথায় লইয়া বিনীত ভাবেই তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইলেন।

রাধিকার দিকে তাঁহারা বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। যদিও তাঁহার মাথায় তখনও ছোট ছোট চুল, শিখা, গলায় তুলসীর মালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বৈরাগীর মত কতকটা বেশভূষা, তথাপি তাঁহারা যেন রাধিকার সেই অবস্থায়ও বেশ একটি অনিন্দ্যসুন্দর ছবি দেখিতে পাইলেন।

সেন মহাশয় রাধিকার দিকে চাহিয়া আর যেন দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছেন না। পত্নীর দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"এই সেই রাধিকা? চার বছর আগে আর আজকের মধ্যে এত তফাৎ? কে ব'লবে আমাদের সেই রাধিকারঞ্জন!"

সেন মহাশয়ের পত্নীও তেমনইভাবে চাহিয়া আছেন। তাঁহারও চোখে যেন অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। রাধিকার তখন কৈশোর যৌবনের সন্ধি। একেই তাঁহার শ্যামল উজ্জল বর্ণ, নিটোল কোমল গঠন, স্নিগ্ধমধুর দৃষ্টি, তাহার উপর এখন আবার নবীন ব্রহ্মচারীর বেশ।

রাধিকাও তাঁহার অভ্যস্ত স্বভাবের বশে অবনত দৃষ্টিতে তাঁহাদের পদতলের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা স্নেহকোমল স্বরে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। রাধিকা বিনীতভাবে তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিলেন।

সেনমহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুত কাহিনীর জন্য কিছু ভর্ৎসনা করিবেন মনে করিয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাধিকার এই অপরূপ বেশ, মনোরম লাবণ্য এবং অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে প্রসঙ্গ তুলিতে পারিলেন না।

তিনি বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। সংস্কৃতশাস্ত্রও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন। ব্যবহার জগতেও অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ অতএব বালক বৃদ্ধের চরিত্রগত বৈলক্ষণ্য বুঝিবার মত তাঁহার ধারণাশক্তি নিতান্ত লঘু নয়।

সেই ধারণাতেই তিনি রাধিকাকে দেখিয়া এবং তাঁহার বিনয়নম্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন যে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইয়াছে। রাধিকার স্বভাব সহজেই মধুর ও অন্তর্মুখী, তাহার উপর সৎসঙ্গ এবং ভক্তির প্রভাবে আরও সুন্দর হইয়াছে। এমন শান্ত ধীর কমনীয় রূপ কি ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গলাভ ব্যতিরেকে সম্ভব? আজ মনে হইতেছে আমরাই ধন্য হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি তিনি স্বভাব-স্নেহের বশেই রাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধিকা! সংসারে থেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রতে তোমার ইচ্চা হয় না?"

মাতুলের কথায় রাধিকা আরও স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার কথায় কি উত্তর দিতে হইবে তাহা মনে আসিতেছে না। এদিকে সত্যের অপলাপ করা ত চলে না অথচ অপ্রিয় সত্যও বলা সমীচীন নয়। এই ভাবিয়া তিনি জানাইলেন, "ধর্ম্ম কাকে বলে তাতো জানি না, সর্ব্বদাই মনে হয়,—মানবজীবনে যদি শ্রীহরিভক্তি লাভ হয় তবেই ধন্য হওয়া যায়।"

রাধিকার কথায় মাতুল বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহার কথাটি সমর্থন করিয়া বলিলেন, ঠিকই ব'লেছো, আমাদের শাস্ত্র তাই বলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥।ভাঃ ২।৬

তবে তাতে যে ঘরবাড়ী ছেড়ে কোথাও বনে যেতে হবে এমন তো বলেন না। তোমার যে রকম হাল চাল তা তো সুবিধা বলে মনে হয় না। ভক্তিলাভই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তা কি বাড়ীতে ব'সে হয় না?

মাতুলের প্রশ্নটি রাধিকার হৃদয়টিকে চঞ্চল করিয়া দিল। রাধিকা বিশেষ সংকুচিত হইলেন। তিনি কিভাবে জানাইবেন যে বাড়ীতে থাকিলে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করা বড় কঠিন। সে জন্য তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

মাতুল তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভাবিলেন যে, এইবার রাধিকা আর উত্তর দিতে পারিবে না। ঠিক জায়গায় প্রশ্ন করিয়াছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ ক'রে থাকলে যে? উত্তর দাও, বাড়ীতে থাকলে কি হরিভক্তি লাভ হবে না?"

রাধিকা বিনয়ের সহিত বলিলেন—"সাধুদের কাছে শুনেছি—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তি র্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥

ভাঃ ১।২।১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্কাম ভক্তের সেবা ক'রলে তবে বহুদিনের সংস্কার-আসক্তি, দুর্ব্বার সংসার-বাসনার ক্ষয় হয়। তা না হ'লে নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয় না। বাড়ীতে নিষ্কাম ভক্তের সঙ্গলাভ হবে কি ক'রে ?

রাধিকার এই যুক্তিসঙ্গত উত্তর শুনিয়া মাতুলের বলিবার আর কিছু রহিল না। বৈরাগ্যলাভ বিষয়েও আর সন্দেহ রহিল না। এই বয়সে তাঁহার যেরূপ সাধুসঙ্গে দৃঢ়ভক্তি লাভ হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে আর গৃহে রাখা যাইবে না। তথাপি স্নেহের বশে আবার বলিলেন—"তুমি বড় ঘরের ছেলে, তোমার পিতা পিতামহ ভক্তিমান্, তুমিও শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, জপ কর, ধীরে ধীরে সবই বাড়ীতে ব'সে লাভ হবে।"

তিনি একথাগুলি বলিয়াও ভাবিলেন, এযুক্তি হয় তো রাধিকার মনকে স্পর্শও করিবে না। কারণ, বিশুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তির প্রেরণা যখন আসিয়াছে, তখন এইরূপ উপদেশ কার্য্যকর হইবে না।"

রাধিকা আবার বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন: আমি যেন সাধুপথে থাকতে পারি। আমি ত শাস্ত্রকথা জানি না। মন বড় চঞ্চল হ'য়েছিল, তাই নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। সেখানে সাধু মহাত্মাদের কাছে কিছু কিছু উপদেশ শুনেছি, সেইগুলি জানালাম।" এই বলিয়াই তিনি মুখ নীচু করিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মামীমা আশ্চর্য্য হইয়াই তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন,—এই তো সেদিনের বালক রাধিকা, এরই মধ্যে কেমন হ'য়ে গিয়েছে! ইনি শাস্ত্রজানা লোক। এঁর সঙ্গে কেমন সুন্দর কথা ব'ল্‌ছে, এই কত দিনের মধ্যে এত শিখলে বা কি করে ?

তাঁহার স্বামীও রাধিকার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। রাধিকার দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিলেন,—"যন্নবে ভাজনে লগ্নে সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ" সেই শিশুরাধিকার মধ্যে যা দেখা গিয়েছিল তাই আজ এতবড় হ'য়ে পল্লবিত হয়েছে। তবে যৌবনের আকার কি হয় বলা যায় না। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়সংগ্রামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুশক্তিশালী পুরুষও পরাস্ত হয়ে পড়ে শুনেছি। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের কথা পৃথক্—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ান্॥

ভা ৩৷২২৷৩৭

মাতুল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাধিকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কি আর বলি বাবা! গোবিন্দ তোমার কল্যাণ করুন।" তখন সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা উঠিলেন।

সে রাত্রে আর গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। রাত্রে তাঁহার দিদি রাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সেন মহাশয় বলিলেন— "দিদি! তোমার কথাই ঠিক। রাধিকা হয়ত বাড়ীতে থাকবে না। বড় চিন্তার কথা। তবে কি জান? একটু নজরে নজরে রাখলে হয়তো শুধরে যেতে পারে, কিন্তু ওর স্বভাবটি এত নির্ম্মল যে ওকে কোন কিছু ছল চাতুরীতে বাঁধা যাবে ব'লে মনে হয় না। এরকম চরিত্রের কথা পুরাণেই শুনেছি। এ জগতে প্রায় দেখা যায় না।"

ভাইয়ের মুখে রাধিকার প্রশংসা শুনিয়া সত্যভামা দেবী যত খুসী হইলেন, তাহা অপেক্ষা চিন্তিত হইলেন বেশী। সত্যই কি রাধিকা বাড়ীতে থাকিবে না! তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "ওকে কাশী পাঠালে কেমন হয়?"

সেন মহাশয় বলিলেন—"ওরে বাবা! কাশী যে সন্ন্যাসীদের আড্ডা। সেখানে পাঠালে ত আর কথাই নাই। তার চেয়ে বাড়ীতেই ওকে সাবধানে রাখ। এখন পড়া শুনার বিষয়ে আর বিশেষ কিছু ব'লো না। থাক্‌তে থাক্‌তে অনেকটা শান্ত হবে।"

সে রাত্রে দিদির সহিত এইরূপ আলাপ করিয়া সেন মহাশয় পরদিন প্রাতে সস্ত্রীক নিলোখীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃভূমি হইতে বিদায় প্রার্থনা ঃ

মাতুলমহাশয় চলিয়া যাওয়ার পরদিন রাধিকা একবার ব্রাহ্মণ-কান্দায় গিয়া বন্ধুর বাড়ীতে সংবাদ লইয়াছেন যে, বন্ধু রাঁচি হইতে ফিরিতে এখনও তিন চার দিন বিলম্ব আছে। রাধিকা হিসাব করিয়া দেখিলেন যে নবদ্বীপ হইতে যে দিন ফিরিয়াছেন, তাহার পর হইতে প্রায় পনর ষোল দিন কাটিয়া গিয়াছে, এখানে আসিয়া বন্ধু হয়ত দুই চার দিন থাকিলেও আবার পাবনা যাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সহিত পাবনা যাওয়া আর সম্ভব হইবে না। এইবার দাদারা সহরের বাড়ীতে আসিবেন। আমার সম্বন্ধে সব কিছু শুনিলেও এখানে আসিয়াই হয়তো একটা কিছু ব্যবস্থা করিবেন। এই সময় আমারও উচিত, তাঁহাদের মনে যেন আমার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ধারণা না হয় বা কঠিন কিছু করার ব্যবস্থা যাহাতে না হয়।

সেইরূপ চিন্তা করিয়াই রাধিকা তাহার পরদিন হইতে বাড়ীতে এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও বড় বৌদি আশ্চর্য্য মানিলেন। সত্যভামা দেবী মনে করিলেন যে, তাহার ছোট ভাইয়ের উপদেশেই রাধিকার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বাড়ীর প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে রাধিকা প্রত্যেকটিতে যেন আসক্তি ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সত্যই রাধিকাও নিজের আরব্ধ ও অভ্যস্ত কৃত্যগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া মাতৃদেবী ও বড় বৌদির মনে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ ধারণাটি লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

সকালে টহল কীর্ত্তনেও বাহির হন না এবং বকুল বা সুধন্বার সহিতও বেড়াইতে যান না। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া বাড়ীর সকলে মনে করিলেন যে, রাধিকা যখন বন্ধুর ওখানে আর যায় না তখন বন্ধুর প্রতি তাহার অনুরক্তি হ্রাস পাইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠের তুলসীমালা বা মস্তকের শিখাটির সম্বন্ধে কেহ বক্রদৃষ্টি করিলে বা কাহারও মারফৎ ফেলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব আসিলে রাধিকা হাসিয়া বলেন, "থাক না, ওতে আর কি হ'য়েছে?"

তাহা ছাড়া সাত্ত্বিক আহারাদির ব্যাপারে পরিবর্ত্তন করার জন্য কিছু বলিলে রাধিকা উত্তর দেন "ওতে শরীর ভাল থাকে।"

সত্যভামা দেবীও ঐ আহারটির জন্য রাধিকাকে কিছু বলিতেন না। পুত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে তাহাতে নিষেধ করিবারই বা কি আছে? তাঁহার বৌদিদি "সাধু ঠাকুরপো" বলিয়া হাস্য কৌতুকের মধ্যে অপ্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলে রাধিকাও তাহাতে আনন্দে যোগ দেন।

এইভাবে তাঁহার কৃত্রিম চেষ্টারা সুখময় পরিবেশের সৃষ্টি হইলে রাধিকা সত্যভামা দেবীকে একটু আবদারের সহিত জানাইলেন— "একবার কুমারপুর যেতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।"

সত্যভামা দেবী তাহাতে খুসী হইলেন এবং রাধিকার সম্বন্ধে গ্রামের লোক ও যতীন্দ্রমোহনের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা যে মিথ্যা তাহা জানাইবার জন্য তিনি বলিলেন—"বেশ আমিও যাব।"

সেইদিন বৈকালে মাতাপুত্রে কুমারপুর রওনা হইলেন। সেখানে যে বেশীদিন থাকা হইবে না একথাও রাধিকা জানাইয়াছিলেন।

কুমারপুরের বাটীতে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই যতীন্দ্রমোহন রাধিকার হাবভাব দেখিয়া কুপিত হইলেও সত্যভামা দেবীর ইঙ্গিতে শান্ত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—রাধিকা এ কয়দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে উৎকট ভাব দেখাইয়াছিল আর তাহা নাই। ইহার পরে আরও কিছুশাসন পীড়ন হইলে হয়তো বাঁকিয়া যাইতে পারে।

মাতৃদেবীর কথার মর্ম্মার্থ বুঝিয়াও যতীন্দ্রমোহন নিজেকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। রাধিকার বশেই আমাদিগকে চলিতে হইবে ইহা অসহ্য! তথাপি রাধিকার পরিবর্ত্তন হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কিছু শাসন আর শোভন হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি অবস্থাটি সামলাইয়া লইলেন।

দাদা, বিধবাজ্যেঠাইমা ও তাঁহাদের পুত্রদের সহিত রাধিকা এমনভাবে মেলামেশা আরম্ভ করিলেন, যেন তাঁহারা আর বুঝিতে পারেন না যে রাধিকার অন্তরে বৈরাগ্যের লেশও আছে। রাধিকার কথাবার্ত্তায় যতীন্দ্রমোহনও বিস্মিত হইলেন। রাধিকা বলিতেছিলেন— "গ্রামে অনেকদিন আসি নাই। সহরের চেয়ে গ্রামেই আমার ভাল লাগছে। পরে যদি কবিরাজী শিখতেই হয় হবে। তুমি তো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক'রছো, আমারও শিখতে ইচ্ছা হয়।"

রাধিকার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে যতীন্দ্রমোহনও কিছুটা প্রভাবিত হইয়া সত্যভামা দেবীর নিকট জানাইলেন—"রাধিকা যদি আমার কাছে থেকে ডাক্তারিটা শেখে তা থাকুক না, লেখাপড়া আর বেশী হবে ব'লে মনে হয় না। একটা কিছু ক'রে খেতে হবে ত?"

সত্যভামা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও আরও দিন কতক দেখি, ওখানে আমার কাছে কিছুটা বাঁধা থাকে, এখানে এলে ত কথাই নাই। এখন যে রকম দেখ্‌ছি সবই তো ভাল। কিন্তু যতদিন মালা না ছাড়াই ততদিন বিশ্বাস নাই।" মায়ের কথা যে খুব যুক্তিপূর্ণ ইহা মানিয়া লইয়া তিনি বলিলেন—"গ্রামে তুমি দিন কতক থাক তাহলে অনেকটা বোঝা যাবে।"

সত্যভামা দেবী বলিলেন—এখানে দিন কয়েক থাকার ঝোঁক হ'য়েছে, সঙ্গে এসেছি, ফরিদপুর গেলে পরে ওসব ব'লবো।

দাদা ও মায়ের এ পরামর্শ রাধিকা সুযোগমত সবই সংগ্রহ করিলেন। এখানে তাঁহার যে উদ্দেশ্যে আসা তাহা তাঁহার মনের প্রকোষ্ঠেই গুপ্ত হইয়া আছে। সেই উদ্দেশ্যটুকু সিদ্ধ করিবার জন্য রাধিকা গ্রামে আসিয়া অবধি বাল্যবন্ধু ও অন্যান্য গুরুজনদিগের নিকট নিজেই উপস্থিত হইয়া এমনভাবে মিশিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতেই পারিলেন না যে, মন্দের দিক্ দিয়া কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। টাকদিয়া পল্লীর সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বন্ধু মতিলাল রায়। * তাঁহার তখনও ডোমসা স্কুলের পাঠ শেষ হয় নাই। একটু দূর সম্পর্কে আত্মীয়ের ছেলে। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে লইয়া গ্রামের এদিক ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে রাধিকা মনের অবস্থা কিছুটা প্রকাশ করিয়া তাহার জন্যও জানাইলেন—"ভাই খেলাধূলা ক'রে আয়ু নষ্ট ক'রো না। সৎপথে থেকে লেখাপড়া শেখ, এ সংসারে কিছু আপনার নয়। একমাত্র শ্রীহরি ও তাঁহার ভক্তগণই আপনার জন। যদি আপনার জন চাও তো এদের সঙ্গ ভুলতে চেষ্টা করো।"

মতিলাল রাধিকার কথার মধ্যে যেন ভাবী জীবনের আদর্শ ও পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি রাধিকার নিকট সাধুসঙ্গ ও তাহার প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ পাইলেন। সেই দিনই সেই গ্রামে একমাত্র মতিলালই জানিতে পারিলেন,—রাধিকা কেন গ্রামে আসিয়াছেন, কি করিতে চান।

তাহার পর দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া রাধিকা স্নান জপ সারিয়া অনন্তদেবের মন্দিরে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইলেন,—হে প্রভো! তোমারই কৃপায় এ দেহ লাভ হ'য়েছে, এ দেহে যেন তোমারি কৃপা ভোগ হয়। তোমার যাঁরা আপন জন তাঁদের সঙ্গ যেন প্রতিমুহূর্ত্তে লাভ হয়। সংসার-বাসনা যেন ক্ষণিকের জন্যও মনে না জাগে। কর্ম্মবশে সে বাসনা এলে তুমি দূর ক'রে দিও। ভুল ক'রে এ সংসারে কিছু কামনা এলে আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিও। শীঘ্রই আমার সংসার-বন্ধন ঘুচিয়ে দাও। আমায় সে পথ দেখিয়ে তুমি আমায় নিয়ে চল।"

* ইনিও কুমার জীবনে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দশনামী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর নাম মাধবানন্দ সরস্বতী। কাশীধামে প্রয়াগে ও পরে হরিদ্বারে বাস করিয়া সেইখানে, বাংলা—১৩৩৬ সালে দেহত্যাগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকা করযোড়ে প্রার্থনা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে জাগিল—"এ ভূমি শ্রীঅনন্তদেবের, এই ভূমিতেই আমার পিতামহ প্রপিতামহ তাঁর চরণ চিন্তা করিয়া সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে গেছেন। এ ভূমি রক্ষা ক'রতেছেন বাস্তুরাজ অনন্তদেব।"

ইহা স্মরণ হইবামাত্র রাধিকা সেইখানেই বসিয়া বাস্তুদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন—"হে অনন্তদেব! হে নাগরাজ! প্রভু তুমি আমায় রক্ষা কর, আমার সর্ব্ব বাধা দূর ক'রে দাও।

সেই প্রার্থনা করিতে করিতেই তাঁহার হৃদয়ে একটি জ্যোতির আবির্ভাব হইল। বাহ্যের সমস্ত স্মৃতি দূর হইয়া গেল। মন্দিরের সর্ব্বত্র সেই জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। রাধিকা নিজেকেও যেন আর কিছু দেখিতেই পাইতেছেন না। অবশ হইয়াই বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। সত্যভামা দেবী একবার এই দিকে আসিতে আসিতে শুনিলেন যে রাধিকা অস্পষ্ট ধ্বনি করিতেছেন এবং দেখিলেন যে তিনি স্থির হইয়া বসিয়া আছেন।

এত সকালে কখন যে আসিয়াছেন তাহা মা জানিতে পারেন নাই। তখন তিনি মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন। রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন, প্রণাম সারিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সত্যভামা দেবী বিস্মিত হইলেন। রাধিকার তৎকালীন ভাব দেখিয়া তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "কাল ফরিদপুর যাব, তুই যাবি ত?" রাধিকা ভাব সামলাইতে না পারিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।"

রাধিকার মনোবাসনা যেন দ্রুত সফল হইতেছে। তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আর জানাইতে হইল না। মনে তাঁহার প্রশান্তি আসিল। গ্রাম দেবতার চত্বরে যাইয়া তাঁহার নিকটও প্রার্থনা করিলেন। একবার গ্রামের প্রান্তে খালের ধারেও আসিতে ইচ্ছা হইল।

এই খানে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া একটি বৃদ্ধ মুসলমান বড় ব্যস্ত হইয়াই আসিতেছেন, রাধিকা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুসলমানটি তাঁহার নিকট আসিয়াই আনন্দের সহিত বলিলেন,—"রাধিকারঞ্জন! তোমার তালাস পাবার লাইগা কাল আইছিলাম, তুমি রায়বাবুদের বাড়ীতে ছিলা। তুমি নাকি ভাল ফকিরের শিষ্য হইছো?"

রাধিকা বৃদ্ধের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল। 'এই বৃদ্ধ আমাকে কত কোলে নিয়েছে। এর কাঁধে চ'ড়ে বেড়িয়েছি, বাবা একে মিঞা সাহেব ব'লে ডাকতেন।'

বৃদ্ধ রাধিকার চিবুকে হাত দিয়া আকুতির সহিত জানাইল—কতদিন তোমারে দেইখা নাই, আমার ছাওয়ালরা তোমায় আর চিন্‌তেই পারবা না। তুমি সব ভুইলে গ্যাছ?

রাধিকা বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সেইখানেই বসিলেন। বৃদ্ধ তাহার বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, রাধিকা বলিলেন—"আবার এলে যাব।"

বৃদ্ধ পূর্ব্ব স্নেহের স্বভাবে জানাইলেন "সোটোবাবু! তোমার মধুর কণ্ঠের গান শুনিনি কত দিন, তুমি না সাধু হইছো, গান করা কি ভুইল্যা গ্যাছো?

রাধিকা সহজ ভঙ্গীতেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—"না, ভুলি নাই"—বৃদ্ধের একান্ত অনুরোধ আসিল একটি গান শুনিতে। রাধিকাও তাহার সুখের জন্য গাহিতে লাগিলেন—

আপন দিল কেতাবাসে ঢুড়ে লে।
মুরশিদ আমার কোন খানে বিরাজে রে॥
মুরশিদ্ আমার কোন শিয়রে জাগে রে,
ঘরখানি বান্ধো বাঁদা দুয়ারখানি ছান্দো।
আপনি মরিয়ে যাবা মিছে পরের লাইগা কাঁদো
আসিবার কালে বান্দা পরের মৌত দেইখা রে।
মায়ের চারি বাপের চারি, ওরে খোদার দিয়ে দোয়াদশ।
আঠার মোকামের মধ্যে জলে হাল সরে রে।
তিলু প্রমাণ জায়গাখানি বান্দা আঠার সজ্জা পড়ে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার খোদার দোস্ত মহম্মদ নবি কোনখানে,
নেমাজ করে রে
আসমান জোড়া করার ভাই জমিন জোড়া কেথা,
কিকিয়ে কয় মৈলে পরে।
কবর হবে কোথা রে কবর হবে কোথা রে॥

রাধিকার কণ্ঠে সেই দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বমূলক গান শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধটি আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। তাহার জন্য যেন নবী দোস্ত পাঠাইয়াছে।

এই মর্ত্ত্যে বৃদ্ধ গানখানি শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার ধ্রুব ধারণা হইল যে রাধিকার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে তাহা একান্ত সত্য। বৃদ্ধ রাধিকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। মাথায় চিবুকে হাত দিয়া দোয়া প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ হইল মনে করিয়া রাধিকা তাহার বাৎসল্যস্নেহে ভাসিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ রাধিকার দিকে স্নেহপ্রীতিভরে চাহিয়া জানাইল "আর হয়তো তোমারে দেখমুনা। তুমি ত বড় ফকির হইয়া যাইবা। যদি বাঁইচা থাকি বুড়ারে দেখতে আইসো" রাধিকা মাথা নত করিয়া তাহার কথাগুলির সহিত যেন আশীষ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে রাধিকা দেখিলেন যে ফরিদপুরে যাইবার জন্য মাতৃদেবী জিনিষপত্র গুছাইতেছেন। তাঁহার জ্যেঠাইমা ও রেবতী দাদার সহিত আলাপ করিয়া সে রাত্রিটি গ্রামের বাড়ীতে কাটাইয়া তারপর দিন তিনি সত্যভামা দেবীর সহিত ফরিদপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারপুর হইতে ফিরিয়া তারপর দিনই রাধিকা ব্রাহ্মণকান্দায় গিয়াছেন। বন্ধুর সংবাদ লইয়া জানিয়াছেন যে তিনি রাঁচি হইতে যে দিন ফিরিয়াছেন, তারপর দিনই পাবনায় গিয়াছেন এবং সে মাসটি সেখানে থাকিতে পারেন।

রাধিকা ভাবিলেন, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে তখনও দশ বার দিন বাকি এবং বন্ধু আসিলে আর একবার জানাইবেন "আর কত দিন ?"

তখন মনের ভাব গোপন রাখিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে। তাঁহার প্রচেষ্টা হইল এই যে স্বকার্য্য সিদ্ধির পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যেন কেহ কিছু জানিতে না পারেন। সেই পূর্ব্ব সংকল্প স্থির। রাধিকা বাড়ীতে থাকায় দিনগুলি তাঁহার এমন ভাবে কাটিতে লাগিল যেন রাধিকা তাঁহার পূর্ব্বের অভ্যাস একরূপ ভুলিতে বসিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার বড়দাদা একদিন মাকে বলিলেন, "দেখলে তো তোমরা যতটা ভেবেছিলে, সব বৃথা। রাধিকার আর বন্ধুও নাই, সে স্বভাবও নাই। ছেলে বয়সে ও রকম অনেকেরই হয়।"

রাধিকা কিন্তু দাদার এ কথায় হাসিয়াছিলেন। তাঁহার বাহ্য ব্যবহারে যে সকলের তৃপ্তি হইতেছে, এইটুকু মনে করিয়া রাধিকার যথেষ্ট শান্তি হইতেছে। অন্তরে বৈরাগ্য প্রবল হইলেও সংকল্প পূর্ত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বহু কষ্টে তাহা আবরণ করিতে হইল।

স্মরণ, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতির নিয়মগুলি পূর্ব্ববৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া অন্য সময়ে তিনি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুধন্বা ও বকুল আসিলে বাহিরে যাইবারও সময় হয় না। তাহাদের মুখে বন্ধুর কোন প্রসঙ্গ শুনিলে যেন আগ্রহই নাই এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

সত্যভামা দেবীও তাঁহার ভক্তবন্ধুদিগকে দেখিলে মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হ'ন। এবং নিজেই অনেক সময় তাহাদিগকে বলিয়া দেন—"রাধিকা বাড়ীর কাজ ক'রছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধিকার এই পরিবর্ত্তনে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। বন্ধু ফিরিয়া আসিলে জানাইবেন যে রাধিকার সব বদলাইয়া গিয়াছে। রাধিকাও বাড়ীর জন্য যতটুকু কাজ করেন, আগ্রহ ও আসক্তি প্রকাশ করেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ যেন অভিনয় করেন। সাধ ও সাধনা ছুইই আছে। অবসাদ শুধু ব্যর্থ কর্ত্তব্যে। তথাপি তাঁহাকে করিতে হয়। সেই ভাবেই থাকিতে থাকিতে জ্যৈষ্ঠও শেষ হইল।

রাধিকা কল্পনা যোগে দেখিতে পাইলেন—বন্ধু আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যাইবার সময় নাই। গৃহকার্য্যের মধ্যে গোসেবা তাঁহার অতিপ্রিয়। রাধিকা গাভী ছুইটিকে না খাওয়াইলে তাহাদের ভাল করিয়া খাওয়া হয় না। তাহাদের গায় মশা বসে, ধোঁয়া দিতে হয়। মধ্যরাত্রে আবার গোয়ালে আসিয়া দেখিয়া যাইতে হয়। প্রয়োজন হইলে আবার খাবার দিতে হয়। সকাল হইতে গোয়ালের কাজ আবার স্থুরু হয়। রাধিকার এতটুকু সময় নাই যে বন্ধুকে একবার দেখিয়া আসেন।

তথাপি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-কান্দায় যাইতে হইল। রাধিকা ভাবিয়াছিলেন যে সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, অতএব ঊষার পূর্ব্বেই যাওয়া ভাল, সেই ভাবিয়াই বন্ধুর বাড়ী গিয়াছেন। বাড়ীর কেহ তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। পথেও কোন লোক নাই। বন্ধুর বাড়ী গিয়া দেখিলেন—তাঁহার বাড়ীতেও প্রায় সকলেই নিদ্রিত। বন্ধুর ঘরের ছুয়ার খোলা রহিয়াছে।

নিঃশব্দে বন্ধুর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি হ্যারিকেন মৃত্যু জ্বলিতেছে। একটি চৌকির উপর একখানি কাঁথা পাতা রহিয়াছে। বন্ধু তাহারই উপর চাদরে আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। মাথার কাছেই হ্যারিকেনটি রহিয়াছে। বালিশের পাশেই একটি খাতা একটি পেন্‌সিল এবং "পবন-বিজয় স্বরোদয়" গ্রন্থ, হয়তো কিছু লিখিতে লিখিতে শুইয়াছেন। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ। রাধিকা নীরবে প্রবেশ করিলেও বন্ধু বোধ হয় বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিয়াছেন। রাধিকা ডাকিলেন না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বন্ধু তেমনি ভাবে থাকিয়াও কোমল স্বরে ডাকিলেন "কে রামী না? আয়, বোস।"

রাধিকা ভাবিলেন—বন্ধু বুঝিয়াছে, ঘরে কেহ আসিয়াছে। কিন্তু আমি যে আসিয়াছি তাহা জানিতে পারে নাই। হয়তো ঐ নামে আর কেহ থাকিতে পারে। রাধিকা উত্তর দিলেন না।

আবার বন্ধু বলিলেন, "রামা! তুই দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

রাধিকা তখনও ভাবিতেছেন "এত ভোরে আমার আসাটা ঠিক হয় নাই। বন্ধু বোধ হয় ঘুমের ঘোরেই কিংবা উহার সঙ্গে কেহ আসিয়াছে, তাহার নাম ধরিয়াই ডাকিতেছে। উত্তর না দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বন্ধু তাঁহার উত্তর না পাইয়া মুখের চাদর একটু সরাইয়া বলিলেন—'রামা! তোকে কাছে ডাকছি, তুই উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে?'

রাধিকার মনে হইল—আমাকে ডাকিতেছে, কিন্তু ঐ নাম কেন? আচ্ছা সাড়া দিয়াই দেখি! রাধিকা উত্তর দিলেন "বন্ধু।"

বন্ধুও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—রামী! আয়!

রাধিকা তেমনি কৌতূহল বশেই ভাবিলেন—"আমাকে ডেকেছে, কিন্তু এ আবার কি সম্বোধন! আচ্ছা উহার কাছে গিয়াই দেখি, জিজ্ঞাসা করি।

রাধিকা বন্ধুর চৌকিতে বসিতেই তিনি বলিলেন—"এখনও সকাল হয়নি, এখানে শো, কথা আছে।" রাধিকা বন্ধুর কথামত তাঁহার পাশেই শোয়ার মত হইয়া বন্ধুর বালিশে হাত রাখিলেন। বন্ধু রাধিকার গায় হাত রাখিয়া তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া পাশ ফিরিলেন। রাধিকার আগ্রহ ও কৌতুক তখন আরও বাড়িয়াছে। রাধিকা বলিলেন, "আজ আবার এ নামে ডাকার খেয়াল কেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু মুখের চাদর সম্পূর্ণ খুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হুঁ, বুঝেছি, তুই জিজ্ঞাসা ক'রবি। ও নামে আমি ডাকি নাই।"

রাধিকার হাসি পাইল। তিনি তেমনি ভাবেই বলিলেন—"তবে এতক্ষণ কে ডাকছিল? তোমার ভিতরে বোধ হয় আর কেউ প্রবেশ ক'রে ডাক্‌ছে।

বন্ধু আরও হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

কে?

বাবা!

রাধিকার মনে পড়িল পাবনার সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ দীনবন্ধু বাবাজীকে বন্ধু 'বাবা' বলেন। রাধিকা এবার হাসির মধ্যেও একটু গম্ভীর হইলেন। রাধিকা ভাবিতেছেন—সেই বাবাজীর কথা তুলিলে বন্ধু বোধহয় আবার অপ্রকৃতিস্থ হইবে। রাধিকা আর সে প্রসঙ্গ না তুলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্ধু তাঁহার মনের ভাবটি উপলব্ধি করিলেন। নিজেই বিশদভাবে বলিতে লাগিলেন—"তুই তো শুনেছিস্ আমি পাবনা গিয়েছি, এবার লাহিড়ীর বাড়ীতে ছিলাম। বাবাজীর আশ্রমে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখেই বাবাজী ব'ল্লেন—রামদাসকে আনলি না? আমি তো অবাক্ হ'য়ে গেলাম। তিনিই বল্লেন—সেই যে সঙ্গে এনেছিলি! আমি বল্লাম তার নাম ত শারিকা। তিনি বল্লেন—ও তো তোর ডাকা নাম। ওর আসল নাম "রামদাস"। ব'লেই বুড়ো যেন কি ভেবে আমায় ঝাঁকিয়ে দিলেন। আমি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছি। আমি যে তোকে শারী ব'লে ডাকি বুড়ো কি ক'রে বুঝলেন?

রাধিকা বন্ধুর কথাগুলি বিস্মিত হইয়াই শুনিতেছেন। তাঁহার মনে যেন আর একটি ভাবের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইয়া গেল।

বন্ধু আবার বলিলেন—"সিদ্ধ মহাপুরুষের দেওয়া নাম। তারপর শোন, বুড়ো শিবের কাছে গিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে দেখে তেমনই খিঁচিয়ে উঠলেন, বল্লেন—"আমার সাতাত্তুরিয়া নিত্যানন্দরে আনিস্ নাই? সে আমার নিত্যানন্দরাম, ব'লেই তো বুড়োশিব একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ঙ্কর আওয়াজ ক'রলেন। তা যাক্, আজ থেকে তুই রামদাস। আমার কি আছে? আমার বাবার ডাকা নাম।"

এইটুকু বলিয়া বন্ধু গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রাধিকার প্রাণে আর একটি অবস্থার সঞ্চার হইল। তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার মনে এক নূতন কথা জাগিল, নূতন নাম রাখিয়া কে যেন তাঁহাকে নূতন রাজ্যের আসনে বসাইয়া অভিষিক্ত করিল।

বন্ধু উঠিয়া বসিলেন। রাধিকা দেখিলেন, পাশেই ব্যবহার-করা একটি আতরের শিশি রহিয়াছে। রাধিকা সেইটিতে হাত দিতেই বন্ধু তাঁহার হাত হইতে শিশি কাড়িয়া লইলেন, শিশির ঢাকা খুলিয়া রাধিকার বুকে লাগাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শ্রীমতীর জিনিষ, তোকে অভিষেক ক'রলাম।"

রাধিকার মুখে হাসিও আসিল, মনের বিস্ময় বাড়িয়া গেল। ঠিক এই ভাষাটিই যেন তাহার মনে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জাগিতেছিল। বন্ধু উঠিয়া বলিলেন, "চল্, বাইরে ব'সবি, এখনই ওরা এল ব'লে। আমি শুধু চোখে মুখে জল দিয়ে নিই। সকালের কাজ সারা হ'য়ে গেছে।"

রাধিকা বাহিরে আসিতেই দেখিলেন—বন্ধুর অনুরাগী ভক্তের দল আসিতেছেন। বন্ধুও মুখ ধুইয়া আবার রাধিকাকে ভিতরে ডাকিলেন। যাহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আসন পাতিয়া বাহিরের দালানে বসিতে বলিলেন। বন্ধুর এই ব্যবহারে রাধিকার মনে হইতেছে,—আজও নগরকীর্ত্তনে বাহির হইতে হইবে না কি?

বন্ধু একটু পরেই নিজের চাদরখানি এমনভাবে শরীরে জড়াইয়া বাঁধিলেন, যেন ইনি আর গৃহাবাসী নন। চাদরের দুইটি দিকে কাঁধের দুইদিকে ফিরাইয়া মুক্তকচ্ছ বাবাজীর মত হইলেন, তাহার পরই রাধিকার কাছে আসিয়া তাহার চাদরটি দিয়া তাঁহাকেও নিজের মত সজ্জিত করিলেন। বন্ধুর এই চেষ্টাতে রাধিকা কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে তখন দুঃখীরাম, জলধর ঘোষ, বাদল বিশ্বাস, গোপাল মিত্র, সুধন্বা মিত্র, মহিমদাস, প্রভৃতি বন্ধুভক্তগণ উপস্থিত হইয়াছেন। বন্ধু তাঁহাদিগকে আসরে বসিতে ইসারায় বলিয়া দিলেন।

বন্ধু কাঁধে তাঁহার মৃদঙ্গটি লইয়া রাধিকার হাতে এক জোড়া করতাল দিয়া বলিলেন—"রামদাস আয়, কীর্ত্তনে ব'স।"

উপস্থিত বন্ধুভক্তগণ বন্ধুর এই অভিনব নামের ডাক শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারা যদিও জানিতেন, বন্ধু প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ নাম রাখিয়াছেন। মাতৃপিতৃদত্ত নামে কাহাকেও ডাকেন না। সকলের নামই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের নামে রাখেন, তথাপি আজ রাধিকার রামদাস নামে তাহার ব্যতিক্রম হইল।

বন্ধুর তখনকার মানসিক অবস্থা দেখিয়া কাহারও আর প্রশ্ন করিবার সাহস হইল না। সকলেই বুঝিলেন যে রাধিকাকে রামদাস নামেই ডাকিবেন।

বন্ধু ও রামদাস শুক্লাম্বরধারী ব্রহ্মচারীর বেশে উপস্থিত হইলেন—বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "রামী! তোকে তো ব্রজের পথেই যেতে হবে। তা আজ একটু কীর্ত্তন ক'রে শোনা।"

বন্ধুর এই নবনামের আকর্ষণে রাধিকার প্রাণে অপূর্ব্ব সুর বহিয়া উঠিল, নামের সহিত তাহার গতিপথের নির্দ্দেশও হইয়া গেল। তাঁহার মনে লোভ জাগিল—"বন্ধু আবার ডাকুক্"। বন্ধুও তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াই যেন আবার বলিলেন "রামদাস! কীর্ত্তন ধর।"

এখন হইতে রামদাস আর আর ভক্তের নিকট বন্ধুর সোহাগী নামে পরিচিত হইবেন। তাঁহার সেই সিদ্ধ নাম আজ বন্ধুর মুখে প্রকাশ পাইল। রামদাসের হৃদয় ও মনে নবমাধুরীর ঝরণা নামিয়াছে। তখন তিনি আবিষ্টচিত্তে কীর্ত্তনে বসিলেন।

বন্ধুভক্তগণের চোখেও একটি নূতন মূর্ত্তির বিকাশ হইল। তাঁহারা দেখিতেছেন—রামদাসের ভাবগম্ভীর মূর্ত্তির মধ্যে এই নূতন বেশের রূপ নূতনভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু পার্শ্বে বসিয়াছেন আর সম্মুখে রামদাস। রামদাসের হৃদয় ভক্তিরসে নব ছটায় আরও রঞ্জিত হইয়া নব আনন্দের আস্বাদনে লুব্ধ ও চঞ্চল হইল। সেই দালানে বসিয়া বন্ধু মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। রামদাস মূল গায়ক এবং অন্যান্য ভক্তগণ হইলেন তাঁহার দোহার।

বন্ধুর রচিত একটি পদই রামদাস কীর্ত্তনের সুরে গাহিতে লাগিলেন—

এস এস নবদ্বীপ রায়।
দীনহীন ডাকছে হে তোমায়॥
আমি ভবঘোরে ঘুরে ঘুরে
আচ্ছন্ন মোহমায়ায়॥
তুমি সংকীর্ত্তনেশ্বর এবার বিতর করুণাসুধা, রক্ষ চরাচর।
প্রভু তুমি বিনে এ দুর্দ্দিনে
অন্ধকার সমুদয়॥
কোথায় নিতাই গুণধর কোথায় প্রাণ গদাধর।
রামানন্দ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তবর॥
লয়ে এ সকলে কুতূহলে গৌর এস হে ত্বরায়
ওহে শচীর দুলাল তুমি পরম দয়াল
ত্বরায় এসে ঘুচাও দাসের সংসার জঞ্জাল॥
আমি জ্ঞানহীন গতিহীন
ভক্তি ভজন বিহীন
গ্রহ কোপানলে দেহ হোলো ক্ষীণ
বন্ধু বলে পদতলে রেখ গৌর দয়াময়॥

এই একটি পদই প্রায় তিন ঘণ্টাকাল নব নবভাবে গীত হইতে লাগিল। আজ নব রামদাসের কণ্ঠের সুরে স্বয়ং সংকীর্ত্তনেশ্বর যেন আবির্ভূত হইয়াছেন।

অনুগায়কবৃন্দের মনেও সেই নদীয়ার নিমাইচাঁদের সংকীর্ত্তন-বিহারের উদ্দীপন হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুও যেন বিবশ হইয়া মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেছেন। বন্ধু এক এক বার রামদাসের মুখের দিকে চাহিয়া তাল রাখিতে যাইয়া থামিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সেই চোখেও ব্রজযাত্রী রামদাসের ভাবী জীবনের অভিনব রূপটি প্রতিভাত হইতেছে।

প্রভাতী কীর্ত্তনের বিরতি হইতেই রামদাসের মনে পড়িল যে, মায়ের গাভী দুইটি গোয়ালে দাঁড়াইয়া আছে। এখনও তাহারা বাহিরে আসে নাই। ইহাতে তাঁহার মন চঞ্চল হইল। বন্ধুর সহিত আর কথা বলিবার অবসর হইল না। বন্ধু দুই একটি কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে ঘরে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে রামদাসের কানে মাত্র বলিলেন,—"কালই রাঁচি যাব।"

পথে আসিতে আসিতে রামদাস ভাবিলেন যে, এবার রামদাস নাম গোপন রাখিয়া রাধিকা নামেই পরিচিত হইতে হইবে। ভিতরে রামদাস বাহিরে রাধিকা—মাতৃদেবীর রাধিকা, ভক্তের রামদাস। ভক্তসঙ্গে সেই নাম আত্মপ্রকাশ করিবে। ব্রজমাধুরী রস মাধুরী পান করিয়াই রামদাস নামের সার্থকতা হইবে।

রাধিকা বাড়ীতে আসিয়াই দেখিলেন যে, সত্যভামা দেবী ও তাঁহার বড় বৌদি বিশেষ চিন্তিত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তবে তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে, সে নিশ্চয় ব্রাহ্মণকান্দায় গিয়াছে। অনেক দিন যায় নাই। রাধিকাও যেন বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াই তাঁহাদের মনের সন্দেহ দূর করিলেন।

তখনই তিনি ব্যস্ত হইয়া গাভীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। স্নানাহারেও সে দিন বিলম্ব হইল। গোসেবায় রাধিকা নিজেকে এমন ভাবে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন যে, পরে সেই গোসেবাই যেন তাঁহার ব্রজজীবনের সহায়ক হইবে এবং সেই সেবাপ্রবণতাই তাঁহাকে ব্রজগমনে সত্বর উন্মুখও করিবে।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহকারামুক্তির সংকেত ও পরিত্যাগ।

চরণায়ুধের প্লুতরবে উষার সংকেত হয়, আবার পরভৃতের কাকলীতে বসন্তের সূচনা করে, মেঘোদয়ে বৃষ্টির সমাগম সম্ভাবনা জানায়, আবার মধুকর-গুঞ্জনে শতদলের সোহাগ বাড়ায়। এমনই সংকেত-সম্ভাবনাময় মুহূর্ত্ত শুধু অনুভূতিপ্রবণ মানসেরই অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু সে অনুভূতি সম্পদ্ যাহার নাই তাহার নিকট সব কিছুই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যাঁহাদের হৃদয় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণে দর্পণের মত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইয়াছে এবং যাঁহারা অন্তর্ব্বাণীর অনুভব পান, তাঁহারাই সেই সংকেত ও সম্ভাবনাময় শুভ মুহূর্ত্তেরই অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সেই চিরবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তটি উপস্থিত হইলেই তাঁহারা তাহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া নিজ ইষ্টলাভের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকেন। হৃদয়ের স্বচ্ছতার অনুপাতে সকল জীবই অল্পবিস্তর সেই সংকেত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারেন কিন্তু···, ঐ কিন্তুতেই বাধা পড়ে।

অন্তরে রামদাস বাহিরে রাধিকা, অন্তরে গৃহকারাবাস-মুক্তির সংকেত-প্রতীক্ষা বাহিরে গৃহপরিবেশে আপাত অভিনিবেশ, এইরূপে দ্বিধা বিভক্ত মনোগতির অবসান যেন আসিয়াও আসিতেছে না। রাধিকার প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন উৎকণ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সত্যভামা দেবী কাশীধামে, নাটোরে নিলোখিতে ও বরিশালে সংবাদ দিয়াছেন—"রাধিকার স্বভাব সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে। তবে ইহা সাময়িক কি না বুঝিতে পারিতেছি না, এখন কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই।"

মাতৃদেবীর এই আত্মপ্রসাদ রাধিকার মনে আর এক নূতন দ্বন্দ্ব আনিয়াছে, যেহেতু সংকেত আসিলেই এ প্রসাদ বিষাদে পরিণত হইবে। কিন্তু নবজলধর গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রথমত ভীতির সঞ্চার করিলেও পরিণামে বারিবর্ষণ করিয়া শান্তির সূচনা করে, রাধিকাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের মনে সেইরূপ আগন্তুক ব্যথার সৃজন করিলেও ভবিষ্যতে অবিরল আনন্দধারার অভিসিঞ্চনে তাঁহাকে আপ্লুত করিয়া দিবেন —এইরূপ দৃঢ় ধারণায় তিনি চিত্ত স্থির করিয়া সেই শুভ সংকেতের প্রতীক্ষায় গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সমস্ত আষাঢ় মাসটিও প্রায় অতীত হইতে চলিল। প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত তিনি ভবিষ্যতের সংকেত-প্রতীক্ষায় যাপন করিতে লাগিলেন। সামান্য কিছু ঘটনার ভিতর দিয়া তিনি নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর পথ সন্ধান করিতেছেন। বন্ধু রাঁচি গিয়াছেন, নিজেও কোন উপায়ের সন্ধান পাইতেছেন না।

ইহারই ভিতর সংসারের বহু কোলাহল বহু উপেক্ষা তিনি সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সে সংকেত এখনও আসিতেছে না। কেমন করিয়া সে সংকেত আসিবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছেন না। কে তাঁহার রুদ্ধদ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া দিবে? তথাপি যেন প্রাণে স্পন্দিত হইতেছে—এই আসিল বুঝি! এই ডাকিল কেহ!

পথিকের গানে, শিশুর কোলাহলে, আষাঢ়ের তমোনিশার ঘন-ঘটার মেঘবর্ষণে অনেকে অনেক কিছু দেখিতে পায়। প্রমত্ত যুবকের গানে এবং বৃদ্ধের নিরাশার সংগীতে কতলোক স্ব স্ব বাঞ্ছিত বস্তুর ইঙ্গিত পায়। কিন্তু কৈ রাধিকার ত ইঙ্গিত আসিল না! এইরূপ প্রতীক্ষায় জনিত রাশির এইভাবে আষাঢ়ের সংক্রান্তি গিয়া শ্রাবণের দ্বিতীয় সপ্তাহ আসিল।

এদিকে বড় বৌদি একটু বিষণ্ণ ছিলেন। সেই বিষাদের কারণ গিরীন্দ্রমোহন এবং দেবেন্দ্রমোহনও জানিয়াছেন। সম্ভবতঃ দেবেন্দ্র-মোহনের পরামর্শেই তিনি সে বিষয়টি গোপন করিয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাবনার সামান্য ইঙ্গিতও রাধিকা পান নাই। সত্যভামা দেবীও আংশিক ঘটণা শুনিয়া থাকিবেন। শুনিলেও তাহাতে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

রাধিকা কিন্তু সকলের মুখ চাহিয়া চলেন, তাহা শুধু বাহ্য অভিনয়মাত্র নহে, ইষ্টপ্রাপ্তির সাধক কোন সম্ভাবনা কোন সংকেত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও ভিতর দিয়া কোন প্রকারে পাওয়া যায় কি না তাহাই তিনি অন্তরের প্রবল আবেগে সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

তাঁহার বড়বৌদিও রাধিকার পূর্ব্ব স্বভাবের পরিবর্ত্তনের জন্য জিজ্ঞাসু মনোভাবটিকে যথাসম্ভব চাপিয়াই ছিলেন। রাধিকাকে তিনি পুত্রের মত করিয়াই মানুষ করিয়াছেন। রাধিকার আহার নিদ্রা, অধ্যয়ন, হরিনাম জপাদির সময় তাহার মনোগতির অনুসন্ধান করেন। সেই জন্য তিনি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন—যাহাতে তাহার বা বাড়ীর কাহারও কোন আচরণ রাধিকার উদ্দীপিত মনোবৃত্তির কোন উন্মেষের সহায়ক না হয়।

সেদিনও তেমনি তিনি দালানে বসিয়া একখানি চিঠি পড়িতেছিলেন। অন্য ঘরের সম্মুখ দিয়া রাধিকাকে আসিতে দেখিয়া চিঠিখানি গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার সেই চেষ্টাটি রাধিকার দৃষ্টিতে পড়িলেও রাধিকা না দেখার মত ভান করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনে একটু সন্দেহ হইল এবং ইহাই তাঁহার মুক্তিপথের সঙ্কেত আনিয়া দিল।

ঘরে গিয়াই বড়বৌদির চিঠি পড়ার দৃশ্য, নিবিষ্টতার ভিতরও বার বার কাহারও দিকে চাহিয়া দেখা এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আঁচলে চিঠি গোপন করা প্রভৃতি ব্যাপার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। আরও মনে হইল—নিশ্চয় অশুভ সংবাদ নাই।

তাঁহার পিত্রালয়েরও কিছু থাকিতে পারে না, তাহার সহিত রহস্য বা কৌতুক করিবার সাহস কাহারও নাই, তাহা হইলে এমন কি থাকিতে পারে? তাহার বিরুদ্ধে কিছু থাকিলেও তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া শাসন করিবেন এরূপ প্রকৃতি তাঁহার ত নয়। তবে আর কি হইতে পারে?

রাধিকার সেই কৌতূহল তাঁহার মনের বিচারতীক্ষ্ণ ধারায় আসিয়া আরও বহুগুণে বাড়িয়া গেল। বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিবার মত এমন কারণও কিছু ছিলনা। তথাপি যেন সেই চিঠি পড়ার সামান্য ইঙ্গিতটুকু তাঁহার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার বাহিরে যাইয়া ব্যাপারটা বুঝিবার ইচ্ছায় ফিরিতেই বাহিরের বাড়ীর উঠান হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিল। তাঁহার বড়দাদার দেড় বৎসরের পুত্র শশীভূষণ কাঁদিতেছে। তাহার দাদা বিধুভূষণের কোল হইতে বোধ হয় আছাড় খাইয়াছে। তাহা শুনিয়া বড়বৌদি বাহিরের বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন, সেই অবসরে রাধিকাও ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, 'বৌদি চিঠিখানি তাঁহার ঘরের দুয়ারের শিকলের মাথায় তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

আর থামিলে, বিচার করিলে বা অশোভন ভাবিলে চলিবে না। রাধিকা এইটুকু মনে করিয়াই সন্ত্রস্ত হইলেন, অতি সত্বর খামখানি খুলিলেন। ভিতরে চিঠি, পরিচিত হস্তাক্ষর। সেজদাদা পাঠাইয়াছেন। বরিশালের সংবাদ। কিন্তু তাঁহার মধ্যে আরও একটি ছোট টুকরা। লেখা কিছু নাই, ইংরাজী ছাপা। তথাপি খুলিতেই ইচ্ছা হইল। খুলিতেই হাত কাঁপিল। বরিশালের চিঠিখানি খামে রাখিয়া তিনি টুকুরা কাগজটি লইলেন।

আর সময় নাই, বৌদি আস্‌ছেন, এই ভাবিয়া খামখানি সেই ভাবেই রাখিয়া রাধিকা তাঁহার ঘরে চলিয়া আসিলেন। বৌদি আসিয়া রাধিকার ব্যাপার জানিতে পারিলেন না, ছেলেটি তখনও কাঁদিতেছে। তিনি তাহাকে কোলে লইয়া নিজের ঘরেই আসিলেন। সেখান হইতে খামটিও সঙ্গে লইলেন, কিন্তু আর খুলিয়া দেখিবার প্রয়োজনই বোধ করিলেন না।

রাধিকা ঘরের কোণে সরিয়া গেলেন। দুয়ারের দিকে পিছন ফিরিয়া টুক্‌রাটি খুলিয়া দেখিলেন—বন্ধুর হাতের লেখা। চিঠি নয়—মনি অর্ডারের কুপন। সাতদিন পূর্ব্বে আসিয়াছে, বন্ধু রাঁচি হইতে দশ টাকা মনি অর্ডার করিয়াছেন। রাধিকা পান নাই। কুপনে বন্ধু লিখিতেছেন—

> "প্রিয় রামদাস! ১০ টাকা পাঠাইলাম। সুবিধামত নবদ্বীপে সত্বর চলিয়া আসিবে। হরিসভায় থাকিবে। শ্রীকান্তি চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবে। ইতি—তোমার 'বন্ধু'।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার, দুইবার, বারবার পড়িয়াও তৃপ্তি হইতেছে না। এই শুভ সংকেতে রাধিকার মন চঞ্চল হইল। তথাপি ধৈর্য্য ধরিলেন। বন্ধুর সম্বোধন, বন্ধুর সংকেত, বন্ধুর অবস্থান, আবাহন তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, টাকা না পাইলেই বা কি? দাদা, বৌদি গোপন রাখিলেই বা তাঁহার জানিতে বাকি রহিল কি? কুপনটি তাঁহার চাই, নবদ্বীপে প্রয়োজন হইতে পারে।

রাধিকার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মনে পূর্ব্বচিন্তার স্রোত রুদ্ধ হইল এবং চিরবাঞ্ছিত সুযোগটিকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা চলিল।

বৈকালে গোসেবার পর কিছুক্ষণ ভগবৎ-স্মরণে বসেন। আজ তাহাতেও যেন আবেগ নাই! সন্ধ্যারতি হইয়া গিয়াছে। রাধিকা আজ কাঁসর বাজাইতে যাইতে পারেন নাই। সত্যভামা দেবী তাঁহার ঘরে আসিয়া দেখিলেন—রাধিকা বসিয়া আছে। মা ভাবিলেন—আজ হয়ত গোয়ালের কাজে তাহার বিলম্ব হইয়াছে। সেইজন্য আরতির পূর্ব্বে আসিতে পারে নাই।

রাধিকার আজ মনেই নাই সন্ধ্যারতির কথা। তিনি সন্ধ্যায় ঘরে বসিয়া বসিয়া মনে মনে গন্তব্য স্থানের বিচিত্র চিত্র রচনা করিতেছেন। সে রচনার মধ্যে পর পর সমস্ত স্বরূপই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে,—নদীয়ার পথ, নবদ্বীপের ধূলিরাজি, সুরধুনীর স্বচ্ছ বারি, তাহার তটে সেই গৌরসুন্দরের বিলাস-নিকেতন, সেই হরিসভা।

রাধিকার মনোমন্দিরে ধীরে ধীরে হরিসভার গৌরসুন্দরের মনোহর আভা বিকশিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের স্মরণপ্রভাবে শ্রীচরণ কমলস্থিত দিব্য তুলসীর জনমনোহর গন্ধে তাঁহার মনে প্রাণে-অপূর্ব্ব রসপ্রবাহের সৃষ্টি হইল, তিনি তাঁহার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—হে গৌর! হে ভুবনসুন্দর, হে পতিতপাবন! আমাকে নিয়ে চল প্রভো!

রাধিকা প্রমত্তের মত উচ্চধ্বনিতে প্রার্থনা করিতে করিতে হঠাৎ একটি অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রার্থনাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তব্ধ হইল। কিন্তু সে রাত্রিটিও তাঁহাকে বিনিদ্রভাবে যাপন করিতে হইল। রাত্রিশেষে তিনি কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। আর সংসার অভিনয় ভাল লাগে না। বিলম্বের কি প্রয়োজন? কিন্তু আজই কিছু ক'রলে ওঁরা বাধা দেবেন। চিঠির কথা জান্‌তে পারবেন। ওঁরা নিশ্চয় কুপন প'ড়েছেন।

সকাল হইল। রাধিকার আরও নূতন উল্লাস দেখা গেল। মধ্যাহ্নের আহারের সময়ে আবদার করিয়া বারংবার নিজে চাহিয়া খাইলেন। সত্যভামা দেবীর অন্তর যেন পূর্ণ হইতে লাগিল। দুপুরে আহারে বসিয়া তিনি সত্যভামা দেবী ও বড়বৌদিকে জানাইলেন—"অনেকদিন পিঠে করনি, মেজদাদা ত সন্ধ্যায় আসবেন?"

এরূপ আবদার করিতে রাধিকা বহুদিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সত্যভামা দেবী একটু ইতস্তত করিলেন। তখন প্রবল বর্ষা নামিয়াছে। তথাপি পিঠা প্রস্তুত করিতে হইবে।

বহুদিন হইল রাধিকার এরূপ আবদার তিনি অনেক দিন শুনিতে পান নাই। সত্যভামা দেবী তৎক্ষণাৎ তাঁহার বড় বৌমাকে বলিয়া দিলেন। সত্যভামা দেবী ও কাদম্বিনী দেবী সন্ধ্যার পর পিঠা করিতে বসিলেন। সরু চাকলি, ক্ষীর দিয়া পাটিসাপটা, রসবড়া, দুধপুলি, নারিকেলকোরা দিয়া দুগ্ধের সরপুলি—মুগের ডালের ভাজা বড়া, চিড়ার পিঠা পায়স তরকারী ইত্যাদি।

রাধিকার আজ বড় আনন্দ। এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। বাহিরে তাহার পিষ্টক খাইবার আবেদন, অন্তরে নব রসের আস্বাদন। বাহিরে অভিনয়, অন্তরে প্রবল বৈরাগ্যের চেষ্টা।

তাঁহার মেজদাদা ও বড়দাদা ভ্রমণ সারিয়া বাড়ী ফিরিলেন। কিছু পরেই ভ্রাতৃদ্বয় ও ভগিনীযুগলের সহিত রাধিকা আহারে বসিলেন। সত্যভামা দেবী তাঁহাদের কাছে বসিয়া পরিবেশন করিতেছেন। কাদম্বিনী দেবী যোগাড় দিতেছেন। রাধিকা যেন সকলের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করিতেই খাইতে বসিয়াছেন। বহুদিন যাবৎ তিনি খাইতে খাইতে কিছু চাহিতেন না। আজ তাহার পুনরভিনয় চলিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার এই চাহিয়া খাওয়ার জন্য গিরীন্দ্রমোহন চোখ টিপিয়া যতীন্দ্রকে কি বলিলেন, তিনি হাসিলেন। সত্যভামা দেবী রাধিকাকে 'আরও কিছু, আরও কিছু' দিই বলিয়া জানাইতেছেন, রাধিকাও নবক্ষুধা লইয়া বসিয়াছেন। মায়ের মনে যেন কিছু অপূর্ণ সাধ না থাকে। তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যথেষ্ট আহারই করিলেন।

সকলে যখন উঠিলেন রাধিকা তখনও বসিয়া গল্প করিতেছেন। কাদম্বিনী দেবীও যেন পূর্ব্বচিন্তা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার সাধু ঠাকুরপোর মুখে ভক্তদের কৌতুকপ্রদ গল্প শুনিতে শুনিতে তিনিও আহারে বসিলেন। রাধিকা সকলকে হাসাইয়া উঠিয়া গেলেন।

সত্যভামা দেবীর ঘরেই তাঁহার শুইবার ব্যবস্থা। মা আসিবার পূর্ব্বেই রাধিকা ঘরে আসিয়াছেন। যে পুঁটলীটি তাঁহার সঙ্গে লইবার প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বাঁধিয়া রাখিয়া বালিশের নীচে রাখিয়াছেন।

সত্যভামা দেবী আসিয়া দেখিলেন—রাধিকা তখনও বসিয়া কি পড়িতেছে। একটু পরেই শুইতে শুইতে বলিলেন—"হ্যাঁরে তোর বন্ধু এখন কোথায় ?"

মায়ের কথায় রাধিকার মনে সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন—মা মনি অর্ডারের সংবাদ জানিয়াও যখন প্রশ্ন করিতেছেন, তখন নিশ্চয় আমাকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি এমন উদাসীন ভাবে উত্তর দিলেন যেন বন্ধুর সহিত এখন আর তেমন কিছু প্রয়োজন নাই। রাধিকার উত্তরে বন্ধু রাঁচিতে আছেন শুনিয়া সত্যভামা দেবী একটু হাসিলেন। ইহা যেন তিনিই ভাল জানেন, এই ভাব। আবার বলিলেন—"তোকে যেতে বলেনি ?"

এই প্রশ্নে সত্যের দিক দিয়া কি উত্তর দেওয়া সম্ভব রাধিকা তাহাই ভাবিতেছিলেন, কিন্তু ভাবিবার অবসর না দিয়া মা আবার বলিলেন—"তোর বন্ধু ত সন্ন্যাসী নয়, তবে তুই কেন সাধু সাধু হ'য়ে থাকিস্ ? এতদিন তোর বন্ধু বুঝি শেখাচ্ছিল যে, তুই সাধু হ'য়ে চলে যা !"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃদেবীর মনে যে সেই মনিঅর্ডারের কুপনটি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে রাধিকার বিলম্ব হইল না। মনে মনে তাঁহার হাসি পাইল। সত্য উত্তর দিতে হইলেও কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে এবং বন্ধু ও তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণ কিভাবে গোপন রাখা চলে তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন।

রাধিকার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া সত্যভামা দেবী সেই প্রসঙ্গের অবতারণায় তাহার মনে কোন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারে ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। রাধিকার আজ আহারে আব্দার দেখিয়া তিনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাধিকা আর ঘর ছাড়িয়া যাইবে না।

তিনি যেন সেই সবই ভাবিয়া প্রশ্নের গতি অন্যদিকে লইয়া গেলেন। অল্প হাসির সহিত বলিলেন—"হ্যাঁরে! তুই যে আমাকে তীর্থ ক'রতে নিয়ে যাবি বলেছিলি, তা কবে যাবি ?"

এই কথায় রাধিকাও যেন নূতন পথ পাইলেন। রাধিকা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"আমি কোথাও গেলে তুমি ত ভাব, পালিয়ে যাব। নবদ্বীপে যাওয়ার সময়ে তোমায় ব'লে গিয়েছিলাম ঠিক পনের দিন পরে আসবো, এসেছিলাম তো ?

সত্যভামা দেবীর মনে রাধিকার অভিমানের সুর প্রকাশ পাইল। তাঁহার পুত্র যে অবাধ্য নয়। তথাপি তাহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করায় সে যে মনে কষ্ট পায়, এইটুকু ভাবিয়াই তিনি তৃপ্তির সহিত বলিলেন—"না, আর আমার চিন্তার কি আছে ? তুই কোথায় যাবি যা না, আর ভাব্‌বো না, যেদিন আস্‌বো ব'লে ব'লবি সেদিন ঠিক আসিস্!

মায়ের কথায় রাধিকার হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল—কৌশলে একরূপ অনুমতিই আদায় করিয়া লইয়াছেন। রাধিকা তেমনিভাবে বলিলেন, "বেশ! আমি কোথাও গেলে তুমি আর ভাববে না ত ?"

সত্যভামা দেবী পুত্রের এই সারল্যে যেন ডুবিয়া গেলেন। রাধিকা নিশ্চয় এখনই কোথাও যাইতে চায় না। সেই ভাবিয়াই বলিলেন—"না, আর ভাববো না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের এই অনুমতিই রাধিকার প্রতি আশীর্ব্বাণী হইল। তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার যেন কেহ সরাইয়া দিল। ভগবান্ গৌরাঙ্গসুন্দরের কথা মনে পড়িয়া গেল। দেবী শচীমাতা উদাসীর মতই নিজ পুত্রকে অনুমতি দিয়াছিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকেও তাঁহার জননী এই ভাবেই সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছিলেন। রাধিকার ইচ্ছা হইতেছিল,—এখনি তাঁহার মায়ের পদতলে পড়িয়া তাঁহার অনুমতিকে চিরতরে স্বীকার করাইয়া রাখেন। হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন তাঁহাকে আরও উন্মনা করিয়া দিল।

সত্যভামা দেবী রাত্রি হইতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে নিদ্রিতা হইলেন। রাধিকা আলোটিকে মৃদু করিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সারারাত্রি জাগিয়া রহিলেন। মা গভীর নিদ্রায় মগ্না হইলেন।

রাধিকা মায়ের মুখের দিকে চাহিতেছেন। নিজের পুঁটলীটির ভিতর আরও কি লইতে হইবে এবং সঙ্গে যখন কাপড় জামার আর কিছুই প্রয়োজন নাই, তখন পরিধানের একটি পিরান, চাদর ও কাপড় রাখিলেই যথেষ্ট হইবে ভাবিয়া করতাল দুইটিকে বন্ধনীতে জড়াইয়া পুঁটলির মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

পাশের ঘরে দাদার ঘড়িতে একটির পর দুটি বাজিল। সত্যভামা দেবী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ইহার পরই নিদ্রা তরল হইয়া আসিবে, আর বিলম্ব হইলে চলিবে না। রাধিকা উঠিয়া বসিলেন। আলোর মৃদুছটা আরও কমাইয়া দিলেন।

সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বালিশের নীচের পুঁটলীটা ধীরে ধীরে হাতে লইয়া বাহিরে আসিতেছেন, মায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। মা নিদ্রার ঘোরেই যেন হাঁফ্ ছাড়িবার মত নিঃশ্বাস ফেলিলেন। রাধিকার বুক দুলিয়া উঠিল। দুয়ারে আসিয়াও আবার ফিরিলেন। পুঁটলীটি নামাইয়া মায়ের মুখের দিকে আবার চাহিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বুকে তখনও কম্পন হইতেছে। বাহির হইতে হইতেও ফিরিয়া আসিয়াছেন। মাকে প্রণাম করা হয় নাই। তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু চরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুঁইলে যদি জাগিয়া পড়েন! রাধিকার মনের দ্রুত কম্পন দ্রুততর হইতে হইতে স্তব্ধ হইয়া গেল।

রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের ভাষা মনেই জাগিয়া থামিয়া গেল। ভূমিতে বসিয়া অতি ধীরে তাঁহার চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া মনে মনে বিদায় মাগিলেন।

আর থাকা চলে না। রাধিকা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন, পা টিপিয়া দালানের পথে গুরুজনবৃন্দের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। বাহিরে আসিবার সময় অনন্তদেবকে প্রণাম করিয়া সেখানেও বিদায়-প্রার্থনা করিতে করিতে অভূতপূর্ব্ব প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

তিনি তখনই যাত্রা না করিলে সকলে জানিতে পারিবেন! ভয়ে ভয়ে বাহিরের বাড়ীর সদর দরজা খুলিতেই মনে হইল, কে যেন দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন—সরিয়া গেলেন। যেন কোন নারী মূর্ত্তি। রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। মা আসিলেন কি? ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ভেতর বাড়ী হইতে শব্দ আসিল—ঘড়িতে তিনটা বাজিতেছে। রাধিকার আর অপেক্ষা করা চলে না। তিনি এখন দ্রুতপদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সহর ছাড়িয়া গ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়া বিলে, আরও দ্রুতবেগে তিনি চলিতে লাগিলেন।

কক্ষে পুঁটলি, মস্তক হইতে জানুপর্য্যন্ত চাদরে ঢাকা, খালি পায় তিনি যথেষ্ট পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাধিকা বুঝিলেন যে বহু দূর আসিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোন্ পথ? পাঁচুরিয়া আর কত দূর?

আরও একটু আসিয়া একটি খালের ধারে আসিলেন। কয়েকটি ছেলে স্কুলে যাইতেছে। অনুমানে বুঝিলেন যে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইতেছে না। ছেলেরা এই নূতন পথিককে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পথে থামিল। বয়স প্রায় তাহাদের সমান। তাহারা দেখিল যে অচেনা মুখেও তাঁহার ভালবাসার দৃষ্টি ঝলক দিতেছে, তাঁহার গলায় মালা, মাথায় শিখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু বৈরাগীর মত বেশভূষা। ছেলেরাই জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন ?" রাধিকার উত্তর—"পাঁচুরিয়া।"

"তাহারা তখন বলিল, ঐ তো আর একটু গেলেই বাজার, তারই পাশ দিয়ে এক মাইল গেলেই ষ্টেশন। আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

এ কথার উত্তর তাহারা পাইল না। কিশোর দ্রুত চলিয়া গেলেন। কিছুটা আসিতেই পিছন হইতে ডাক আসিল—"ছোটবাবু! ছোটবাবু!"

আর যাওয়া চলে না। তাঁহাকে থামিতেই হইল। ছুটিতে ছুটিতে একটি যুবক আসিতেছে। রাধিকার চোখে মুখে ভীতির বিহ্বলতা! "তবে কি যাওয়া হবে না ?"

রাধিকা দাঁড়াইলেন। যুবক আসিয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, রাধিকার মুখে কোন কথাই আসিতেছে না। যুবক বলিল— "ছোটবাবু! তুমি কি কোথায় চ'লে যাচ্ছ, বাড়ীতে কি রাগ ক'রে এসেছ ? মুখ তোমার শুকনো যে ?"

এত কথার উত্তর রাধিকার দিবার সময় নাই। পাঁচুরিয়ায় তাঁহাকে ট্রেন ধরিতেই হইবে। রাধিকা জোর করিয়া পালাইতে চান। কিন্তু পারিতেছেন না। বন্ধুর প্রিয়জন দীননাথ, গুরুচরণের ভাগিনেয় তাঁহাকে পথে আটকাইয়াছে।

দীননাথ তাঁহাকে বলিল—"তুমি নিশ্চয় বাড়ীতে ব'লে আস নাই। চল, আমাদের সঙ্গে চল।" রাধিকার চক্ষু চঞ্চল হইলেও তিনি কিন্তু ধীর। দীননাথ মনে মনে ভাবিল—হয়তো বন্ধুর কাছে যাচ্ছেন, তাই কিছু বলছেন না। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিল। রাধিকা এই বিষম সমস্যায় পড়িয়াও হাসিলেন, ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন— "তাই।"

দীননাথের আর বলিবার কিছুই নাই। ছোটবাবু জগবন্ধুর কাছে যাবেন, পালাচ্ছেন না। দীননাথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"ছোটবাবু! তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, আটা আনা পয়সা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাও, বাজারে খেয়ে নাও গিয়ে ?"—রাধিকা তখন ভাবিলেন সত্যই তো আমার হাতে যে পয়সা নাই! ট্রেণে যাইতে হইলে তাহা লাগিবে, কিন্তু কত ভাড়া তা তো জানি না।

রাধিকার মনে তখনই সমাধান হইয়া গেল—"আচ্ছা, কৃষ্ণনগর পৌঁছিতে যদি ও ভাড়ায় না হয়, যতটা যাওয়া যায়, তাই করি। তিনি হাত পাতিলেন। সেই আট আনা লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

পাঁচুরিয়া আসিতে না আসিতেই ট্রেন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একখানা টিকেট করিয়া তিনি গাড়িতে বসিলেন।

—০—

নূতন পথের যাত্রী শ্রীরামদাস ঃ

"আপনারই নাম রামদাস জী ?"

শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতীরে সবেমাত্র শ্রীরামদাসজী পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকেই এই প্রশ্ন। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আগন্তুকের মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি সুরধুনীর বারি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

পরে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিতেই ভদ্রলোকটি বলিলেন— "আজ্ঞে আমার বাড়ী হুগলীতে, রাঁচি থেকে বন্ধু লিখেছেন। আজ প্রায় পনর দিন এখানে এসে হরিসভায় আছি, রোজই এই সময়ে এই ঘাটে আসি। তিনি আমায় যে আকৃতির পরিচয় লিখেছেন সে চেহারার কাউকে দেখতে পাইনি। আপনাকে দেখেই আমার মনে হ'ল যে আপনিই রামদাস জী।"

শ্রীরামদাসজীও তাঁহার উত্তরে কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি যে তাহাকে ঠিক ধরিয়াছেন এইটুকু জানাইলেন। শ্রীরামদাসজী বন্ধুকে মনে মনে স্মরণ করিয়া তৃপ্তি পাইলেন, শ্রীধামের রজঃ স্পর্শ করিয়া মনপ্রাণ প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামদাসজীর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিলেন—"আমার নাম শ্রীকান্তিচন্দ্র চৌধুরী, আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বন্ধু আত্মীয় হ'লেও আমার প্রভু। এর পূর্ব্বে যখন আপনি নবদ্বীপে এসেছিলেন, তখন এখানে আমার আসা হয় নাই। আপনি কি আজই হুগলীতে যাবেন?"

শ্রীরামদাসের মনে তখনই হুগলী যাইবার ইচ্ছা হইলেও ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গস্নুন্দরের এখানে অন্ততঃ একটি রাত্রি থাকিবার বাসনা। তিনি সেই ভাবই প্রকাশ করিলেন।

চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার মনোভাবটি বুঝিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কালই সকালে যাব। আজ চলুন হরিসভায় থাকি।"

উভয়ে পথে আসিতে আসিতে ফরিদপুর ও বন্ধুর সম্বন্ধে দুই চারটি কথা হইল। হরিসভায় আসিয়াই শ্রীরামদাসের মনে গত বৎসরের সমস্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে স্মৃতির সহিত ব্যথা-বেদনারও সঞ্চার হইল। পদরত্ন মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র পিতৃশোকে কাশীধামে গিয়াছেন। তিনিও সেখানে অসুস্থ।

হরিসভায় থাকিতে যেন ভালই লাগিতেছে না। চৌধুরী মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"আমি ভেবেছিলাম, আজ হয়তো আপনার আসা হবে না। তবুও কি মনে ক'রে গিয়েছিলাম, রোজই ওখানে যাই!"

শ্রীরামদাসজী হাসিলেন। চৌধুরী হহাশয় কি ভাবিয়া একবার পঞ্জিকাটি আনিলেন। শ্রীরামদাস দেখিলেন ১২৯৯ সালের পঞ্জিকা। চৌধুরী মহাশয় শ্রাবণ মাসের পৃষ্ঠা খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আপনি কখন বেরিয়েছেন? শ্রীরামদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"রাত্রি তিনটায়।"

চৌধুরী মহাশয় নিতান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় দিনক্ষণ দেখে বের হন নি, এই দেখুন" বলিয়াই শ্রীরামদাসের দিকে পঞ্জিকার পৃষ্ঠাটি আগাইয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামদাস পড়িয়া দেখিলেন—"১২ই শ্রাবণ শুক্লা তৃতীয়া, মঙ্গলবার, মঘানক্ষত্র।" মুখে তাঁহার মৃদু হাসি দেখা দিল। মনে পড়িল—নিজের জন্মবারেই বের হ'য়েছি এবং তাহার উপর মঘানক্ষত্র। গতরাত্রে মা পিঠে খাইয়াছেন।" পঞ্জিকাটি নিজেই হাতে লইয়া আরও কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলেন—আগামী ২৫শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট সোমবার পূর্ণিমা। শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলণ উৎসব।

শ্রীরামদাসের মন চঞ্চল হইল। তিনি ভাবিলেন, ব্রজে শ্রীগোবিন্দের ঝুলণে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। অন্ততঃ দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে পৌঁছিতেই হইবে। কিন্তু সেখানকার পথঘাট, থাকার ব্যবস্থা কিছুই জানা নাই।

ইহা মনে জাগিলেও তিনি ভাবিলেন—দুর্ভাবনার কিছুই নাই। সবই ঠিক হইয়া যাইবে। যাহার করুণাশক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে তিনিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জীবের আর স্বাতন্ত্র্য কোথায়? শ্রীরামদাসের মন সুস্থির হইল।

দিবা কাটিয়াছে সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুঁটলি হইতে করতাল দুইটি নূতন উদ্দীপনায় বাহির করিয়া শ্রীরামদাস ধীরে ধীরে একটি প্রার্থনার পদ গাহিতে লাগিলেন—

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইরূপ লহ নিজ সাথ॥
বহুয়োনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগৎকারণ তুমি জগৎ জীবন।
তোমা ছাড়া কারু নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদখানি যেন শ্রীরামদাসেরই ব্যাকুল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। শ্রীরামদাসের এ পরিচয় চৌধুরী মহাশয়ের জানা ছিল না। তিনি মুগ্ধ হইয়া শ্রীরামদাসের সুমধুর কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। হরিসভায় এই কণ্ঠস্বর বহুদিন শোনা যায় নাই। চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় বহুদিন পরে আবার পিককণ্ঠ শ্রীরামদাসের সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত হইল। বাহিরেও তখন শ্রাবণের জলধারা ঝরিতেছে। শ্রীরামদাসের নয়ন হইতে আরও প্রেমধারা বহিতেছে।

বহুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামদাস বিশ্রাম করিলেন। বিনীতভাবে চৌধুরীকে জানাইলেন—এখানে যেন কোন পরিচয় দেওয়া না হয়।

সৎসঙ্গসংচোদিতদীপ্তচিত্তো
বৈরাগ্যভক্তিপ্রবণঃ প্রহৃষ্টঃ।
কিশোরদেহঃ পরিহিত্য গেহং
ররাজ গূঢ়ঃ স হি রামদাসঃ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.